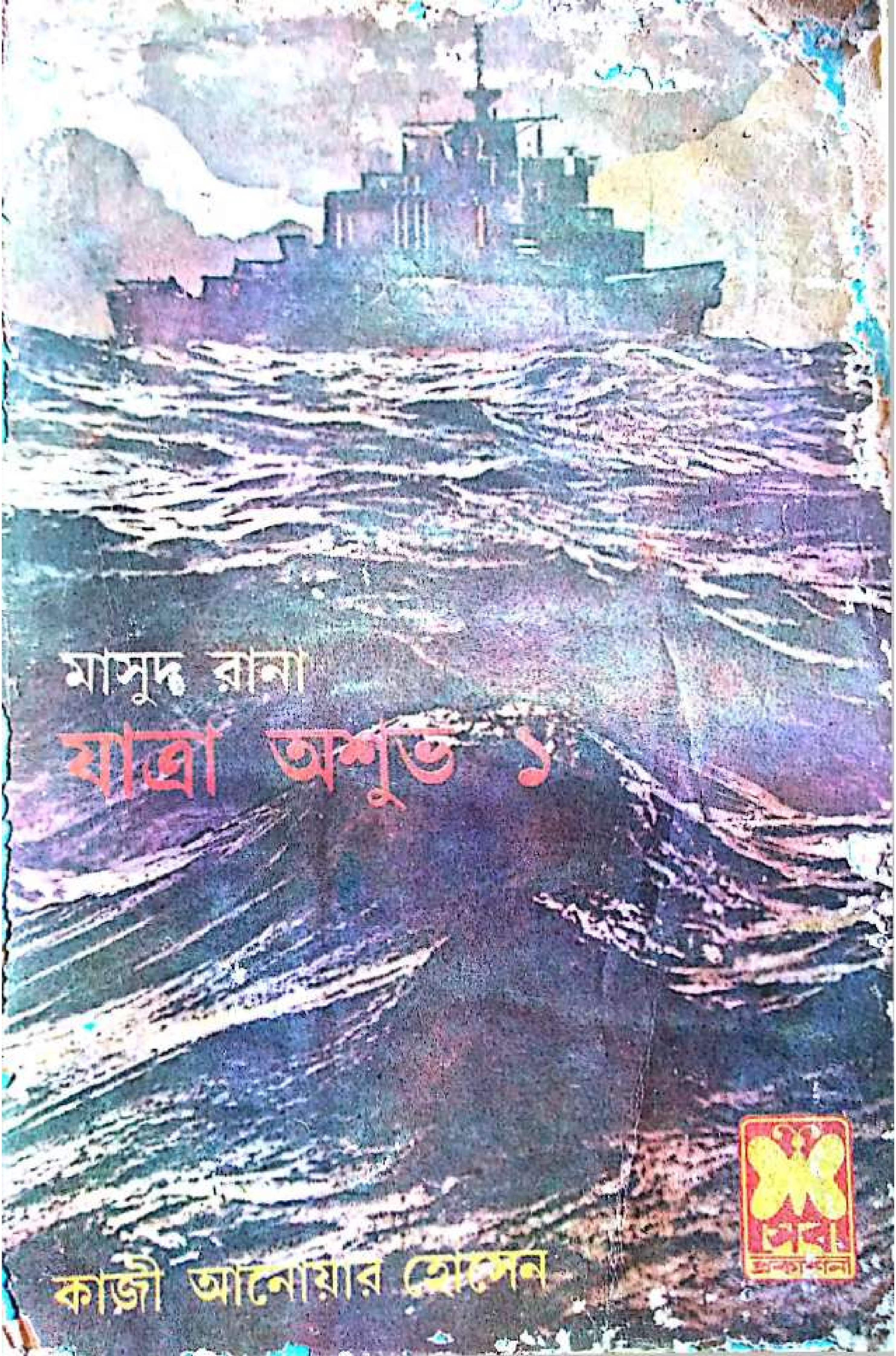

মাসুদ রানা
যাত্রা অশুভ ১
সেবা প্রকাশনী
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা-১৭০

যাত্রা অশুভ-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহজ-সরল এক মেয়ে মারিকা কঠিন-জটিল সমস্যায় পড়ে সাহায্য চাইলো রানার কাছে। কিন্তু হাতে জরুরী কাজ, অক্ষমতা প্রকাশ করলো রানা। এবং অন্তরের গভীরে অনুশোচনায় দগ্ধ হলো—বিপদগ্রস্তা একটি তরুণী রানা এজেন্সির কাছে সাহায্য চেয়ে পাবে না, এ কেমন কথা? আরও খারাপ কথা—মেয়েটির নাম ঠিকানা কিচ্ছু রাখেনি ও। কিন্তু ভাগ্যের লিখন খণ্ডাবে কে।

নিতান্তই আকস্মিকভাবে আবার দেখা পেল সে মেয়েটির, এবং জড়িয়ে গেল। এক হোয়েলিং কোম্পানির মালিকের অনুরোধে চললো সে অ্যান্টার্কটিকায়। ওখানে খুন হয়েছেন মারিকার বাবা, সম্ভবতঃ ওর হবু-স্বামী নষ্টচরিত্র মার্ক রোসেটের হাতে। চিহ্নিত করা গেল খুনীকে, কিন্তু বিচারের আগেই শুরু হয়ে গেল বৈরী প্রকৃতির বিরুদ্ধে ওদের মরণপণ যুদ্ধ।

বিশ টাকা

সেবা প্রকাশনী

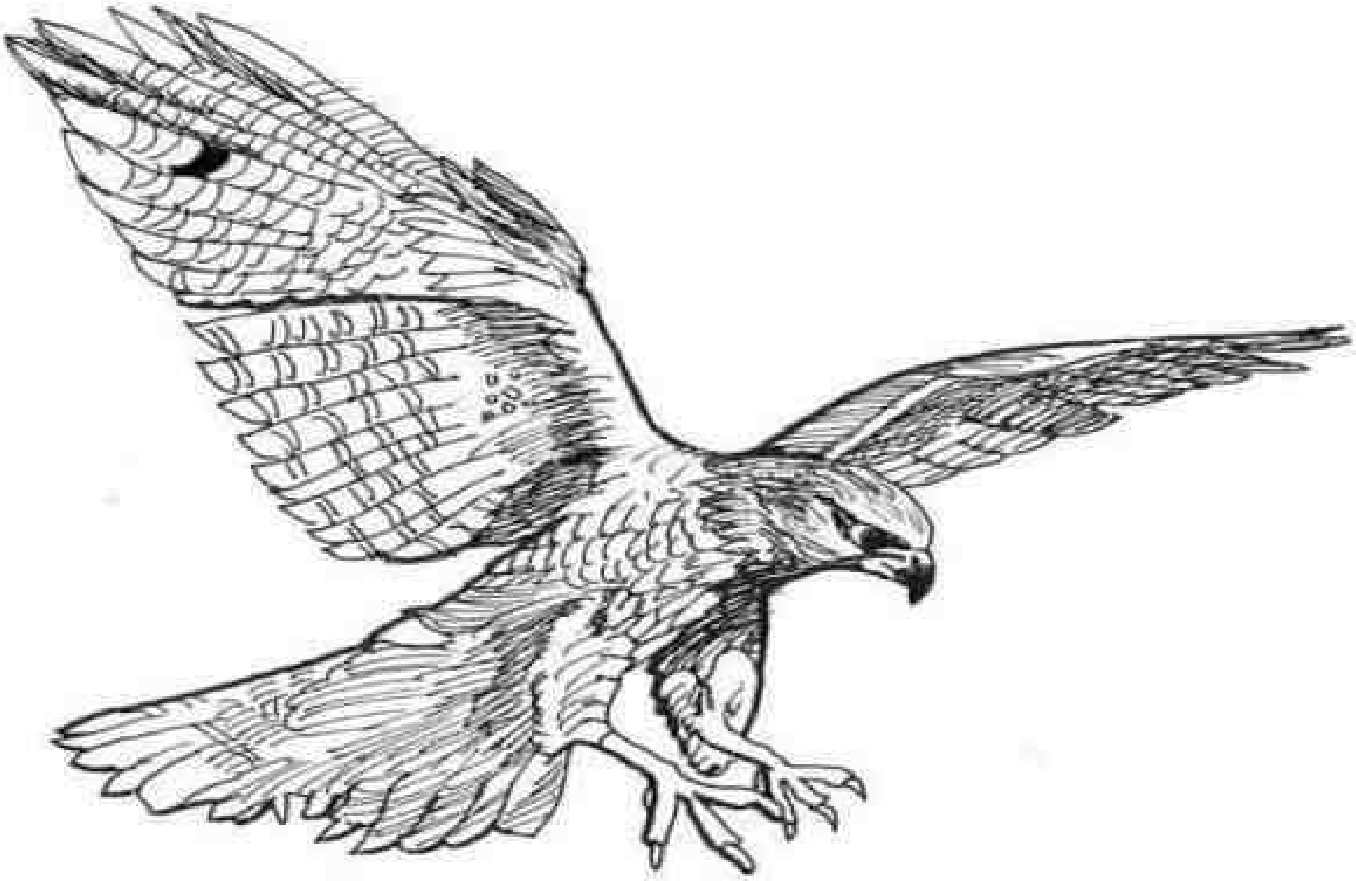
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

বিশ টাকা

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

<কার্টেসি>
থ্রিলারখেকো

Scanned By



Blood Falcon

এক

ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই বিপর্যয়ের প্রথম খবরটা পৌছলো লণ্ডনে।

'কেপটাউন, দশ-ই ফেব্রুয়ারী, রয়টার : ফ্যাক্টরি শিপ কোতুন এস. ও. এস. পাঠিয়েছে। ওয়েডেল সী-র বরফে আটকা পড়েছে জাহাজ। বিধ্বস্ত হবার সমূহ আশংকা। সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে চার শো মাইল দূর থেকে রওনা হয়েছে নরওয়ের ফ্যাক্টরি শিপ সাদার্ন উইণ্ড।'

সংবাদপত্রের 'সর্বশেষ' শিরোনামে খবরটা ছাপা হলো।

দুপুর নাগাদ প্রায় পাঁচ কোটি লোক জানলো বাইশ হাজার টনের একটা ব্রিটিশ জাহাজ অ্যান্টার্কটিকায় বরফের চাপে ধীরে ধীরে ভাঙছে। শুভ্র হিমরাজ্যে মৃত্যুর মুখোমুখি চারশো মানুষ।

ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল্টি তাদের রেসকিউ শিপ ডীপ রোভারকে পাঠালো সাউথ জর্জিয়ার উদ্দেশে, ওখান থেকে ফুয়েল নিয়ে কোতুনের কাছে পৌছবার চেষ্টা করবে। কেপটাউন থেকে রওনা হলো একটা ন্যাভাল করভেট, সেটাও সাউথ জর্জিয়া থেকে ফুয়েল নেবে।

সব মিলিয়ে প্রায় এগারোটা জাহাজ রওনা হলো কোকুনের সাহায্যে, যদিও কেউ জানে না বরফের বাধা পেরিয়ে অকুস্থলে পৌঁছুনো আদৌ সম্ভব কিনা। নরওয়ের সরকারী মুখপাত্র ঘোষণা করলো, তাদের ফ্যাক্টরি শিপ সাদার্ন উইণ্ড কোকুনের ছ'শো মাইলের মধ্যে পৌঁচেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যের প্রস্তাব দিয়ে জানালো, অনুরোধ করা হলে তারা তাদের এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ওয়াশিংটন-কে পাঠাতে রাজি আছে, যদিও এই মুহূর্তে কোকুনের কাছ থেকে তিন হাজার মাইল দূরে রয়েছে সেটা।

ওদিকে অ্যান্টার্কটিকায় দ্রুত ঘটে যাচ্ছে ঘটনাগুলো। প্রথম দিকে খবর এলো, ডিনামাইট ফাটিয়ে পথ করে নেয়ার মতো বেশ খানিকটা পরিষ্কার পানি পেয়ে গেছে কোকুন। পরবর্তী মেসেজে জানা গেল, বরফের নিরেট রাজ্য থেকে বেরুবার সব ক'টা পথে প্রাচীর তুলে দিয়েছে কয়েকটা আইসবার্গ, প্যাক আইসের ওপর হামলা করছে ওগুলো। প্যাক আইসের কিনারায় অপেক্ষা করছে ট্যাংকার পালাডিন আর রেফ্রিজারেটর শিপ ডলফিন, সাথে পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর বাকি জাহাজগুলো। ক্যাপটেনরা জানিয়েছে, তারা অসহায়, কারো কিছু করবার নেই। বিকেল নাগাদ বরফের চাপে কোকুনের স্টারবোর্ড সাইড তোবড়াতে শুরু করলো। ১৪.১৭ ঘণ্টায় ফ্যাক্টরি শিপের মাস্টার, ক্যাপটেন জোনাস ভেনসম, জাহাজ খালি করার নির্দেশ দিলো। বরফে রেডিও ইকুইপমেণ্ট নামাবার আগে সর্বশেষ সতর্কবাণীতে ক্যাপটেন ভেনসম সাদার্ন উইণ্ডকে জানালো, আইসবার্গের রেখা পেরিয়ে তারা যেন প্যাকে না ঢোকে। কোকুন থেকে পাওয়া ওটাই সর্বশেষ মেসেজ।

পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর লণ্ডন অফিসে সারা রাত আলো

বললো। কিন্তু জাহাজের রক্ষা পাওয়া ক্রুদের কোনো মেসেজ এলো না। পরিত্যক্ত জাহাজ বা বরফে আশ্রয় পাওয়া লোকজনের ভাগ্য সম্পর্কে সংশয় ও অনিশ্চয়তা বাড়তেই লাগলো। ধীরে ধীরে সবাই উপলব্ধি করলো, উনিশশো বারো সালে টাইটানিক ডুবে যাবার পর এটাই সম্ভবত ভয়াবহতম নৌ-দুর্ঘটনা।

এগারো তারিখে বেশ কিছু তথ্য সহ লণ্ডনের একটা কাগজে পুরো কাহিনীটা ছাপা হলো। পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর বিভিন্ন অফিস, ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল্টি, নরওয়ে শিপিং লাইনস হেডকোয়ার্টার এবং একাধিক লাইব্রেরীর তথ্যভাণ্ডার থেকে বিবরণ সংগ্রহ করে রিপোর্টার তার লেখাটা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছে। শিরোনাম—'অ্যান্টার্কটিকায় সর্বশেষ বিপর্যয়'। রিপোর্টটা সহজ ভাষায় লেখা :

'চারশো এগারোজন লোক নিয়ে ষোলই অক্টোবর ক্লাইড ত্যাগ করে কোকুন। নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বোনার পাইটন, ফ্যাক্টরি ম্যানেজার ; জোনাস ভেনসম জাহাজের মাস্টার, সহকারী ম্যানেজারের পদে রয়েছে পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর চেয়ারম্যানের ছেলে, মার্ক রোসেট। ক্রুদের মধ্যে শতকরা আটাত্তরজন নরওয়ের লোক, প্রধানত স্যাণ্ডফিওর্ড আর টনসবার্গের অধিবাসী তারা। বাকি সবাই ব্রিটিশ। ফ্যাক্টরি শিপের সাথে রয়েছে এক্স-অ্যাডমিরাল্টি করভেট, হোয়েলটোইং ভেসেল হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়েছে ওটাকে, আর আছে রেফ্রিজারেটর শিপ ডলফিন।

'ষোলই নভেম্বরে কেপটাউনে পৌছায় কোকুন, ওখানে তার ক্যাচারগুলো একটা ট্যাংকার সহ অপেক্ষা করছিল। অভিযান শুরু হয় তেইশে নভেম্বর। ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের ধারণ ক্ষমতা ২২১৬০ টন। বহরে রয়েছে দশটা ক্যাচার, প্রতিটি ৩০০ টনী। আরো দুটো ক্যাচার

আছে, টো করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। শিকার করা তিমি টেনে আনার জন্যে রয়েছে তিনটে এক্স-ন্যাভাল করভেট। একটা রেফ্রিজারেটর শিপ, একটা ট্যাংকার, একটা হোয়েলার—তিমির মাংস রেফ্রিজারেটর শিপে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। টোইং ভেসেলের একটাকে পরে কেপটাউনে ফেরত পাঠানো হয়, ইলেকট্রিক হারপুন ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করবার জন্যে। তিমি শিকারের চলতি মৌসুমে নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতিটা পরীক্ষা করে দেখতে চায় কোম্পানী।

'অ্যান্টার্কটিকায় তিমি শিকারের মেয়াদ চার মাস—ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ। বংশবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্যে বছরের বাকি সময় তিমি শিকার নিষিদ্ধ। চলতি মৌসুমে বিশেষ ধরনের কিছু তিমি শিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এবারের মৌসুমে আঠারোটা কোম্পানী অভিযানে বেরিয়েছে—দশটা নরওয়ের, চারটে ব্রিটিশ, একটা ডাচ, একটা রাশিয়ান, দুটো জাপানী।

'উনত্রিশে নভেম্বর সাউথ জর্জিয়াকে দেখতে পায় কোকুন। অপ্রত্যাশিত খারাপ আবহাওয়ার খবর দেয় তারা। তাপমাত্রা অস্বাভাবিক কম, দ্বীপের পশ্চিম আর দক্ষিণ তীরে প্যাক আইস তখনো জমাট বেঁধে আছে। ক্যাচারগুলো, দুশো মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার রিপোর্ট দিয়ে জানালো, বরফের বিশাল পাহাড় ভেসে আসছে স্রোতের সাথে। বছরের এই সময়টা এতো বড় আকারের বরফ ওদিকে থাকার কথা নয়। ডিসেম্বরের দুই তারিখে অপারেশন শুরু করার নির্দেশ দিলো ফ্যাক্টরি শিপ কোকুন, সাত দিনে তার ক্যাচারগুলো শিকার করলো মাত্র ছত্রিশটা তিমি। ইতোমধ্যে তাপমাত্রা আরো নেমে যাবার সাথে সাথে শুরু হয়েছে তুষার ঝড়। আরো

দক্ষিণে সরে গিয়ে পুরোদমে কাজ শুরু করলো বহরটা। লণ্ডন অফিসে রিপোর্ট আসতে লাগলো, তিমির সংখ্যা নিতান্তই কম, আবহাওয়া আরো খারাপের দিকে, মাঝেমধ্যেই আইসবার্গ দেখা যাচ্ছে।

'একে তো শিকার করার মতো তিমি নেই, তার ওপর ফ্যাক্টরি ম্যানেজার বোনার পাইটনের রিপোর্ট থেকে জানা গেল, ক্রুদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়ে গেছে। কোম্পানীর লণ্ডন অফিস থেকে প্রশ্ন করেও এ-ব্যাপারে বিশদ কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

'তবে ব্যাপারটা যে গুরুতর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোম্পানীর চেয়ারম্যান, কর্নেল ওয়াকার রোসেট, জানুয়ারীর দুই তারিখে লণ্ডন ত্যাগ করেন কেপটাউনের উদ্দেশ্যে, চার্টার করা একটা প্রাইভেট প্লেন নিয়ে। ডাক্তার তাঁকে নিষেধ করেন, কারণ তাঁর হার্টের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, কিন্তু কারো কথায় কান দেননি তিনি। কর্নেল ওয়াকার রোসেটের সাথে রয়েছে ফ্যাক্টরি ম্যানেজার বোনার পাইটনের কন্যা মারিকা পাইটন। সবাই জানে, কর্নেল ওয়াকারের পুত্রবধূ হতে যাচ্ছে মারিকা। মার্ক রোসেটের সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে আছে। এ-ব্যাপারে চাপা একটা গুঞ্জন থাকলেও, পারিবারিক সূত্র থেকে ভালো-মন্দ কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। কর্নেলের সাথে আরো রয়েছেন একজন জার্মান টেকনিকাল অ্যাডভাইজার হেলমুট বার্গার, ইলেকট্রিকাল হারপুন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সে। আর আছে একজন নাম-করা জাপানী ফটোগ্রাফার, কাইসু ওকোমো। তেসরা জানুয়ারীতে লণ্ডন অফিসে খবর এলো, অভিযানের নেতা, বোনার পাইটন, গত রাতে জাহাজ থেকে অদৃশ্য হয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, জাহাজ থেকে পড়ে গেছেন তিনি।

'কর্নেল ওয়াকার কেপটাউনে পৌঁছুলেন ছয় তারিখে, সেদিনই তিনি

মারিকাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন ফ্যাক্টরি শিপের উদ্দেশে। হার-পুন ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করতে এসেছিল টোইং বোটটা, সেটাতে চড়েই গেলেন তাঁরা। সতেরো তারিখে ফ্যাক্টরি শিপে পৌঁছে অভিযানের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন কর্নেল। ইতোমধ্যে মাত্র এক শো সাত্তাশটা তিমি মারা হয়েছে, অথচ গত বছর এই সময় মারা হয়েছিল দুশো চোদ্দটা। পরবর্তী এক হপ্তায়, খারাপ আবহাওয়ার দরুন, মাত্র সাতটা তিমি শিকার করা সম্ভব হলো। কর্নেল ক্যাচারগুলোকে আরো বড় বৃত্ত রচনা করতে পাঠালেন। দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পুবে বিপুল প্যাক আইস দেখতে পেলো তারা, একটা ক্যাচার ঢোকার পর বরফ থেকে আর বেরুতে পারলো না। প্রতিটি ক্যাচার থেকে রিপোর্ট এলো, তিমির কোনো হদিস নেই। ইতোমধ্যে নরওয়ের ফ্যাক্টরি শিপ সাদার্ন উইণ্ডের সাথে রেডিও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছয় শো মাইল দূরে রয়েছে ওটা। খবর এলো, চারপাশে এতো তিমি যে মেরে কূল করতে পারছে না তারা। আঠারো তারিখে কর্নেল সিদ্ধান্ত নিলেন, আরো দক্ষিণে যাবেন তাঁরা। রওনা হবার পর বরফের আলগা টুকরো বাধা সৃষ্টি করলো। তবে তেইশ তারিখে খোলা সাগরে পৌঁছুলো কোকুন, রিপোর্ট এলো প্রচুর তিমির দেখা পাওয়া গেছে। পাঁচই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এক শো সত্তরটা তিমি মারা পড়লো। ছয় আর সাত তারিখে বন্ধ থাকলো শিকার, কারণ তুষার ঝড় আর কুয়াশা। বরফে আশ্রয় নিতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলো একটা ক্যাচার। ঝড় থামার পর একটা ক্যাচার আর একটা করভেটকে পাঠানো হলো উদ্ধার করার জন্যে। আট তারিখে এই দুটো জাহাজ পরস্পরের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে অচল হয়ে পড়লো। একটা শেষ পর্যন্ত ডুবে গেল, আগুন লেগে গেল দ্বিতীয়-

স্থান। দুর্ঘটনাটা ঘটলো কোকুনের কাছ থেকে একশো বিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

'তিনটে জাহাজের ক্রুদের উদ্ধার করার জন্যে পাঠানো হলো একটা করভেটকে। আট তারিখে রাতে করভেট থেকে জানানো হলো, অকুস্থলের বিশ মাইলের মধ্যে পৌছুতে পেরেছে তারা, কিন্তু সামনে নিরেট প্যাক আইস থাকায় এগোতে পারছে না। ওদিকে মোট চারটে জলযান বা জলযানের ক্রুরা রয়েছে, কিন্তু এরপর আর কোনো-টা থেকেই কোনো খবর এলো না।

'ঝড় শুরু হলো আবার। তাসত্ত্বেও ফ্যাক্টরি শিপ কোকুন ক্যাচারগুলোকে সাহায্য করবার জন্যে রওনা হলো। খারাপ আব-হাওয়ার দরুন তিমি শিকার বন্ধ রয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত বা আটকে পড়া চারটে ক্যাচার ছাড়া বাকি সবগুলো জাহাজ ফ্যাক্টরি শিপের সাথে থাকলো। কর্নেল ওয়াকার রোসেট সবার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, কোকুন প্যাক আইসে প্রবেশ করবে।

'দৃশ্যটা কল্পনা করা কঠিন। কোকুন বিশাল একটা জাহাজ। সামনে অবিশ্বাস্য গতিবেগ নিয়ে ঝড় যেন একটা বিভীষিকা। পুব থেকে পশ্চিমে সরু একটা পথ ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজগুলোর দিকে চলে গেছে, পথের দু'পাশে যতো দূর দৃষ্টি যায় আলগা প্যাক আইস—শুভ্র হিম-রাজ্য, সূর্য যেখানে কখনোই অস্ত যায় না, রাত মানে টোয়াইলাইটের অদ্ভুত নিষ্প্রভ আলো। আলগা বরফ জড়ো হয়ে জমাট বাঁধছে, পরি-ণত হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন নিরেট প্যাক আইসে। রওনা হবার পরপরই আইসবার্গের সাক্ষাৎ পেলো তারা, প্যাক আইসের ওপর হামলা করছে। আঁকাবাঁকা সরু ও কালো পানিপথ ধরে এগিয়ে চলেছে কোকুন, বরফের গভীর রাজ্যে ঢুকছে তারা, পাশ কাটাচ্ছে একের পর

এক আইসবার্গকে, সামনে দক্ষিণ মেরুর সবচেয়ে বিপজ্জনক এলাকা। ক্রুদের সবারই জানা আছে, স্বেচ্ছামৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছে তারা। প্যাক আইসে ঢোকা আর বেরুনো এক কথা নয়। সরু পানিপথটা যে-কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

'ব্যাপারটা কি স্রেফ পাগলামি? ক্যাচারগুলোয় মাত্র কয়েকজন লোক, তাদেরকে উদ্ধার করবার জন্যে চারশো লোককে বিপদে ফেলার আদৌ কি কোনো প্রয়োজন ছিলো? ফ্যাক্টরি শিপের দাম ধরা যেতে পারে প্রায় দেড় কোটি পাউণ্ড, এতো দামের জাহাজটা হারাবার ঝুঁকি কেন নিলেন কর্নেল ওয়াকার? তাঁর অফিসাররাই বা কেন তাঁকে সাবধান করেননি? কোকুন অত্যন্ত শক্তিশালী জাহাজ, বারো ফুট ঘন বরফ ভেঙে এগোতে পারে, কিন্তু প্যাক আইসের এবড়োখেবড়ো কিনারা যদি একবার ঠিকমতো দাঁত বসাতে পারে, ডুবে যেতে খুব বেশি সময় নেবে না। কর্নেল কি বিপদটা দেখতে পাননি? নাকি পানি পথটা এতো সরু ছিলো যে ঢোকার পর আর বেরুনোর উপায় ছিলো না? আসলে কি ঘটেছিল তা হয়তো কোনোদিনই জানা যাবে না। আমরা শুধু জানি, ১০ই ফেব্রুয়ারী ০৩. ১৮ ঘণ্টায় কোকুন এস. ও. এস. পাঠাতে শুরু করে। পশ্চিম দিকে ধাবিত প্যাক আইস ঘিরে ধরে ওটাকে, এবং সম্ভবত রাতের মধ্যেই চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করে ফেলে।

'রক্ষা পাওয়া ক্রুদের ভাষ্য না পাওয়া পর্যন্ত কাহিনীটা সম্পূর্ণ জানা যাবে না। ইতোমধ্যে আমরা শুধু আশা করতে পারি, সরকার তার সাধ্য মতো চেষ্টা করবে লোকগুলো যেন উদ্ধার পায়। ওদের সাথে খাবারদাবার প্রচুর থাকার কথা, তিমির মাংসের অন্তত কোনো অভাব নেই। তবে ইকুইপমেন্ট যা আছে তাতে অ্যান্টার্কটিকায়

একটা শীত কাটানো অসম্ভব ব্যাপার। শীত এলো বলে, তার আগেই বিপন্ন মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে হবে।'

এই হলো কোকুনের কাহিনী। এর বেশি তেমন একটা কিছু জানে না জনসাধারণ। বিপর্যয়ের খবরটা একটানা নয়দিন খবরের কাগজে হেডিং হিসেবে থাকলো, কিন্তু তারপর উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, রিপোর্টাররা আর কোনো আগ্রহ দেখালো না, মানুষও ঘটনাটার কথা ভুলে গেল। কিছুদিন পর মার্কিন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ওয়াশিংটন অকুস্থলে পৌঁছুলে আবার খবর হলো কোকুন, কিন্তু তার পরই জানা গেল, খারাপ আবহাওয়ার দরুন অনুসন্ধান বিঘ্নিত হওয়ায় ওয়াশিংটন ফেরত এসেছে। ওয়েডেল সী-তে আটকা পড়া কয়েকশো ভাগ্যহত লোকের শেষ পরিণতি কি হতে পারে, সবাই উপলব্ধি করতে পারলো।

মার্চের মাঝামাঝি সময় শীত এসে পড়লো। নতুন বরফ তৈরি হওয়ায় তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যাচ্ছে। বাইশ তারিখের মধ্যে সব ক'টা সার্চ ভেসেল ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। হোয়েলিং কোম্পানী-গুলো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলো, চলতি মৌসুমের মতো তিমি শিকার বন্ধ করেছে তারা। এই ঘোষণার ফলে কোকুনকে বা কোকু-নের ক্রুদের উদ্ধার করার শেষ আশাটাও বিলীন হয়ে গেল।

কিন্তু গল্পটা এখানেই শেষ হলো না। এপ্রিল মাসের একুশ তারিখে একটা খবর এলো···

তবে সেটা মাসুদ রানার কাহিনী।

দুই

হাইড পার্ক থেকে দেখা যায় অফিসটা। দোতলার ওপর কমপিউটার, ডাটা প্রসেসিং কণ্ট্রোল রুম, এবং অন্যান্য আধুনিক কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটি নিয়ে তিন কামরার অফিস। ভেতরে ঢোকার দরজার মাথায় ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড, অক্ষরগুলো পিতলের ওপর খোদাই করা, সাদা রঙের: রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, লণ্ডন ব্রাঞ্চ।

রানা এজেন্সি আসলে বাংলাদেশ কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্সেরই একটা কাভার, চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে গড়ে তুলেছে রানা বেশ কয়েক বছর আগে। বি. সি. আই. আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই আন্তর্জাতিক অনেক নাজুক ব্যাপারে নাক গলাতে অসুবিধে হয়, সে-কথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটাকে দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু থেকেই ভালো কাজ করে আসছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর প্রায় সব বড় বড় শহরে খোলা হয়েছে শাখা অফিস।

বি. সি. আই.-এর দুর্ধর্ষ এজেন্টদের একজন হলো মাসুদ রানা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোনো ষড়যন্ত্র হলে বা কোথাও মা...

জাতির জন্যে ক্ষতিকর কোনো অশুভ তৎপরতা শুরু হলে অসম সাহসের সাথে সেটা ঠেকাবার জন্যে ছুটে যায় ও। বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভালোবাসে রানা। প্রিয় বলেই এই রোমাঞ্চকর জীবন ও পেশাকে বেছে নিয়েছে।

জানুয়ারী মাসের এক তারিখ, দুপুর একটা, লণ্ডন শাখার অফিসে বসে একমনে ফাইল দেখছে রানা। লাঞ্চ খেতে এইমাত্র বেরিয়ে গেছে সবাই, গোটা অফিস ফাঁকা। আজ রাতের ফ্লাইটে জরুরী একটা তথ্য সংগ্রহের জন্যে ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে কেপটাউনে যাবার কথা ওর, প্লেনের টিকেট কাটা হয়ে গেছে। কেপটাউন থেকে ইংল্যাণ্ডে না ফিরে চলে যাবে ঢাকায়, তাই লণ্ডন শাখার ফাইলগুলোর ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে ও।

আর কেউ হলে সম্ভবত শুনতে পেতো না, কিন্তু রানার কান অত্যন্ত সজাগ, সিঁড়িতে পায়ের হালকা শব্দ শুনে ভুরু কুঁচকে উঠলো ওর। লাঞ্চ সেরে এখুনি ফিরবে না কেউ। তাহলে? ফাইল থেকে মুখ না তুলেই খোলা দেরাজে একটা হাত ঢোকালো, পিস্তলটা স্পর্শ করলো শুধু, ধরলো না। টুংটাং শব্দে বেজে উঠলো কলিংবেল।

'কাম ইন,' বিরক্তি না চেপেই হাঁক ছাড়লো রানা।

সাথে সাথে কেউ ভেতরে ঢুকলো না। কয়েক সেকেণ্ড পর নড়ে উঠলো ভারি পর্দা, উঁকি দিলো একটা মেয়ে। মেয়েটার বয়স হবে বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। চেহারায় ইতস্তত ভাব, যেন ভেতরে ঢুকবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। সুন্দরী বলা যাবে না, তবে এমন কোমল চেহারা খুব কমই দেখেছে রানা। গোটা অবয়বে আশ্চর্য সারল্য লেপ্টে আছে। এক পলক দেখেই মায়া লাগলো রানার, কারণ এ-ধরনের সরল মেয়েরাই বঞ্চনা, ষড়যন্ত্র আর নির্যাতনের শিকার

হয়।

'আমার কিছু কথা ছিলো,' বিড়বিড় করে বললো মেয়েটা, এখনো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

'প্লিজ, কাম ইন,' বলে অভয় দেয়ার জন্যে মৃদু হাসলো রানা, ইঙ্গিতে ডেস্কের সামনের একটা চেয়ার দেখালো। 'বসুন।'

মেয়েটা ভেতরে ঢোকার পর রানা লক্ষ্য করলো, প্রচলিত অর্থে সুন্দরী না হলেও, তার নারীসুলভ দেহসৌষ্ঠব গর্ব করার মতো। বাঙালী ললনাদের মতই অসামান্য লাবণ্য। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা শ্বেতাঙ্গিনী যুবতীর সর্বাঙ্গে যৌবন টলটল করছে। মেয়েটা যাতে আড়ষ্ট বোধ না করে, শরীরটার দিকে ভালো করে তাকালোই না রানা, মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে জানতে চাইলো, 'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমরা?' ইতিমধ্যে চেয়ারে বসেছে মেয়েটা, তবে শিরদাঁড়া খাড়া, টান টান হয়ে আছে কাঁধের পেশী।

'আমার সাহায্য দরকার। আমার সাথে আপনাদের একজনকে অ্যান্টার্কটিকায় যেতে হবে। টাকা যা লাগে দেবো, খরচ ইত্যাদি যা লাগে তাও...।'

'কিছু যদি মনে না করেন, জানতে পারি,' জিজ্ঞেস করলো রানা, 'এখানে কিভাবে এলেন আপনি? কেউ আপনাকে আমাদের কথা বলেছে?'

'না, কেউ বলেনি,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো মেয়েটা। 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, সাইনবোর্ড দেখে...।'

'আপনার পরিচয়?'

'আমার নাম মারিকা পাইটন। আমার বাবা, বোনার পাইটন, অ্যান্টার্কটিকায় আছেন—একটা ফ্যাক্টরি শিপে। আমি জানি, বাবার

সামনে ভয়ানক একটা বিপদ রয়েছে। বিপদ আমারও। প্লিজ, মিঃ…।'

'আমি মাসুদ রানা।'

'মিঃ রানা, প্লিজ। ব্যাপারটা কাউকে বলার মতো নয়, কারণ এখনো কিছু ঘটেনি, কিন্তু আমি জানি আমি বা আমার বাবা মারাত্মক একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হতে যাচ্ছি। বাবা আমাকে অ্যান্টার্কটিকায় যেতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তবু আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; ঠিক জোর করেও নয়, আবার এক অর্থে জোর করেই…আসলে, ঠাণ্ডা মাথায় কিছু চিন্তা করতে পারছি না আমি। শুধু জানি, বিপদ একটা ঘটবেই, এবং আমি বা বাবা নিজেদের চেষ্টায় সে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবো না। কি করবো বুঝতে না পেরে পাগলের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিলাম, এই সময় আপনাদের সাইনবোর্ডটা দেখতে পাই। টাকা কোনো সমস্যা নয়, যে-কোনো মূল্যে আমরা শুধু প্রোটেকশন চাই…।'

'কিসের বিরুদ্ধে প্রোটেকশন? কার কাছ থেকে বিপদের আশংকা করছেন আপনি?'

দু'বার কথা বলতে গেল মারিকা, দু'বারই মুখ খুলে আবার বন্ধ করলো। কি যেন বলতে চাইলেও পারছে না। অবশেষে হাল ছেড়ে, দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ বসে থাকলো।

'আপনার আসলে পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত, মারিকা।'

মুখ থেকে হাত সরালো মেয়েটা। 'গিয়ে কি বলবো? যদি বলি, আমার বাবাকে মেরে ফেলা হবে বলে ভয় করছি, তারা আমাকে পাগল ভাববে না? যদি বলি, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে যে অ্যান্টার্কটিকায় না গিয়ে আমার উপায় নেই, এবং আমাকে জোর করে একজন লোক বিয়ে করতে চাইছে, কি ভাববে তারা আপনিই বলুন? আমি শুধু আশংকা করছি, কারো বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ

তো দিতে পারছি না।'

'আপনি চান, আপনার সাথে আমরা অ্যান্টার্কটিকায় যাই ?'

'হ্যাঁ। কারণ যা কিছু ঘটার সব সেখানেই ঘটবে। আপনাদের মধ্যে থেকে যে-ই আমার সাথে যাবেন, তাকে কয়েক মাস থাকতে হতে পারে অ্যান্টার্কটিকায়, সম্ভবত তিমি শিকারের মৌসুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত।'

'দাঁড়ান দেখি,' বলে দেরাজ থেকে একটা নোটবুক বের করে পাতা ওল্টালো রানা। অফিসে কার কি কাজ সব লেখা ওটায়। তিন মিনিট পর চোখ তুললো ও, নোটবুকটা রেখে দিলো দেরাজে। মাথা নাড়লো। 'দুঃখিত, মিস পাইটন। লণ্ডনে হলে হয়তো সাহায্য করা যেতো। আমার সহকারীরা এই মুহূর্তে জরুরী এমন সব কাজে ব্যস্ত যে কারো পক্ষেই লণ্ডন ত্যাগ করা সম্ভব নয়।'

'সবাই ব্যস্ত ? তাহলে··· কিন্তু···কিন্তু আপনি ?'

'দুঃখিত। আজ রাতের ফ্লাইটে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। আফ্রিকায়। ঘাবড়াবার কি আছে, লণ্ডনে আপনি আরো অনেক ইনভেস্টিগেশন ফার্ম পাবেন।'

'প্যারিসে লেখাপড়া করেছি, লণ্ডনের প্রায় কিছুই আমি চিনি না···,' অন্যমনস্কভাবে বললো মেয়েটা, কথা বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। 'ধন্যবাদ, আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। কি জানি কি মনে করলেন আপনি। বিরক্ত করার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত,' ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে একটা হাত নেড়ে লম্বা পা ফেলে এগোলো সে দরজার দিকে, রানাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল।

ফাইলে আবার মনোযোগ দেয়ার মিনিট তিনেক পর রানা উপলব্ধি করলো, কাজে মন বসছে না। হাতঘড়ি দেখলো ও। সোয়া একটা

বাজে, লোকজনের ফিরতে এখনো আধ ঘণ্টা দেরি আছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। খুঁত খুঁত করছে মনটা। নিষ্পাপ সরল চেহারাটা বারবার ফিরে আসছে চোখের সামনে। বিপদটা ঠিক কি ব্যাখ্যা করে বলতে পারেনি মেয়েটা, তবে তার আশংকা অমূলক না-ও তো হতে পারে। অসহায় একটা মেয়ে সাহায্য চেয়ে পেলো না, একটা অপরাধবোধ খচ খচ করে বিঁধতে লাগলো রানার বুকে। ভুল হয়ে গেছে, আরো কিছু প্রশ্ন করা উচিত ছিলো ওর, পুরো গল্পটা জানতে পারলে বিপদের গুরুত্বটা বোঝা যেতো। একজন মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে রানা এজেন্সির লোকবল বা সময়ের অভাব হওয়া উচিত নয়।

হঠাৎ রানা আবিষ্কার করলো, মেয়েটার ঠিকানা বা ফোন নম্বরও রাখেনি ও। কী আর করা যাবে! ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাজে মন দিল আবার।

রাত একটায় ফ্লাইট। সাড়ে বারোটায় হিথ্রো এয়ারপোর্টে পৌঁছেই দুঃসংবাদটা পেলো রানা। সুইডেন থেকে লণ্ডনে আসার পথে ওর প্লেন মাঝ-আকাশে বিস্ফোরিত হয়েছে, আশংকা করা হচ্ছে ক্রু সহ আরোহীরা কেউই বাঁচেনি। আরোহীদের তালিকাটা সংগ্রহ করলো রানা, খানিকটা স্বস্তিবোধ করলো এই ভেবে যে তালিকায় ওর পরিচিত কেউ নেই। তারপর নিজের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো ও, সময়মতো কেপটাউনে পৌঁছুতে না পারলে এতো সাধনার ফসল শত্রুপক্ষের হাতে চলে যেতে পারে। কিন্তু অনুসন্ধানে খবর নিয়ে জানলো, আগামীকাল পর্যন্ত আফ্রিকার দিকে আর কোনো ফ্লাইট নেই। অগত্যা একটা প্লেন চার্টার করতে চাইলো রানা। ডেস্ক থেকে

সবিনয়ে জানানো হলো ওকে, চার্টার করার মতো মাত্র একটা প্লেনই ছিলো, দশ মিনিট আগে সেটাও রিজার্ভ করা হয়েছে। চার্টার করেছেন একজন প্রাক্তন কর্নেল, নাম ওয়াকার রোসেট, পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর চেয়ারম্যান। প্রশ্ন করে রানা জেনে নিলো, প্লেনটায় সিট আছে পাঁচটা, তবে আরোহীর সংখ্যা তিনজন। পাইলটের নাম জানলো রানা, তার সাথে ওর মৌখিক পরিচয়ও আছে। সে রানাকে বললো, কর্নেল রোসেট অত্যন্ত বদমেজাজী মানুষ, কেপটাউন পর্যন্ত রানাকে লিফট দিতে রাজি হবেন কিনা সন্দেহ। তবে, অনুরোধ করে দেখতে পারে সে।

পৌনে একটায় পৌঁছুলেন কর্নেল ওয়াকার রোসেট, সাথে রানার জন্যে একটা বিস্ময়। টার্মিনাল অফিসে ঢুকে জলদগম্ভীর গলায় হুংকার ছাড়লেন তিনি, 'প্লেন রেডি?' ভদ্রলোক বিশাল দেহী, চেহারায় কর্তৃত্বের ভাব, লাল মুখ, হাবভাবে সদা-ব্যস্ততা। তাঁর সাথে আরো তিনজন মানুষ রয়েছে—দু'জন পুরুষ, একটা মেয়ে। মেয়েটাই রানার বিস্ময়। মারিকা পাইটন কেপটাউনে যাচ্ছে, সম্ভবত ওখান থেকে অ্যান্টার্কটিকায় যাবে। রানাকে দেখলো সে, কিন্তু উদাস নির্লিপ্ত চেহারায় কোনো ভাব ফুটলো না। আজ দুপুরে কথা হয়েছে, কাজেই চিনতে না পারার কারণ নেই। রানা ধারণা করলো, লোকজনের সামনে ওর সাথে কথা বলতে চাইছে না মেয়েটা। এমনও হতে পারে, এখন আর কারো সাহায্য পাবার সম্ভাবনা বা দরকার আছে বলে মনে করছে না সে।

উর্দি পরা একজন শোফার ওদের লাগেজ নিয়ে এলো। ক্লার্ক জানালো, 'পাইলট অপেক্ষা করছে। আপনি শুধু ফর্মে সই করুন, কর্নেল ওয়াকার। ও, হ্যাঁ, একটা তার এসেছে, আধ ঘণ্টা আগে।'

এনভেলাপটা ছিঁড়লেন কর্নেল ওয়াকার। শিঙের তৈরি চশমার ফ্রেমটা কপালে তুলে আলোর নিচে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কাঁচা-পাকা ঘন ভুরুর নিচে তাঁর চোখ দুটো কঠিন। হঠাৎ তিনি চরকির মতো আধপাক ঘুরলেন। 'এই যে, মারিকা, এটা পড়ো।' কাগজটা মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, রানা লক্ষ্য করলো ভদ্রলোকের হাতটা একটু কাঁপছে।

একজোড়া স্ল্যাকস পরেছে মেয়েটা, গায়ে সবুজ উলেন জার্সি। তার কাঁধে অবহেলার সাথে ফেলা রয়েছে অত্যন্ত দামী একটা মিঙ্ক কোট। কোমল চেহারায় ক্লান্তি আর উদ্বেগ। মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে নেই দেখে তার শরীরের ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলো রানা। পরমুহূর্তে একটা ঢোক গিললো ও, সেই সাথে চোখ রাঙালো নিজেকে। তবে মনে মনে স্বীকার করলো, শিল্পীদের আদর্শ একটা মডেল হতে পারে মারিকা পাইটন, ঈশ্বর তাকে অকৃপণ হাতে যৌবন দান করেছেন।

টেলিগ্রামটা পড়ে মুখ তুললো মারিকা, ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে সেঁটে আছে শক্তভাবে, চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

'কি বুঝলে?' প্রায় ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল ওয়া-কার।

কথা না বলে মেয়েটা শুধু তাকিয়েই থাকলো।

'কি হলো, কিছু বলছো না যে?' চাপা গর্জন বেরিয়ে এলো কর্নেলের গলা থেকে। 'প্রথমে তুমি, তারপর তোমার বাবা! ছেলে-টাকে তোমরা পেয়েছো কি? কেন তোমরা তার পেছনে লেগেছো?' অকস্মাৎ ডেস্কের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিলেন তিনি। পেপার-ওয়েটটা লাফ দিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। 'মার্ককে আমি কিছুতেই

ফিরিয়ে আনবো না। তোমার বাপকে তার সাথে মানিয়ে চলতে হবে! এরপর আবার যদি এ-ধরনের অভিযোগ করে সে, আমি তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করবো। সে-ই একমাত্র লিডার নয়, খুঁজলে আরো দু'চারজন পাওয়া যাবে।'

'তা পাওয়া যাবে, কিন্তু আপনি যে রেজাল্ট চান তা একমাত্র বাবাই দিতে পারবে,' রাগে চেহারা লাল হয়ে উঠলেও, নিজেকে সামলে রেখে শান্তভাবে জবাব দিলো মারিকা পাইটন।

উত্তরে কড়া কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কর্নেল ওয়াকার, হঠাৎ রানাকে দেখতে পেয়ে মুখ খুললেন না। ঘুরে ডেস্কের দিকে ফিরলেন তিনি, খসখস করে সই করলেন ফর্মে, কাঁপা হাতে। তাঁর দিকে তাকিয়ে হতাশায় ভুগছে রানা, এ-লোককে অনুরোধ করা বোকামি হবে। তারমানে কেপটাউনে ওর যাওয়া হচ্ছে না।

রানা তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরেই বোধহয় ঝট করে ঘাড় ফেরালেন ভদ্রলোক, এক পা এগোলেন ওর দিকে, প্রায় মারমুখো ভঙ্গি, জানতে চাইলেন, 'আপনি, স্যার, স্রেফ প্লেনের জন্যে অপেক্ষা করছেন, নাকি আমার সাথে কথা বলতে চান?'

'প্লেনের জন্যে অপেক্ষা করছি,' বললো রানা।

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করলেন কর্নেল ওয়াকার, রানার ওপর থেকে চোখ সরালেন না।

'প্লেনটা পাবো কিনা নির্ভর করছে আপনার ওপর,' বললো রানা। বদমেজাজী হলেও, কেপটাউনে পৌঁছুনোর স্বার্থে ভদ্রলোককে অনুরোধটা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। 'আমার নাম মাসুদ রানা, একটা ইনভেস্টিগেশন ফার্মে আছি। পাইলট আমাকে চেনে। সে-ই আমাকে বললো, আপনার প্লেনে নাকি সিট খালি আছে। তাই

ভাবছিলাম···।'

'আপনি লিফট চাইছেন?'

'পেলে উপকার হতো।' রানা সচেতন, মারিকা পাইটন ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

'দয়া বা উপকার, এ-সবে আমার বিশ্বাস নেই,' কর্কশ গলায় বললেন কর্নেল ওয়াকার রোসেট। 'রাস্তা মাপুন।'

প্রচণ্ড রাগ হলেও, নিজেকে সামলে রাখলো রানা। শান্তস্বরে শুধু বললো, 'ভুলে যান।' ঝুঁকে নিজের ব্যাগগুলো তুলে নিলো ও। মেয়েটার দিকে একবারও না তাকিয়ে দরজার দিকে এগোলো।

পিছন থেকে মারিকার চাপা গলা শুনতে পেলো রানা, কর্নেল ওয়াকারকে তিরস্কার করছে, 'মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার না করলেই কি নয়? ভদ্রলোক শুধু একটা লিফট চেয়েছেন···।'

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা, শুনতে পেলো কর্নেল স্নেহাত্মক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছেন, 'তুমি চাও লোকটাকে আমি লিফট দিই?'

উত্তরটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করলো না রানা, টার্মিনালের বাইরে বেরিয়ে এলো। ট্যাক্সি খুঁজছে, এই সময় উর্দি পরা শোফার ছুটে এলো। 'স্যার, কর্নেল আপনাকে ডাকছেন।'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো রানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরলো। টার্মিনালে ফিরে এসে কর্নেলের সামনে দাঁড়ালো ও।

'আমার হবু পুত্রবধূ বলছে, আমি নাকি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি,' বদমেজাজী কর্নেল ভারি, গম্ভীর গলায় বললেন।

'সত্যি যদি তাই হয়ে থাকে, দুঃখ প্রকাশ করছি।'

'শুধু এইজন্যে না ডাকলেও চলতো,' বললো রানা।

'ডেকেছি এ-কথা বলার জন্যে যে সময়মতো যদি কাগজ-পত্র রেডি

করতে পারেন, কেপটাউন পর্যন্ত আমাদের সাথে যেতে পারেন আপনি।'

'সে-সব আগেই সেরে রেখেছি আমি,' বললো রানা। 'ধন্যবাদ।'

'কি!' ভুরু কুঁচকে রানার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন কর্নেল। 'আপনি জানতেন, লিফট পাবেন?' ভদ্রলোক হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন। 'এ-ধরনের এফিশিয়েন্সি কোত্থেকে অর্জন করলেন, জানতে পারি? আর্মিতে, নাকি নেভিতে?'

'আমি একজন প্রাক্তন মেজর,' সবিনয়ে বললো রানা। 'তবে ন্যাভাল অপারেশনেও অংশগ্রহণ করেছি।'

'মানে?'

'আপনি নিশ্চয়ই মুমা-র নাম শুনেছেন? আমি ওটার সাথে জড়িত।'

ফ্লাইট অফিস থেকে বেরিয়ে এসে পাইলট রানার দিকে তাকালো, উত্তরে মৃদু হাসলো রানা। আরোহীদের তালিকা হাতে নিয়ে কর্নেল ওয়াকারের দিকে তাকালো পাইলট। জিজ্ঞেস করলো, 'তালিকায় চারজনের নাম দেখছি, কর্নেল?'

'হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আমার পুত্রবধূকে সাথে যেতে রাজি করাতে পেরেছি,' কথাটা বলে আড়চোখে মারিকার দিকে তাকালেন কর্নেল, ঠোঁটে মিটি মিটি হাসি নিয়ে।

'দেখুন!' রাগের সাথে কর্নেলের দিকে ফিরলো মারিকা পাইটন। লোকজনের সামনে নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করলো সে, আর কোনো কথাই বলতে পারলো না।

'আহা, রাগ করো কেন।' নরম সুরে বললেন কর্নেল ওয়াকার। 'বিয়ের কথাবার্তা তো পাকাই হয়ে গেছে। তোমাকে তো বলেছি, ভয়

আমার কিছু নেই—আমার শেয়ার থেকে অর্ধেক আমি তোমাকে লিখে দেবো।'

'কিন্তু এখনো আমাদের বিয়ে হয়নি, কর্নেল!' চাপা গলায় বললো নারিকা। 'এবং হবে কিনা তা-ও আমরা কেউ জানি না।'

'জানি না মানে? একশো বার জানি! মার্ক আমার স্বভাব পেয়েছে, একটু বদরাগী—একমাত্র তোমার মতো একটা মেয়েই ওকে সামলে রাখতে পারবে। মার্ক তোমাকে ভালোবাসে, তুমিও বাসো, এরপর আর কথা কি? খুঁটিনাটি আর যে ব্যাপারগুলো ঘটে গেছে, ও কিছু না, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো তোমাকে বলেইছি, অ্যান্টার্কটিকায় চলো, তোমার সেই জিনিসগুলো মার্ক ফেরত দেবে তোমাকে। সে তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে, এটা তোমার ভুল ধারণা।'

জিনিসগুলো কি জানা গেল না, কারণ লজ্জায় বা অপমানে মাথা নিচু করলো নারিকা পাইটন, তার চোখের কোণে পানি টলটল করতে দেখলো রানা।

খুক করে কেশে পাইলট জানতে চাইলো, 'হেলমুট বার্গার কে?'

দু'জন পুরুষের মধ্যে জার্মান লোকটা এগিয়ে এলো। 'আমি,' রোগাপটকা এক লোক, গলার আওয়াজ খসখসে, প্রায় শোনাই যায় না। ছোট্ট শরীরে কয়েক সাইজ বড় কাপড়। 'আমার কাগজ-পত্র, দেখাতে হবে?'

'না, দরকার নেই।'

'আর আমি ওকোমো, কাইসু ওকোমো।' বেঁটে লোকটা জাপানী, অসম্ভব চওড়া। উটের পশম দিয়ে তৈরি একটা কোট পরে আছে সে, কাঁধের কাছে প্যাড লাগানো। কোমরে দু'ইঞ্চি চওড়া বেল্ট শক্ত

করে বাঁধা, পীকক ব্লু স্কার্ফ জড়িয়েছে গলায়। পাইলটের হাত ধরে ঝাঁকাবার সময় তার হাতের চারটে আঙটি দ্যুতি ছড়ালো। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে, নাকি সুরে সে বললো, 'প্লেন চালানো আসলে একটা শিল্প, কাজেই আপনি একজন শিল্পী। আমিও একজন শিল্পী। আশা করি,' কো-পাইলটের দিকে তাকালো সে, 'আপনারা দু'জনেই দক্ষ শিল্পী, আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না!' কথার শেষে গলা ছেড়ে হেসে উঠলো সে।

কাস্টমসের ঝামেলা সেরে প্লেনে চড়ে বসলো সবাই। কো-পাইলট ককপিট থেকে বেরিয়ে এসে দেখে গেল সিটবেল্ট বাঁধা হয়েছে কিনা। কেউ কোনো কথা বলছে না, তবে সবার পেশীই আড়ষ্ট হয়ে আছে। কর্নেল ওয়াকার চোখ বুজে আছেন। মেয়েটা সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে, হাত দুটো মিঙ্ক কোটের পকেটে ঢোকানো। সিল্ক স্কার্ফ দিয়ে মাথাটা ঢাকা তার। কোঁকড়ানো চুলের কয়েকটা গোছা বেরিয়ে আছে বাইরে। নিজের সিটে বসে ঘন ঘন ঠোঁট চুষছে কাইমু ওকোমো, হাত দুটো মুহূর্তের জন্যে স্থির রাখতে পারছে না। মাথা নয় যেন রাবারের বল, একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে, পরমুহূর্তে উঁকি দিয়ে দেখছে আশপাশের সিটে কে কি করছে। শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মনে হলো একা শুধু হেলমুট বার্গারকে। সিটের ওপর যেন পুরনো কাপড়ের একটা স্তূপ পড়ে আছে।

নিরাপদে আকাশে উঠে এলো প্লেন। সিট বেল্ট খুললো রানা। ওর পিছন থেকে হঠাৎ কর্নেল ওয়াকার কথা বলে উঠলেন, 'মারিকা, হেলমুটের সাথে সিট বদল করো। ওর সাথে নতুন হারপুন নিয়ে আলাপ করতে চাই।'

মেয়েটা জবাবে বললো, 'আপনার বিশ্রাম নেয়া দরকার...।'

'আমি ভালো আছি।'

'কিন্তু ডাক্তার ম্যাকেঞ্জি বলেছেন···।'

'গুলি মারো ডাক্তার ম্যাকেঞ্জিকে!'

'আপনি সাবধান না হলে নিজেকে খুন করবেন!'

শান্ত হতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিলেন কর্নেল, তারপর নরম গলায় বললেন, 'তোমাদের সমস্যার সমাধান না দেখে আমি মরবো না। টেলিগ্রামটা কোথায়? তোমাকে না দিয়েছিলাম?'

ফার কোটের পকেট হাতড়ে কাগজটা বের করে কর্নেলকে দিলো মারিকা। আওয়াজ শুনে রানা বুঝলো, ব্রিফকেসের ওপর সেটার ভাঁজ খোলা হলো। কয়েক সেকেণ্ড পর অসন্তোষসূচক একটা আওয়াজ করলেন তিনি। 'এ-ধরনের টেলিগ্রাম পাঠানোর অধিকার বোনারের নেই!' আবার তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। কাগজটা ছিঁড়ে ফেলার শব্দ পেলো রানা। 'ছেলেটাকে কোনো সুযোগই সে দিতে চাইছে না! কারণটা কি এই যে আমি মারা যাবার পর কোম্পানীটা নিজের দখলে রাখতে চায় সে? ভাবছে, তার সামনে একমাত্র বাধা মার্ক?'

'বাবা আপনার বন্ধু, তাকে আপনি চেনেন, তার সম্পর্কে এ-ধরনের অন্যায় কথা আপনি কি করে ভাবতে পারছেন?' ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করলো মারিকা।

'বন্ধুর পিঠে বন্ধু ছুরি মারে না?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন কর্নেল। 'আমি না চাইলেও, ভাবতে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে। কেপটাউন থেকে বেরিয়েছে ওরা এক হপ্তাও হয়নি, দু'জনের সম্পর্ক দাঁড়ালো সাপে-নেউলে—কেন?'

'কেন, আপনি জানেন না?'

'আমি জানি মার্ক অনভিজ্ঞ, তার এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাচ্ছে

বোনার।'

'এটা তো মার্কের বানানো গল্প।'

'তুমি চাও আমার ছেলেকে আমি অবিশ্বাস করি?'

'নিজের ছেলে হলেও আপনি তাকে ভালো করে চেনেন না, চেনেন কি? বছরের পর বছর আপনি হয় অ্যান্টার্কটিকায় নয়তো সুইটজার-ল্যাণ্ডের ক্লিনিকে কাটিয়েছেন, লণ্ডন আর প্যারিসে মার্ক কি কাণ্ড করে বেড়িয়েছে তার কোনো খবরই রাখেননি।'

'ছেলে বড় হলে তার অনেক ব্যাপার দেখেও না দেখার ভান করতে হয়।'

'সম্ভবত আপনার এ-ধরনের নীরব প্রশ্রয় পেয়েই এতখানি নষ্ট হয়ে গেছে মার্ক।'

'তুমি আর তোমার বাবা, দু'জনেই তোমরা তার সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বলছো। মার্ক নষ্ট হয়ে গেছে কথাটার মানে কি? তোমার বাবা লিখেছে, টনসবার্গের লোকজনদের মার্ক নাকি খারাপ চোখে দেখছে, তারা নাকি মার্কের ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট। কেন, কিভাবে? আমার কোম্পানীতে যারা কাজ করে তারা সবাই লাভের অংশ পায়, দলাদলি জিনিসটা কখনোই তাই দেখা যায়নি। ক্রুরা সবাই চায় অভি-যান সফল হোক···।'

'বাবা যদি অভিযোগ করে থাকে, কথাটা সত্যি বলে ধরে নিতে হবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো মারিকা। 'আপনিও জানেন, কোম্পানীর স্বার্থ-টাকেই বড় করে দেখে সে।'

'তাহলে এ-ধরনের একটা টেলিগ্রাম কেন পাঠালো? কেন সে চাইছে মার্ককে আমি ফিরিয়ে নিই?'

'কারণ মার্ক তার কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। বাবার নেতৃত্ব সে মানতে চাইছে না। মার্কের যা স্বভাব দাঁড়িয়েছে···।'

'ভুলে যেয়ো না, মার্ক তোমার স্বামী হতে যাচ্ছে। তার সম্পর্কে কথা বলার সময় তোমার সংযত হওয়া দরকার।'

'আমি চাই, আপনি তার নেচার সম্পর্কে সবকথা জানুন। আর বিয়ের কথা তুলবেন না, প্লিজ। কারণ মার্ক রোসেটকে আমি বিয়ে করবো না।'

'বিয়ে করবে না? আঙটি পরার পর এ-কথা আসে কি করে? কেন, তাকে তুমি ভালোবাসো না?'

'বাসতাম, তখন তাকে আমি চিনতে পারিনি। এখন তাকে আমি ঘৃণা করি।'

'শাট আপ!' চাবুকের মতো সপাং করে উঠলো কর্নেলের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

'কেন চুপ করবো?' পাল্টা প্রশ্ন করলো মারিকা। 'আমি ছোটো-বেলা থেকে আপনার স্নেহ পেয়ে আসছি, তাই আপনার বখাটে ছেলে-টাকে আমার বিয়ে করতে হবে? সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমে আমি তার প্রেমে পড়িনি—আপনিই তার কাছে আমাকে ঘন ঘন পাঠিয়ে-ছিলেন, আমি যাতে তার অস্থিরতা দূর করার চেষ্টা করি। তখনো তার সম্পর্কে আমি কিছু জানতাম না, কাজেই কিছু দুর্বলতা আসে আমার। সরল একটা মেয়ে ভালোবেসে ঘনিষ্ঠ হলো, লুকিয়ে রাখা ক্যামেরার সাহায্যে অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলোর ফটো তুলে রাখলো মার্ক। তারপর আমি যখন তার আসল রূপ টের পেলাম, সে আমাকে ফটো-গুলোর কথা বলে ভয় দেখাতে লাগলো, বিয়ে না করলে সেগুলো সে খবরের কাগজে ছাপতে পাঠাবে। আপনি যদি সত্যি আমাকে স্নেহ করেন, সত্যি যদি আমার ভালো চান, এরপরও কি বলবেন মার্ককে আমার বিয়ে করা উচিত?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছো, মার্ক এখনো ছেলেমানুষ। ফটো তোলার ব্যাপারটা, এটাকে তুমি একধরনের ফ্যান্টাসী বলে উড়িয়ে দিতে পারো। বয়সকালে এক-আধটু উদ্ভট খেয়াল থাকে না মানুষের?'

'মুশকিল হলো, তাকে আপনি এখনো চিনতে পারেননি। দশ বছর আগে যেমন ছিলো, আপনি ভাবছেন মার্ক আজও তেমনি আছে।'

'তাহলে তোমার কাছ থেকে নিজের ছেলে সম্পর্কে জানতে হবে আমাকে?'

'আপনি জানেন, সে ক্ষমতা-লোভী? মানুষ, মেশিন আর প্রতিষ্ঠান, এগুলোকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচণ্ড একটা নেশায় উন্মাদ হয়ে আছে সে। আপনি জানেন, নিয়ো-নাৎসী আন্দোলনের একজন নেতা সে? আপনি তার বাপ, তার সম্পর্কে সব কথা আপনাকে বলা যায় না। শুধু এটুকু জেনে রাখুন, তার মতো স্যাডিস্টিক ক্যারেক্টার শয়তান উপাসকদের মধ্যেও খুব কম দেখা যায়। সে তার মায়ের কাছ থেকে এমন সব বদস্বভাব পেয়েছে···।'

'মারিকা! মুখ সামলে কথা বলো!'

'আপনি অসুস্থ, তাই এতোদিন এ-সব কথা আপনাকে আমি বলিনি। আজ যখন আপনি অ্যান্টার্কটিকায় যেতে পারছেন, ধরে নিচ্ছি সব কথা শোনার শক্তি আপনার আছে।'

'আমি শুনবো না!' কর্নেল তাঁর ক্ষোভ দমন করার চেষ্টা করছেন। 'তুমি প্রলাপ বকছো, আমি শুনবো না!'

'শুনবেন না? তারমানে আপনি আসল ঘটনা জানতে চান না?'

এক সেকেণ্ড পর কর্নেল বললেন, 'ঠিক আছে, শুনবো। নিরিবিলিতে।'

'বেশ!' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো মারিকা পাইটন।

'হেলমুট!' হাঁক ছাড়লেন কর্নেল, রানার পাশে বসা লোকটা ঝাঁকি খেলো। 'আমার পাশে উঠে এসো।' এরপর তিনি মারিকাকে নির্দেশ দিলেন, 'সিট বদল করো। এবং শান্ত হও।'

জার্মান লোকটার সাথে সিট বদল করলো মেয়েটা। তার চেহারা লাল হয়ে আছে, হাত দুটো শক্ত মুঠো পাকানো, আঙুলের ডগা সাদা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্থির বসে থাকলো সে, রানার দিকে তাকালো না একবারও। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলো রানা।

এঞ্জিনের শব্দের ফাঁকে পিছন থেকে ওদের কথাবার্তা ভেসে আসছে, 'দু'দিন আগেই পৌঁছে গেছে ইকুইপমেন্ট···লিবার্টি-থ্রি, ওগুলো সংগ্রহ করবে···রকম্যানকে বলেছি সে যেন আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে···পরীক্ষার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে···।'

ঘুম না আসায় সময় কাটছে না, পাইলটের সাথে গল্প করার জন্যে ককপিটে চলে এলো রানা। আধ ঘণ্টা পর নিজের সিটে ফিরে এসে দেখলো, আগের মতোই বসে আছে মারিকা, একচুল নড়েনি। ইতিমধ্যে জাপানী ফটোগ্রাফার কাইসু ওকোমো ঘুমিয়ে পড়েছে, খোলা মুখ থেকে সশব্দে বেরিয়ে আসছে বাতাস। মারিকার চোখ খোলা, সরাসরি সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সে, কিন্তু কিছু দেখছে বলে মনে হলো না রানার।

ভোরের দিকে আল্পস পেরিয়ে এলো প্লেন, ল্যাণ্ড করলো ট্রেভিজো-য়। ব্রেকফাস্ট সারার জন্যে কাইসু ওকোমোর সাথে ক্যানটিনে চলে এলো রানা। লোকটা বেশি কথা বলে, আত্মপ্রচারে তার কোনো কুণ্ঠা নেই। বারতিনেক রানাকে সে জিজ্ঞেস করলো, 'কাইসু ওকোমোর নাম নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন, মিঃ রানা? স্বনামধন্য ফটোগ্রাফার?'

সকৌতুকে মাথা ঝাঁকালো রানা, ভাব দেখালো যেন শুনেছে।

হাত দুটো দু'পাশে মেলে দিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো কাইসু ওকোমো। 'আপনি আমাকে বোকা বানাতে পারেননি, মিঃ রানা। কাইসু ওকোমোর খ্যাতি সম্পর্কে আপনার জানা নেই।'

'অ্যান্টার্কটিকায় কেন যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'তিমি শিকারের ছবি তোলার জন্য?'

'এই একটা সাবজেক্টই বাকি আছে, সেটা কাভার করতে যাচ্ছি।' ফটোগ্রাফারের চওড়া মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটলো। 'মিঃ ওয়াকার রোসেট আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন, তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

'ওদের সাথে কতোদিনের পরিচয় আপনার?'

ছোটো চোখ জোড়া সতর্ক হয়ে উঠলো কাইসু ওকোমোর। 'পরিচয় নতুন, সম্পর্ক পেশাগত।' এরপর উপযাচক হয়ে রানাকে একটা উপদেশ দিলো সে, 'বয়সে আপনার চেয়ে আমি বড়, তাই আপনাকে একটা পরামর্শ দিই। উটকো ঝামেলা সব সময় এড়িয়ে চলবেন, বেঁচে থাকাটা তাতে স্বস্তিকর হবে। জগৎসংসার বড় কঠিন জায়গা। আমাকে দেখুন না, আজ আমেরিকার কোনো চিড়িয়াখানায় ছবি তুলছি, তো কাল চলে যাচ্ছি লেনিনগ্রাদ মিউজিয়ামে। পরের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামালে নিজের কাজের ক্ষতি করা হবে না?'

'পরের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করে, এমন সুখী লোকেরও কিন্তু জগৎসংসারে অভাব নেই,' মৃদু হেসে বললো রানা। 'আমি তো এমন লোককেও চিনি, পরের দুঃখ বা অভিযোগ শোনাটাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে।'

'আপনি ঋষিদের কথা বলছেন। দেবতুল্য দু'একজন মানুষ আজও দুনিয়াতে নেই, এ-কথা আমি বলি না। কিন্তু আমার কথা যদি বলেন, মহৎ যতো চিন্তা সব নিজেকে ঘিরে। পরের জন্যে দেয়ার মতো সময়

বা মানসিকতা আমার নেই। কেউ বলতে পারবে না। জীবনটা আমার অশান্তিময়।'

লোকটার সাথে আলাপ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেললো রানা।

পরবর্তী যাত্রাবিরতি কায়রোতে। প্লেনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়ায় মেরামতের পর আবার রওনা হতে ছ'ঘণ্টা দেরি হবে। প্লেন থেকে নেমে এসে ঝড়ো হাওয়ার সামনে পড়লো রানা। পুরনো বন্ধুদের খোঁজে একটা ট্যাক্সি নিয়ে শহরের দিকে চলে গেল কাইসু ওকোমো। কর্নেল ওয়াকার প্লেন থেকে নামেননি, তাঁর বিশ্রাম দরকার। অসুস্থ-বোধ করছে হেলমুট বার্গার, সে-ও নামেনি। টার্মিনাল ভবনের দিকে একাই হাঁটছে রানা, কোথাও বসে কফি খাবার সময় সিদ্ধান্ত নেবে সময়টা কিভাবে কাটানো যায়। হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়লো ও।

'মিঃ রানা!'

ঘুরলো রানা। ওকে ধরার জন্যে হন হন করে এগিয়ে আসছে মারিকা পাইটন। কাছে এসে, কথা না বলে, রানার একটা হাত আঁকড়ে ধরলো সে। অপর হাতটা নিজের সরু কোমরে। চওড়া, সুগঠিত বুক ঘন ঘন ওঠানামা করছে। মায়াভরা কোমল চোখ তুলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

আড়ষ্টবোধ করলো রানা, কি বলবে বুঝতে পারলো না। অস্বস্তি থেকে মারিকাই উদ্ধার করলো ওকে। 'মিঃ রানা, আপনি আমাকে শহরে নিয়ে যাবেন·· কফি খেতে বা শ্রেফ একটু সঙ্গ দিতে? জানেন, আমি খুব অসহায়বোধ করছি। জীবনে কখনো এমন একা লাগে-নি··।' রানার মনে হলো, এখুনি বোধহয় কেঁদে ফেলবে মেয়েটা।

'ঠিক আছে, বেশতো, চলুন না,' বলে তার হাতে মৃদু চাপ দিল

রানা, অনুভব করলো মারিকা। কাঁপছে না, কিন্তু স্পর্শটুকু বৈদ্যুতিক ধাক্কার মতো লাগলো। টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নিলো ওরা।

শহরের দিকে ছুটছে ট্যাক্সি। কেউ ওরা কথা বলছে না। রানা কোনো তাগাদা দেবে না বলে ঠিক করেছে, জানে যদি কিছু বলার থাকে আপনা থেকেই বলবে মেয়েটা।

আরো প্রায় দশ মিনিট নিঃশব্দে কাটলো। তারপর মারিকা বললো, 'আমি দুঃখিত।'

'কেন ?'

'এভাবে আপনার ঘাড়ে চেপে বসলাম। সঙ্গিনী হিসেবে আমি একটা উপদ্রব বৈ তো নই।' হঠাৎ মারিকার খেয়াল হলো, ট্যাক্সিতে ওঠার পর থেকে রানার একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে। তাড়াতাড়ি হাতটা ছেড়ে দিলো সে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মারিকার দিকে বাড়িয়ে দিলো রানা। 'কলংকের কোনো দাগ যদি লেগে থাকে, তাড়াতাড়ি মুছে ফেলুন।' উদ্দেশ্য সফল হলো ওর, ম্লান কোমল চেহারা এক পলকে গোলাপের মতো বিকশিত হয়ে উঠলো, হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে এলো হাসির মিষ্টি আওয়াজটা।

শহরে পৌঁছে একটা বার অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্টে ঢুকলো ওরা। 'কি খাবেন বলুন,' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'কফি, চা, নাকি ঠাণ্ডা কিছু ?'

'হুইস্কি, আপনার যদি আপত্তি না থাকে।'

অর্ডার দিলো রানা। আবহাওয়া, বিশ্বকাপ ফুটবল, গ্রীনহাউজ এফেক্ট ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো ওরা। হুইস্কি আসার পর ঘন ঘন চুমুক দিলো মারিকা। রানা লক্ষ্য করলো, খানিক

পরপরই অন্য এক জগতে চলে যাচ্ছে মেয়েটা. চোখ দুটো অতীত বা ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করছে। অবশেষে ও-ই প্রশ্ন করলো, 'বললে যদি হালকা হতে পারেন, আমার চেয়ে ভালো শ্রোতা আপনি পাবেন বলে মনে হয় না।'

'হ্যাঁ, সম্ভবত। আপনি বলেছিলেন বটে আফ্রিকায় আসবেন, কিন্তু বলেননি আফ্রিকার কোথায়। কেপটাউনে কেন যাচ্ছেন?'

'কাজ আছে,' সংক্ষেপে বললো রানা।

'আপনি বোধহয় এখনো ব্যস্ত, তাই না? আমার সাথে অ্যান্টার্কটিকায় যেতে পারবেন না?'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো রানা। একটা পারিবারিক কোন্দলে জড়িয়ে পড়ার দরকার কি। মারিকার বাবা বোনার পাইটন সম্পর্কে যতোটুকু জানতে পেরেছে ও, ভদ্রলোক যথেষ্ট দৃঢ়চেতা, নিজের বা মেয়ের বিপদ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন। 'না,' সংক্ষেপে বললো রানা। 'আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরতে হবে আমাকে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো মারিকা। কয়েক সেকেণ্ড চোখ বুজে থাকলো সে, বললো, 'নিজের কথা ভাবছি না। বাবার কথা ভেবে ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কেন যে এতো ভয় পাচ্ছি জানি না, কিন্তু পাচ্ছি। কাল রাতে প্লেনে আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম আমি।' দু'হাতে মুখ ঢাকলো সে। 'ওহ্, গড!' ককিয়ে উঠলো। 'একি হলো আমার!'

মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেয়ার ইচ্ছে হলেও বলার মতো কিছু খুঁজে পেলো না রানা। একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করছে।

এক সময় মুখ থেকে হাত সরালো মারিকা। রানার সামনে একটা হাত পাতলো। 'রুমালটা দেবেন?' সেটা নিয়ে চোখের পানি মুছলো।

'কাল সারারাত আমার বাবা আর মার্কের কথা ভেবেছি আমি—অ্যান্টার্কটিকায় ওরা না জানি কি করছে।'

'মার্ককে আপনি ভালোবাসতেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, বাসতাম।'

'কি ঘটলো?'

'হঠাৎ জানতে পারলাম গোপন একটা সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছে সে রাস্তা থেকে মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে রেপ করছে দলটা। ইউনিভার্সিটির মেয়েদেরকে দলের সদস্য হবার প্রস্তাব দেয় ওরা, রাজি না হলে তার কপালে সর্বনাশ নেমে আসে। ইউরোপ জুড়ে নিয়ো-নাৎসীবাদের প্রচারণা চালাচ্ছে ওরা। তারপর…।'

'তারপর?'

'তারপর সে তার মায়ের প্ররোচনায় টনসবার্গের লোকজনকে বাদ দিয়ে স্যাণ্ডেফিওর্ডদের ঢোকাতে শুরু করলো কোম্পানীতে। তার মা স্যাণ্ডেফিওর্ডের মেয়ে। এ-বছর সে তার বাবাকে রাজি করিয়ে, সহকারী ম্যানেজার হিসেবে অভিযানে গেছে আান্টার্কটিকায়। আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি নই জানতে পেরেই আান্টার্কটিকায় যাবার সিদ্ধান্ত নেয় সে, যাবার আগে হুমকি দিয়েছে: তোমার তেজ কিভাবে কমাতে হয় আমার জানা আছে। রওনা হবার ক'দিন পরই সে অভিযোগ করে টেলিগ্রাম পাঠায়, বাবা নাকি টনসবার্গের লোকজনকে তার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছে। এ-ধরনের টেলিগ্রাম একের পর এক আসতে লাগলো, তারপর সে জানালো, বাবা নাকি খোলাখুলি বলে বেড়াচ্ছে, খুব শিগগিরিই কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ তার হাতে চলে আসছে। আমার বাবা কেমন মানুষ আমি জানি, এ-ধরনের কথা কিছুতেই বলবে না সে কোনোদিন।'

'কারণটা কি, কি চাইছে মার্ক ?'

'আমাদের বিয়েতে প্রথমে রাজি ছিলো বাবা, কিন্তু আমার মত নেই জানার পর মার্ককে আমার আশা ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছে। বাবার সাথে কর্নেল কাকুর সম্পর্কটা নষ্ট করতে চাইছে মার্ক। আমাকে সে বলেওছে, কর্নেল কাকু মারা গেলে সে-ই হবে পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর চেয়ারম্যান।'

'কর্নেল ওয়াকার কি রকম অসুস্থ ?'

'তার হার্টের অবস্থা একদম ভালো নয়। একবার স্ট্রোক হয়ে গেছে। সেজন্যেই এবার মার্ককে তিনি অ্যান্টার্কটিকায় যেতে বাধা দেননি। আগেও যেতে চেয়েছে মার্ক, কিন্তু অনভিজ্ঞ বলে রাজি হননি কর্নেল কাকু। তিনি চান, তাঁকে অনুসরণ করে কোম্পানীতে নিজের জায়গা করে নিক মার্ক। বাপ হিসেবে এটা তিনি চাইতেই পারেন। কিন্তু ছেলেকে আসলে তিনি চেনেন না।'

'তোমার ধারণা, তোমার বাবা চেনেন ?'

'বাবাকে আমি সব কথা বলে দিয়েছি।'

'টেলিগ্রামে ঠিক কি জানিয়েছেন তিনি ?'

'মার্ককে ডেকে না নিলে বাবা পদত্যাগ করবে।'

'ফটোগুলোর কথাও ?'

'ঈশ্বর রক্ষা করেছেন আমাকে, দু'বার ধস্তাধস্তির ঘটনা ছাড়া আর কিছু মার্কের সাথে আমার ঘটেনি। তারই কিছু ফটো তুলে রেখেছে সে। বছর চারেক আগের তোলা ছবি ওগুলো, দু'জনেই হাসাহাসি করছি, আমাকে প্রায় বিবস্ত্র করে ফেলেছে ও। তখন কি জানতাম, এটা একটা ষড়যন্ত্র। ভাগ্যিস ওকে কোনো সুযোগ দিইনি আমি। হ্যাঁ, ফটোর কথাও বাবা জানে।'

'ওগুলো প্রকাশ করা হলে বা কাগজে ছাপা হলে, তোমার দুর্নাম হবে, তাই না?'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল মারিকার। 'হ্যাঁ, খানিকটা তো হবেই। তবে ও-সব আমি গ্রাহ্য করি না। মার্ক একটা গর্দভও বটে, তা না হলে কিভাবে সে বিশ্বাস করতে পারে যে 'ওগুলোর ভয়ে ওকে আমি বিয়ে করতে রাজি হবো?'

'রোসেট পরিবার কি ব্রিটিশ নয়?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'ব্রিটিশ-রা নাৎসীদের ভক্ত হয় কি করে?'

'কর্নেল কাকু ব্রিটিশ, তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় রোসেট পরিবারের বিরাট স্বার্থ আছে। মার্কের মা নরওয়ের মেয়ে। মার্ক আসলে মায়ের হাত-পা ধুয়ে খেয়েছে।'

'এখন কি করবে বলে ভাবছো তুমি, কর্নেলকে মার্কের সব কথা বলে দেবে?'

'কর্নেল কাকুকে সত্যি আমি ভালোবাসি,' ম্লান স্বরে বললো মারিকা। 'আসলে ছোটোবেলা থেকে তাঁর কাছেই আমি মানুষ। রাগের মাথায় যা-ই বলি, তাঁকে আঘাত দেয়ার ইচ্ছে আমার নেই। বাধ্য না হলে সব কথা তাঁকে আমি জানাবো না।'

এরপর অনেকক্ষণ আর কোনো কথা হলো না। কারো ব্যক্তিগত সমস্যার সাথে জড়িয়ে পড়তে চায় না, তাই চুপ করেই থাকলো রানা। মেয়েটার সান্নিধ্য ওর ভালো লাগছে, অদ্ভুত একটা আকর্ষণও অনুভব করছে, স্পর্শ করামাত্র প্রতিবার পুলকিত হয়ে উঠছে ও, কাজেই নিজেকে কঠিন অনুশাসনে বেঁধে রাখার প্রয়োজন বোধ করলো। নারীঘটিত বা হৃদয়ঘটিত কোনো সংকটে পড়তে চাইছে না। মেয়ে তো নয়, বিপুল ঐশ্বর্য, মনে মনে জানে এড়িয়ে যেতে না পারলে

কপালে খারাবি আছে।

মারিকাও চুপ করে থাকলো, ইতোমধ্যে আবার সে অন্য জগতের বাসিন্দা, সম্ভবত বরফ ঢাকা অ্যান্টার্কটিকার। হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এলো সে, এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করলো, খপ্ করে রানার কব্জি চেপে ধরে বললো, 'বার থেকে মিউজিকের শব্দ পাচ্ছি!' বিপুল উত্তেজনা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, টান দিয়ে দাঁড় করালো রানাকে। 'চলুন, নাচি।' বার-এ ঢুকে ওরা দেখলো নাচ শুরু হয়ে গেছে। ড্যান্স ফ্লোরের দিকে এগোলো ওরা। রানার কানে কানে বললো মারিকা, 'থ্যাঙ্ক ইউ!' কব্জিতে চাপ দিলো একটু। 'থ্যাঙ্ক ইউ ফর বীইং সো নাইস।'

মেয়েটার দ্বারা কিভাবে সম্ভব হলো বলতে পারবে না রানা, তবে সময়টা উৎসবমুখর করে তুললো সে। রানা আবিষ্কার করলো, মারিকা শুধু যে ভালো নাচতে পারে তাই নয়, পার্টনারকে সাহায্য করার জন্যে প্রতি মুহূর্তে সজাগ সে। রানার চোখে চোখ রেখে, মাথাটা পিছিয়ে নিয়ে, নিঃশব্দে হাসলো মারিকা। দমকা বাতাসের মতো ড্যান্স-ফ্লোরে উড়ে বেড়ালো ওরা। ড্যান্স-ফ্লোরে বেশিরভাগই ইউরোপিয়ান বা শ্বেতাঙ্গ দম্পতি, হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিলো তারা ওদেরকে। এক পর্যায়ে দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো মিউজিক, দুটো শরীর জোড়া লেগে এক হয়ে গেল, বাঁধনছেঁড়া সতেজপ্রাণ তারুণ্যের এ যেন এক মহামিলন। রানার হাতে নিজেকে এমন নিঃসংকোচে সঁপে দিলো মারিকা, পুলকে আত্মহারা হয়ে পড়লো রানা। প্রতিটি মুহূর্ত কিছু না কিছু বলছে মেয়েটা। 'আগে কখনো এভাবে আমি নাচিনি…কি যেন ঘটে গেছে আমার ভেতর… নিজেকে আমি ধরে রাখতে পারছি না…আমার জীবনে…আরো

আগে…তোমার মতো কেউ… আসেনি কেন…!' আবেশে চোখ বুজে এলো তার। 'কে…কে তুমি…কেন দেখা হলো…!' চোখ ভরা আনন্দের কান্না নিয়ে নাচ শেষ করলো মারিকা, দর্শকদের তুমুল করতালির ভেতর রানার হাত ধরে ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে।

পরে, ট্যাক্সিতে, মাথা নিচু করে বসে থাকলো সে, সারাটা পথ শুধু একবারই মুখ খুললো, 'আমাকে ক্ষমা করো!' উত্তরে কিছুই বলেনি রানা। বাঁক ঘুরে এয়ারপোর্টের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলো ট্যাক্সি, মারিকার থমথমে চেহারায় উদ্বেগ আর ক্লান্তি ফুটে উঠলো। সিটের ওপর কাত হলো সে, রানার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে মুখের কাছে তুললো, আলতোভাবে চুমো খেলো আঙুলগুলোয়।

ইতোমধ্যে এগারোটা বেজে গেছে, ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। সরাসরি প্লেনে উঠে পড়লো ওরা। দশ মিনিট পর কায়রোকে পিছনে ফেলে ছুটে চললো প্লেন। যে-যার সিটে বসে ঝিমাতে শুরু করলো।

রাত বোধহয় চারটে হবে, হাতে একটুকরো কাগজ নিয়ে ককপিট থেকে বেরিয়ে এলো পাইলট। রানাকে পাশ কাটিয়ে কর্নেল ওয়াকারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে, মৃদু ঝাঁকি দিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙালো। 'জরুরী মেসেজ, কর্নেল,' ফিসফিস করে বললো।

নাক দিয়ে একটা আওয়াজ করলেন কর্নেল, কাগজ নাড়াচাড়ার আওয়াজ পেলো রানা। সিটের ওপর কাত হয়ে, পিছন দিকে তাকালো ও। কর্নেলের ফোলা ফোলা চেহারা রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, থর থর করে কাঁপছে কাগজ ধরা হাতটা। দু'বার ঢোক গিললেন তিনি, তারপর ঝট করে তাকালেন মারিকার দিকে। গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে মেয়েটা।

'কোনো মেসেজ পাঠাতে হবে?' জিজ্ঞেস করলো পাইলট।

'না। না, কোনো উত্তর নেই,' বিড়বিড় করে বললেন কর্নেল, যেন তাঁর দম ফুরিয়ে গেছে।

'ভোররাতে দুঃসংবাদ, আমি দুঃখিত,' বলে ককপিটে ফিরে গেল পাইলট।

চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করলো রানা। কিন্তু ঘুম এলো না। বারবার একটা প্রশ্ন বিঁধছে বুকে, কি আছে মেসেজটায়? প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নিলো ও, মারিকার সাথে মেসেজটার সম্পর্ক আছে। আরো দু'বার পিছন দিকে তাকালো রানা, দু'বারই ওর সজাগ উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হতে ব্যর্থ হলেন কর্নেল ওয়াকার। তিনি ঘুমাচ্ছেন না। পাথুরে মূর্তির মতো বসে আছেন, চোখ দুটো বিস্ফারিত, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মেসেজটার দিকে।

নাইরোবিতে নেমে ব্রেকফাস্ট সারলো ওরা। এয়ারপোর্ট ক্যানটিনে সবাই একই টেবিলে বসলো। কর্নেল ওয়াকার কিছুই খেলেন না। বারবার শুধু মারিকার দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। তাঁকে প্রায় সন্ত্রস্ত বলে মনে হলো রানার।

রানার পাশ থেকে হঠাৎ ঝুঁকে পড়লো কাইশু ওকোমো। কানের কাছে মুখ তুলে ফিসফিস করে বললো, 'কি ঘটলো বলতে পারেন? কর্নেল অমন করছেন কেন?'

'জানি না,' বললো রানা। 'কাল রাতে উনি একটা মেসেজ পেয়েছেন।'

ব্রেকফাস্ট শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় ইশারা করে মারিকাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন কর্নেল ওয়াকার। খানিক পরই ফিরে এলেন তিনি। একা।

'মারিকা কোথায় ?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'কিছু ঘটেছে কি ?'

'না,' বিড়বিড় করে জবাব দিলেন তিনি। 'কি ঘটবে।' তাঁর বলার ভঙ্গিতেই স্পষ্ট হয়ে গেল, তিনি চাইছেন না তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে রানা নাক গলাক।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ক্যানটিন থেকে বেরিয়ে এলো রানা। কয়েক পা হেঁটে বাঁক নিতেই মারিকাকে দেখতে পেলো ও, এয়ারফিল্ডে একা একা হাঁটছে। কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে রানা বুঝতে পারলো, ঘোরের মধ্যে হাঁটছে মেয়েটা, এলোমেলোভাবে পা ফেলছে, কোন্‌দিকে যাচ্ছে খেয়াল নেই। তার নাম ধরে ডাকলো রানা। কিন্তু ফিরলো না মারিকা, থামলোও না, যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে লাগলো। টারমাক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে।

ছুটলো রানা। 'মারিকা!' এবার বোধহয় শুনতে পেয়েছে, শব্দের উৎস লক্ষ্য করে খানিকটা ঘুরলো সে, যেন ভুল শুনেছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর রানার ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনে পুরোপুরি ঘুরলো। 'কি ঘটেছে ?' তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করলো রানা। 'এখানে একা একা কি করছো তুমি ?'

মারিকার চোখে কোনো দৃষ্টি নেই, তার গোটা অস্তিত্ব নিজের ভেতর গুটিয়ে গেছে। উত্তর দেবে কি, রানার কথা বোধহয় বুঝতেই পারেনি। সচল একটা লাশের মতো লাগলো মেয়েটাকে। তার ঠাণ্ডা হাতটা ঝাঁকালো রানা। 'এদিকে, আমার দিকে তাকাও! বলো কি হয়েছে। কর্নেল একটা মেসেজ পেয়েছেন, তাই না ? কি আছে মেসেজে ?'

উত্তরে বাঁ হাতের মুঠোটা খুললো মারিকা। মুঠোর ভেতর থেকে দোমড়ানো কাগজটা নিয়ে সিধে করলো রানা। তারপর পড়লো।

পোলার হোয়েলিং কোম্পানী থেকে এসেছে মেসেজটা। লণ্ডন অফিস থেকে কর্নেলকে জানানো হয়েছে, 'ভেনসম রিপোর্ট করেছে, ম্যানেজার বোনার পাইটন ফ্যাক্টরি শিপ থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। পরে বিশদ জানানো হবে।'

জাহাজ থেকে নিখোঁজ হয়েছেন···তারমানে মারা গেছেন ভদ্রলোক! ওহ, গড, মারিকার বাবা নেই! দ্বিতীয়বার মেসেজটা পড়ার সময় রানা ভেবে পেলো না কি বলে সান্ত্বনা দেয়া যায় মেয়েটাকে। বাপকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করে মারিকা। বাপের কথা বলার সময় তার চোখে আবেগ উথলে উঠতে দেখেছে রানা। কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে সে-সম্পর্কে মেসেজে কিছুই বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, জাহাজ থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। 'ভেনসম কে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'কোকুনের ক্যাপটেন,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মারিকা।

তার একটা হাত ধরলো রানা, দু'জন নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করলো। তারপর হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো মারিকা, 'কেন! কিভাবে! জাহাজ থেকে পড়ে যাবে, আমার বাবা? ছত্রিশ বছর, সারাটা জীবন সমুদ্রে কেটেছে তার! আমি জানতাম! জানতাম এরকম একটা কিছু ঘটবে! তোমাকে আমি বলিনি?' ফুঁপিয়ে উঠে রানার বুকে মাথা ঠুকলো সে। 'বলিনি আমি?'

তিন

কেপটাউনে ল্যাণ্ড করলো প্লেন। এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙে জড়ো হলো সবাই। কর্নেল ওয়াকারকে ধন্যবাদ জানালো রানা। ওর সাথে করমর্দন করলেন তিনি। তাঁর হাত লোহার মতো শক্ত, তবে মুখের রঙ সাদা। বিড়বিড় করে শুভেচ্ছা জানালেন তিনি, হেলমুট বার্গারের পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেলেন টার্মিনাল ভবন থেকে। কাইসু ওকোমো সহাস্যে রানার পিঠ চাপড়ে দিলো। 'বিখ্যাত ফটোগ্রাফার কাইসু ওকোমোর কথা আপনি যাতে না ভোলেন তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার,' বললো সে। 'আপনার স্থায়ী ঠিকানাটা দিন আমাকে, আমার সেরা কিছু ফটো পাঠিয়ে দেবো।' মৃদু হেসে তাকে ঢাকার ঠিকানা লিখে দিলো রানা। ফটোগ্রাফার চলে যেতেই মারিকাকে এগিয়ে আসতে দেখলো ও।

'ওয়েল, দিস ইজ গুডবাই, রানা,' বলে হাতটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিলো মারিকা, জোর করে একটু হাসতেও পারলো সে। রানার মুঠোর ভেতর তার নরম আঙুলগুলো আগুনের মতো গরম। 'কি বলা যায় এটাকে···দুটো জাহাজ? যার যার আলাদা বন্দর···,'

এবার হাসতে গিয়ে পারলো না। । 'উঠছো কোথায়। হোটেলে?'

'হিলটনে। তোমরা?'

মাথা নাড়লো মারিকা। 'না, আর কখনো আমাদের দেখা হবে না। আমরা সম্ভবত সরাসরি জাহাজে চড়বো। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আর এক ঘণ্টা পর ছাড়বে জাহাজ।'

ইতস্তত করলো রানা। কিছু একটা বলা দরকার। 'আশা করি··· তুমি···।'

নিঃশব্দে হাসলো মারিকা। 'জানি কি বলবে। ধন্যবাদ, রানা।' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গলা চড়ালো সে, 'শুধু যদি জানতে পারতাম কিভাবে কি ঘটছে! ভেনসম বা মার্ক শুধু যদি সব কথা ব্যাখ্যা করে লিখতো! কিন্তু এয়ারপোর্টে কোনো মেসেজ আসেনি।' রানার হাতে মৃদু চাপ দিলো সে। 'দুঃখিত! তোমার নিজেরই সমস্যা আছে। গুডলাক, রানা। অ্যাণ্ড থ্যাঙ্ক ইউ ফর বীইং সো নাইস।' পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হলো সে, রানার গালে চুমো খেতে গিয়েও ঝট করে ঘুরে গেল, একরকম ছুটেই পালিয়ে গেল। তার পিছু পিছু এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখলো, অপেক্ষারত একটা গাড়িতে উঠে বসেছে মারিকা। ওর দিকে একবারও তাকালো না সে। গাড়িটা চলে গেল।

হিলটনে বুক করা ছিলো কামরা, রিসেপশনে ঢুকে একটা মেসেজ পেলো রানা। ওর কণ্ট্যাক্ট জানিয়েছে, আজ রাতে রাফি'স বার-এ দেখা হবে। নিজের স্যুইটে উঠে এসে কাপড় ছাড়লো রানা, শাওয়ার সেরে দাড়ি কামালো। বেডরুমে রোদ ঢুকেছে, পর্দাটা টেনে নিয়ে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলো। মারিকার কথা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভাঙলো সন্ধ্যায়, টেলিফোনের শব্দে। হাত

বাড়িয়ে রিসিভারটা তুললো ও।

'মিঃ রানা ?' ভরাট, গম্ভীর, পুরুষালি কণ্ঠস্বর, প্রথমে চিনতেই পারলো না রানা।

'বলছি।'

'কর্নেল ওয়াকার। মারিকা আমাকে জানালো, আপনার নাকি অ্যান্টার্কটিকায় জাহাজ চালাবার অভিজ্ঞতা আছে ?'

'হ্যাঁ। আপনারা এখনও রওনা হননি ?'

'কতো দিন আগের কথা ?' রানার প্রশ্ন উপেক্ষা করলেন কর্নেল।

ভদ্রলোক কি চান বুঝতে পারলো না রানা, বললো, 'কেন বলুন তো ? খুব বেশিদিন আগের কথা নয়।'

'গুড। আপনার সাথে আমার দেখা হওয়া দরকার। তেইশ নম্বর স্যুইটে একবার আসতে পারবেন, প্লিজ ?'

'কোথায়, এখানে, মানে হিলটনে ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনারা জাহাজে চড়ে রওনা হয়ে গেছেন।'

'রাতটা হোটেলে কাটাচ্ছি,' ক্ষোভের সাথে বললেন কর্নেল। 'আপনি এখুনি একবার আসবেন কি ?'

'ত্রিশ মিনিট পর,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো রানা। ধীরে-সুস্থে কাপড় পরলো ও। অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলেন কেন কর্নেল ? মারিকার অনুরোধ রক্ষা করেনি রানা, ওকে অ্যান্টার্কটিকায় নিয়ে যাবার জন্যে কর্নেলকে দিয়ে চেষ্টা করে দেখছে সে ?

তেইশ নম্বর স্যুইটে কর্নেলকে একাই পেলো রানা। 'কি খাবেন বলুন। হুইস্কি ?'

উত্তরে নিঃশব্দে মাথা নাড়লো রানা। 'কেন ডেকেছেন বলুন।'

'আমার খুব উপকার হয় আপনি যদি··· ।'

বাধা দিলো রানা, 'আপনি না বলেছিলেন, উপকার বা দয়ায় বিশ্বাস করেন না ?' রানার ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি ।

'কারো উপকার করলে সেটা ফেরত চাওয়া আমার স্বভাব,' কর্নেল হাসলেন না। 'একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে আমাকে।'

'কি বিপদ ?'

'আমি চাই আপনি আমাদের লিবার্টি-থ্রি-র কমাণ্ড গ্রহণ করুন। লিবার্টি-থ্রি, টোইং বোট, ওটায় চড়েই ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনে আমাদের যাবার কথা। ব্রকম্যান, লিবার্টি-থ্রি-র ক্যাপটেন, সেকেণ্ড মেটকে নিয়ে আজ সকালে রোড অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। দু'জনেই হাসপাতালে।'

'ফার্স্ট মেট ?'

'সে জাহাজে আসেনি, লিবার্টি-থ্রি, ফ্যাক্টরি শিপ ত্যাগ করার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন পাইটন, কোকুনের ম্যানেজার, মারা গেছে ? কাজেই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে আমার পৌঁছুনো একান্ত জরুরী। আজ সারাটা দিন একজন ক্যাপটেনের খোঁজে কেপটাউন চষে বেড়িয়েছি, কিন্তু পছন্দসই কাউকে পাইনি। তারপর এই খানিক আগে মারিকা আমাকে জানালো, আপনার নাকি অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের অভিজ্ঞতা আছে··· ।'

গম্ভীর হলো রানা। 'তাতে কি ? অভিজ্ঞতা আছে বলেই আপনি ধরে নিলেন বলামাত্র আপনার সাথে অ্যান্টার্কটিকায় ছুটবো আমি ? আমার নিজের কাজ থাকতে পারে না ? তাছাড়া, কাগজ-পত্র নেই··· ।'

হাত নেড়ে রানাকে থামিয়ে দিলেন কর্নেল। 'আমার তরফ থেকে এটা একটা প্রস্তাব, এবং আপনার জন্যে উপকার ফিরিয়ে দেয়ার

একটা সুযোগ। ভেবে দেখুন। কেউ আপনাকে জোর করছে না। তবে, টাকা-পয়সার একটা ব্যাপারও আছে। শুনেছি আপনি একটা ইন-ভেস্টিগেশন এজেন্সি চালান। মনে করুন, আপনার সার্ভিস পেতে চাই আমরা, বিনিময়ে আপনার ন্যায্য ফি দেয়া হবে। আর, আমাদের কোম্পানীর যেমন নিয়ম, তিমি ধরা থেকে যা লাভ হবে তারও একটা ভাগ পাবেন। ভেবে দেখুন।'

'অ্যান্টার্কটিকায় যাবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই,' বললো রানা। থাকলে, ভাবলো ও, মারিকার প্রস্তাবে আগেই রাজি হয়ে যেতাম। 'তবে আপনি যখন বলছেন, ভেবে দেখবো।'

'সময় নেই,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন কর্নেল। 'এখুনি শুনতে চাই আমি। ওখানে পৌঁছে আমাকে জানতে হবে আসলে কি ঘটেছে।'

'আর কোনো খবর পাননি, পাইটন কিভাবে মারা গেলেন?'

'পেয়েছি, লাঞ্চের পর একটা মেসেজ এসেছে। বোনার গায়েব হয়ে গেছে। ব্যস, এইটুকু। ঝড় না, দাঙ্গা-ফ্যাসাদ না অথচ লোকটা মাঝ সমুদ্রে একটা জাহাজ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল! সেজন্যেই ওখানে আমার যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছুতে হবে।'

'দুঃখিত,' বললো রানা। 'ভেবে দেখার জন্যে ঘণ্টা কয়েক সময় দিতে হবে আমাকে। এই মুহূর্তে আপনাকে আমি উত্তর দিতে পারছি না।'

স্বভাবসুলভ মারমুখো ভঙ্গিতে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কর্নেল ওয়া-কার, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ বসে থাকলেন, একদৃষ্টে চুরুটের আগুন পরীক্ষা করছেন। তার-পর ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি। 'ঠিক আছে,' প্রায় নরম সুরে বললেন ভদ্রলোক। 'মনস্থির করে ফোন করবেন। আমি অপেক্ষা করবো।'

নিচতলায় নেমে এসে বার-এ কিছুক্ষণ বসলো রানা, আশা মারি-কার সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। সাড়ে সাতটার দিকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে রাফি'স বার-এর উদ্দেশে রওনা হলো ও। সারাটা পথ মারিকা আর তার বাবার রহস্যময় মৃত্যুর কথা ভাবলো। কর্নেলের ফোন পাবার পর থেকে বারবার একটা কথাই মনে হচ্ছে ওর, ও এড়িয়ে যেতে চাইলে কি হবে, নিয়তি যেন ওকে অ্যান্টার্কটিকায় নিয়ে যাবার পণ করেছে।

রাফি'স বার-এ পৌঁছে একটা মেসেজ পেলো রানা, ওর কন্ট্যাক্ট জানিয়েছে পৌঁছুতে ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট দেরি হবে তার। হালকা পানীয় নিয়ে অপেক্ষায় থাকলো রানা, চোখ দুটো সতর্ক। সাথে কোনো অস্ত্র নেই, অচেনা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবার ঝুঁকি ষোলো-আনা।

পাশের একটা টেবিলে কয়েকজন ব্যবসায়ী আলোচনায় বসেছে। তাদের একজনের মুখে একটা নাম শুনে ঘাড় ফেরালো রানা। বিশাল-দেহী এক লোক বলে চলেছে, 'এ-ধরনের জালিয়াতির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার। তিনজন লোকের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেল, আর প্রায় পঁচিশ হাজার লোক একেবারে পথে বসলো।'

'ডন ডালি গ্রেফতার হয়েছে,' আরেকজন বললো। 'কিন্তু রোসেট-কে তুমি পাচ্ছো কোথায়? খনিটায় সোনা নেই, আছে শুধু পাথর, এটা জানাজানি হবার আগের দিন দু'জনই ওরা নিজেদের সমস্ত শেয়ার চড়া দামে বিক্রি করে দিয়েছে। বাকি একজন, তার নাম আমি জানি না, কোম্পানীটা লালবাতি জ্বালার ক'দিন আগেই নিজের সব শেয়ার ছেড়ে দেয়।'

'এক্সকিউজ মি,' ওদের আলোচনায় বাধা দিলো রানা। 'আপনারা

কোন্ রোসেটের কথা বলছেন ?'

চারজন প্রৌঢ় একযোগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রানার দিকে, তারপর নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলো। বিশালদেহী লোকটা রানার দিকে ফিরে বললো, 'ভুলে যান, মিস্টার। আমরা কোনো রোসেটের নাম উচ্চারণ করিনি।'

শেয়ার বাজারের ব্যাপারস্যাপার অত্যন্ত নাজুক, অচেনা লোকের সাথে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চায় না কেউ। খানিক পর ব্যবসায়ীরা টেবিল ছেড়ে চলে গেল।

কোনো বিপদ হলো না, কন্ট্যাক্টের কাছ থেকে সিগারেটের একটা প্যাকেট পেলো রানা। বিল মেটাবার আগে টয়লেটে ঢুকলো। প্যাকেট খুলে দেখে নিলো কাগজগুলো। বার থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলো ব্রিটিশ দূতাবাসে। ওয়েটিংরুমে বসানো হলো ওকে, টেলেক্স অপারেটরের সাথে দেখা করতে এসেছে। বি. সি. আই.-এর এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে লোকটা। তার হাতে মেসেজটা গছিয়ে দিয়ে দূতাবাস থেকে বেরিয়ে এলো রানা। সুযোগ পাওয়া মাত্র আজ রাতেই লণ্ডনের বি. সি. আই. শাখায় মেসেজটা পাঠিয়ে দেবে অপারেটর।

হোটেলে ফিরতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল রানার। রিসেপশনে ঢুকে ডেস্কের দিকে এগোলো ও, সোফা থেকে উঠে ওর দিকে এগিয়ে এলো একটা মেয়ে।

মেয়েটা আর কেউ নয়, মারিকা। ইভনিং গাউন পরায়, কাঁধ দুটো নিরাবরণ, রানার আগের ধারণা বদলে গেল। দেখার চোখ থাকলে মারিকা সুন্দরী তো বটেই, তার চেহারার কমনীয় ভাবটুকু যে-কোনো মেয়ের ঈর্ষার বস্তু। কাঁধ দুটো নগ্ন বলেই বোধহয় আগের চেয়ে লম্বা লাগছে তাকে। 'তোমার জন্যে কখন থেকে অপেক্ষা করছি আমি,'

কাছে এসে বললো সে, রানার একটা হাত ধরলো।

আবার সেই পুলক অনুভব করলো রানা। 'আমার জন্যে ? কেন ?'

'কি সিদ্ধান্ত নিলে, রানা ? লিবার্টি-থ্রি-র দায়িত্ব তুমি নিচ্ছো ?' মারিকার দু'চোখে মিনতি।

এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি রানা। কিন্তু মারিকার চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে, 'হ্যাঁ,' ছাড়া আর কিছু উচ্চারণ করতে পারলো না।

'থ্যাঙ্ক গড !' চেপে রাখা দম ছেড়ে বললো মারিকা। 'তুমি রাজি না হলে ইংল্যাণ্ড থেকে লোক আসার অপেক্ষায় থাকতে হতো আমাদের। অতোক্ষণ দেরি করতে হলে মারা যেতাম আমি !'

রানাকে নিয়ে সরাসরি কর্নেল ওয়াকারের স্যুইটে চলে এলো মারিকা। রানার সিদ্ধান্ত শুনে মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। 'আপনার সিদ্ধান্ত কি হবে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম আমি,' বললেন তিনি। 'সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।' ফোনের রিসিভার তুলে ট্যাক্সি ডাকতে বললেন। 'আপনার জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিন, মিঃ রানা। আজ রাতেই রওনা হচ্ছি আমরা।'

হারবারের ইনার বেসিন-এ নোঙর ফেলেছে লিবার্টি-থ্রি, কাঠামোয় পরিবর্তন আনায় করভেট বলে মনেই হয় না ওটাকে। আকৃতিটা সরু, অত্যন্ত শক্তিশালী ও দ্রুতগতি টাগ। ডেকের সব লোকই নরওয়ের, শুধু চীফ এঞ্জিনিয়ার স্কটল্যাণ্ডের লোক। রানার কেবিনে নক করে ঢুকলো সে, বললো, 'আমি ওয়েজনার।' লোকটা রোগা, মাথায় সোনালি চুল, বাড়িয়ে দেয়া হাতে তেল লেগে রয়েছে।

'মাসুদ রানা। রকম্যানের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি।'

চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো চীফ এঞ্জিনিয়ারের। 'ভালোই

হলো, জাহাজে আমরা দু'জনই শুধু নরওয়ের লোক নই।'

'আমার উপস্থিতি সাময়িক,' বললো রানা। 'আমার ধারণা, দু'এক বোতল স্কচ নিশ্চয়ই কোথাও তুমি লুকিয়ে রেখেছো!'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, অ্যারাবিয়ান ক্যাপটেনকে আপ্যায়ন করার জন্যে।'

হেসে ফেললো রানা। 'আমি অ্যারাবিয়ান নই, বাংলাদেশী। এবার, ফুয়েল আর পানির কি খবর বলো দেখি।'

'সবগুলো ট্যাংক ভরা।'

'ক্রুরা ইংরেজি বলতে পারে, কাজ চালানোর মতো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'তা পারে...।'

'তাহলে ব্রিজে একজনকে আসতে বলো।'

'ইয়েস, স্যার।'

'ওয়েজনার, বলতে পারো, শেষ কবে ধোয়া-মোছা হয়েছে জাহাজটা? দুর্গন্ধে আমার পেটের ভেতরটা পাক খাচ্ছে।'

নিঃশব্দে হাসলো চীফ এঞ্জিনিয়ার। 'তিমির গন্ধ, স্যার। এ তো কিছুই না. ফ্যাক্টরি শিপের পাশে একবার পৌছুলে বুঝতে পারবেন গন্ধ কাকে বলে।'

ওয়েজনারকে বিদায় করে দিয়ে ব্রিজে উঠে এলো রানা। ক্রুদের একজন ওর কাঁধে টোকা দিলো। 'অনারেবল ডিরেক্টর।' ফিসফিস করে বললো সে। গ্যাঙওয়ে ধরে উঠে আসছেন কর্নেল ওয়াকার। ব্রিজে উঠে এসে রানাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সব বুঝে নিতে পারছেন তো?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

'তাহলে চার্টরুমে আসুন, আপনাকে আমি কোকুনের পজিশন

দেখিয়ে দিই।' চার্টরুমে ঢুকে ম্যাপের ভাঁজ খুললেন তিনি। আঙুল রাখলেন স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের তিনশো মাইল পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিমে। জায়গাটা পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করলো রানা। 'কোকুন দক্ষিণ দিকে পথ করে নিচ্ছে। ভেনসম জানিয়েছে, চারদিকে প্রচুর বরফ, আবহাওয়াও খারাপের দিকে। ওদের পজিশন কাল সঠিক জানা যাবে।' ঘুরলেন তিনি, রানাকে পিছনে নিয়ে ব্রিজে ফিরে এলেন। 'চীফের সাথে দেখা হয়েছে?' মাথা ঝাঁকালো রানা। 'এঞ্জিন ঠিক আছে?' আবার মাথা ঝাঁকালো রানা। 'আমাদের এজেন্ট আপনার কাগজ-পত্র সব তৈরি করে ফেলেছে। আপনি তৈরি হলেই রওনা হতে পারি আমরা।' রানার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, তারাজ্বলা আকাশের গায়ে ক্রেনের অসংখ্য বাহুর ওপর চোখ বুলালো। অচেনা একটা জাহাজ, ক্রুরা সবাই বিদেশী। অনুভব করলো হাতের তালু ঘামছে ওর। বহুদূর দক্ষিণে যেতে হবে ওকে, বরফ ঢাকা অন্য এক জগতে। আর··· জাহাজ চালনা ওর পেশা নয়।

পায়ের শব্দ হলো, মই বেয়ে ব্রিজে উঠে আসছে কেউ। ঘুরলো রানা। ক্রুদের একজন। 'ক্যাপটেন রানা? ওয়েজনার আমাকে আসতে বললো।'

'আমি চাই নির্দেশগুলো তুমি সবাইকে তরজমা করে শোনাবে।'

দাড়িতে হাত বুলিয়ে বিরাট মাথাটা ঝাঁকালো ক্রু। 'ইয়েস, স্যার।'

'আমার পাশে দাঁড়িয়ে পুনরাবৃত্তি করবে তুমি। তোমার নাম কি?'

'পিটার ওয়েনার।'

ককসন-কে ডেকে পাঠালো রানা, হুইলের দায়িত্ব দিলো একজন

ক্রুকে। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়ার পর লক্ষ্য করলো, বিদেশী ক্যাপ-টেনের প্রতি কারো মধ্যে কোনো রকম তাচ্ছিল্যের ভাব নেই। 'স্লো অ্যাহেড।' নির্দেশ দিলো রানা। ওয়েনার নির্দেশটা পুনরাবৃত্তি করলো।

বাঁক নিলো জাহাজ, হারবার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী আধ-ঘণ্টা নিজের কাজে এমন মগ্ন হয়ে থাকলো রানা, টেরই পায়নি ব্রিজে কখন কে এসেছে।

ওর কনুইয়ের কাছ থেকে বলা হলো, 'কর্নেল কাকু দেখছি একটা রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছেন। এমন নিখুঁতভাবে বের করে আনলেন লিবার্টি-থ্রিকে, ভাবাই যায় না।'

ঘুরে মারিকার দিকে তাকালো রানা। চোখাচোখি হতে হাসলো মেয়েটা। 'কিন্তু,' বিষণ্ণ একটু হেসে বললো রানা, 'এ রত্নের স্বভাবই হলো হারিয়ে যাওয়া।'

ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল মারিকার হাসি। রানা লক্ষ্য করলো, ব্রিজের সামনের ডেকে ঘুরে দাঁড়ালেন কর্নেল ওয়াকার, নিজের কেবিনে ফিরে যাচ্ছেন।

মারিকার দিকে ফিরলো রানা। 'তুমি বোধহয় ভেবেছিলে কিছুর সাথে ধাক্কা লাগিয়ে জাহাজটা আমি ডুবিয়ে দেবো?'

'জাহাজ চালাতে পারো, এটা ছিলো তোমার মুখের কথা। এখন আমরা জানি। আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে, তোমাকে যেন বলি, তোমার ওপর আস্থা রাখায় ঠকতে হয়নি বলে কোম্পানী খুশি।'

'কে কথা বলছে? কর্নেল, নাকি মারিকা?'

হেসে উঠলো মারিকা। 'আমি তো স্রেফ কোম্পানীর একটা মেয়ে, বলা চলে। তোমার ওপর আস্থা প্রকাশ করেছেন চেয়ারম্যান। হঠাৎ

অনুপ্রাণিত ভদ্রলোকের মনে হয়েছে প্রশংসাটুকু আমার দ্বারা পরি-বেশিত হলে নতুন ক্যাপটেন বোধহয় বেশি খুশি হবে।'

দ্রুত মারিকার চোখে তাকিয়ে কি যেন খুঁজলো রানা। 'আর তোমার কি মনে হয়েছে?'

'বুদ্ধিমতী একটা মেয়ের উচিত আগুনে ঝাঁপ দেয়ার আগে দ্বিতীয়-বার চিন্তা করা,' হাসতে হাসতেই বললো বটে, তবে কথা শেষ করে ঝট করে ঘুরে হাঁটা ধরলো মারিকা, ব্রিজ থেকে বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে বললো, 'গুড নাইট।'

পরদিন প্রচণ্ড রোদ থাকলো, এক ফোঁটা বাতাস নেই। সারাদিন দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগোলো ওরা, ত্রিশ নট গতিতে। ব্রিজ থেকে রানা লক্ষ্য করলো, গোটা জাহাজ ধুয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে, মাঝে-মধ্যে এঞ্জিন রুম থেকে বেরিয়ে এসে ক্রুদের কাজ তদারক করছে চীফ এঞ্জিনিয়ার। ক্রুরা কাজের ফাঁকে মুখ তুলে তাকালো ব্রিজের দিকে, চোখে সমীহভরা দৃষ্টি।

বেলা খানিক চড়তে ক্রুদের তালিকা পরীক্ষা করলো রানা, একটা নাম দেখে ভুরু কুঁচকে উঠলো ওর। ডঃ নিক শেডি। ভয়েস পাইপের সাহায্যে ওয়েজনারকে জিজ্ঞেস করলো ও, 'কে সে? তাকে আমি দেখিনি কেন?'

'উনি আমাদের সাথে কদাচ ব্রেকফাস্ট খান,' চীফ এঞ্জিনিয়ার বললো। 'আমাদের গোটা বহরে ডকটর শেডি অদ্ভুত একটা চরিত্র। উনি একজন বিজ্ঞানী, তিমি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। খেয়ালি মানুষ, মাঝে-মধ্যে ঝামেলা করেন, তবে তাঁর সাথে মানিয়ে চলতে পারলে লোক উনি খারাপ নন।'

রাতে নিজের কেবিনে বসে একটা বই পড়ছে রানা, দরজায় নক

না করে ভেতরে ঢুকলো কুৎসিত এক লোক। 'আমি নিক শেডি।' দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে থাকলো সে, এদিক ওদিক দুলছে, জবা ফুলের মতো টকটকে লাল চোখ জোড়া রানার ওপর স্থির। প্রায় ছ'ফুট লম্বা সে, রোগা, একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে। এ-ধরনের অবয়ব আগে কখনো দেখেনি রানা, সবটুকুই মাথা আর কপাল, চিবুক ইত্যাদির কোনো অস্তিত্ব নেই। বগলের তলায় আটকানো হুইস্কির বোতল দুটো লক্ষ্য করলো রানা। সরু, লম্বা গলায় মস্ত একটা কণ্ঠা; দ্রুত এবং ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে, যেন বিরতিহীনভাবে কি যেন একটা গিলে ফেলার চেষ্টা করছে সে। লোকটা খোঁড়া নয়, তবে তার বাম পা-টা ডান পায়ের চেয়ে একটু ছোটো। রানার সামনে এসে দাঁড়ালো সে, চোখে অদ্ভুত চ্যালেঞ্জের দৃষ্টি, যেন আশা করছে রানা তার পরিচয়টা মিথ্যে বলে ঘোষণা করবে। 'আপনার সাথে মদ খেতে এলাম,' রানার পাশে বাঙ্কে বসে বললো সে, বোতল দুটো নিজের পাশে রেখে একটা সিগারেট ধরালো। 'আমি কুৎসিত, কিন্তু সেজন্যে দুঃখ করি না, বিশেষ করে যখন মদ খাই।' কর্কশ শব্দে হাসলো সে। পরনের কাপড়চোপড় নোংরা, সম্ভবত এগুলো পরেই ঘুমায়।

'কোম্পানীতে তোমার কাজটা কি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ওদেরকে জানানো গ্রীষ্মকালে তিমিরা কোথায় আছে বা থাকবে। আমি একের ভেতর তিন—বায়োলজিস্ট, ওশেনোগ্রাফিস্ট, মিটিয়োরোলজিস্ট। গোটা ব্যাপারটা ভাগ্যগণনার মতো, তবে খুলির বদলে আমি ব্যবহার করি প্ল্যাঙ্কটন, আর তাতেই আমাকে বিজ্ঞানী বলে ডাকা হয়। হুঁশিয়ার, কথাটা যেন বজ্জাত রোসেটের কানে না যায়।' বোতলের ছিপি খুলে ঢকঢক করে হুইস্কি খেলো সে। 'আপনি গিলছেন না যে?' দ্বিতীয় বোতলটা দেখাল রানাকে।

মাথা নাড়লো রানা। লোকটার বয়স আন্দাজ করলো ত্রিশ কি বত্রিশ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। আপনমনে সিগারেট ফুঁকছে আর হুইস্কি খাচ্ছে ডঃ নিক শেডি। তারপর হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলো, 'ম্যানেজার বোনার পাইটন সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন। অদ্ভুত, তাই না? লোকটা কিন্তু সত্যি ভালো ছিলো, জানেন।'

'হ্যা, তার মেয়ের কাছ থেকে তাই শুনেছি।'

'গুলি মারুন তার মেয়েকে!' হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লো নিক শেডি। 'মার্ক রোসেটের প্রেমে পড়ে যে মেয়ে তাকে আমি ডাইনী বলি।'

'চিৎকার করো না, কর্নেল শুনতে পাবেন।'

'শুনলে খুশি হই, বজ্জাতটা জানুক, সে তার নিজের মতোই আরেকটা শয়তানের জন্ম দিয়েছে,' হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে বললো নিক শেডি।

'ওদের ওপর তোমার এতো রাগ কেন?'

'শুধু রাগ? রাগের আপনি দেখেছেন কি? বোনার পাইটন কি-ভাবে জাহাজ থেকে পড়ে গেল তার একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে না পারলে মার্ক রোসেটকে নিজের হাতে খুন করবো না আমি।'

'তোমার ধারণা, ম্যানেজারের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে মার্ক রোসেটের হাত থাকতে পারে?'

'বোনার পাইটন এই পেশায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সারাটা জীবন অ্যান্টার্কটিকা আর জাহাজে কাটিয়েছে সে। টনসবার্গের লোকেরা তাকে পুজো করে। আর সেজন্যেই পোলার হোয়েলিং কোম্পানী অন্য সব কোম্পানীর চেয়ে বেশি মাছ মারছে প্রতি বছর।

এরকম একজন লোক, কেউ দেখলো না। জাহাজ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তা কিভাবে সম্ভব, আপনিই বলুন? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে। কর্নেল ব্যাটা তার ছেলেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে এতো থাকতে ফ্যাক্টরি শিপে পাঠালো কেন? নিজের মরার সময় ঘনিয়ে এসেছে, তাই ম্যানেজারকে বঞ্চিত করে নিজের ছেলেকে চেয়ারম্যান বানাতে চায়, তাই না?'

সামনে বিপদ দেখতে পেলো রানা। জিজ্ঞেস করলো, 'ম্যানেজার আত্মহত্যা করতে পারেন?'

নিক শেডের মাথাটা ঝাঁকি খেলো, রানা যেন তাকে ঘুসি মেরেছে। 'আত্মহত্যা? বোনার পাইটন? অসম্ভব। তার মতো সুখী লোক আমাকে একজন দেখান! হাসিখুশি, সন্তুষ্ট, রসিক একজন মানুষ আত্মহত্যা করে?'

'কর্নেল যদি তাঁর ছেলের হাতে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে চান, ম্যানেজারের দুঃখ হবার কথা নয়?'

বেসুরো, কর্কশ শব্দে আবার হাসলো নিক শেডি। 'হারামজাদা রোসেট একবার বোনার পাইটনের গার্লফ্রেণ্ডকে কেড়ে নিয়েছিলো,' বললো সে। 'কই, তখন তো ম্যানেজার আত্মহত্যা করেনি!' কি যেন একটা গোপন কথা ভেবে হাসলো সে। 'উঁহুঁ, যা-ই ঘটুক না কেন, বোনার পাইটন আত্মহত্যা করেনি। বাপ আর ছেলে মিলে ঘটনাটা ঘটিয়েছে, আমার বিশ্বাস। রোসেটদের আপনি চেনেন না, ওরা পারে না এমন কোনো কুকর্ম নেই। কর্নেল ব্যাটা তাড়াতাড়ি পটল তুললে আমি খুব খুশি হই⋯।' হঠাৎ হাঁ হয়ে গেল সে, বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো চোখ দুটো। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দরজার দিকে তাকালো রানা।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কর্নেল ওয়াকার রোসেট, তার পিছনে মারিকা। ভেতরে ঢুকে কোমরে হাত রাখলেন কর্নেল। নিজেকে সংযত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তিনি। 'নিক, নিজের কেবিনে যাও,' চাপা গলায় বললেন। 'তুমি মাতাল হয়ে গেছো, কেবিন থেকে রাতে আর বেরুবে না।'

কুঁকড়ে ছোটো হয়ে গেল নিক শেডি, যেন ভয় করছে কর্নেল তাকে আঘাত করবেন। পরমুহূর্তে সে তার গলাটা লম্বা করে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'আপনি শুনে ফেলায় আমি খুশি। আমি চেয়েছিলাম আপনি শুনুন।' ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো তার কণ্ঠস্বর, 'আমি আপনার মৃত্যু কামনা করি। দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করে নরওয়েতে এসে অ্যানা এনামেলসেনের সাথে পরিচয় হবার আগে যদি আপনি মারা যেতেন, তাহলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম।' বাঙ্ক থেকে লাফ দিয়ে দাঁড়ালো সে, তার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, সিলিঙের দিকে মুখ তুলে রুদ্ধশ্বাসে বললো, 'খুশি হতাম যদি আমার জন্ম না হতো।'

'মিঃ রানা। ওকে আপনি ওর কেবিনে নিয়ে যান, প্লিজ।' থরথর করে কাঁপছেন কর্নেল ওয়াকার।

নিক শেডির দিকে তাকালো রানা।

ছিটকে দূরে সরে গেল নিক শেডি, কর্নেল ওয়াকারের দিকে ঘৃণা-ভরে তাকালো সে, তাঁর মুখের সামনে মুঠো পাকানো হাত নেড়ে চাপা গলায় বললো, 'তার মৃত্যুর জন্যে আপনি যদি দায়ী হন,' হিস-হিস করে উঠলো তার কণ্ঠস্বর, 'আমার হাত থেকে ঈশ্বরও আপনাকে বাঁচাতে পারবে না।'

কর্নেলের বিশাল, মোটা একটা হাত নিক শেডির কব্জিটা খপ করে

ধরে ফেললো। 'কি বলতে চাও তুমি?' ভাব দেখে মনে হলো, ঘুসি মেরে নিক শেডির মুখটা থেঁতলে দেবেন তিনি।

অকস্মাৎ নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটলো নিক শেডির বেঢপ ঠোঁটে, সে যেন কোণঠাসা করে ফেলেছে কর্নেলকে। 'পাপ বাপকেও ছাড়ে না, কর্নেল ওয়াকার রোসেট।'

'খবরদার, আমার সাথে হেঁয়ালি করবে না!' গর্জে উঠলো কর্নেল।

'তাহলে পরিষ্কার করেই বলি, চেয়ারম্যান সাহেব,' পাল্টা চিৎকার করলো নিক শেডি। 'বোনার পাইটনের প্রেমিকাকে ভাগিয়ে এনে বিয়ে করেছেন আপনি। এবার ষড়যন্ত্র করেছেন, কোম্পানীর শেয়ার যাতে তার হাতছাড়া হয়ে যায়। তারচেয়েও খারাপ, আপনারা তাকে পথের ভিখিরি করতে চেয়েছেন। তবে, চিন্তা করবেন না, রোসেট। তার মৃত্যুর আসল কারণ আমি জানবো। যদি জানতে পারি আপনি দায়ী,' লম্বা শরীরটা আরো কুঁজো হলো তার, কর্নেলের চোখের সাথে সমান্তরাল রেখায় নামিয়ে আনলো মুখ, 'আপনাকে আমি নিজের হাতে খুন করবো।' ঘুরে দাঁড়ালো সে, টলতে টলতে দরজার দিকে এগোলো।

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে নিক শেডি, এই সময় বাকশক্তি ফিরে পেলেন কর্নেল ওয়াকার, 'আজ থেকে কোম্পানী তোমাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলো।'

ঘুরলো নিক শেডি, চিকণ হাসি ফুটে রয়েছে কুৎসিত চেহারায়। 'বোকামি করবেন না, রোসেট। জিনিসটা দেখতে ভালো হবে না—প্রথমে বোনার পাইটন, তারপর আমি—উঁহুঁ।' আবার ঘুরে মারিকার মুখোমুখি হলো সে। ছিটকে সরে গেল মারিকা, চোখ দুটো বিস্ফারিত, মুখ ফ্যাকাসে। কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার আগে এক মুহূর্ত

থামলো নিক শেডি, গলা লম্বা করলো মারিকার দিকে, তবে কিছু বলতে গিয়েও বললো না। হঠাৎ গলা ছেড়ে কর্কশ শব্দে হেসে উঠলো সে, প্যাসেজ ধরে ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল শব্দটা। তার গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো মারিকা।

রানার দিকে ফিরলেন কর্নেল। ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'এ-ধরনের নাটকীয় দৃশ্যের দর্শক হতে হলো, সত্যি আমি দুঃখিত, মিঃ রানা। বুঝতেই পারছেন, লোকটার মাথা ঠিক নেই। পাইটন অনুরোধ না করলে ওকে কখনোই আমি চাকরি দিতাম না। তবে এই প্রথম জানলাম, আমার ব্যক্তিগত কিছু ব্যাপার জানা আছে ওর। অসুস্থ মনে আমার বিরুদ্ধে অকারণ প্রতিহিংসার জন্ম হয়েছে। আমি খুশি হবো আপনি যদি কথাগুলো নিজের ভেতর চেপে রাখেন।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' কর্নেল ভয়ানক একটা ধাক্কা খেয়েছেন, তাঁর চিবুক কাঁপতে দেখলো রানা। 'গুডনাইট,' বললো ও।

কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন কর্নেল। নিক শেডির রেখে যাওয়া একটা বোতল থেকে গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢাললো রানা। ভাবলো, এ কিসের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে সে?

চার

পরদিন সূর্যের দেখা পাওয়া গেল না। কালো চেহারা পেলো সাগর, ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা। দক্ষিণ থেকে ছুটে আসা টানা বাতাস গোমরামুখো কিছু মেঘ খেদিয়ে আনলো। মাত্র এক রাত জাহাজ চালিয়েই ওরা যেন পিছনে ফেলে এসেছে গ্রীষ্ম কালটা। নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো দুলতে শুরু করলো লিবার্টি-থ্রি। আজ সকালে জাহাজের পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখানে সেখানে দলবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ক্রুরা, কথা বলছে চাপা স্বরে। চারদিকে একটা থমথমে ভাব।

কাজ তদারক করতে বেরিয়ে রানা লক্ষ্য করলো, আজ কেউ ওকে দেখে হাসছে না। দুপুরের দিকে দু'জন লোকের মধ্যে প্রচণ্ড এক মারামারির ঘটনা ঘটলো। রানা থামাতে যাবে, কিন্তু বাধা দিলো ককসন। চীফ এঞ্জিনিয়ারকে ব্রিজে ডেকে পাঠিয়ে গোলযোগের কারণ জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা চুলকালো ওয়েজনার। 'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। এটা আসলে বোনার পাইটনের জাহাজ, এই অর্থে যে ক্রুরা বেশির-ভাগ টনসবার্গের লোক। ওরা এখন জানে বোনার পাইটন মারা

গেছেন, তাই···।'

'কিভাবে জানলো তারা ?'

'কেন, কাল রাতে নিক শেডির সাথে চেয়ারম্যানের একচোট হয়ে গেল না ? ভেবেছেন, এ-সব কোনো জাহাজে চাপা থাকে ? আপনি হয়তো অবাক হবেন, কিন্তু কথাটা সত্যি, ক্রুরা অত্যন্ত ভালোবাসে নিক শেডিকে। যেমন ভালোবাসতো তারা বোনার পাইটনকে।'

'কিন্তু তিনি মারা যাওয়ায় মারামারি করতে হবে ?'

'ও কিছু না, স্রেফ নিজেদের ক্ষোভ দমন করার একটা চেষ্টা। আপনাকে ন্যাক গলাতে না দিয়ে ভালো করেছে ককসন। টনসবার্গ আর স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোকজন মারামারি করবে না, তাই কি হয়! নিশ্চয়ই শুনেছেন, আহত হয়েছে স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোকটা ?'

'স্যাণ্ডেফিওর্ড নরওয়ের একটা হোয়েলিং টাউন, তাই না ?'

'হ্যাঁ, সবচেয়ে বড়। টনসবার্গও আরেকটা হোয়েলিং টাউন।'

'শুধু দুই শহরের মধ্যে রেষারেষি আছে বলে জাহাজে এসে ওদেরকে মারামারি করতে হবে ?'

'ক্যাপটেন, আপনি বুঝছেন না। বোনার পাইটন ছিলেন টনসবার্গের লোক। কোম্পানীর লোকজন তিনিই রিক্রুট করেন, ফলে টনসবার্গের লোকদেরই এনেছেন তিনি। কিন্তু মিসেস রোসেট স্যাণ্ডেফিওর্ডের মেয়ে, নিজের এলাকায় তাকে নাকি রানীর মর্যাদা দেয়া হয়। কারণটা যাই হোক, মিসেস রোসেটের নির্দেশে গত মৌসুমে কোম্পানীতে স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোক ঢোকানো হয়। ফলে টনসবার্গের লোকজন খেপে আছে।'

'তারা প্রতিবাদ জানাতে পারে, কিন্তু স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোককে ধরে পেটাবে, এ কেমন কথা ?'

'বোনার পাইটনের মৃত্যুর কথা চেপে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল, সেটাই তাদের রাগের আসল কারণ,' বললো ওয়েজনার। 'টনসবার্গের লোকেরা সন্দেহ করছে...।'

'কি সন্দেহ করছে?'

'মানে দু'একজন লোককে জাহাজ থেকে ওরা যদি ফেলে দেয় আমি একটুও আশ্চর্য হবো না।' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো চীফ এঞ্জিনিয়ার।

'তারমানে?' রানা অবাক। 'কাকে ফেলে দেবে? কেন?'

মাথা নাড়লো ওয়েজনার। 'আর আমি কিছু বলবো না।'

'তুমি কি রোসেট আর তাঁর ছেলের কথা বলছো?'

'আমি আর কিছু বলবো না,' আবার মাথা নাড়লো ওয়েজনার, তবে তার চোখের দৃষ্টি দেখে রানা আন্দাজ করলো, ওর ধারণাই ঠিক।

কঠোর হলো রানার চেহারা। 'আমার জাহাজে আমি কোনো দলাদলি বা অপ্রীতিকর ঘটনা সহ্য করবো না। কথাটা সবাইকে তুমি জানিয়ে দেবে।'

চেহারায় সন্ত্রস্ত একটা ভাব ফুটে উঠলো চীফ এঞ্জিনিয়ারের। 'আমি আপনাকে কিছু বলেছি, প্লিজ, ক্যাপটেন, কেউ যেন তা না জানে।'

'স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোকটা এখন কেমন আছে?'

'টনসবার্গের লোকজনই তার সেবা-যত্ন করছে। এটাই এখানকার রীতি। মারধর করলেও, তাকে সুস্থ করে তুলতে সবাই খুব উৎসাহ দেখায়।'

'পরে আবার যাতে পেটানো যায়?'

হেসে ফেললো ওয়েজনার। 'ওদের আপনি ঠিক চিনতে পেরেছেন,

স্যার।'

'জাহাজে স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোক ক'জন?'

'ওই একজনই, স্যার। ব্যাটা কেপটাউনের হাসপাতালে ছিলো, ফ্যাক্টরি শিপে ফিরছে। ওখানে অবশ্য টেনশন থাকলেও মারামারির ঘটনা প্রায় ঘটেই না। কারণ সংখ্যায় ওরা ফিফটি-ফিফটি।'

চীফ এঞ্জিনিয়ারকে বিদায় করে দিয়ে ব্রিজে পায়চারি শুরু করলো রানা। জাহাজের থমথমে পরিবেশ সম্ভবত কর্নেল ওয়াকারও টের পেয়েছেন, বোধহয় সেজন্যেই তাঁর কথাবার্তায় নরম সুর। আজ সারাদিন তাঁর দেখা পায়নি রানা। নিজের কেবিন থেকে একবারও বেরোননি।

সন্ধ্যে সাতটার দিকে ব্রিজে এলেন তিনি। ওভারকোট পরায় আরো প্রকাণ্ড লাগলো তাঁকে। 'কোকুন তার পজিশন জানিয়েছে নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন রানাকে।

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'ক্যাপটেন জোনাস ভেনসমের কাছ থেকে একটা মেসেজ পেয়েছি।'

'গুড।' হেলমসম্যানের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিলেন কর্নেল, তাকালেন কম্পাসের দিকে, তারপর চোখ তুলে তাকালেন ব্রিজের বাইরে, অন্ধকার সাগরে। 'এখানে একটা মারামারির ঘটনা ঘটেছে।'

'হ্যাঁ। টনসবার্গ বনাম স্যাণ্ডেফিওর্ড। টনসবার্গ জিতেছে।' কেন যে রানা এই ভঙ্গিতে কথাগুলো বললো নিজেও জানে না ও, ওর মনে সম্ভবত কর্নেলের মুখ খোলাবার ইচ্ছে রয়েছে।

চট করে একবার রানার দিকে তাকালেন কর্নেল, তারপর হেলান দিলেন উইণ্ডব্রেকারের গায়ে। 'যতো নষ্টের গোড়া হলো মেয়েমানুষ,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'আপনি বিয়ে করেছেন?'

'না।'

কর্নেলের মাথা ঝাঁকানো দেখে মনে হলো বলতে চান, খুব ভালো কাজ করেছেন, আপনি ভাগ্যবান। 'পুরুষমানুষের সাথে ওদের কোনো তুলনাই হয় না,' বললেন তিনি, সরাসরি রানার চোখে তাকিয়ে আছেন। 'পুরুষের দৃষ্টি প্রসারিত, মেয়েদের সংকীর্ণ। স্বামীকে যতো না ভালোবাসে, তারচেয়ে বেশি ভালোবাসে নিজের ছেলেকে। মানব চরিত্র সত্যি বড় অদ্ভুত।'

'আজও ওটা বদলায়নি, হ্যাঁ,' মৃদুকণ্ঠে বললো রানা।

'আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত...।'

'কিন্তু আসলে আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন আমাকে?' সরাসরি জিজ্ঞেস করলো রানা।

চশমার ভেতর দিয়ে রানাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন কর্নেল ওয়াকার। কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'জানি না,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন। 'তবে, আপনি অত্যন্ত ইন্টেলিজেন্ট, আপনি এ-সবের সাথে জড়িত নন, একজন আউটসাইডার। বোঝা খুব বেশি ভারি হয়ে উঠলে কথা বলে সেটা হালকা করার চেষ্টা করে মানুষ, আমিও বোধহয় তাই করছি।' মুখ ফিরিয়ে আবার তিনি সাগরের দিকে তাকালেন। 'লেডি, আপনাকে বলেছে, আমি মারা যাচ্ছি, তাই না?'

'সে বললো, আপনার নাকি স্ট্রোক হয়ে গেছে...।'

'দু'বার, একবারের কথা কেউ জানে না। হ্যাঁ, মারা যাচ্ছি আমি।'

'আমরা সবাই কি তাই যাচ্ছি না?'

'কিন্তু সবার তো সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। ইউরোপের সেরা ডাক্তাররা বলছে, টেনেটুনে আর এক বছর।' হঠাৎ হেসে উঠলেন কর্নেল, আওয়াজটা তিক্ত। 'এ-কথা শোনার পর জীবনের ধরন-ধারণ

বদলে যায় মানুষের। আগে যে-সব জিনিস গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো, সেগুলো গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। যেগুলোর কোনো গুরুত্ব ছিলো না, সেগুলো হয়ে ওঠে জরুরী। ফ্যাক্টরি শিপে পৌঁছে, আপনার প্রতি অনুরোধ, আমার ছেলেটাকে একটু খুঁটিয়ে দেখবেন। তার সম্পর্কে আপনার ধারণা জানতে পারলে আমি খুশি হবো।' ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, ভারি, ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে নেমে গেলেন ব্রিজ থেকে। তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা, ভাবলো ভদ্রলোককে আরো কিছুক্ষণ ধরে রাখতে পারলে ভালো হতো, কিছু প্রশ্ন করার ছিলো।

সেদিন রাতে খেতে বসেছে সবাই, রেডিও অপারেটর একটা মেসেজ নিয়ে এলো। পড়ার সময় চেহারা থমথমে হয়ে উঠলো কর্নেলের, খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। 'আপনার সাথে কথা বলতে পারি, ক্যাপটেন রানা?'

কর্নেলের পিছু পিছু তাঁর কেবিনে ঢুকলো রানা। দরজা বন্ধ করে মেসেজটা ওকে পড়তে দিলেন তিনি। 'পড়ে দেখুন।'

আলোর নিচে চলে এলো রানা। মেসেজটা পড়লো, 'চেয়ারম্যানকে, ক্যাপটেন জেনসন। বোনার পাইটনের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত চালানোর জন্যে লোকজন চাপ দিচ্ছে। তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন মার্ক রোসেট। আপনি দয়া করে প্রত্যাখ্যান অনুমোদন করুন। টনসবার্গ লোকদের ভাবসাব বিপজ্জনক। যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তিমি নেই বললেই চলে। পজিশন—৫৭.৯৮ দক্ষিণ ৩৪.৬২ পশ্চিম। প্যাক আইস বিপুল।'

মেসেজটা ফেরত নিয়ে মুঠোর ভেতর দলা পাকালেন কর্নেল। 'গর্দভ!' চাপা স্বরে গর্জে উঠলেন তিনি। 'তার এই মেসেজ থেকে জাহাজের সব লোক জানবে মার্কের সিদ্ধান্তে সে সন্তুষ্ট হয়নি। এ-

ধরনের একটা দাবি প্রত্যাখ্যান করে উচিত কাজটি করেছে মার্ক। এটা অফিসারদের বিবেচ্য বিষয়।' কয়েক মুহূর্ত পায়চারি করলেন তিনি, দু'আঙুলে কানের লতি ডলছেন। 'আমাকে যেটা উদ্বিগ্ন করছে, ওরা তদন্তের দাবি জানাবার সাহস পেলো কিভাবে। কেসটা যদি তদন্ত করার উপযোগী হতো, ওরা দাবি করার আগেই একটা কমিটি গঠন করতো মার্ক। টনসবার্গের লোকদের ভাবসাব বিপজ্জনক, ভেনসমের এই কথাটা আমি পছন্দ করতে পারছি না।' ঝট করে রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'কতো তাড়াতাড়ি কোকুনে পৌছুতে পারবে বলে আশা করা যায়?'

'কমকরেও আটদিন লাগবে।'

'আটদিনে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে! মেসেজের সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, তিমি নেই। তিমি না থাকলে, ক্রুরা সামান্য ব্যাপার নিয়ে খুন-খারাবি পর্যন্ত করে বসে। আর পাইটন মারা যাও-য়ার পর তিমি না থাকাটা আরো বিপজ্জনক। ওরা কুসংস্কারে বিশ্বাসী। পাইটন নাকি তিমির গন্ধ পেতো।'

'ঠিক কি ভয় করছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'ক্রুরা মিউটিনির ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয়?'

'নেবে কি নেবে না, ওখানে পৌছে বুঝতে পারবো। বিদ্রোহ যদি নাও করে, এমন অসহযোগিতা করতে পারে যে কোম্পানী লাটে উঠবে। পঞ্চাশ মিলিয়ন পাউণ্ডের ব্যবসা এটা, একটা মৌসুম যদি মাঠে মারা যায়…।' আবার পায়চারি শুরু করলেন তিনি। '…এ-ধরনের একটা পরিস্থিতি মার্কের পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়। তার সে অভি-জ্ঞতা নেই।'

'সেক্ষেত্রে আর কাউকে দায়িত্ব দিন,' পরামর্শ দিলো রানা।

'জোনাস ভেনসমকে ?'

আবার কানের লতি ডললেন কর্নেল। 'না…না। পরিস্থিতি কিভাবে সামলাতে হয়, নিজে থেকে শিখুক মার্ক। যাই, ভেনসমের সাথে কথা বলি।' কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ব্রিজে ফিরে এলো রানা। আধো অন্ধকারে সাগরকে ফুঁসতে দেখলো ও। ঢেউয়ের মাথা থেকে লাফ দেয়ার সময় প্রতিবার কাত হয়ে পড়লো জাহাজ। একটা আলব্যাট্রস মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে। বাতাস অসহ্য ঠাণ্ডা। উইণ্ডব্রেকারের গায়ে তুষারের পাতলা স্তর জমেছে। হুইল হাউসে এসে ব্যারোমিটার দেখলো রানা। তাপমাত্রা অনেক নেমে গেছে, নামছে আরো। দড়াম করে সশব্দে হপাট খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকলো মারিকা। 'আবহাওয়া খুব খারাপ মনে হচ্ছে,' বললো সে। ঠাণ্ডায় নীলচে হয়ে গেছে তার মুখ।

মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে একটা সিগারেট অফার করলো রানা। লাইটার জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দেয়ার সময় লক্ষ্য করলো মারিকার হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে। বুক ভরে ধোঁয়া টানলো সে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'মেসেজটা কি জোনাস ভেনসম পাঠিয়েছে?' মাথা ঝাঁকালো রানা। 'কি লিখেছে?' জানালো রানা। মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো মারিকা, কিছুক্ষণ কথা বললো না। তারপর হঠাৎ ফিসফিস করে উঠলো, 'আমার ভয় করছে, রানা।'

'দায়ী এই আবহাওয়া।'

সিগারেট ফেলে দিয়ে জুতোর ডগা দিয়ে সজোরে পিষলো মারিকা। 'না। আবহাওয়া নয়। বাবা মারা গেছেন, আমার দুঃখ হওয়ার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না—আমার ভয় করছে।'

মারিকার একটা হাত ধরলো রানা। বরফের মতো ঠাণ্ডা। 'সব

ঠিক হয়ে যাবে, মারিকা। দেখবে ক্যান্সিরি লিপে পৌঁছে…।'

'কি জানি…আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, সবে শুরু।' মারিকার দুচোখে অশুভ আশংকা। 'শেডি কি যেন একটা জানে, আমরা যা জানি না।' তার গলা কেঁপে গেল।

'কি জানবে সে?'

'ভেবো না অকারণে ভয় পাচ্ছি আমি,' হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ম্লানকণ্ঠে বললো মারিকা। 'এই প্রথম একটা রহস্য ধীরে ধীরে জট খুলছে আমার সামনে।'

অনেকক্ষণ আর কোনো কথা হলো না। তারপর রানার একটা হাত ধরলো মারিকা। 'কথা যা বলি সব নিজের। তোমার কথা বলো, আমি শুনবো। কি তুমি, মাসুদ রানা? সংখ্যাটা বলতে পারবে, আজ পর্যন্ত কতো মেয়ে তোমাকে দেখে পাগল হয়েছে?'

হেসে উঠে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাকে ধরে, নাকি তোমাকে বাদ দিয়ে?'

নিষ্পাপ, অভিমানী শিশুর মতো রানার বুকে সেঁটে এলো মারিকা, আদরের কাঙাল। 'সব কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে আমার বলতে ইচ্ছে করছে, আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি, রানা। আমি পাগল হয়েছি, কিন্তু তার কোনো প্রকাশ তুমি দেখতে পাচ্ছো না। প্রকৃতি বোধহয় সব ব্যাপারেই ভারসাম্য রক্ষা করে। বাবার অকস্মাৎ মৃত্যু, নিজেকে নিয়ে ভয়, এ-সব নিয়ে এতো অস্থির হয়ে আছি যে আগুনে ঝাঁপ দেয়ারও ফুরসত পাচ্ছি না।'

'এর আগেও কথাটা বলেছো। ঝাঁপটা আগুনে দেয়া হবে কিনা, কি করে বুঝলে?'

'সব মেঘ থেকে বৃষ্টি আশা করা যায় না, রানা। তেমনি সব প্রেমের

পরিণতি মধুর হয় না। ভালোবাসা সম্ভব নয়, কিন্তু পাওয়া যায়, দুনিয়ায় এমন পুরুষই বেশি। নারীসুলভ অন্তর্দৃষ্টিই আমাকে সাবধান করে দিয়েছে, তোমাকে আমার পাওয়া হবে না। তোমাকে ভালোবাসা মানে নরকযন্ত্রণা ভোগ করা।'

'কাজেই, মেয়ে, সাবধান! শিশুকালেই ভালোবাসার কবর রচনা করো।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো মারিকা। 'নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছি শুধু মাথার ওপর বিপদ ঝুলছে বলে। তা না হলে তোমাকে নিয়ে যে কি করতাম, সত্যি আমি জানি না।'

প্রসঙ্গটা বদলানোর তাগিদ অনুভব করলো রানা। 'এটাই কি তোমার প্রথম অ্যান্টার্কটিকায় আসা?'

'না। আট বছর বয়সে বাবার সাথে সাউথ জর্জিয়ায় এসেছিলাম। মা তখন মাত্র মারা গেছে। বাবার সাথে তখন বেশ ক'বার তিমি মারতে গেছি, ক্যাচারে চড়ে।'

'তারমানে তোমাকে একজন অভিজ্ঞ হোয়েলার বলা যায়।'

'তবে এরিকা পিটারসনের মতো নই আমি।'

'সে আবার কে?'

'এরিকা, ডাফ পিটারসনের মেয়ে। সাউথ জর্জিয়ায় থাকার সময় বাবার মেট ছিলেন ডাফ পিটারসন। এরিকা আর আমি সমবয়েসী। সে শুধু নামেই মেয়ে, কাজে-কর্মে পুরুষমানুষেরও বাড়া। আমাদের কোম্পানীতে এটা তার দ্বিতীয় মৌসুম। ওর বাবা বলেন, এরিকাকে তিনি ক্যাপটেন বানাবেন।'

'খুব কঠিন পাত্রী মনে হচ্ছে!'

'নিজ গুণে বাপের মেট হয়েছে এরিকা। কোনো পরীক্ষায় কখনো

দ্বিতীয় হয়নি সে। হ্যাঁ, কঠিন পাত্রী। তবে ওর মতো সুখী মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি।'

আচমকা প্রচণ্ড বাতাসের একটা ঝাপটা আঘাত করলো জাহাজকে। কাত হয়ে গেল লিবার্টি থ্রি, ঢেউয়ের মাথা থেকে প্রায় খাড়াভাবে গোত্তা খাওয়ার ভঙ্গিতে নিচে নামছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো কক্সন। 'আমি যাই,' বললো মারিকা।

'চলো, আমিও নিচে নামবো,' বললো রানা। 'ঝড় শুরু হওয়ার আগে খানিকটা ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।' কক্সনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে মারিকার সাথে নিচে নেমে এলো ও, তাকে তার কেবিনে পৌঁছে দিলো।

দরজার গায়ে হেলান দিলো মারিকা। 'তোমার সাথে এরিকার পরিচয় করিয়ে দেবো, ওকে তোমার ভালো লাগবে।' ক্ষীণ হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। 'গরম কাপড়চোপড় আছে তো? ভোরের দিকে ব্রিজে খুব ঠাণ্ডা লাগবে।'

'ভাগ্য ভালো যে রকম্যান আর আমার সাইজ মিলে গেছে। গুড...।'

রানাকে বাধা দিলো মারিকা। 'ভেতরে ঢুকবে না? এক কাপ কফি খাওয়াতে পারি তোমাকে?'

'নতুন ক্যাপটেনকে বিপদে ফেলতে চাও? তোমার নিজেরও কি দুর্নামের ভয় নেই?'

'টনসবার্গের লোকেরা আমাকে চেনে, তারা জানে আমার দ্বারা কোনো নোংরা কাজ সম্ভব নয়।'

মারিকা আঘাত পেতে পারে জেনেও প্রশ্নটা করলো রানা, 'কিন্তু ওরা যখন ফটোগুলোর কথা জানবে?'

'ফটোগুলো আপত্তিকর নয়, আপত্তিকর ফটোর পিছনে লেখা-গুলো। কি লেখা আছে জানতে পারলে আমাকে ওরা বোকা ভাববে।'

'কি লেখা আছে?'

'দুই ডজন ছেলেমেয়ে চাই আমরা, হানিমুনে যাবো অ্যান্টার্কটিকায়, এই সব। মার্কের লেখা, নিচে আমরা দু'জন সই করেছি। তখন এতো ছেলেমানুষ ছিলাম যে··· আর, ওকে আমার ভালোও লাগতো···কে জানতো মার্কের আসল পরিচয় সে একটা লম্পট, নিষ্ঠুর, ক্ষমতা-লোভী··· ।'

'ঠিক আছে, এ-প্রসঙ্গ থাক। বলছিলে কফি খাওয়াবে··· ।'

'দুঃখিত, আজ নয়, আরেকদিন। কিছু মনে করো না।' কথা শেষ করে ঘুরলো মারিকা, কেবিনে ঢুকে পিছনে বন্ধ করে দিলো দরজা।

নিজের কেবিনে ফিরে এসে শুয়ে পড়লো রানা। সিলিঙের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলো ও, জেগে থাকলো অনেকক্ষণ। সাগরের অস্থিরতা ক্রমশ বাড়ছে, বাড়ছে বাতাসের গতিবেগ। দু'হাজার মাইল দূরে ক্যাস্টরি শিপের আশপাশে আবহাওয়া কেমন কে জানে, ভাবলো রানা।

সর্বশক্তি নিয়ে ঝড়টা হানা দিলো ভোর চারটের দিকে। বাঙ্ক থেকে ছিটকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় ঘুম ভাঙলো রানার। সম্ভাব্য সব রকম শব্দ তুলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে জাহাজটা, রানা অনু-ভব করলো কেবিনের ইস্পাত পানির প্রচণ্ড চাপে যেন তুবড়ে যেতে বসেছে। জাহাজটা যেন জ্যান্ত একটা প্রাণী, শ্বাসকষ্টে ভুগছে।

অয়েলস্কিন গায়ে চড়িয়ে তৈরি হলো রানা, ভেতরে ঢুকলো কক্-সন। কোনো কথা হলো না, লোকটা শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে আবার

বেরিয়ে গেল। বাইরে বেরুতেই বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় কেবিনের গায়ে সেঁটে গেল রানার শরীর। রেইল ধরে মই বেয়ে উঠতে প্রচুর সময় লাগলো, একটু অসতর্ক হলেই তুফান ওকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সবুজ সাগর ছোবল মারছে আফটার ডেকে।

ব্রিজে উঠলো রানা। সংক্ষিপ্ত রাতের অবসান ঘটেছে। কিন্তু ভোর মানে আলো নয়, আধো অন্ধকার। ঢেউগুলো পাহাড়ের মতো উঁচু, প্রতিটির মাথায় সাদা ফেনা টগবগ করে ফুটছে। ঢেউয়ের চূড়া যেমন বিরতিহীন খসে পড়ছে, তেমনি তুমুল বর্ষণেরও কোনো বিরাম নেই। চারদিকে শুধু বৃষ্টি আর সাগরের তৈরি কালো ও ভারি পর্দা ছাড়া দেখার কিছু নেই।

পরবর্তী আটটা দিন যেন নরকে বাস করলো ওরা। বাতাসের গতিবেগ মাঝে-মধ্যে কমলো, তবে কখনোই ফোর্স সিক্স-এর নিচে নামলো না। সাগর যেন ঢেউ খেলানো সচল পাহাড়শ্রেণী। জাহাজের এক ইঞ্চি জায়গাও শুকনো থাকলো না। প্রায় সবাই আক্রান্ত হলো সী-সিকনেসে। আটদিনে ওরা মাত্র একবার সূর্যের মুখ দেখলো, তাও ঝাপসা আলোর আভাস মাত্র, কয়েক মিনিট পর উজ্জ্বলতাটুকু আবার নিঃশেষে মুছে গেল। চিন্তাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লো ক্রুদের, যান্ত্রিক রোবটের মতো শুধু যে-যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। রানাও ব্যতি-ক্রম নয়—এক এক করে মারিকা, অভিযানের উদ্দেশ্য, ফ্যাক্টরি শিপ কোকুন, বোনার পাইটনের মৃত্যুরহস্য ইত্যাদি ভুলে গেল ও। জাহাজ আর ক্রুদের নিরাপত্তা ছাড়া মাথায় আর কিছু থাকলো না। মনে থাকলো না শেষ কবে ঘুমিয়েছে।

লোকজনের সাথে খুব কম দেখা হলো রানার। ব্রিজেই বেশিরভাগ সময় কাটলো ওর। আটদিনে মাত্র দু'বার ব্রিজে এলেন কর্নেল ওয়া

যায়, তাঁর ভারি চেহারা নীল হয়ে গেছে, শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। তবে রাইটিং শিপে পৌঁছুনোর তাগাদা দিতে তিনি ভুললেন না। অদ্ভুত এক জেদ লক্ষ্য করলো রানা তাঁর মধ্যে। বিরূপ প্রকৃতির ওপর অত্যন্ত রেগে আছেন। দ্বিতীয়বার ব্রিজে এসে থাকলেন মাত্র তিন মিনিট, শুধু আর বেয়াড়া সাগরকে অভিশাপ দিলেন। মই বেয়ে নামার সময় তাঁর পা পিছলে গেল, রানা না ধরলে পানির ঝাপটা আর বাতাসের ধাক্কায় সাগরে গিয়ে পড়তেন। এরপর আর ব্রিজে আসেননি।

মারিকাও একবার এলো, কেবিন ছেড়ে বের হওয়ায় খুব বকাঝকা করলো তাকে রানা। পরে মনে হয়েছে ওর, তার সাথে কর্কশ ব্যবহার করেছে ও। তবে তারপর থেকে রোজ একটা ফ্লাস্কে করে ব্র্যাণ্ডি পাঠালো মারিকা। মনে মনে মেয়েটার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলো রানা।

রোজ একবার করে ব্রিজে এলো একা শুধু কাইসু ওকোমো। সে-ও সী-সিকনেসে ভুগছে। তবু বিপদের ঝুঁকি নিয়ে একবার অন্তত ব্রিজে আসা চাই তার, সাথে থাকে ক্যামেরাটা। মুখর লোকটা ভাষা হারিয়ে ফেলেছে, ব্রিজে এসে মাত্র একটা কথা বলে সে, 'আবার সব শান্ত হয়ে যাবে, ঠিক কিনা ?'

তাকে একদিন ডঃ নিক শেভির কথা জিজ্ঞেস করলো রানা, 'সে কি অসুস্থ ?'

'অসুস্থ কে নয় ?' জবাব দিলো কাইসু ওকোমো। 'কিন্তু যে লোক রোজ দু'বোতল মদ গেলে তার কাছে অসুস্থতা কি জিনিস ? হি ইজ ইনক্রেডিবল, দ্যাট ম্যান !'

এক অর্থে ঝড়টা শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। স্যাণ্ডেফিওর্ডের ব্যাকটাকে নিয়ে নতুন আর কোনো ঝামেলা বাধলো না। ক্রুরা সবাই

নিজেদের ও জাহাজের অস্তিত্ব রক্ষাতেই ব্যস্ত থাকলো।

চোদ্দ তারিখে সাউথ জর্জিয়ার পাঁচশো মাইল পুবে পৌঁছুলো ওরা। ইতোমধ্যে দিনের আলো প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা স্থায়ী হয়ে গেছে। পনেরো তারিখে বৃষ্টি হলো না, দৃষ্টিসীমা আগের চেয়ে বাড়লো, এবং এই প্রথম আইসবার্গ দেখতে পেলো ওরা। সন্ধ্যার খানিক পর মাস্তুলের মাথা থেকে লুকআউট জানালো, পোর্ট সাইডে তীর দেখতে পেয়েছে সে। স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের প্রথম দ্বীপ ওটা। পলকের জন্যে দেখা দিয়ে এতো দ্রুত মিলিয়ে গেল যে সন্দেহ হলো, সত্যি ওরা কিছু দেখেছে কিনা। অকস্মাৎ ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল দিগন্ত, তুমুল বর্ষণ যেন নিশ্ছিদ্র দেয়াল তুলে দিলো ওদের সামনে।

এরপর থেকে মাঝে মধ্যেই আইসবার্গ দেখতে পেলো ওরা। কোনো কোনোটা বিশাল, বরফের স্তূপ নিয়ে টাওয়ারের মতো উঁচু, আবার কোনোটা হয়তো হুবহু দুর্গ আকৃতির। একটাকে ওরা পাশ কাটালো, লম্বা সেটা নির্ঘাৎ তিন মাইল হবে, মাথার দিকটা প্রায় পুরোপুরি সমতল, শুধু মাঝখানে মাস্তুল আর চিমনির আকৃতি নিয়ে খাড়া হয়ে আছে কয়েকটা বরফের পিলার, ফলে আইসবার্গটা দৈত্যাকৃতি একটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের চেহারা পেয়েছে।

কোকুনের দেয়া সর্বশেষ পজিশনে পৌঁছুচ্ছে লিবার্টি-থ্রি, কাজেই সারাক্ষণ ব্রিজে থাকতে হলো রানাকে। কোকুনের সাথে ওদের রেডিও টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ থাকা উচিত ছিলো, আর/টি সেটের রেঞ্জ চারশো মাইল বা তারও বেশি। কিন্তু ঝড়ের শুরুতেই ওদের এরিয়াল ভেঙে গেছে, তারপর সেটা আর মেরামত করা সম্ভব হয়নি।

ষোলো তারিখ রাতে মরণকামড় দিলো ঝড়। দৃষ্টিসীমা কমতে

কমতে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে দুশো গজ দূরে কি আছে জানার উপায় থাকলো না। মাঝরাতের দিকে জাহাজের গতি কমাতে বাধ্য হলো রানা। খানিক পর লুকআউট চিৎকার করলো, 'আইসবার্গ!'

'স্লো অ্যাহেড,' নির্দেশ দিলো রানা। কয়েক মুহূর্ত পর সামনে চকচকে একটা সাদাটে ভাব লক্ষ্য করলো ও। ওটা আইসবার্গ নয়। এই প্রথম আলগা প্যাক আইস চাক্ষুষ করলো ওরা। দক্ষিণের নিরেট প্যাক আইস থেকে ঝড়ের সাথে ভেসে এসেছে তুষারস্তর।

থমথমে চেহারা নিয়ে কক্‌সন জানালো, 'গ্রীষ্মকালে এদিকে কখনো বরফ দেখা যায়নি।'

জাহাজ পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে নিলো রানা, স্লো অ্যাহেড নির্দেশ আগের মতোই বহাল থাকলো। সেদিন সকালে হঠাৎ করে শান্ত হলো বাতাস, সরে গেল মেঘ, আটদিন পর এই প্রথম রোদ লাগলো ওদের গায়ে। তবে সাগর আগের মতোই ফুঁসছে, গর্জনও কমেনি, অদ্ভুত এক সবুজ রঙ পেয়েছে পানি। দূর দক্ষিণে চকচকে সাদাটে ভাব দেখা গেল, দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আলগা প্যাক আইস।

তারপর ক্রমশ ম্লান হতে শুরু করলো সূর্য। আকাশ হারালো তার নীল। ভেজা ভেজা, স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা গ্রাস করলো জাহাজকে। অদৃশ্য হলো দিগন্ত। সাদাটে চকচকে ভাবটুকু ঝাপসা হয়ে এলো, তারপর আর দেখাই গেল না। এক সময় সম্পূর্ণ অদৃশ্য হলো সূর্য। চারপাশের সমস্ত কিছু থেকে উধাও হলো রঙ। সবশেষে চারদিক অন্ধকার করে নেমে এলো কুয়াশা। শীত আরো জোরে কামড় দিলো।

সকাল দশটার দিকে ব্রিজে এলেন কর্নেল রোসেট। ঘুম আর খাদ্যের অভাবে সরু হয়ে গেছে তাঁর মুখ। 'আপনার পজিশন কি?' জানতে চাইলেন তিনি। 'রেডিও টেলিফোনে ফ্যাক্টরি শিপের সাথে

যোগাযোগ করা দরকার।'

'ফিফটি-এইট সাউথ, থারটি-থ্রি, ওয়েস্ট,' বললো রানা। তাঁকে নিয়ে হুইলহাউসে চলে এলো, চার্ট খুলে পজিশনটা দেখালো। দক্ষিণ থিউল-এর কমবেশি দুশো মাইল পশ্চিমে রয়েছে ওরা। 'নতুন এরিয়াল লাগানো হচ্ছে, ক্যাপটেন ভেনসম যোগাযোগ করলেই আপনাকে জানাবো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ব্রিজে চলে গেলেন কর্নেল। কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে কুয়াশা দেখলেন তিনি। তারপর ঝট করে ফিরলেন রানার দিকে। তিনি শিকারের সাথে আমি পঁয়ত্রিশ বছর জড়িত, গ্রীষ্মকালে এমন দুর্যোগের কথা কখনো শুনিনি। আপনার চোখে দু'একটা তিমি পড়েছে?'

'না।'

'শেডি কোথায়?'

'ঝড় শুরুর পর থেকে তাকে আমি দেখিনি।'

ঘাড় ফিরিয়ে একজন ক্রুর উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়লেন কর্নেল। তার দিকে ফিরলো লোকটা। ঠিক তাচ্ছিল্য নয়, তবে তার চেহারায় কেমন যেন নির্লিপ্ত ভাব দেখা গেল। 'যাচ্ছি,' বলে অলস পায়ে মইয়ের দিকে এগোলো সে।

চাবুকের মতো হিসহিস করে উঠলো কর্নেলের কণ্ঠস্বর, 'যাচ্ছি, অনারেবল ডিরেক্টর!' কালো হয়ে গেল লোকটার চেহারা, কথাগুলো নিচু গলায় পুনরাবৃত্তি করলো সে, তারপর মই বেয়ে নেমে গেল। ব্রিজের স্টারবোর্ড সাইডে গিয়ে হাঁপাতে শুরু করলেন কর্নেল। নিক শেডি ব্রিজে না আসা পর্যন্ত ওখানেই একা দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি।

কোম্পানীর চেয়ারম্যানের সামনে সরু, রুগ্ন লাগলো ডঃ শেডিকে।

তার চোখ জবা ফুলের মতো টকটকে লাল হয়ে আছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তবে আজ তাকে শান্ত দেখালো, মদ খায়নি। মদ না খাওয়ায় চেয়ারম্যানের সামনে নার্ভাস হয়ে পড়লো সে।

'চার বছর হলো পাইটন তোমাকে বিজ্ঞানী হিসেবে চাকরি দিয়েছে কোম্পানীতে,' কর্নেল তাকে বললেন। 'এবার তুমি তোমার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করো। এবারের গ্রীষ্মকালটা এখানে স্বাভাবিক নয়। কোকুন থেকে সর্বশেষ রিপোর্টে জানা গেছে, ওদিকে তিমি নেই বললেই চলে। এদিকেও আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কাল-সকালের মধ্যে তোমার কাছ থেকে একটা রিপোর্ট চাই আমি, এ-অবস্থায় তিমির সম্ভাব্য গতিবিধি সম্পর্কে।'

'কিন্তু আমার যতোদূর মনে পড়ে, আপনি আমাকে বরখাস্ত করেছিলেন,' শুকনো গলায় বললো নিক শেডি, তার মস্ত কণ্ঠা ঘন ঘন ওঠা-নামা করলো।

'ও-সব ভুলে যাও,' কর্নেল বললেন। 'তখন তুমি মাতাল ছিলে। আমি ধরে নিয়েছি, কি বলেছো তুমি নিজেও জানো না। এখন তুমি যেতে পারো, কাল সকালে রিপোর্ট চাই আমি।'

মাথা নিচু করে ব্রিজ থেকে নেমে গেল ডঃ নিক শেডি। খানিক পর কর্নেলও চলে গেলেন। এক ঘণ্টা পর ভয়েস পাইপে কাইসু ওকোমোর গলা পেলো রানা, রেডিও আবার কাজ শুরু করেছে। কক্‌সনকে দায়িত্ব দিয়ে নিচের ডেকে নেমে এলো ও। ঘুমুতে না পারায় চোখ করকর করছে ওর, সারা শরীরে ব্যথা। কর্নেল ও মারিকা, দু'জনকেই ওয়ায়েরলেস রুমে পেলো ও। মারিকার চোখের নিচে কালি জমেছে। তবে তার হাসি এতোটুকু ম্লান হয়নি, রানাকে দেখে তার চোখ দুটোও নেচে উঠলো। 'তুমি নিশ্চয় মারা গেছো, মাসুদ রানা!'

'যেতাম, বাঁচিয়ে রেখেছে দৈনন্দিন বরাদ্দের ব্র্যাণ্ডিটুকু,' বললো রানা।

তাড়াতাড়ি আরেক দিকে তাকালো মারিকা, যেন ধন্যবাদ পেতে ইচ্ছুক নয়। প্রকাণ্ড মাথাটা রানার দিকে ঘোরালেন কর্নেল ওয়াকার। ছোট্ট ফার ক্যাপটা মাথায় না থাকায় বিস্মিত পেঁচার চেহারা পেয়েছেন তিনি। 'আর/টি-তে কোকুনকে পাবার চেষ্টা করছিলাম,' রানাকে বললেন। 'এইমাত্র সাদার্ন উইণ্ডের সাথে কথা হলো। গত দশ দিনে মাত্র আটটা তিমি পেয়েছে ওরা। আরো দক্ষিণে, ওয়েডেল সাগরে যাচ্ছে। ওদের ক্যাপটেন সোলেৎসেন বলছে, এ-ধরনের অবস্থার কথা কখনো শোনেনি সে। আমাদের কাছ থেকে তিনশো মাইল পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে ওরা।'

ঘড়ঘড় করে উঠলো রেডিও। স্পষ্ট যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো রিসিভার থেকে। ভাষাটা নরওয়ের। মাইকের দিকে ঝুঁকে পড়লো রেডিও অপারেটর। 'হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো—লিবার্টি-থ্রির অপারেটর বলছি।' কয়েক সেকেণ্ড শুনলো সে, তারপর কর্নেলকে বললো, 'কোকুনের ক্যাপটেন জোনাস ভেনসম।'

অপারেটরের হাত থেকে মাইক্রোফোনটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিলেন কর্নেল। 'ক্যাপটেন ভেনসম?'

জবাব এলো, 'বলছি, অনারেবল ডিরেক্টর।'

'তোমার পজিশন কি?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল। রানার ইঙ্গিতে পজিশন লিখে নেয়ার জন্যে তৈরি হলো অপারেটর। ফিফটি-এইট পয়েন্ট থ্রি ফোর সাউথ, থারটি-ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ওয়েস্ট। মনে মনে দ্রুত একটা হিসাব কষলো রানা।

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালেন কর্নেল। 'আমাদের প্রায়

চল্লিশ মাইল পশ্চিমে,' বললো রানা। মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল, এবার ভেনসমের সাথে আলাপ চালিয়ে গেলেন নরওয়ের আঞ্চলিক ভাষায়। ভালো করে শুনলো না রানা, চোখের পাতা ধরে রাখতে পারছে না ও। কেবিনের দেয়ালে হেলান দিলো ও, মাথাটা পিছন দিকে কাত হয়ে পড়লো।

তারপর হঠাৎ চোখ মেলে বুঝতে পারলো রানা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। রেডিও থেকে নতুন একটা গলা ভেসে আসছে, ভাষাটা ইংরেজি। 'তদন্তের আয়োজন না করা হলে ওরা কর্মবিরতির হুমকি দিচ্ছে। আমি বলে দিয়েছি, মালিক পক্ষকে কোনো ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। তদন্ত মানে শুধু শুধু সময় নষ্ট। তাছাড়া, তদন্ত করার আছেটাই বা কি? বোনার পাইটন চলে গেছেন, তাঁর চলে যাবার সময় হয়েছিল, ব্যস। আসল সমস্যা হলো, আমরা তিমির দেখা পাচ্ছি না।' মার্জিত, পরিশীলিত কণ্ঠস্বর, গলার আওয়াজ দামী গাড়ির মতোই সাবলীল, যদিও আওয়াজটা ব্যক্তির কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে না। 'এমনকি স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোকজনও মুখ হাঁড়ি করে আছে। আর টনসবার্গ লোকদের কথা কি বলবো, রীতিমতো বেয়াড়া হয়ে উঠেছে ওরা। তুমি আসছো, তা না হলে ওদের সবাইকে আমি ফেরত পাঠাতাম।'

'এ-সব নিয়ে সাক্ষাতে কথা হবে, মার্ক,' বললেন কর্নেল ওয়াকার, রাগ চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন তিনি। 'তিমি ক'টা মেরেছো তাই বলো।'

'ফিন তিমি? একশো সাতাশটা, মাত্র। এইমাত্র কুয়াশা কাটতে শুরু করেছে। ভাগ্য বদলাতেও পারে। তবে আমাদের দক্ষিণ-পুবে প্যাক আইস রয়েছে, কেউ সেটাকে ভালো চোখে দেখছে না।'

'এ-সব আমি জানি,' কর্নেল বললেন। 'তোমার প্ল্যান কি?'

'প্যাকের উত্তর কিনারা ধরে পুব দিকে যাচ্ছি আমরা। দেখা যাক কি পাওয়া যায়।'

'দেখা যাক কি পাওয়া যায়!' কর্নেলের চিবুক কেঁপে উঠলো। 'জাহাজের বহর নিয়ে বেরিয়ে তোমাকে তিমি ধরতে হবে, ভাগ্যের ওপর ভরসা করলে চলবে না। যেভাবে পারো তিমি খুঁজে বের করো। কি বলছি বুঝতে পারছো? তিমি ছাড়া একটা দিন মানে লালবাতি জ্বালার দিকে আরেকটু এগোলো কোম্পানী।'

'বাহ্, তুমি আমার ওপর চোটপাট দেখাচ্ছো কেন? তুমি তো আসছোই, নিজে এবার চেষ্টা করে দেখো না।'

কর্নেল শুরু করলেন, 'পাইটন বেঁচে থাকলে...।'

'পাইটন পাইটন করো না তো,' ছেলেও এবার খেপে উঠলো। 'তার কথা শুনতে শুনতে কান দুটো পচে যাচ্ছে আমার। বোনার পাইটন কি জাদু জানতেন, নাকি সমুদ্রের দেবতা ছিলেন তিনি? তাঁর কথা তুলে কি লাভ, তাতে কি তিমি পাওয়া যাবে?'

'তোমার সাথে সাক্ষাতে কথা হবে,' শান্তকণ্ঠে বললেন কর্নেল। 'ভেনসমকে দাও।' ক্যাপটেনের সাথে নরওয়ের ভাষায় কথা বললেন তিনি। হঠাৎ চুপ করে গেল ভেনসম।

খানিক পর তার চিৎকার ভেসে এলো। হঠাৎ হাসতে শুরু করলেন কর্নেল ওয়াকার। কেবিনে উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে হাসতে লাগলো। মারিকার দিকে তাকালো রানা। ওর দিকে ঝুঁকলো সে, সে-ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। 'ফ্যাক্টরি শিপ থেকে ওরা তিমি দেখতে পেয়েছে। অনেকগুলো পড। তিমিগুলো দলবেঁধে দক্ষিণে যাচ্ছে—বরফের ভেতর। একেকটা পডে চার থেকে পাঁচটা ফিন তিমি থাকতে পারে,

নীল তিমি হলে তুমি একটার বেশি আশা করতে পারো না। তবে ওগুলোর বরফের দিকে যাওয়াটা শুভ লক্ষণ নয়।'

ব্রিজে ফিরে এসে নতুন কোর্স সেট করলো রানা, তারপর গত আটদিনে এই প্রথম পুরো চার ঘন্টা ঘুমোবার ইচ্ছে নিয়ে নেমে এলো নিজের কেবিনে। চার ঘন্টা পেরোলো না, তার আগেই মেসবয়ের ডাকে ঘুম ভাঙলো ওর। ব্রিজে উঠে এলো ও, ওকে দেখেই কক্সন নিঃশব্দে হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'কোনো গন্ধ পাচ্ছেন, ক্যাপটেন? বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, ওটা টাকার গন্ধ। তিমি।'

বাতাসে উৎকট একটা গন্ধ মই বেয়ে ওঠার সময়ই পেয়েছে রানা। 'কোকুন থেকে?' জিজ্ঞেস করলো ও। উত্তরে মাথা ঝাঁকালো কক্সন।

'কতো দূরে?'

'পনেরো কিংবা বিশ মাইল।'

আঁতকে ওঠার ভান করলো রানা, 'ফ্যাক্টরি শিপে তাহলে কি অবস্থা!'

এক ঘন্টা পর কুয়াশা হালকা হতে শুরু করলো, ফুল স্পীড-এর অর্ডার দিলো রানা। আকাশের নিচের দিকে মেঘ রয়েছে, সাগরের রঙ সবুজাভ বরফের মতো। দক্ষিণ-পুব দিকে এই প্রথম বরফের দ্যুতি দেখতে পেলো রানা। কাছাকাছি প্যাক আইস থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে আলো, প্যাক আইসের সারফেস মেঘের গায়ে ছাপ ফেলেছে। সাদা রঙের উজ্জ্বল বিস্তৃতি, গায়ে অসংখ্য কালো কালো রেখা। রেখা-গুলো ভাসমান বরফস্তরের মাঝখানে সরু সরু পানি পথ। মেঘগুলো যেন আয়না, নিচের প্রতিটি জিনিস নিখুঁতভাবে এঁকে নিয়েছে গায়ে।

ক্যামেরা হাতে ব্রিজে উঠে এলো কাইসু ওকোমো। 'কর্নেল বল-ছেন, আমরা নাকি আরো দক্ষিণে, ওয়েডেল সী-তে যাবো। দারুণ

হবে, কি বলেন? সাদার্ন উইণ্ডের ক্যাপটেন সোলেৎসেনের স্থান নাকি বোনার পাইটনের পরেই, সে যখন তার জাহাজকে নিয়ে ওদিকে গেছে, আমরা কেন বসে থাকি..? ওয়েডেল সী-তে ভালো ছবি তোলার সুযোগ পাবো বলে আশা করা যায়।'

দশ মিনিট পর মাস্তুলের মাথা থেকে লুকআউট ঘোষণা করলো, 'জাহাজ দেখা যায়।' আরো দশ মিনিট পর স্টারবোর্ড বো-র দিকে খানিকটা ধোঁয়া দেখতে পেলো ওরা। কর্নেল ওয়াকার, মারিকা, হেলমুট বার্গার—সবাই উঠে এলো ব্রিজে। কেউ কারো চেয়ে কম উত্তেজিত নয়। সবার শেষে এলো নিক শেডি, সবার কাছ থেকে খানিক দূরে একা দাঁড়ালো সে, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো ধোঁয়াটার দিকে। কি যেন ভাবছে লোকটা, চোরা চোখে বারবার কর্নেলের দিকে তাকাচ্ছে। তার হাবভাব লক্ষ্য করে মনে মনে শংকিত হলো রানা। ঠিক তখনই ওর দিকে তাকালো মারিকা, ওর দৃষ্টি আর মুখের ভাব লক্ষ্য করে ঝট করে ফিরলো শেডির দিকে। মারিকা টের পেলো, শেডিকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে রানা।

এরপর ওয়ায়েরলেস রুমে চলে গেলেন কর্নেল, সবাই তাঁকে অনুসরণ করলো। গেল না শুধু একজন, নিক শেডি। দু'হাতে শক্ত করে উইণ্ডব্রেকার ধরে দক্ষিণ দিকে, বরফের সাদাটে উজ্জ্বলতার দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। অবাক চোখে তাকে লক্ষ্য করছে রানা। আবার ফ্যাক্টরি শিপের দিকে তাকালো নিক শেডি, তারপর মুখ তুললো মেঘের দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পর ঝট করে ঘুরলো সে, বললো, 'যাই, রিপোর্টটা তৈরি করে ফেলি।' ব্রিজ থেকে বেরিয়ে যাবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালো সে, তার ঠোঁটে অদ্ভুত রহস্যময় এক চিলতে হাসি ফুটে থাকতে দেখলো রানা।

পাঁচ

চোখে বিনোকিউলার তুললো রানা। দেখার মতোই একটা দৃশ্য বটে। শুধু ফ্যাক্টরি শিপ কোকুন নয়, জাহাজের বড় একটা বহর। কোকুনের পিছনে এক লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঁচটা ক্যাচার। আরেকটা ক্যাচার প্রায় পাশে। দুটো টোইং জাহাজ দেখলো রানা। মান্ধাতা আমলের আরো দুটো ক্যাচারকে চিনতে পারলো ও, আগেই শুনেছে ওগুলো বয়া বোট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এগুলোর পিছনে রয়েছে পুরনো একটা হোয়েলিং শিপ, তিমির মাংস রেফ্রিজারেটর শিপে বয়ে নিয়ে যায়, ওটা ছ'হাজার টনী। কাছাকাছি রয়েছে বড় একটা ট্যাংকার। অন্যান্য ক্যাচারগুলোকে দিগন্তরেখার কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা গেল।

রানার একটা হাত থামচে ধরে পোর্ট বো-র দিকে ইঙ্গিত করলো কাইমু ওকোমো। জলকণা আর বাষ্পের একটা ঝর্না সাগরের বুকে মাথাচাড়া দিলো, ওদের কাছ থেকে দুই কেবল্ দূরেও নয়। ওখানটায় সাগর টগবগ করে ফুটতে শুরু করলো, তারপর মসৃণ ও পিচ্ছিল একটা আকৃতি, সাবমেরিনের মতো, পিঠ তুললো পানির ওপর। আরো

একটা ঝর্না মাথাচাড়া দিলো জাহাজের একেবারে কাছাকাছি, ঝর্নার চুড়া দশ ফুট উঁচু হলো, বাতাসের সাথে ওদের ডেকে এসে ছড়িয়ে পড়লো কিছু জলকণা। ক্যামেরার দিকে ডাইভ দিলো কাইস্নু ওকোমো। একটা পড-এর মাঝখানে চলে এসেছে ওরা। এই প্রথম ওরা তিমি দেখতে পেল।

বিশাল এক বৃত্ত রচনা করে পিছন দিক থেকে ফ্যাক্টরি শিপের পাশে চলে এলো লিবার্টি-থ্রি। তীব্র গন্ধে বমি পেলো রানার। ফ্যাক্টরি শিপের স্টার্ন খোলা অবস্থায় রয়েছে, যেন হাঁ করে আছে প্রকাণ্ড একটা গুহামুখ। মুখের ভেতর দিয়ে একটা তিমিকে টেনে তোলা হচ্ছে, নিয়ে যাওয়া হবে আফটার-প্ল্যান-এ। জাহাজটা বিরাট, প্রায় বিশ হাজার টনী। ব্রিজে একজন লোককে দেখা গেল, মাথায় ফার ক্যাপ, হাতে মেগাফোন। নিজের ভাষায় কি যেন বললো সে।

রানার পাশ থেকে মারিকা জানালো, 'ক্যাপটেন জোনাস ভেনসম। বোট নামিয়ে উনি নিজেই আসছেন।' তার চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠলো। 'কারণটা কি?'

কর্নেলের দিকে তাকালো রানা, ব্রিজের পোর্ট সাইডে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। চেহারা কালো মেঘের মতো থমথমে।

ক্যাপটেন ভেনসম যখন এলো, ব্রিজে শুধু ওরা তিনজন রয়েছে। অস্বাভাবিক চওড়া হাড় নিয়ে লোকটার কাঠামো চৌকো আকৃতির, সারাক্ষণ ঠোঁটের কোণে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি নিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ানো তার অভ্যাস। 'কি ব্যাপার?' ব্রিজের ভেতর যেন বজ্রপাত হলো, রক্তচক্ষু মেলে জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল। 'কোথায় কি অসুবিধে? সব ক'টা ক্যাচার বেরিয়ে যায়নি কেন?'

চট করে চারদিকে তাকিয়ে ভেনসম বললো, 'আমি ইংরেজিতে

বলবো।' লক্ষ্য করেছে, হেলমসম্যান ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। 'অসুবিধে হলো, টনসবার্গের লোকেরা হাত গুটিয়ে রেখেছে। জাহাজের প্রায় অর্ধেক লোক। পাঁচটা ক্যাচার আর একটা টোইং বোটের ক্রুরাও কাজ করতে রাজি নয়। হুমকি দিয়েছে, তাদের দাবি মানা-না হলে অন্যদের কাজে বাধা দেবে তারা।'

অকস্মাৎ শান্ত হয়ে গেলেন কর্নেল। 'আমি কি করি দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, নাকি?'

মাথা ঝাঁকালো জোনাস ভেনসম।

হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কর্নেল। ব্রিজ রেইলের ওপর ঘুসি মারলেন তিনি। 'ছ'হপ্তা কাজ করে একশো সোয়াশোর বেশি তিমি মারতে পারোনি!' চিৎকার করে বললেন। 'আর যে-ই তিমির খোঁজ পাওয়া গেল অমনি বলছো, ওরা ধর্মঘট করেছে! কেন? কি তাদের অভিযোগ?'

'ওরা বলছে বোনার পাইটনের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তদন্ত হতে হবে।' ইতস্তত করলো ভেনসম, তারপর বললো, 'ওদের আরেকটা দাবি, অ্যাকটিং ম্যানেজারের পদ থেকে আপনার ছেলেকে সরিয়ে নিতে হবে।'

'কে, ওদেরকে নাচাচ্ছে কে? পেছন থেকে নিশ্চয়ই কেউ একজন কলকাঠি নাড়ছে।'

'ক্যাপটেন সাভিক, আমার ধারণা। সবার মুখপাত্র হয়ে সে-ই কথা বলছে। তবে তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবি সবার—সাভিক, বডলার, মাই-কেলসেন, ফেডম্যান, পিটারসেন, কেউ বাদ নেই।'

চোখ থেকে চশমা খুলে রুমাল দিয়ে কাঁচ দুটো মুছলেন কর্নেল। থরথর করে কাঁপছেন তিনি। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে জিজ্ঞেস কর-

লেন, 'আমার ছেলের বদলে কাকে ওরা অ্যাকটিং ম্যানেজার হিসেবে পেতে চায়?'

'ক্যাপটেন পিটারসেনকে,' বললো ভেনসম। 'লিডার হিসেবে ভালো সে। তিনবার সাউথ জর্জিয়ায় আসা হয়েছে তার।'

'ঠিক আছে, ক্যাপটেন ভেনসম। পাঁচটা ক্যাচার আর টোইং শিপের ক্যাপটেনদের জানাও, আমি ওদের সাথে বসতে চাই। আমি নিজে সিদ্ধান্ত দেবো ওদেরকে, হয় তারা কাজ শুরু করবে তা না হলে সব ক'টাকে আমি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবো।'

'ওরা সম্ভবত আসতে রাজি হবে না, স্যার।'

'গুড গড, ম্যান। পরিস্থিতি যদি এভাবে নাগালের বাইরে চলে যেতে থাকে, সামলানোর আরো অনেক উপায় আছে, তুমি বোঝো না? ফ্যাক্টরি শিপ থেকে ফুয়েল আর সাপ্লাই না পেলে অ্যান্টার্কটিকায় ওরা টিকবে কিভাবে? শক্ত হও, ভেনসম! ওরা যদি কোনো শর্ত দিতে চায়, জানিয়ে দাও আমাকে খোঁচানোর পরিণতি ভালো হবে না।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'মিঃ রানা, কক্সনকে দায়িত্ব দিয়ে আপনি আমার সাথে ফ্যাক্টরি শিপে আসছেন।' হঠাৎ হাসলেন তিনি। 'অ্যান্টার্কটিকায় এসেই যখন পড়েছেন, একটা ক্যাচারের কমাণ্ড গ্রহণ করতে অসুবিধে কি?'

মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছিলো ক্যাপটেন ভেনসম, তাকে বাধা দিলেন তিনি। 'মার্ক নিজে কেন রিপোর্ট করতে আসেনি?'

ফ্যাক্টরি শিপের স্কিপার ইতস্তত করে বললো, 'মার্ক ফোর-প্ল্যান-এ রয়েছে। তার আসার উপায় নেই।'

'হুম,' বললেন কর্নেল। 'সাথে লোকজন আছে তো?'

মার্ক রোসেটের জন্যে খানিকটা সহানুভূতি হলো রানার। লোক-

টার চরিত্র যা-ই হোক, কাজটা তাকে দেয়া হয়েছে অত্যন্ত কঠিন। মারিকা কি ভাবছে বোঝার জন্যে ঘাড় ফেরালো ও, দেখলো মুখ তুলে ফ্যাক্টরি শিপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সে, আর কোনো দিকে খেয়াল নেই। রানা বুঝলো, মারিকা তার বাপের কথা ভাবছে।

টনসবার্গ ক্যাপটেনদের সাথে কর্নেলের বৈঠকে উপস্থিত থাকলো না রানা, তবে চলে যাবার সময় লোকগুলোকে দেখলো ও। তাদের হাব-ভাব দেখে মনে হলো, কর্নেল যাই বলে থাকুন, চিন্তিত হয়ে পড়েছে তারা। শক্ত-সমর্থ কঠিন, রুক্ষ চেহারার পাঁচজন লোক, মাথায় কার ক্যাপ, সবারই দাড়ি আছে, পরনে উইণ্ডব্রেকারের নিচে মোটা জার্সি, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বুট। গ্যাংওয়ের মাথায় থামলো তারা, নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে কথা বলছে। একটু পরই তাদের সাথে আরো দু'জন লোক যোগ দিলো। একজন একটু খাটো, তবে চওড়া, সীল মাছের মতো নাদুসনুদুস। অপর লোকটার মুখে কয়েকটা কাটা দাগ, ফলে সে-সব জায়গায় দাড়ি গজায়নি। খানিকক্ষণ বাকি সবার কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে নিচুস্বরে কথা বললো নিজেদের মধ্যে। ওদেরকে পাশ কাটাবার সময় রানা শুনতে পেলো, একজন অপরজনকে 'ক্যাপটেন সার্ভিক' বলে সম্বোধন করলো। তারপর ওরা দু'জন বাকি লোক-দের সাথে মিলিত হলো।

ক্যাপটেন ভেনসমের একজন অফিসারকে নিয়ে জাহাজটা ঘুরে দেখতে বেরিয়েছে রানা। ইতোমধ্যে সেকেণ্ড অফিসারের কেবিনে ওর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রথমেই ওকে ফ্লেনসিং ডেকে নিয়ে এলো অফিসার। ফ্লেনসিং ডেক দুটো, ফোর-প্ল্যান আর আফটার প্ল্যান। লোকজন এখানে হাঁটু সমান

উঁচু তিমির নাড়িভুঁড়ির ভেতর হাঁটাচলা করছে, প্রত্যেকের হাতে লম্বা হাতল লাগানো বাঁকা ছুরি, চর্বির পর্দা সরাবার পর বেরিয়ে আসা রক্তাক্ত মাংস কাটছে তিমির ভেতর থেকে। যন্ত্রচালিত করাতগুলো তিমির মেরুদণ্ড কাটছে। চারদিকে সচল রয়েছে অনেকগুলো উইঞ্চ। আরেক দল লোক প্রকাণ্ড লোহার হুক দিয়ে চর্বি আর মাংস সরানোর কাজে ব্যস্ত। শব্দগঞ্জনা আর দুর্গন্ধ, কোনোটাই সহ্য করার মতো নয়। সচল ছোটো ছোটো গাড়ির ওপর তোলা হচ্ছে মাংস, হাড় আর চর্বি, সব গিয়ে পড়ছে বয়লারে। ওখান থেকেই মহামূল্য তিমির তেল পাওয়া যাবে। একের পর এক তিমি আসছে, দানবীয় শক্তির পরীক্ষা দিয়ে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে লোকগুলো, তাজা রক্তে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে ডেক।

একটা সদ্য ধরা তিমিকে অনুসরণ করলো রানা। আশি ফুট লম্বা হবে ওটা, প্রায় একশো টন ওজন।

জাহাজটা ঘুরে দেখা শেষ করে ডেকে উঠে এলো রানা, ইতোমধ্যে আগের সেই পাঁচটা ক্যাচার তিমির খোঁজে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। একটা টোইং শিপকে আসতে দেখলো ও, পাঁচটা তিমিকে টেনে আনছে।

এক ঝাঁক তিমির মাঝখানে রয়েছে বহরটা, কাজেই দম ফেলার ফুরসত নেই কারো। চারদিক থেকে হারপুন গানের ভোঁতা আওয়াজ ভেসে আসছে। ডেকে বেশিক্ষণ টেকা গেল না, নাক চেপে নিজের কেবিনে ফিরে এলো রানা। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে পেট থেকে উগরে দিলো সব। ধপাস করে বাঙ্কের ওপর পড়লো ও, ক্লান্ত শরীর নেতিয়ে পড়লো গভীর ঘুমে।

ঘুম ভাঙলো সেকেণ্ড অফিসার পেরেট-এর ডাকে। রানার ভয়ের

কিছু নেই, সে জানালো, কারণ তিমিরা সব দলবেঁধে দক্ষিণে চলে গেছে। তার ধারণা, সাদার্ন উইণ্ডের মতো কোকুনও দক্ষিণে যাবে। দক্ষিণে মানে প্যাক আইসের ভেতর। রানার জন্যে এক বোতল হুইস্কি নিয়ে এসেছে সে। 'ফ্যাক্টরি শিপে সুস্থ থাকতে হলে খানিক পর পর দু'এক ঢোক খেতেই হবে আপনাকে,' পরামর্শ দিলো সে।

কাপড় পাল্টে অফিসার্স মেসে চলে এলো রানা। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। বেশিরভাগ লোকের দাড়ি আছে। কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। থমথমে একটা ভাব বেশ টের পাওয়া গেল। আড়চোখে অনেকেই কর্নেল ওয়াকারের দিকে তাকাচ্ছে। মারিকাকে নিয়ে টেবিলের একধারে বসেছেন তিনি, তাঁর আরেক পাশে বসছে ক্যাপটেন ভেনসম। চামচ দিয়ে স্যুপে ঢেউ তুলছে মারিকা, চোখে শূন্যদৃষ্টি, যেন আর সবার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয়। মারিকার আরেক পাশে বসা লোকটা কি যেন বললো, গ্রাহ্য করলো না মারিকা।

'মার্ক রোসেট কে?' পাশের সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

রানা যাকে সন্দেহ করেছিল, সে-ই। মারিকার পাশে বসে আছে। লোকটা লম্বা, শক্ত-সমর্থ, তবে বাপের চেহারা পায়নি। মাথাটা গোল, গলাটা ছোটো আর মোটা। তার চেহারায় নিষ্ঠুরতার কোনো ছাপ খুঁজে পেলো না রানা। চোয়াল সরু, চেহারায় দৃঢ়তার কোনো ভাবও নেই। লম্বাটে চোখ, খানিকটা মেয়েলি, শুধু সেখানেই জেদের একটা ভাব ফুটে আছে।

দু'জনের প্রায় কিছুই খাওয়া হলো না। মারিকার খেতে না পারার কারণ যা-ই হোক, রানা খেতে পারলো না পরিবেশিত সমস্ত খাবারই তিমির মাংস বলে। শিকারের মৌসুমে ক্রু আর অফিসাররা নাকি আর কিছু খেতে চায় না, তিমির মাংস তাদের এতোই প্রিয়। রানার খেতে

না পারার কারণটা বুঝতে পেরে হাসাহাসি করলো অনেকে। শুধু এই সময় একবার চোখ তুলে রানার দিকে তাকালো মারিকা। চোখাচোখি হলো, রানাকে যেন নীরবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো মেয়েটা।

খাওয়ার পালা শেষ হতে ক্যাপটেন ভেনসম নিজের কেবিনে আমন্ত্রণ জানালো রানাকে। গ্লাসে হুইস্কি ঢাললো সে, এটা-সেটা নিয়ে কিছু কথা হলো দু'জনের মধ্যে, তারপর প্রসঙ্গটা তুললো রানা। যোনাস ভেনসম সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলো।

'হ্যাঁ, বোনার পাইটনের মৃত্যু একটা রহস্যই বটে। এ-বিষয়ে যতো কম কথা বলা যায় ততোই ভালো।'

'মার্ক রোসেট সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?' ইচ্ছে করেই সরাসরি জিজ্ঞেস করলো রানা, যাতে রাগ হওয়ায় উত্তরটা এড়িয়ে যেতে না পারে ভেনসম।

'ঠিক কি বলতে চান আপনি?' ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালো ক্যাপটেন।

'শুনলাম টনসবার্গের লোকজনকে খেপিয়ে তুলেছে সে।'

'বরং উল্টোটা সত্যি। সব মিটমাট করার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে ও। হ্যাঁ, তার বয়স কম, সে অনভিজ্ঞ। কিন্তু এ-সব তো তার দোষ নয়। শেখার জন্যে তাকে সময় দিতে হবে তো। টনসবার্গের লোকজন তার ওপর খেপে আছে, কিন্তু তার ওপর সন্তুষ্ট এমন লোকেরও অভাব নেই।'

'বোনার পাইটনের সাথে তার বনিবনা হচ্ছিলো না, এ-কথা সত্যি?'

'আপনি কর্নেলকে পাঠানো মেসেজটা দেখেছেন, তাই না?'

জিজ্ঞেস করলো ভেনসম। মাথা ঝাঁকালো রানা। 'কি জানেন, বোনার পাইটনের সাথে মানিয়ে চলা সহজ কথা নয়। আমি বলছি না যে লিডার হিসেবে তিনি ভালো ছিলেন না। তবে তিনি আশা করতেন সবাই তাঁর নির্দেশ বিনাতর্কে মেনে নেবে। ক্যাপটেনদের জন্যে ব্যাপারটা ঠিকই ছিলো, তারা কাজ বোঝে, চিন্তা করে না। কিন্তু এ-ধরনের মানসিকতা একটা ফ্যাক্টরি শিপের দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।'

'এর মধ্যে আরো অনেক ব্যাপার আছে, সামান্য অবনিবনার কারণে বোনার পাইটন পদত্যাগের হুমকি দেননি,' মন্তব্য করলো রানা।

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো কেবিনের ভেতর। খুক করে কেশে এক সময় ভেনসম বললো, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, এ-বিষয় আপনার সাথে আমি আলোচনা করতে আগ্রহী নই। আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন, সব কোম্পানীতেই পলিটিক্স আছে। জড়িয়ে না পড়াই ভালো।'

'আপনি বোধহয় স্যাণ্ডেফিওর্ড থেকে এসেছেন, ক্যাপটেন?' জানতে চাইলো রানা।

রানার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটু হাসলো ভেনসম। 'আমি খ্রিশ্চিয়ান ল্যাণ্ডের ছেলে। টনসবার্গের ক্যাপটেন অবসর নেয়ায় দায়িত্বটা দেয়া হয়েছে আমাকে।'

এরপর আর আলাপ জমলো না। নিজের কেবিনে ফিরে এসে রানা দেখলো, ওর টেবিলে এক প্লেট খাবার রয়েছে, সাথে একটা চিরকুট। মারিকা লিখেছে, 'তাড়াহুড়োর মধ্যে বেশি কিছু পাঠাতে পারলাম না। রুটি, মাখন, জেলি আর সেদ্ধ ডিমের একটা কণাও যেন

পড়ে না থাকে।'

একটা কথাও ফেলে রাখলো না রানা। খেতে খেতেই ঘুম পেয়ে গেল ওর, যেন ড্রাগস খেয়েছে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে রানা আবিষ্কার করলো, সব ক'টা পদই তিমির মাংস দিয়ে তৈরি, তবে ওর জন্যে আলাদা নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খানিক পর ওকে জানানো হলো, কর্নেল ওয়াকার ওকে তাঁর কেবিনে ডেকেছেন। ডেকে বেরিয়ে এসে ঝড়ো বাতাসের সামনে পড়লো ও, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসছে। মেঘগুলো খুব নিচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, ওগুলোর চেহারাও তেমন সুবিধের মনে হলো না। সন্দেহ নেই, আবার একটা দুর্যোগ আসছে। দক্ষিণে যতোদূর দৃষ্টি যায় প্যাক আইসের সাদা উজ্জ্বলতা, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। রানার মনে হলো, চাঁদ উঠতে পারে। ক্যাচারগুলো ছড়িয়ে আছে, সম্ভবত তিমির খোঁজে। ফ্যাক্টরি শিপ প্রায় নিস্তব্ধই বলা যায়, তিমি নেই তো ব্যস্ততাও নেই।

জোনাস ভেনসম আর মার্ক রোসেটকে দেখলো রানা কর্নেল রোসেটের কেবিনে। একটা সুইভেল চেয়ারে বসে আছেন কর্নেল, কনুই দুটো ডেস্কে। নিষ্প্রভ, ম্লান চেহারা। চশমার কাঁচ মুছছেন। 'মি রানা, আসুন, আমার ছেলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই—মার্ক, ওর কথাই বলছিলাম তোমাকে। কমাণ্ডার মাসুদ রানা।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো মার্ক রোসেট, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে হ্যাণ্ডশেক করলো রানার সাথে। 'আমাদের মধ্যে আপনাকে পেয়ে আমরা খুশি, মিঃ রানা,' বললো সে, হাবভাব বন্ধুত্বপূর্ণ। 'বাবার ধারণা, আপনি অত্যন্ত দক্ষ একজন নাবিক।'

'তা যদি হই, কৃতিত্বটা হুয়ার,' স্মিত হেসে বললো রানা। লোক-

তার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা ছিলো, এরইমধ্যে তা বদলাতে শুরু করেছে। প্রায় সুদর্শনই বলা চলে মার্ক রোসেটকে, অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র। রানার সাথে স্বাভাবিক আচরণ করছে সে। বাপের মতো শক্তিধর না হলেও, বোঝা যায় আত্মবিশ্বাসে কোনো ঘাটতি নেই।

নিজের চেয়ারে ঘুরে রানার দিকে ফিরলেন কর্নেল। 'মিঃ রানা, বসুন।' রানা তাঁর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসলো। কর্নেল ওকে সিগারেট অফার করলেন। 'আমাদের এখানে একটা সমস্যা হয়েছে, আপনি জানেন। ব্যাপারটার সাথে আপনার কোনোভাবে জড়িত হওয়ার কথা নয়, তবে আমি চাইছি আপনি একটা ভূমিকা পালন করুন। আমার তরফ থেকে আপনার প্রতি এটা একটা অনুরোধ।'

কর্নেলের নরম সুর লক্ষ্য করে মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠলো রানা। সম্ভবত অপ্রীতিকর কোনও দায়িত্ব ওর কাঁধে চাপাতে চাইছেন তিনি, অন্যায় যদি না-ও হয়। 'বলুন।'

'পাইটনের মৃত্যু একটা দুর্ঘটনা, কিন্তু টনসবার্গের লোকজন তা মানতে রাজি নয়। তারা তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্যে জেদ ধরেছে। এদিকে তিমিরা সব চলে গেছে দক্ষিণে, মৌসুমটা নিষ্ফল হতে চলেছে। এ অবস্থায় তদন্ত অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। অনেক ভেবেচিন্তে আমি দেখলাম, গোটা বহরে মাত্র একজনই আছে যে টনসবার্গের লোকদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত করতে পারে।'

'মারিকা,' অস্ফুটকণ্ঠে বললো রানা, বুঝতে পারলো শুধু অপ্রীতিকর নয়, অন্যায় একটা কাজ চাপাতে চাইছেন কর্নেল ওর ঘাড়ে।

'হ্যাঁ। আমি লক্ষ্য করেছি, মারিকার সাথে আপনার সম্পর্ক বন্ধুর মতো।' সরাসরি রানার চোখে তাকিয়ে আছেন কর্নেল। 'আমার অনুরোধ, আপনি তাকে বোঝান, সে যেন টনসবার্গের লোকদের তদ-

ন্তের দাবি ফিরিয়ে নিতে বলে।'

'কাজটা অন্যায় হবে,' স্পষ্ট করে, দৃঢ়তার সাথে বললো রানা। 'তাছাড়া, কাকে আপনি অনুরোধ করতে বলছেন? মারিকার বাবার মৃত্যুরহস্য নিয়ে কথা বলছি আমরা, তাকে এ-ধরনের একটা অনুরোধ করা আর তার বাপের সাথে বেঈমানী করতে বলা কি এক কথা হয়ে যাবে না?'

কেবিনের ভেতর জমাট বাঁধলো নিস্তব্ধতা। চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করলেন কর্নেল। আবার রানাই নিস্তব্ধতা ভাঙলো, 'তারচেয়ে, সহজ পথটা কেন আপনি বেছে নিচ্ছেন না? জাহাজে মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত নতুন কিছু নয়, বরং এটাই নিয়ম। তদন্তের রিপোর্ট সংরক্ষণ করা হবে, বন্দরে জাহাজ ভেড়ার পর পুলিশের হাতে তুলে দেয়া যাবে।'

'কিন্তু...,' শুরু করলো মার্ক রোসেট।

'তুমি থামো!' তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন কর্নেল। 'মিঃ রানার কথায় যুক্তি আছে। সত্যি কথা বলতে কি, মারিকাকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, সে আমার প্রস্তাবে রাজি হয়নি। সে-ও চায় তদন্ত হোক।' আবার পায়চারি শুরু করলেন তিনি। 'টনসবার্গের লোকদের ধারণা, পাইটনের মৃত্যুর সাথে আমার ছেলের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে। সম্পর্ক আছে কি নেই সে-ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন নই, আমি চিন্তিত তিমি নিয়ে। তদন্ত যদি অনুষ্ঠিত হয়, কমিটিতে আমার বা মার্কের থাকা হবে না। কমিটিতে তিনজন থাকা চাই—আপনি কি কমিটির একজন সদস্য হতে রাজি হবেন, মিঃ রানা?'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করে রানা জবাব দিলো, 'কমিটিতে আর কে কে থাকবে তার ওপর নির্ভর করছে।'

'তদন্ত হবে, টনসবার্গ-ক্যাপটেনদের এ-কথা আমি জানিয়েছি। তবু একবার চেষ্টা করে দেখছিলাম, ওদেরকে অন্য কোনোভাবে শান্ত করা যায় কিনা। ওরা শর্ত দিয়েছে, কমিটিতে মারিকাকে রাখতে হবে।' রানার দিকে সরাসরি তাকিয়ে ঠোঁট বাঁকা করে হাসলেন তিনি। 'আপনিও কি সে-ধরনের কোনো শর্ত দিতে চাইছেন, মিঃ রানা?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা, তারপর বললো, 'অফিসারদের কাউকেই আমি ভালো করে চিনি না, কর্নেল। হ্যাঁ, কমিটিতে মারিকা না থাকলে আমিও থাকতে চাই না।'

'বেশ, তাই হবে। আপনি কমিটির চেয়ারম্যান, মারিকা আর ক্যাপটেন ভেনসম সদস্য।'

এই সময় নক হলো দরজায়, ভেতরে ঢুকলো ডঃ নিক শেডি। তার হাতে একগাদা কাগজ রয়েছে। দুই চোখে অদ্ভুত উত্তেজনা। 'এই যে, শেডি, এসো-এসো। তোমার রিপোর্ট তাহলে শেষ হয়েছে?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো নিক শেডি, বেফাঁস কিছু বলে ফেলার ভয়ে মুখ খুলতে রাজি নয়। এগিয়ে এসে ডেস্কের ওপর কাগজগুলো রাখলো সে। সেগুলোর দিকে তাকালেনই না কর্নেল।

বললেন, 'বলো, তোমার উপসংহার কি শোনাও আমাদের। চলতি মৌসুমে তিমি পাবার সবচেয়ে আদর্শ জায়গা কোনটা?'

ঢোক গিললো নিক শেডি, তার কণ্ঠা ওঠা-নামা করলো ঘন ঘন।

'কি হলো, চুপ করে আছো কেন! বলো! তিমির খোঁজে আমরা পিছন দিকে, সাউথ জর্জিয়ায় যাবো, নাকি সামনের দিকে ওয়েডেল সী-তে?'

আরেকবার ঝাঁকি খেলো নিক শেডির কণ্ঠা। 'প্যাক আইসের ভেতর

দিয়ে,' চাপা গলায়, উত্তেজনার সাথে বললো সে। 'প্যাক আইসের ভেতর দিয়ে ওয়েডেল সাগরে!' তার মুখ একাধিক জ্যান্ত পোকার মতো মোচড় খেতে শুরু করলো, চোখ দুটো থেকে অশুভ আলোর বিকিরণ ঘটছে। হঠাৎ রানা উপলব্ধি করলো, কর্নেলকে দক্ষিণে নিয়ে যেতে চায় নিক শেভি, নিজের এই ইচ্ছের ওপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটা তৈরি করেছে সে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, কর্নেলও দক্ষিণ দিকে যেতে চান। 'গুড, গুড!' বললেন তিনি। 'তুমি কি জানতে সোলেৎসেনও সাদার্ন উইণ্ডকে নিয়ে প্যাকে ঢুকছে?'

'না,' আবার কণ্ঠটা ঝাঁকি খেলো।

'সাভিক, পিটারসেন, এরাও তাই ভাবছে। সবাই ওরা অভিজ্ঞ হোয়েলার। বোনার পাইটনের পরই ওদের নাম করতে হয়।' কর্নেল পাইটনের নামটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে মার্ক রোসেটের দিকে তাকালো রানা, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখলো না। পোর্টহোলে চোখ রেখে বাইরেটা দেখছিলেন কর্নেল, হঠাৎ তিনি চরকির মতো আধপাক ঘুরলেন। 'ঠিক আছে, ক্যাপটেন ভেনসম। ক্যাচারগুলোকে ডেকে নাও। ওগুলো পৌঁছুলেই গানারদের বলো একটা কনফারেন্সে বসবো আমি। আমরা দক্ষিণে যাবো। বাকি আছে আর মাত্র দু'মাস। নষ্ট সময় পুষিয়ে নিতে হলে প্রচুর তিমি দরকার হবে। আমাদের কি যথেষ্ট মাংস আছে, রেফ্রিজারেটর শিপ পুরোপুরি ভরার মতো?'

'না,' জবাব দিয়ে মার্ক রোসেটের দিকে তাকালো ভেনসম।

মার্ক বললো, 'ডলফিনকে মাত্র অর্ধেক ভরতে পেরেছি আমরা।'

'তাহলে ডলফিনও আমাদের সাথে যাবে। যাও, ক্যাচারগুলোকে ডেকে পাঠাও।' হাত নেড়ে ক্যাপটেন আর মার্ক রোসেটকে কেবিন

থেকে বেরিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলেন কর্নেল, তারপর রানার দিকে ফিরলেন। 'আমি চাই তদন্তের রিপোর্ট আমরা দক্ষিণে রওনা হবার আগেই তৈরি হয়ে যাক। সেকেণ্ড অফিসারকে পাচ্ছেন আপনি, তাকে বললেই সে যে-কোনো লোককে সাক্ষী দেয়ার জন্যে নিয়ে আসবে। টনসবার্গের লোক, ইংরেজি জানে। পাইটন যে-রাতে অদৃশ্য হলো, সে-ই ছিলো ওয়াচে।' দোরগোড়ায় দাঁড়ানো ক্যাপটেন ভেনসমের দিকে তাকালেন তিনি। 'কাল আমরা প্যাক আইসে ঢুকবো।'

ছয়

প্যাক আইসে ঢোকার প্রস্তুতি পর্বে তদন্তের আয়োজন করা রানার জন্যে অত্যন্ত কঠিন হলো। কর্নেলের সাথে তাঁর কেবিনে আলোচনার পরপরই সাদা উজ্জ্বলতার দিকে বো ঘোরালো ফ্যাক্টরি শিপ। রানা বুঝতে পারলো, প্যাকে একবার ঢোকার পর তদন্তের কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তখন ক্যাপটেন ভেনসমকে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে না পেরেটকেও।

অদৃশ্য হবার রাতে বোনার পাইটনের গতিবিধি সম্পর্কে সেকেণ্ড অফিসারের কাছ থেকে একটা ধারণা পেলো রানা, যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হবে তাদের একটা তালিকাও তৈরি হলো। টাইপ করা একটা নোটিশ পেলো রানা, নিচে কর্নেলের সই, তদন্ত অনুষ্ঠানকে বৈধ

ঘোষণা করেছেন তিনি। অফিসারদের স্মোকরুমে লোকজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। পেরেটের মাধ্যমে জাহাজের সবাইকে জানিয়ে দিলো রানা, প্রমাণ বা সাক্ষী যে-কেউ দিতে পারে। এগারোটার সময় তদন্তের কাজ শুরু হবে, ভেনসমকে কথাটা জানিয়ে মারিকার কেবিনে নেমে এলো রানা। 'শুনেছো, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালো মারিকা। 'তোমাকে চেয়ারম্যান করতে হবে, এটাই আমার একমাত্র শর্ত ছিলো। কর্নেল কাকু রাজি হয়েছেন, সেজন্যে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'এগারোটায় শুরু হচ্ছে,' বললো রানা। 'কমিটিতে তোমার থাকাটা...।'

'না, রানা, আমি কষ্ট পাবো না। আমার বাবা কিভাবে মারা গেছে আমাকে জানতে হবে।'

এগারোটার সময়, যাদেরকে ডাকা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তারা বাদেও আরো পাঁচজন লোককে স্মোকরুমের সামনে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল, তদন্ত কমিটিকে তারাও কিছু বলতে চায়।

মারিকাকে নিয়ে স্মোকরুমে ঢুকলো রানা, পেরেট আগেই পৌঁছে গেছে। এক মিনিট পর ভেনসমও হাজির হলো। রানা আসন গ্রহণ করার পর বাকি সদস্য দু'জন নিজেদের চেয়ারে বসলো। 'এবার শুরু করা যায়,' পেরেটকে বললো রানা।

আলোচ্য রাতের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দু'ঘণ্টা বেরিয়ে গেল। কারো ওপর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। জানুয়ারীর দুই তারিখ সন্ধ্যায় আর সব দিনের মতো ডিনার খাওয়ার জন্যে অফিসারদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন বোনার পাইটন। কারো সাথেই তিনি তেমন কথা বলেননি। জাহাজ কেপটাউন ত্যাগ করার পর কথা তিনি খুব কমই বলছিলেন। মৌসুমটা যে বন্ধ্যা হবে, তা যেন তিনি

আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিমির অনুপস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে বার-বার উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখেছে তাঁর সেক্রেটারী। কোম্পানীতে বড় ধরনের স্বার্থ রয়েছে বোনার পাইটনের। সঠিক সংখ্যা মারিকা বলতে না পারলেও, সেটা শতকরা ত্রিশ বা চল্লিশ পার্সেন্টও হতে পারে।

খাওয়াদাওয়ার পর খানিকটা হুইস্কি পান করেন পাইটন, তারপর নিজের অফিসে বসে আধঘণ্টা কাজ করেন। প্রচুর টেবিল-ওয়ার্ক করতে হতো তাঁকে, ক্রু এবং অফিসাররা কে কতো লভ্যাংশ পাবে, তার হিসেবটা নিজে বের করতেন তিনি। গোটা ম্যানেজমেন্টের সমস্ত বোঝা নিজের কাঁধে বইতেন ভদ্রলোক। তাঁর বয়স হয়েছিল বাষট্টি, ইদানীং কাজের চাপে ক্লান্ত দেখাতো তাঁকে।

অফিস থেকে বেরিয়ে ব্রিজে উঠে আসেন পাইটন। অল্প কিছুক্ষণ ছিলেন সেখানে, ডিউটিরত অফিসারের সাথে দু'চারটে কথা বলেন। অ্যান্টার্কটিকার গ্রীষ্মকালীন রাত নেমে আসার সাথে সাথে চারদিকে আধো অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। তবে পাইটন ব্রিজ ত্যাগ করার খানিক পরই কুয়াশায় সব ঢাকা পড়ে যায়।

ব্রিজ ত্যাগ করার পর, যতোটুকু জানা গেল, সরাসরি ক্যাপটেন জেনসনের কেবিনে যান পাইটন। ওখানে তিনি দু'বার হুইস্কি খান, তারমানে সন্ধ্যে থেকে মোট খেলেন ছয়বার। সবাই স্বীকার করলো, প্রচুর হুইস্কি খেতে পারতেন তিনি, তবে কেউ তাঁকে কখনো মাতাল হতে দেখেনি।

সাক্ষী দিতে উঠে ক্যাপটেন জেনসন জানালো, ম্যানেজার পাইটন-কে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দেখেছে সে। 'একটু হয়তো ক্লান্ত বোধ কর-ছিলেন,' খানিক ইতস্তত করে বললো সে। 'মার্কের সাথে তাঁর একটা

গোলমাল চলছিল। এ-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে মার্ক ভালো কাজ বোঝে না। তবে, গোলমালটা বাধলো মার্কের দোষে নয়। বোনার পাইটন তাকে পছন্দ করতেন না, অপছন্দের ব্যাপারটা গোপনও রাখতেন না। মার্ক অনভিজ্ঞ, সেজন্যে কোনো ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না তিনি।'

'ওদের মধ্যে কি প্রকাশ্যে কখনো গোলমাল হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা নাড়লো ক্যাপটেন ভেনসম। 'আমার অন্তত জানা নেই। খোঁচা মেরে কিছু বলা হলেও, পাওনা সম্মানটুকু ম্যানেজারকে সব সময় দিয়েছে মার্ক। তারপরও কর্নেল রোসেটকে পদত্যাগের হুমকি দিয়ে মেসেজ পাঠালেন পাইটন। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। টনসবার্গের লোকজন সমর্থন করলো পাইটনকে, আর স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোকেরা ভিড়লো মার্কের দলে। ফলে কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো।'

'মার্কের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন পাইটন, আপনি বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ফলে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন?'

মাথা ঝাঁকালো ভেনসম।

ভেনসমের কেবিন থেকে বেরিয়ে ওয়ায়েরলেস রুমে যান পাইটন। মাঝরাতের খানিক পর পর্যন্ত ওখানে ছিলেন তিনি, কথা বলেছেন চীফ ওয়ায়েরলেস অফিসারের সাথে।

এরপর সাক্ষী দিতে ডাকা হলো পেরেটকে, পাইটন অদৃশ্য হওয়ার সময়টায় ওয়াচ-এ ছিলো সে। পেরেটের ডিউটি শুরু হয় মাঝরাতে। জাহাজ তখন স্থির দাঁড়িয়ে ছিলো, কুয়াশার চাদরে ঢাকা। জাহাজের

পিছনের নেভিগেশন লাইট দেখা যাচ্ছিলো না। ডিউটির পুরোটা সময় অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি। ডিউটি শুরুর আধঘন্টা পর হঠাৎ করে কুয়াশা সরে যায়, দৃষ্টিসীমা, কয়েক মাইল পর্যন্ত বেড়ে যায়। রানা তাকে জিজ্ঞেস করলো, সে কোনো চিৎকার বা পানি ছলকে ওঠার শব্দ শুনেছে কিনা। না, শোনেনি। সে কি পাইটন বা পাইটনের মতো দেখতে আর কাউকে ডেকে দেখেছে? না, দেখেনি। 'কুয়াশা খুব ঘন ছিলো,' বললো পেরেট। 'ব্রিজ ছাড়া কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না।'

'তবে কুয়াশা সরে যায় সাড়ে বারোটার দিকে, কেমন?'

'হ্যাঁ।'

'কুয়াশা সরে যাবার পর জাহাজ থেকে তিনি যদি পড়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে তাকে দেখতে পাবার কথা, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমি ব্রিজে ছিলাম, ব্রিজ থেকে সব দেখা যায়। তাছাড়া, লুকআউটও ছিলো।'

কাজেই পরিষ্কার হয়ে গেল, ওয়ায়েরলেস রুম ত্যাগ করার পর থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে কোনো এক সময় জাহাজ থেকে অদৃশ্য হয়েছেন পাইটন।

অবশেষে মার্ক রোসেটকে ডাকলো রানা। চোখ ইশারায় একটা চেয়ার দেখাতে বসলো সে। তার ভুরু জোড়া সামান্য কুঁচকে আছে, সরু হয়ে আছে চোখ দুটো। একটু নার্ভাসই দেখালো। 'তোমাকে আমি মাত্র একটা প্রশ্ন করতে চাই, মার্ক,' বললো রানা। 'ক্যাপটেন জেনসনের কেবিন থেকে সাড়ে দশটার একটু পর বেরিয়ে যান বোনার পাইটন। তিনি কি আদৌ তোমার কাছে গিয়েছিলেন?'

'না। সন্ধ্যের সময় খেতে বসে তাঁর সাথে দু'একটা কথা হয়েছিল

আমার।' মারিকার দিকে চট করে একবার তাকালো মার্ক, সামান্য কাঁধ ঝাঁকালো। 'তারপর তাঁকে আমি আর দেখিনি।'

'তাঁর সাথে তোমার ঝগড়া হয়েছিল?' প্রশ্নটা করলো মারিকা, তার গলার কাঠিন্য লক্ষ্য করে ঘাড় ফেরালো রানা। মারিকার শান্ত চেহারায় চোখ দুটো যেন অঙ্গারের মতো জ্বলছে।

ইতস্তত করলো মার্ক। 'উত্তর আমাকে দিতেই হবে?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো সে।

'হ্যাঁ,' বললো রানা।

মারিকার দিকে তাকালো মার্ক। 'হ্যাঁ, হয়েছিল। তুমিও জানো, আমরা মানিয়ে চলতে পারতাম না। এর আগেও তাঁর সাথে আমার তর্ক হয়েছে।'

'ঝগড়াটা কি নিয়ে হয়?' মারিকার কণ্ঠস্বর আবেগশূন্য।

'কিছু না, স্রেফ একটা লোকের পদোন্নতি নিয়ে।'

'অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে তোমার কাজ আমার বাবাকে সাহায্য করা, নিশ্চয়ই তার কাজে বাধা সৃষ্টি করা নয়?'

'আমি বাধা সৃষ্টি করিনি,' মার্কের গলা সামান্য একটু চড়লো। 'শোনো, মারিকা, তোমার বাবার সাথে আমার বনিবনা হতো না। প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ করলে ভালো হয়। তাঁর মৃত্যুর সাথে আমার সম্পর্ক নেই।'

'কেউ বলছে না আছে,' বললো রানা।

ঝট করে রানার দিকে ফিরলো মার্ক। ইতোমধ্যে তার চেহারা ম্লান হয়ে গেছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে কপালে। 'বলছে না? তাহলে কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে মারিকা? সে শুধু একা নয়, সাভিক আর পিটার-সেন গোটা জাহাজে রটিয়ে বেড়াচ্ছে...সে-সব প্রলাপ বিশ্বাসও করছে

টলসবার্গের লোকেরা। সবাই জানে বোনার পাইটনের সাথে আমার বনিবনা হতো না, কিন্তু কারণটা কেউ জানে না।' মারিকার দিকে ফিরলো সে। 'আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করেছে তোমার বাবা। কাজটায় আমি নতুন, কিন্তু কোথাও সামান্য ভুল হলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে এমন সব কথা বলতেন যে একটা কুকুরকেও মানুষ ও-সব বলে না।'

'কারণটা কি? তুমি লোক খারাপ, নাকি আমার বাবা ভালোমানুষ ছিলো না?' কঠিনস্বরে জিজ্ঞেস করলো মারিকা। 'বাবা কি শুধু একা তোমার সাথেই খারাপ ব্যবহার করতো?'

'কারণটা আমি কি জানি!'

'জানো বৈকি! তোমার সাথে একজন লোক খারাপ ব্যবহার করছে অথচ কারণটা তুমি জানো না, এ কি হয়? কারণটা আমরা তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'কোনো কারণের কথা আমার জানা নেই!' দরদর করে ঘামছে মার্ক রোসেট।

'প্রথমে বাবা আমাদের বিয়েতে রাজি ছিলেন, পরে তিনি মত বদলান, সেটাই কি কারণ, মার্ক? তোমার বাবা, কর্নেল কাকু মারা গেলে, আমার বাবাকে টপকে কোম্পানীর চেয়ারম্যান হতে চাও তুমি, এটাই কি কারণ তার সাথে তোমার ঝগড়া বাধাবার?'

'এ-ধরনের অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে বাধ্য নই আমি,' জেদের সুরে বললো মার্ক। 'সত্যি কথা হলো, তোমার বাবা এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যাতে আমাকে ডেকে পাঠানো হয়।'

'কারণ?'

'কারণ ? কারণ বোনার পাইটন চাইছিলেন বাবা মারা গেলে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ যেন তাঁর হাতে চলে আসে। আমাকে পথের কাঁটা ভেবে সরাতে চাইছিলেন।'

'এভাবে কোথাও আমরা পৌঁচাচ্ছি না,' বললো রানা। 'বোনার পাইটনের মৃত্যু সম্পর্কে তোমার কিছু বলবার আছে ?'

'না। কিভাবে তিনি মারা গেছেন সে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। একটামাত্র ব্যাখ্যা যেটা আমি ভাবতে পারি, তা হলো, মারিকার বাবা আর্থিক সংকটে পড়েছিলেন।'

'আর্থিক সংকট ?' জিজ্ঞেস করলো ক্যাপটেন ভেনসম। 'কি ধরনের আর্থিক সংকট ?'

'বোনার পাইটন জুয়া খেলছিলেন...,' কথা শেষ না করে নিজেকে সামলে নিলো মার্ক, তারপর বিড়বিড় করে বললো, 'সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'বাজে কথা !' শান্ত দৃঢ়তার সাথে বললো মারিকা। 'বাবা জীবনে কখনো জুয়া খেলেনি। তার আর্থিক সংকটে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। তিমি ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে উৎসাহ ছিলো না তার।'

'তবে কোম্পানীর মালিক সেজে বসার উৎসাহ ছিলো, কি বলো ?' ব্যঙ্গাত্মক হাসির সাথে বললো মার্ক। তারপর কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'দুঃখিত, জেন্টলমেন। এ-ব্যাপারে আর কিছু আমার না বলাই ভালো।'

'তবে তুমি বলছো বোনার পাইটন আর্থিক ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন,' বললো রানা। 'এবং এর সাথে তাঁর মৃত্যুর সম্পর্ক থাকতে পারে ?'

'পারে।'

'কুয়াশা এলো, তারপর সরে গেল, মাঝখানের সময়টা কোথায়

ছিলে তুমি ?'

'নিজের কেবিনে, একা।'

'ঠিক আছে, পরে তোমাকে আবার ডাকা হতে পারে।' সদস্যদের দিকে ফিরলো রানা। ক্যাপটেন ভেনসম ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাতে চাইলো, সে সন্তুষ্ট। স্থির পাথর হয়ে আছে মারিকা, মার্কের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। সে কিছু বললো না দেখে মার্কের দিকে ফিরলো রানা, 'ধন্যবাদ,' বললো ও। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়লো মার্ক, চেহারায় স্বস্তির ভাব। মারিকার দিকে ভুলেও তাকালো না সে, বেরিয়ে গেল স্মোকরুম থেকে। রানা ভাবলো, কোনো কারণ বা ভিত্তি ছাড়া বোনার পাইটনের আর্থিক সংকটের কথা বলেনি মার্ক। এ ব্যাপারে ওর কিছু জানা নেই, মারিকাও ওকে কিছু বললো না। তারও হয়তো কিছু জানা নেই।

পরবর্তী সাক্ষী মেসবয়, প্রতিদিনের মতো সকাল ছ'টায় পাইটনের কেবিনে চা দিতে গিয়েছিল। কেবিনটা খালি দেখে সে, বিছানায় রাতে কেউ ঘুমায়নি। সবশেষে জোনাস ভেনসম, জাহাজের ক্যাপটেন হিসেবে ব্যক্তিগত তদন্ত চালিয়ে যা জানতে পেরেছে, আনুষ্ঠানিক তদন্ত কমিটির অপর দুই সদস্যকে সে-সম্পর্কে অবহিত করলো। এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে তার বাইরে সে-ও কিছু জানতে পারেনি। 'এই জাহাজে এমন বহু লোক আছে যারা মার্ক রোসেটকে পছন্দ করে না,' রিপোর্ট করার পর জানালো সে, 'কিন্তু তারপরও বোনার পাইটনের মৃত্যুর ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে কেউ কোনো প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেনি। এমনকি সরাসরি কেউ কোনো অভিযোগও করেনি। চাপা গুঞ্জন বা গুজব, এ-সব আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না। আমার ধারণা, কি ঘটেছে তা একরকম পরিষ্কারই।'

'মার্কের মতো আপনিও ইঙ্গিত দিচ্ছেন, বাবা আত্মহত্যা করেছে, তাই না?' মারিকার গলা কেঁপে গেল।

ভেনসম বা রানা কিছু বললো না।

'ক্যাপটেন ভেনসম,' এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মারিকা, 'আমার বাবাকে অনেকদিন থেকে চিনতেন আপনি। আপনার কি মনে হয়, আত্মহত্যা করার মতো লোক ছিলো সে?'

ইতস্তত করলো ভেনসম, দাড়িতে আঙুল চালালো। 'না,' বললো সে। 'স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি আত্মহত্যা করবেন না। কিন্তু...।'

'এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই।' প্রায় চিৎকার করে উঠলো মারিকা। 'বোনার পাইটন আমার বাবা, তার সাথে আমার সম্পর্ক ছিলো বন্ধুর মতো। আমি তাকে চিনি। দয়া করে আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করুন, বাবা আত্মহত্যা করেনি, করতে পারে না।'

রানা বললো, 'তদন্ত আপাতত মুলতবি রাখা হলো। লাঞ্চের পর আবার বসবো আমরা, তখন শোনা যাবে আর কে কি বলতে চায়।'

লাঞ্চ টেবিলে চুপচাপ থাকলো মারিকা। প্রায় কিছুই খেলো না। রানা লক্ষ্য করলো, মারিকার দিকে দু'একবার তাকালো মার্ক, তার দৃষ্টিতে কিসের যেন আবেদন, তাকে খানিকটা সন্ত্রস্ত বলেও মনে হলো। কর্নেল রোসেট মাত্র একটা প্রশ্ন করলেন, 'তদন্ত শেষ হচ্ছে কখন?'

'বিকেলের দিকে,' বললো রানা। 'স্বেচ্ছায় যারা কিছু বলতে চায় শুধু তাদের কথা শোনা বাকি।'

'তাড়াতাড়ি করুন,' বললেন কর্নেল। 'আর মাত্র দুটো ক্যাচার ফিরতে বাকি আছে, তারপরই ফুল স্পীডে দক্ষিণে ছুটবে ফ্যাক্টরি শিপ।'

আবার বসলো ওরা, বসে থাকতে হলো সন্ধ্যে পর্যন্ত। তথ্য এবং প্রমাণ দিতে যারা এলো তারা সবাই টনসবার্গের লোক, তাদের কথা শোনার পর গোটা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। অতিরঞ্জন বাদ দিলেও, কমিটির তিনজনই উপলব্ধি করলো, ওদেরকে যেমন বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করা হয়েছে তারচেয়ে অনেক গুরুতর ছিলো বোনার পাইটন আর মার্ক রোসেটের বিরোধ।

গোলমালটা শুরু হয় জাহাজ কেপটাউন ত্যাগ করার এক হপ্তা পর। বয়লার আর ক্লিনারদের কাজের যে ধরন, প্রায় লোকেরই খুশকি হয়, প্রতিরোধ করার জন্যে ওদের জন্যে বিশেষ রেশনের ব্যবস্থা আছে, সেই রেশন বাতিল করে দেয় মার্ক। ক্রুরা একজন প্রতিনিধি পাঠায় মার্কের কাছে, কিন্তু মার্ক নিজের ভুল স্বীকার না করে আগের সিদ্ধান্তই বহাল রাখে। সব কথা শোনার পর বোনার পাইটন নির্দেশটা বাতিল করেন। কয়েক দিন পর প্রায় একই ধরনের একটা ঘটনা ঘটে, জরুরী কিছু কাপড়ের বরাদ্দ নিয়ে। লোকজনের সামনে বোনার পাইটনকে এই বলে অভিযুক্ত করে মার্ক, তিনি ক্রুদের লাই দিয়ে মাথায় তুলছেন। প্রথম যেদিন তারা তিমি মারলো, জাহাজের একটা যন্ত্র হঠাৎ ভেঙে পড়ায় দু'জন লোক আহত হয়। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগে পরীক্ষা করার দায়িত্ব ছিলো মার্কের, কথাটা তাকে মনে করিয়ে দেয়া হলে লোকজনের সামনে বোনার পাইটনকে যা-তা বলে অপমান করে সে। এরপর আরো বড় ধরনের গোলমাল বাধে। লিবার্টি-ফোর চারটে তিমি নিয়ে আসে, কিন্তু পরে দেখা যায়, খাতায় লেখা হয়েছে তিমিগুলো নিয়ে এসেছে লিবার্টি-এইট। লিবার্টি-ফোর-এর স্কিপার, পিটারসেন অভিযোগ করে। ভুলটা মার্কের, কারণ খাতায় লেখালেখির কাজটা তার। লিবার্টি-এইট স্যাণ্ডেফিওর্ডের ক্যাচার। বিষয়টা নিয়ে বোনার পাই-

টনের সাথে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয় মার্কের। অফিসরুমে কি ঘটেছিল স্বেচ্ছায় জানাবার জন্যে কমিটির সামনে উপস্থিত হলো। ক্যাপটেন পিটারসেন।

নিজের ভুল স্বীকার করতে রাজি হয়নি মার্ক। প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে পাল্টা অভিযোগ করে, গোটা ব্যাপারটা তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র। বোনার পাইটনের সামনে হাত নেড়ে সে চিৎকার করতে থাকে, 'আপনি আমাকে ভাগাবার তালে আছেন। আপনার মতলব আমি বুঝি। আমার বাবাকেও আপনি সরিয়ে দিতে চান। আপনার অনেক দিনের ইচ্ছে গোটা কোম্পানীকে নিজের মুঠোয় ভরা...।'

তার এ-সব কথা শুনে বোনার পাইটন জিজ্ঞেস করেন, 'ঠিক কি বলতে চাইছো তুমি?'

জবাবে মার্ক বলে, 'এ-তো দিবালোকের মতো পরিষ্কার, একটা প্ল্যান ধরে এগোচ্ছেন আপনি। টাকা-পয়সা কোথায় কিভাবে ইন-ভেস্ট করা যায়, সামনে যাকে পান তাকেই জিজ্ঞেস করেন। আমার কাছেও আপনি পরামর্শ চেয়েছেন। এ-সবের একটাই অর্থ, বাজার থেকে শেয়ার কিনে কোম্পানীর আগামী চেয়ারম্যান হওয়ার পথ পরিষ্কার করা। প্রচুর টাকা দরকার আপনার, তাই না? কিন্তু আপনি বুড়ো হয়েছেন, বুদ্ধিশুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে, কিসে নিজের ভালো তা-ও বোঝেন না। কেপটাউনে থাকার সময় ওখানে আপনি কি করছিলেন, ভেবেছেন আমি জানি না? ধৈর্য ধরুন, মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লো বলে। ঠিক কি ঘটবে না জানলে কি আর আমি আপনাকে ঐ বুদ্ধি...,' কথাটা শেষ করেনি মার্ক, ঝড়ের বেগে কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়।

সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠালো রানা, তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'ঘটনাটা আপনি আমাদেরকে জানাননি কেন?' জবাবে সে বললো, ব্যাপারটা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। তবে, আসল কারণটা আঁচ করতে পারলো রানা। মার্ক রোসেট অ্যাকটিং ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছে, আর তার বাবা কোম্পানীর চেয়ারম্যান, চাকরি হারাবার ভয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গোপন করে গেছে সে। লোকটা একা নয়, তারমতো আরো অনেক লোক রয়েছে জাহাজে। অবশ্য রানা চাপ দেয়ায় ঘটনার প্রতিটি বিবরণ সত্যি বলে স্বীকার করলো সে।

বোনার পাইটনের কেবিনে আরো একবার ঝগড়া বাধে মার্কের। একজন উইঞ্চ-বয় বাইরে থেকে শুনেছে। মার্ক চিৎকার করে কথা বলছিলো, 'পদত্যাগ করতে রাজি নই আমি। চাইলে আপনি আমাকে বরখাস্ত করতে পারেন। তবে ভেবে দেখুন, বাবা কিভাবে নেবেন ব্যাপারটা।'

উত্তরে বোনার পাইটন বলেন, 'তোমার বাবা যেভাবে ইচ্ছে নিতে পারে। তোমার মতো একটা বেয়াদপ ছোকরাকে ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াতে পারবো না আমি। কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে কোম্পানীর ক্ষতি, তা আমি হতে দেবো না।'

এরপর একটা ঘুসি মারার শব্দ হয়। কয়েক মুহূর্ত পর দরজা খুলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে আসে মার্ক, রাগে থরথর করে কাঁপছিলো সে। 'দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে,' সবশেষে বললো উইঞ্চ-বয়।

ভেনসনের দিকে তাকালো রানা, মনে আছে মার্ককে সমর্থন করেছে লোকটা। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই, কেউ তার চোখে ঠুলি পরিয়ে রেখেছিল। কেউ-টা নিশ্চয়ই মার্ক রোসেট স্বয়ং। সে এমনকি

রানাকেও প্রায় বোকা বানিয়েছে।

এরপর বিশালদেহী এক লোক স্বেচ্ছায় সাক্ষী দিতে এলো। তার মুখে বেশ কয়েকটা কাটা দাগ, জায়গাগুলোয় দাড়ি গজায়নি। ক্যাপ্টেন সাভিকের সাথে গ্যাঙওয়ের মাথায় একেই দেখেছিল রানা।

তার বক্তব্য হলো, আলোচ্য ঘটনার দিন, মাঝরাতের সামান্য পরে জাহাজের পিছন দিকে যায় সে। দেখতে পায়, একটা বোটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সিগার খাচ্ছেন বোনার পাইটন। মাঝে মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন তিনি, দেখে মনে হলো অত্যন্ত টেনশনে আছেন। রানা জিজ্ঞেস করলো, কুয়াশার ভেতর তুমি তার মুখ দেখলে কিভাবে? লোকটা জবাব দিলো, ম্যানেজারের মুখে সিগার জ্বলছিল। ওখান থেকে জাহাজের সামনের দিকে সরে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়ায় সে, বোনার পাইটন তখনো পায়চারি করছেন। কয়েক পা এগিয়েই মার্ক রোসেটকে দেখতে পায় সে, বোনার পাইটনকে লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। তাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে সে, চিন্তা করে দু'জনের মধ্যে নতুন কোনো গোলমাল বেধেছে কিনা। না, কি কি কথা হয়েছে তা সে শোনেনি। অনেকটা দূরে ছিলো সে। তবে, ওদের দু'জনের গলাই ধীরে ধীরে চড়ছিল। কথাগুলো বোঝা না গেলেও, দু'জনেই যে প্রচণ্ড রেগে আছে তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার। হঠাৎ একটা আর্তচিৎকার শুনতে পায় সে, তারপর সব চুপ। মার্ক রোসেটকে ফিরে আসতে দেখলো সে। তার চেহারা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এরপর জাহাজের পিছন দিকে ছুটে আসে সে, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন ম্যানেজার। কিন্তু তাঁকে সেখানে পায়নি সে।

'মার্ক তোমাকে দেখেছে?' পেরেটের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'না। আমি একটা ভেন্টিলেটর-এর পাশে ছিলাম, তাছাড়া কুয়াশা ছিলো।' মুখের একটা দাগের ওপর, মসৃণ চামড়ায় আঙুল বুলিয়ে রানার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকলো সে। এটা তার একটা অভ্যেস, খানিক পরপরই একটা হাত মুখের দাগগুলোয় উঠে যাচ্ছে।

'অথচ বলছো মার্কের চেহারা সাদা দেখাচ্ছিল?'

লোকটা চুপ করে থাকলো।

'অথচ কুয়াশা এতো ঘন ছিলো যে মার্ক তোমাকে দেখতে পেলো না।'

'সে খুব নার্ভাস ছিলো।'

ক্যাপটেন ভেনসম নড়ে উঠলো। 'এ-সব কথা তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন?'

মাথা চুলকে লোকটা বললো, 'ভয়ে।'

দেখে মনে হয় না বিশালদেহী লোকটা সহজে ভয় পেতে পারে।

'জাহাজে তোমার কাজ কি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আমি সীম্যান।' প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছে লোকটা।

'ক্যাচারে কাজ করেছো কখনো?'

মাথা ঝাঁকালো লোকটা।

'ক্যাপটেন সাভিকের ক্যাচারে?'

চট করে আরেকদিকে তাকালো বিশালদেহী, জবাব দিলো না।

রানা বললো, 'তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না।' হঠাৎ অস্থির দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকালো লোকটা। 'কেউ তোমাকে এ-সব কথা বলার জন্যে শিখিয়ে দিয়েছে—কে সে?' লোক-টা চুপ করে আছে দেখে আবার প্রশ্ন করলো রানা, 'ক্যাপটেন সাভিক, তাই না? গতকাল, ক্যাচারগুলোর ক্যাপটেনরা যখন কর্নেল ওয়াকারের

সাথে মিটিং করতে এসেছিল, তাই না? সে-ই তোমাকে এ-সব বলতে বলেছে।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো লোকটা, মুখে কথা নেই, কা- দাগের ওপর আঙুল।

'ঠিক আছে,' কঠিন সুরে বললো রানা। 'তুমি যেতে পারো।' স্মোকরুম থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল লোকটা।

ক্যাপটেন ভেনসমের দিকে ফিরলো রানা। 'কেন?' প্রশ্নটা নিজেকেই করলো ও।

দাড়িতে হাত বুলিয়ে ভেনসম বললো, 'আমার ধারণা, ক্যাপটেন সাভিককে ডাকা উচিত।'

মারিকার দিকে ফিরলো রানা। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো সে। কনুই দুটো ডেস্কের ওপর, দু'হাতের ভাঁজ করা আঙুলে চিবুক ঠেকিয়ে পাথুরে মূর্তির মতো বসে আছে। রানা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়নি বুঝতে পেরে মৃদুকণ্ঠে বললো, 'সাভিক বোধহয় জানেন কিছু। বাবার অত্যন্ত ভক্ত উনি।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ক্যাপটেন সাভিকের ক্যাচার এইমাত্র ফ্যাক্টরি শিপের গায়ে ভিড়েছে। লোক পাঠানো হলো তাকে খবর দিয়ে আনার জন্যে। হঠাৎ মারিকা জানালো, 'ক্যাপটেন সাভিককে আমি নিজে জেরা করবো।'

খাটো, চওড়া, সীল মাছের মতো নাদুসনুদুস ক্যাপটেন সাভিক হাজির হলো। ইঙ্গিত পেয়ে চেয়ারের কিনারায় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসলো সে, দেখেই বোঝা গেল নার্ভাস। ভেনসম বা রানার দিকে ভালো করে তাকালোই না, গাঢ় নীল চোখ দুটো স্থির হয়ে থাকলো মারিকার মুখের ওপর। দৃষ্টিতে শুধুই কি সহানুভূতি, নাকি আরো

কিছু আছে ? রানার যেন মনে হলো, নীরবে তাকিয়ে থেকে মারিকা-কে কি যেন বলতে চাইছে লোকটা।

'ক্যাপটেন সাভিক,' শুরু করলো মারিকা। 'কাল আপনি কোকুনের একজন ক্রুর সাথে কথা বলেছেন, তার নাম এমারিক।'

'হ্যাঁ।'

'আমরা এমারিকের কথা শুনেছি,' বললো মারিকা, কি বলেছে এমারিক তা-ও সংক্ষেপে বর্ণনা করলো। 'কমাণ্ডার মাসুদ রানার দৃষ্টিতে তার বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাঁর ধারণা, মিথ্যে সাক্ষী দেয়ার জন্যে আপনি তাকে পাঠিয়েছেন।'

'কিন্তু আপনি, মিস মারিকা, আপনি কি ভাবছেন ?'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে মারিকা বললো, 'আমিও তাই ভাবছি।'

কাঁধ ঝাঁকালো সাভিক। কিছু বললো না সে। শুধু তাকিয়ে আছে মারিকার দিকে।

'কেন, ক্যাপটেন সাভিক ?' জিজ্ঞেস করলো মারিকা। 'কেন আপনি এমারিককে বলতে পাঠিয়েছিলেন যে বাবা অদৃশ্য হবার রাতে ডেকের ওপর মার্কের সাথে ঝগড়া বাধে তার ?'

'মিস মারিকা, আপনি যথেষ্ট কষ্টের মধ্যে আছেন, আপনার কষ্ট আমি আর বাড়াতে চাই না,' ক্যাপটেন সাভিক এমন নরম সুরে কথা-গুলো বললো যেন একটা পোষা বেড়ালকে আদর করছে। 'তবে, আমার বিশ্বাস ঠিক তাই ঘটেছে।'

'আপনি কোম্পানীর চেয়ারম্যানের ছেলেকে খুনী বলে অভিযোগ করছেন,' বললো মারিকা। 'অভিযোগ করছেন সে আমার বাবা-কে খুন করেছে। আপনি সরাসরি আমাদের কাছে আসেননি কেন, বা ক্যাপটেন ভেনসমকে লিখিতভাবে জানাননি কেন ?' ইতিমধ্যে আমরা

জানতে পেরেছি, সে-রাতে মার্ক রোসেটের সাথে বাবার দেখাই হয়নি।'

'কি করে জানলেন আপনি?' রাগের সাথে জিজ্ঞেস করলো সাভিক।

'তদন্ত কমিটির সামনে সাক্ষী দিয়েছে মার্ক···।'

'তাহলে সে মিথ্যে কথা বলছে,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো সাভিক।

অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো মারিকা, রানা উপলব্ধি করলো তার কথা বিশ্বাস করছে সে। বাপের ভক্ত, অনেকদিনের জানা শোনা, মারিকা হয়তো ছোটবেলা থেকে আদর পেয়ে আসছে লোকটার কাছ থেকে—সে যদি এমন জোর দিয়ে বলে, অবিশ্বাস করে কিভাবে? 'ওহ্, গড!' বিড়বিড় করে উঠলো মারিকা, শরীরটা যেন নেতিয়ে পড়লো।

'কিভাবে জানলেন আপনি মার্ক মিথ্যে কথা বলছে?' প্রশ্ন করলো রানা। ভাবলো, লোকটা যদি নিজের বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ দেখাতে না পারে, তাহলে এ-ধরনের একটা অভিযোগ করতে গেল কেন?

'আমার আর কিছু বলার নেই,' ভারি গলায় বললো ক্যাপটেন সাভিক। 'যা ঘটেছে বলে বিশ্বাস করি তাই আমি বলাতে চেয়েছি এমারিককে দিয়ে। আমি চেয়েছি, তদন্ত কমিটি ব্যাপারটা জানুক, তারপর এই সূত্র ধরে কাজ করুক।'

'কিন্তু এতো জোর দিয়ে কিভাবে আপনি বলছেন, সেদিন বোনার পাইটনের সাথে মার্ক রোসেটের দেখা হয়েছিল?'

'জোর দিয়ে বলতে পারছি এইজন্যে যে আমি জানি ঘটনাটা ঘটেছিল।'

'এটা তাহলে আপনার বিশ্বাস?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার হাতে কোনো প্রমাণ নেই?'

'প্রমাণ পাবেন, মার্ককে প্রশ্ন করুন।'

কয়েক সেকেণ্ড পর রানা বললো, 'ঠিক আছে, আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। আপনার আচরণ নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করছি আমি। আশা করি পুলিশ যখন জেরা করবে তখন আপনি আরো সহযোগিতার মনোভাব দেখাবেন। এখন আপনি যেতে পারেন, ক্যাপটেন সাভিক।'

মারিকার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ার ছাড়লো সাভিক। গলাটা পরিষ্কার করলো সে, যেন কিছু বলতে চায়। তারপর হঠাৎ ঝট করে ঘুরে হনহন করে বেরিয়ে গেল স্মোকরুম থেকে।

ভেনসমের দিকে ফিরলো রানা। 'আবার একবার মার্ককে ডাকা দরকার,' বললো ও।

ভেনসম সমর্থন করলো ওকে। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো মারিকা। থমথম করছে তার চেহারা।

মার্ককে ডেকে আনার জন্যে লোক পাঠানো হলো। অপেক্ষা করছে ওরা। স্মোকরুমের ভেতর নিস্তব্ধতা যেন বোমার মতো বিস্ফোরিত হচ্ছে। লাউডস্পীকারে মার্কের নাম শোনা গেল। গোটা জাহাজ থেকে শুনতে পেলো সবাই।

সাত

মার্ক রোসেট নয়, এ-যেন সম্পূর্ণ নতুন এক লোক। তার হাবভাব মারমুখো, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে, যেন এইমাত্র তিনমাইল দৌড়ে এলো। তবে চোখের দৃষ্টি চঞ্চল, খানিকটা যেন সন্ত্রস্ত বলেও মনে হলো রানার। তাড়াতাড়ি বসে পড়লো সে, অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করলো না। কামরার উত্তেজনা ভারি পাথরের মতো চেপে বসলো তার গোটা অস্তিত্বে। রানা বা কমিটির আর কারো দিকে সরাসরি তাকালো না, রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো, 'আবার আমাকে ডাকা হলো কেন?'

'এইমাত্র এক লোকের জবানবন্দী শুনলাম আমরা,' বললো রানা, বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। সামান্য কৌশল অবলম্বন করলে তার ভয়ের কারণটা জানা যেতে পারে, ভাবলো ও। তারপর বললো, 'এখনো কি তুমি তোমার কথায় অটল থাকবে, অদৃশ্য হবার রাতে তোমার সাথে বোনার পাইটনের দেখা হয়নি?'

চোখ পিট পিট করে রানার দিকে, তারপর মেঝের ওপর তাকালো মার্ক। 'হ্যাঁ, অবশ্যই!' পরমুহূর্তে চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত করে

আঁকড়ে ধরলো সে। 'জাহাজে আপনারা সাভিককে আনিয়েছেন। তার সাক্ষী নিয়েছেন, তাই না?' রানা বুঝলো, সাভিকই তাহলে মার্কের ভয়ের কারণ। 'নিশ্চয়ই সমস্ত দোষ আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করেছে সে, জানা কথা। বোনার পাইটনের শিষ্য সে, আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। যা-ই সে বলে থাকুক, মিথ্যে কথা বলেছে। সে একটা মিথ্যেবাদী।'

'তিনি বলছেন, তুমি মিথ্যে কথা বলছো,' বললো রানা।

'সে কিছু জানলে তবে তো সত্যি কথা বলবে!' বেসুরো হাসির আওয়াজ বেরুলো মার্কের গলা থেকে। 'ঘটনার সময় ফ্যাক্টরি শিপে সে ছিলো না। যা-ই বলুক সে, আন্দাজে বলছে।'

'এক মিনিট, মার্ক,' বললো রানা। 'তুমি ভুল করছো। আমরা সাভিকের দেয়া এভিডেন্স নিয়ে কাজ করছি না। সাক্ষীদের মধ্যে এক-জন প্রত্যক্ষদর্শীকে পাওয়া গেছে। তার কথা হলো, মাঝরাতের দিকে বোনার পাইটনকে জাহাজের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে, একটা বোটের কাছাকাছি।' লোকটা যে মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছে জানে রানা, জানে মার্ককে মুখ খুলতে বাধ্য করার জন্যে ঘটনার মিথ্যে বর্ণনাটুকু ব্যবহার করার কোনো অধিকার ওর নেই। তবে, সত্যি কি ঘটেছিল জানতে হবে ওকে। মার্ক যে কিছু একটা লুকাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'বোনার পাইটন সিগার খাচ্ছিলেন,' বলে চললো ও। 'লোকটা ফিরে আসছে, এই সময় তোমাকে দেখতে পায় সে। তুমি সরাসরি বোনার পাইটনের দিকে যাচ্ছিলে।' রক্তশূন্য সাদা হয়ে গেল মার্কের চেহারা। মনে হলো, দম আটকে রেখেছে। 'কিছু বলো?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'কথাটা কি সত্যি? তুমি কি বোটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা বোনার পাইটনের দিকে যাচ্ছিলে?'

'না।' চিৎকার করে উঠলো মার্ক। 'না!'

তার চিৎকারটা এতো জোরালো, রানার সন্দেহ আরো বাড়লো। 'লোকটা একটা ভেন্টিলেটরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। তোমাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুনেছে সে। হঠাৎ একটা চিৎকার। তারপর আর কোনো শব্দ নেই। সত্যি?'

'না। সব মিথ্যে···আমাকে ফাঁসাবার ষড়যন্ত্র···সব মিথ্যে!' এমন-ভাবে চিৎকার জুড়ে দিলো, মার্কের গায়ে যেন আগুন ধরে গেছে।

'তারপর তোমাকে ফিরে আসতে দেখে সে, জাহাজের সামনের দিকে যাচ্ছিলে তুমি। তোমার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিলো। তাকে তুমি দেখতে পাওনি, কারণ লোকটা ভেন্টিলেটর কাউলিং-এর আড়ালে ছিলো, আর কুয়াশা তো ছিলোই। লোকটা তারপর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়, যেখানে খানিক আগে বোনার পাইটনকে দেখেছে সে।' হাঁ, হয়ে গেছে মার্ক, সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'কিন্তু তখন আর বোনার পাইটন সেখানে ছিলেন না।'

মুখ হাঁ করলো মার্ক। কিন্তু শব্দ বেরুলো না। মনে হলো শ্বাসকষ্টে ভুগছে। তারপর সবাইকে হতবাক করে দিয়ে চিৎকার করে বললো, 'ঠিক আছে! ছিলাম আমি ওখানে! বোনার পাইটনের সাথে আমার দেখা হয়েছে! হ্যাঁ, তর্ক করেছি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বিশ্বাস করুন, আর কিছু ঘটেনি!'

'কি নিয়ে তর্ক হয়?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'কি নিয়ে আবার!' কি বলবে ভেবে পেলো না মার্ক, কামরার চারদিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো যেন পালাবার পথ খুঁজছে। জিভ বের করে ঠোঁট ভেজালো বার কয়েক। 'সে অভিযোগ করলো আমার বাবা নাকি তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে।'

'কিভাবে ?'

রানার দিকে তাকালো মার্ক, এমনভাবে তাকিয়ে থাকলো যেন তথ্যটা রানার মগজে গেঁথে দিতে চাইছে সে। 'পাইটনের ইচ্ছে ছিলো কোম্পানীটা সে তার ইচ্ছে মতো চালাবে। স্যাণ্ডেকিওর্ডের লোকদের বাদ দিয়ে টনসবার্গের লোকদের ঢোকাতে চেয়েছিল সে।'

'সম্পূর্ণ বাজে কথা।' দৃঢ়তার সাথে প্রতিবাদ জানালো মারিকা।

তার দিকে তাকালো না মার্ক, বলে চলেছে, 'পাইটন আমাকে জাহাজে চায়নি। আমি যাতে টিকতে না পারি তার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করেছে ওই লোক। সে এমনকি খাতার হিসেবও পাল্টে ফেলে, টনসবার্গের লোকেরা যাতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে। তার ভয় ছিলো, আমার বাবা মারা গেলে আমি না কোম্পানীর চেয়ারম্যান হয়ে যাই।'

'প্রসঙ্গ থেকে সরে যেয়ো না,' বললো রানা। 'তোমার বাবার বিরুদ্ধে ডুবিয়ে দেয়ার অভিযোগ কেন করলেন পাইটন ?'

'তার বিস্তর টাকার দরকার ছিলো,' জবাব দিলো মার্ক। 'কোম্পানীর যেখানে যতো শেয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সব কিনে নিতে চেয়েছিল সে। কিন্তু জমা টাকায় কুলোচ্ছিলো না। আমার বাবা দক্ষিণ আফ্রিকার এক সোনার খনির শেয়ার কেনার পরিকল্পনা করছিলো, তার দেখাদেখি ওই খনির শেয়ার পাইটনও কিনতে চায়। অনেক হাতে-পায়ে ধরে খনি কোম্পানীর নাম বাবার কাছ থেকে জেনে নেয় সে। আমরা কেপটাউন ছাড়ার দু'হপ্তা পর খবর আসে, খনিটা ভুয়া ছিলো, লালবাতি জ্বেলেছে।'

এর আগে প্ল্যান ফোরম্যান জানিয়েছে, আর্থিক পরামর্শ কর্নেল ওয়াকারের কাছ থেকে নয়, মার্ক রোসেটের কাছ থেকে চেয়েছিলেন

পাইটন। ইতস্তত করলো রানা। তবে প্রসঙ্গটা তুলে কোনো লাভ নেই। 'তারমানে তুমি বলতে চাও, পাইটন খনির শেয়ার কিনে বড় একটা মার খান?'

'মার খান মানে? সর্বস্ব হারিয়ে ফতুর হয়ে গিয়েছিল সে! তার সব সম্পত্তি ও নগদ টাকা, এমনকি পোলার হোয়েলিং কোম্পানীতে তার সমস্ত হোল্ডিং পর্যন্ত বন্ধক রেখে টাকা যোগাড় করেছিল, খনির শেয়ার কিনে তিনগুণ লাভ করার লোভে।'

'সেই লাভের টাকা দিয়ে পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর শেয়ার কিনতে চেয়েছিলেন তিনি?'

'হ্যাঁ, যাতে শেয়ারের সংখ্যার কারণে কোম্পানীটা তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।'

'তারপর তিনি তোমার বাবাকে কোম্পানী থেকে সরিয়ে দিতেন, এই তোমার ধারণা?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

আবার ইতস্তত করলো মার্ক। 'আমি জানি না,' অবশেষে বললো সে।

'তোমার আসল ভয়টা কি ছিলো,' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'পাইটন তোমাকে সরিয়ে দেবেন?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' বললো মার্ক। 'আমার বাবা অতো বোকা নন যে পাইটনের ফাঁদে পা দেবেন। আসল কথা হলো, সব হারিয়ে পথের ভিখিরি হয়ে গিয়েছিল বোনার পাইটন। সে জানতো। ডেকে দাঁড়িয়ে সে আমাকে অভিশাপ দেয়।'

'তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন কেন?'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো মার্ক। 'সে কেন চিৎকার করবে!' অবাক হয়ে বললো সে। 'সম্ভবত আমি চিৎকার

করেছিলাম। ঠিক মনে নেই। পাইটনই বোধহয় আমাকে ঘুসি মারে। তাকে আমি কিছু না বলে ছেড়ে দিই। বুড়ো একজন মানুষের গায়ে আমি হাত তুলতে চাইনি, বিশেষ করে সব খুইয়ে যার মাথা ঠিক নেই।'

'কিন্তু পাইটনের কেবিনে তো তাঁকে তুমি ঘুসি মারতে দ্বিধা করোনি।' বললো রানা। লক্ষ্য করলো, প্রায় চমকে উঠলো মার্ক। 'ঠিক করে বলো, ডেকে কে কাকে আঘাত করেছিল—তুমি, না পাইটন?'

'পাইটন, এখন মনে পড়ছে,' বললো মার্ক। 'মার খেয়ে আমি চলে আসি।'

'যার কথা থেকে এ-সব ঘটনা জানা গেছে সে বলছে,' ধীরে ধীরে বললো রানা, 'তুমি চলে যাবার পরমুহূর্তে সরাসরি এগোয় সে, গিয়ে দাঁড়ায় পাইটন আর তুমি যেখানে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে দাঁড়িয়েছিলে। পাইটনকে সে কোথাও দেখেনি।'

'আমি তো আপনাকে বারবার বলছি, পাইটন সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল।' উত্তেজনায় কেঁপে গেল মার্কের গলা। গোটা ব্যাপারটা তার দৃষ্টিতে দেখতে বলছে সে। 'তার আর কোনো আশা ছিলো না। সম্পত্তি নেই, নগদ টাকা নেই, কোম্পানীর শেয়ার নেই, এরপর একজন লোক কিভাবে বাঁচতে চায়? ফলে একমাত্র পথটাই বেছে নিয়েছে সে।'

'আমার বাবা আত্মহত্যা করেননি,' শান্ত গলায় বললো মারিকা।

'অবশ্যই করেছেন।' মারিকার দিকে নয়, রানার দিকে তাকিয়ে বললো মার্ক।

জেনসমের দিকে তাকালো রানা। 'আর কোনো প্রশ্ন আছে?' মাথা নাড়লো জেনসম। মারিকার দিকে ফিরলো রানা। তার ঠোঁট

পরস্পরের সাথে সেঁটে আছে শক্তভাবে, আতংক ভরা চোখের দৃষ্টি মার্কের ওপর স্থির। 'ঠিক আছে, মার্ক,' বললো রানা। 'আর কোনো প্রশ্ন নেই।'

ধীরে ধীরে দাঁড়ালো সে, যেন চায়নি বা আশা করেনি এভাবে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুললো সে, কিন্তু মারিকার সাথে চোখাচোখি হতে তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে স্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে গেল। রানা উপলব্ধি করলো, এরপর আর মারিকাকে বিয়ে করার কথা ভাববে না মার্ক রোসেট। ব্যাপারটা মারিকার জন্যে স্বস্তিকর বলে মনে হলেও, আসলে হয়তো তা নয়। মারিকার জন্যে অন্য এক ধরনের বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে মার্ক রোসেট।

দরজা বন্ধ হবার পর রানা জিজ্ঞেস করলো, 'আর কাউকে ডাকার দরকার আছে কি?' ও ভাবছে, ব্যাপারটা এখন পুলিশকে সামলাতে হবে। হয় মার্ক খুন করেছে পাইটনকে, নয়তো পাইটন আত্মহত্যা করেছেন। মারিকা বলছে, তার বাবা আত্মহত্যা করবেন না। কেউ যদি চেনে, মারিকারই তাঁকে চেনার কথা। তাঁর মেয়ে মারিকা। কিন্তু জুয়ায় সর্বস্ব খুইয়ে বসা একজন লোক কি আচরণ করবে তা কি নিশ্চিতভাবে কিছু বলার উপায় আছে?

রানার চিন্তায় বাধা দিলো মারিকা। 'আমি নিক শেডিকে ডাকতে চাই,' বিড়বিড় করে বললো সে।

তার দিকে অবাক চোখে তাকালো রানা। 'ডঃ শেডিকে? কেন?' জিজ্ঞেস করলো ও। 'ঘটনার সময় কোকুনে তো সে ছিলো না! ছিলো কেপটাউনে, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।'

'আমার ধারণা, সে বোধহয় কিছু বলতে পারবে,' আর কিছু বললো না মারিকা।

'ঠিক আছে,' বলে পেরেটের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো রানা।

আসার পর দেখা গেল, নার্ভাস হয়ে আছে নিক শেডি, যেন সে জানতো তাকে ডাকা হবে। মারিকা বললো, 'নিক, বাবা সম্পর্কে কিছু তথ্য দরকার আমাদের।' নিক শেডির কণ্ঠা লাফ দিলো একটা, তবে হাত দুটো স্থির, মারিকার দিকে তাকিয়েও আছে সরাসরি। 'বাবা কি কোনো সোনার খনির শেয়ার কিনেছিলো?'

'র‍্যাণ্ড গোল্ডমাইনের শেয়ার, হ্যাঁ কিনেছিল।'

'আচ্ছা,' শান্তভাবে বললো মারিকা। 'কিনেছিল কর্নেল কাকুর পরামর্শ মতো?'

'কার পরামর্শে তা আমি জানি না।'

মাথা ঝাঁকালো মারিকা। 'কথাটা তাহলে সত্যি,' বিড়বিড় করে বললো সে। 'ধন্যবাদ।'

ইঙ্গিতে নিক শেডিকে চলে যেতে বললো রানা। কিন্তু চেয়ার ছাড়লেও, দাঁড়িয়ে থাকলো সে, মারিকার নিচু করা মাথার দিকে তাকিয়ে। মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিতে চায় সে, রানা তার চোখের ভাষা পড়তে পারলো। লোকটাকে এই মুহূর্তে কুৎসিত লাগলো না। মারিকা মুখ তুলছে না দেখে চলে গেল সে।

'ডঃ নিক শেডি তোমার বাবার কথা এতো জানে কিভাবে?' মারিকাকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'নিক আর বাবা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলো,' অস্ফুটকণ্ঠে বললো মারিকা।

'তুমি সন্তুষ্ট, তোমার বাবা দক্ষিণ আফ্রিকায় জুয়া খেলছিলেন?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো মারিকা।

'ইচ্ছে করলে কর্নেল ওয়াকারকেও ডাকতে পারো তুমি,' বললো [illegible]া।

'তার দরকার নেই। নিক আমার কাছে মিথ্যে বলবে না।'

ভেনসমের দিকে ফিরলো রানা। সে-ও বললো, 'আর কাউকে ডাকার দরকার নেই।'

'বেশ। এবার একমত হওয়ার পালা। প্রথমে মারিকা! বলো, তুমি কি ভাবছো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'তুমি যা ভাববে তার প্রতি আমার সায় আছে, রানা,' যেন বহুদূর থেকে ভেসে এলো মারিকার গলা।

ফোন বাজতে রিসিভার তুললো রানা। কর্নেল ওয়াকার। জানতে চাইছেন, ওদের কাজ শেষ হয়েছে কিনা। 'আর পাঁচ মিনিট,' বললো রানা। 'বাকি আছে শুধু নিজেদের মধ্যে আলোচনা।'

'গুড। কাজ শেষ হওয়ামাত্র আমি চাই ভেনসম যেন সেলুনে চলে আসে। ওর সাথে আপনিও আসবেন। গানাররা সবাই এখানে হাজির হয়েছে।'

রিসিভার রাখার সময় রানা লক্ষ করলো, উঠে দাঁড়িয়েছে মারিকা। 'মতামত না জানিয়ে কোথায় যাচ্ছো?'

'এখানে বসে থাকতে আমার ভালো লাগছে না,' বললো মারিকা। 'এ-বিষয়ে কথা বলার আর কোনো ইচ্ছে নেই আমার। প্লিজ, আমাকে ক্ষমা করো। তোমরা যে রায় দেবে আমি তার সাথে একমত।' ক্লান্ত পায়ে স্মোকরুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'কর্নেল আমাদেরকে সেলুনে ডাকছেন,' বললো রানা। 'আপনি কি ভাবছেন, বলবেন?'

'আমার ধারণা, এটা একটা পুলিশ কেস। আমরা যতোদূর জানতে পেরেছি, পাইটনকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখেছে মার্ক। ব্যাপারটা হয় খুন, নয়তো আত্মহত্যা।'

'ফাইন, আমিও তাই ভেবেছি,' বললো রানা। 'আমাদের বোধহয় কোনো রায় দেয়া উচিত হবে না। এই তদন্ত কমিটির কোনো আইন-গত ভিত্তি নেই। আমরা শুধু সংগ্রহ করা তথ্যগুলো পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি, ওরা যাতে ওদের ইনভেস্টিগেশনে কাজে লাগাতে পারে।'

'রায় দিতে না পারাটা খারাপ হলো,' বললো ভেনসম। 'কর্নেল ব্যাপারটা পছন্দ করবেন না। জাহাজের লোকদের তিনি শান্ত করবেন কিভাবে? তবে, আপনার সাথে আমিও একমত, রায় দেয়া সম্ভব নয়। চলুন, কনফারেন্সে ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

দীর্ঘ সময় ধরে কষ্ট করে লেখা প্রশ্নোত্তর পকেটে ভরে উঠে দাঁড়ালো রানা। ডেকে পৌঁছে থামলো ভেনসম, দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে সাদা দীপ্তির দিকে তাকালো। সাদা উজ্জ্বলতা নিচু মেঘের গায়ে প্রতিফলিত হয়েছে নিখুঁতভাবে, চওড়া ও গভীর অনেকগুলো দাগ। 'দেখছেন?' বললো সে। 'অনেকগুলো চওড়া পানিপথ। সব ক'টা দক্ষিণ দিকে গেছে। লক্ষণ ভালোই বলতে হবে।' বিস্তৃত বরফরাজ্যের মানচিত্র ফুটে আছে মেঘের গায়ে।

ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে আছে সেলুনের ভেতরটা। প্রকাণ্ড এক চেয়ারে বসে আছেন কর্নেল ওয়াকার। তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছে ক্যাচারগুলোর ক্যাপটেনরা। সবাই ধুমপান করছে। মেঝেতে এলো-মেলোভাবে পড়ে রয়েছে চার্ট। মার্ক রোসেটও উপস্থিত। সে তার বাবার কাছাকাছি বসেছে।

'ক্যাপটেন ভেনসম,' ওরা বসার পর কর্নেল বললেন। 'সবাই আমার সাথে একমত হয়েছে, প্যাকের ভেতর দিয়ে দক্ষিণেই যাওয়া হবে। আমাদের ছ'শো মাইল দক্ষিণে খোলা সাগরে পৌঁচেছে সাদার্ন

উইও। প্রচুর তিমির খবর দিয়েছে ওরা।'

'তাহলে আমাদেরও দক্ষিণে যেতে হবে,' ভেনসম বললো। 'পানি-পথগুলো দেখলাম, বেশ চওড়া। আবহাওয়াও চমৎকার।'

'গুড। তাহলে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।' মেসবয়কে ডেকে হুইস্কি পরিবেশনের নির্দেশ দিলেন কর্নেল। এরপর তিনি চেয়ার ছেড়ে রানার সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'আপনার সাথে একটা কথা ছিলো, মি রানা।' পিছু পিছু বেরিয়ে এসে করিডর হয়ে তাঁর কেবিনে ঢুকলো রানা। দরজা বন্ধ করে দিলেন কর্নেল। 'এবার বলুন, তদন্ত কমিটি কি জানতে পারলো।'

প্রমাণ-পত্রগুলো পকেট থেকে বের করে কর্নেলের দিকে বাড়িয়ে দিলো রানা। সেগুলো নিয়ে ডেস্কের দিকে ছুঁড়ে দিলেন কর্নেল। 'ও-সব পড়ার সময় কোথায় আমার? কি রায় হয়েছে তাই বলুন। তাড়াতাড়ি করুন, প্লিজ।'

'আমরা একটা উপসংহারে পৌঁচেছি,' বললো রানা। 'কিন্তু আপনার সেটা পছন্দ না-ও হতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, বোনার পাইটনের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা পুলিশ কেস।'

'কেন?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'দুটো সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছি আমরা,' বললো রানা। 'হয় বোনার পাইটন আত্মহত্যা করেছেন, নয়তো খুন হয়েছেন।'

'বলে যান।'

'আপনাকে যে কাগজগুলো দিলাম, সংশ্লিষ্ট সবার সব কথা লেখা আছে ওগুলোয়। প্রথম বন্দরে পৌঁছুনোমাত্র ওগুলো আপনি পুলিশের হাতে তুলে দেবেন।'

'মাই গড! আপনি, ক্যাপটেন ভেনসম এবং মারিকা, তিনজনই

এ-ব্যাপারে একমত যে এটা একটা মার্ডার কেস অথবা সুইসাইড ?'

'আমি আর ভেনসম একমত,' বললো রানা। 'মারিকা এতো বেশি মুষড়ে পড়েছে যে নিজের কোনো মতামত দিতে পারেনি।'

'এবং আমার ছেলে···ব্যাপারটার সাথে জড়িত ?'

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'সে-ই শেষবার দেখেছে বোনার পাইটনকে প্রথমে অস্বীকার করলেও, পরে সে স্বীকার করে যে ডেকে পাইটনের সাথে তার তর্ক হয়— সেটা পাইটন অদৃশ্য হওয়ার মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগের ঘটনা। বারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে কুয়াশা সরে যায়। শেষ পনেরো বিশ মিনিট কি ঘটেছে কেউ বলতে পারে না। পাইটন জাহাজ থেকে পড়ে যেতে পারেন, কেউ তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারে।'

'আই সী!' ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন কর্নেল ওয়া-কার। 'তবে ব্যাপারটা আত্মহত্যাও হতে পারে।'

'তাঁর মেয়ে বলছে, না। মারিকার কথা হলো, বোনার পাইটনের পলায়নী মনোবৃত্তি কোনোকালেই ছিলো না।'

'কিন্তু আপনার ধারণা, এটা একটা সম্ভাবনা। কারণ ?'

'কারণটা আপনারই ভালো জানার কথা।'

'মানে, কি বলতে চান ?'

'র‍্যাণ্ড গোল্ডমাইনের শেয়ার কেনার পরামর্শ দেননি তাঁকে আপনি ?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'সর্বস্ব বাজি রেখে জুয়াটা খেলেন তিনি, এবং হেরে যান।'

'র‍্যাণ্ড গোল্ডমাইনের শেয়ার কিনেছে কে—পাইটন ? এই প্রথম শুনছি আমি। আর্থিক ব্যাপারে কাউকে পরামর্শ দেয়া আমার স্বভাব নয়, তাতে বন্ধুকে শত্রুতে পরিণত করা হয়।'

তারমানে বুদ্ধিটা পাইটন মার্কের কাছ থেকে পেয়ে... আপনার ছেলে সে-কথাই বললো।'

'আই সী।' চেয়ার ছেড়ে একটা পোর্টহোলের সামনে দাঁড়ালেন কর্নেল। টয়লেট কেবিনেটের মাথায় আঙুল... তাকিয়ে আছেন সাগরে। অনেকক্ষণ পর রানার দিকে ফিরলেন... ক্লান্ত দেখালো তাঁকে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে বয়স যেন... বছর বেড়ে গেছে। ডেস্কের পিছনে বসে প্রমাণপত্রগুলো টেনে নি... নিজের সামনে, পড়তে শুরু করলেন।

পড়া শেষ হলো এক সময়, মুখ তুলে রানার দিকে তাকা... কর্নেল। 'ঠিকই আছে, মিঃ রানা,' বললেন তিনি। 'আমি এক... পুলিশ কেসই বটে। কিছু পরিবর্তন এখন জরুরী হয়ে দেখা দি... আসুন।'

সেলুনে ফিরে এলো ওরা। একজন ক্যাপটেন রানা আর ক... হুইস্কি পরিবেশন করলো। নিজের চেয়ারে বসেছেন কর্নেল, হাবভাব লক্ষ্য করে থমকে গেছে সবাই। একে একে উপস্থিত... দিকে তাকালেন তিনি, শুধু মার্ককে বাদ দিয়ে। 'কমাণ্ডে কিছু... বর্তন ঘটতে যাচ্ছে,' ঘোষণার সুরে শুরু করলেন। 'ব্রোনার... মারা যাওয়ায় অভিজ্ঞ লিডার নেই আমাদের। আমি যেহেতু এ... উপস্থিত, এবং পুরোটা মৌসুম থাকবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ক... সমস্ত অপারেশন আমিই পরিচালনা করবো। পিটারসেন, মার্কের... থেকে দায়িত্ব বুঝে নাও তুমি, ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের ম্যানেজার করা হলো তোমাকে।' বিস্ময়সূচক গুঞ্জন উঠলো চারদিক থেকে, ... হয়েছে সবাই। 'কমাণ্ডার মাসুদ রানা, পিটারসেনের জায়গায় আপনা... কে লিবার্টি-ফোর-এর ক্যাপটেন করা হলো।'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে রানা বললো, 'কিন্তু, মিঃ ওয়াকার, গানার হিসেবে আমার যে কোনো অভিজ্ঞতা নেই ?' লক্ষ্য করলো, বয়স্ক ক্যাপটেন পিটারসেন ঝুঁকে পড়লো কর্নেলের দিকে, চেহারায় দ্বিধা।

রানাকে কর্নেল বললেন, 'আপনাকে সাহায্য করার লোকের অভাব হবে না।' তারপর তিনি পিটারসেনের দিকে ফিরলেন। 'জানি তুমি কি বলতে চাও। কিন্তু এতো কমবয়েসী একটা মেয়েকে আমি ক্যাটারের কমাণ্ড দিতে পারি না। মিঃ রানাই নেতৃত্ব দেবেন, তোমার মেয়ে তার বর্তমান পজিশনে মেট হিসেবেই থাকছে। গানার হিসেবেও কাজ করবে সে। দুটো দায়িত্ব, কাজেই বেতন ও লাভের টাকা দুটোই বাড়বে তার। খুশি ?'

'খুশি, অনারেবল ডিরেক্টর। আমি সন্তুষ্ট।'

'গুড। মার্ক, তুমি লিবার্টি-থ্রি,র কমাণ্ডে থাকবে। এই মুহূর্তে জাহাজে কোনো ডেক অফিসার নেই, তোমার ইচ্ছে মতো যাকে খুশি বেছে নিতে পারো।' আবার তিনি পিটারসেনের দিকে তাকালেন। 'এখন থেকে আমি তোমার ওপর নির্ভর করবো, আর যেন স্যাণ্ডেফিওর্ড আর টনসবার্গের লোকদের মধ্যে কোনো গোলমাল না বাধে। দু'হপ্তার বেশি পেরিয়ে গেছে, তিমি মারা পড়েছে মাত্র একশোর কিছু বেশি আমরা যদি পুষিয়ে নিতে না পারি...।'

কর্নেলের কথা শুনতে পাচ্ছে না রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মার্কের দিকে। বাবার সিদ্ধান্ত শুনে কুঁকড়ে যেন ছোটো হয়ে গেছে সে। কিন্তু চোখে হিংস্র শ্বাপদের দৃষ্টি, গা শিরশির করে উঠলো রানার, সরাসরি ওর দিকেই তাকিয়ে আছে সে। সরু, মেয়েলি চোখ দুটো থেকে যেন অদৃশ্য আগুন বেরুচ্ছে।

একটা ঝাঁকি খেয়ে সংবিৎ ফিরলো রানার। ক্যাপটেন সাভির একটা প্রশ্ন করেছে, 'বোনার পাইটনের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত কি শেষ হয়েছে, অনারেবল কর্নেল ওয়াকার?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিয়ে চট করে একবার রানার দিকে তাকালেন কর্নেল।

'তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কি তাহলে এখন আমরা জানতে পারি?'

'এখনো সেটা টাইপ করা হয়নি,' বললেন কর্নেল। 'কাল প্রকাশ করা হবে।' আর কোনো প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে কাজের কথায় ফিরে গেলেন তিনি। 'তাহলে সব ঠিক হয়ে গেল। তোমরা যে-যার ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ামাত্র রওনা হবো আমরা।' ক্যাপটেনরা সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, তারা বেরিয়ে যাবার পরও নিজের চেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে থাকলেন কর্নেল। সবার শেষে রানাও দরজার দিকে পা বাড়াতে যাবে, ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডাকলেন তিনি। আগেই লক্ষ্য করেছে রানা, জুবুথবু হয়ে এখনো নিজের চেয়ারে বসে আছে মার্ক। 'মিঃ রানা,' কর্নেল নরম সুরে বললেন, 'আমি চাই আপনি উপলব্ধি করুন, তিমি শিকারই এই অভিযানের প্রথম বিবেচ্য বিষয়।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'তিমি শিকার এবং আইনকে নিজের পথে চলতে দেয়া।'

'আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত,' সায় দিয়ে বললেন কর্নেল। 'কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু আমরা সভ্যতা থেকে অনেক দূরে রয়েছি, আইনের কাজকর্ম স্থগিত না রেখে উপায় নেই, তাই না? আমি যেটা বলতে চাইছি, ক্যাপটেন আর ক্রুদের মনে শান্তি না থাকলে, শিকার ব্যর্থ হতে বাধ্য। ওদেরকে উত্তেজিত করে এমন কোনো কথা কেউ

প্রচার করবেন না, এটাই আমি আশা করি। আপনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা দিচ্ছি, বোনার পাইটনের নিখোঁজ হওয়া সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য, আপনাদের রিপোর্ট সহ, প্রথম সুযোগেই পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হবে। ইতিমধ্যে আমি যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিই, ক্যাপটেন ভেনসমের পূর্ণ সমর্থন থাকবে তাতে। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।' দরজার দিকে এগোলো রানা।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো মার্ক। 'আমাকে একটা টোইং শিপের দায়িত্ব দেয়া হলো কেন?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো সে। 'আমাকে এভাবে অপমান করার কি কারণ?'

ছেলের দিকে তাকালেন কর্নেল। 'কারণটা তুমি জানো, মার্ক।'

'কিন্তু তোমার বন্ধু পাইটন আত্মহত্যা করেছে। এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। তার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছিল। জুয়া খেলতে গিয়ে সব হারিয়ে বসে লোকটা। এই অবস্থায় আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো পথ ছিলো তার? রানাকেও কথাটা আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি। ক্যাপটেনদের তুমি সত্যি কথাটা কেন বোঝাতে চেষ্টা করলে না? পাইটন ভিখিরি হয়ে গিয়েছিল শুনলে তারাও মেনে নিতো যে এটা একটা আত্মহত্যার কেস।'

'আমি যা ভালো বুঝছি তাই করছি, মার্ক,' রাগতস্বরে বললেন কর্নেল, সেলুনের ভেতর তাঁর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠলো।

'তুমি একটা দুর্বল লোক!' চিৎকার জুড়ে দিলো মার্ক। তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল। 'তোমার স্বভাবই হলো...,' থরথর করে কাঁপছে সে, '...চোখ উল্টে নেয়া! নিজের সুবিধেমতো লোকজনকে মাথার ওপর তোলো, অসুবিধে হলে ছুঁড়ে ফেলে দাও! ভেবেছো তোমাকে আমি চিনি না? তুমি একটা...।'

'মুখ সামলে, মার্ক !' গর্জে উঠলেন কর্নেল। 'আর একটা কথা যদি বলো, তোমাকে আমি লোহার খাঁচায় ভরে কেপটাউনে পাঠিয়ে দেবো।' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে খুললেন তিনি, ভেতর থেকে একটা কাগজ নিয়ে বাড়িয়ে দিলেন ছেলের দিকে। 'পড়ো এটা।'

'নির্দেশমতো সমস্ত কার্গো খালাস করা হয়েছে,' পড়লো মার্ক, কুঁচকে উঠলো ভুরু জোড়া।

'ওটা একটা রেডিও মেসেজের কপি, খ্রীস্টমাস ইভ-এ রিসিভ করে পাইটন। কেপটাউন থেকে নিক শেভি পাঠিয়েছিল।'

'এর অর্থ কি ?'

'কয়েক মিনিট চিন্তা করে দেখো, অর্থটা পরিষ্কার হয় কিনা,' বলে রানার দিকে ফিরলো কর্নেল। 'মিঃ রানা, আপনার প্রতি আমার অনুরোধ, যা কিছু আপনি শুনলেন, সব আপনার ভেতর চাপা থাকবে। আপনাকে আমি আবারও বলছি, পরিণতি যাই হোক, পাইটনের মৃত্যু-রহস্য সম্পর্কে সব কথা পুলিশকে আমি অবশ্যই জানাবো। বন্দরে ফেরা মাত্র। এবার, প্লিজ, আপনি আপনার জাহাজে যেতে পারেন।'

রানা ঘুরতে যাবে, কর্নেল আবার বললেন, 'নিক শেভিকে আপনার জাহাজে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ফ্যাক্টরি শিপে তার না থাকাই ভালো। অস্থির লোক সে, বিশেষ করে মদ খাওয়া অবস্থায়...,' খানিক ইত-স্তত করে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, তারপর বিড়বিড় করে বলেই ফেললেন, 'বোনার পাইটন ওর বাবা ছিলো।'

'বোনার পাইটন, নিক শেভির বাবা !' অবাক হলো রানা, দেখলো বিস্ময়ের ধাক্কাটা মার্ককেও লেগেছে।

'হ্যাঁ,' বললেন কর্নেল ওয়াকার। 'পাইটনের প্রেমিকা আরেক

লোকের প্রেমে পড়ে, তখন সে গর্ভবতী। বাচ্চা প্রসব হবার পর দ্বিতীয় লোকটাকে বিয়ে করে মেয়েটা। সেজন্যেই ভাবছি, নিক শেডির কোনো একটা ক্যাচারে থাকা উচিত। এরিকা পিটারসেন হয়তো সুন্দরী নয়, তবে অত্যন্ত দক্ষ ফার্স্ট মেট সে।'

এই মুহূর্তে এ-ধরনের শুকনো একটা রসিকতা করতে পারলেন দেখে রানা ভাবলো, পাইটনের মৃত্যুতে কর্নেল আদৌ কোনো আঘাত পেয়েছেন কিনা। যে-লোক ভুয়া স্বর্ণখনির শেয়ার কেনাবেচার সাথে জড়িত থাকতে পারে, তার পক্ষে সবই সম্ভব। করিডরে বেরিয়ে এসে হাঁটছে রানা, পিছনে দরজা খোলা ও বন্ধ হবার আওয়াজ শুনতে পেলো। ওরা যেন সন্দেহ করেছিল, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের কথা রানা শুনছে।

আট

সরাসরি নিজের কেবিনে ফিরে এলো রানা। মারিকা ওর বাঙ্কের ওপর বসে রয়েছে, মেঝেতে পায়চারি করছে ডঃ নিক শেডি। 'দরজা বন্ধ করে দিন, মিঃ রানা,' পায়চারি থামিয়ে বললো শেডি। উত্তেজিত হয়ে আছে সে! মারিকার বসার ভঙ্গিটাও আড়ষ্ট।

দরজা বন্ধ করে রানা জানতে চাইলো, 'কিছু ঘটেছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে মারিকা বললো, 'সব কথা ওকে বলো, নিক।'

'আপনি কথা দিন, যা শুনবেন কেউ তা জানবে না।' রুদ্ধশ্বাসে শর্ত দিলো নিক শেডি।

'দিলাম।'

'নো অফেন্স, মিঃ রানা—আপনাকে কতোটুকু বিশ্বাস করা যায় আমি জানি না। শুধু মারিকা বলছে, তাই আপনাকে জানাচ্ছি...,' কথা অসমাপ্ত রেখে আবার পায়চারি শুরু করলো সে। লোকটা যে শুধু উত্তেজিত তাই নয়, তার মুখভঙ্গিতে হিংস্র একটা ভাবও লক্ষ্য করলো রানা। মারিকার পাশে, বাক্সের ওপর বসলো ও, তাকিয়ে আছে নিক শেডির দিকে। এ যেন একটা পশুর সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষায় থাকা, ভাবছে, তোমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করবে কিনা।

এক সময় পায়চারি থামিয়ে রানার সামনে দাঁড়ালো নিক শেডি। 'মার্ক বলছে, বোনার পাইটন নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'এটার ওপর ভিত্তি করেই ধারণা করা হচ্ছে যে বোনার পাইটন আত্মহত্যা করেছেন?'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'এটাই একমাত্র ভিত্তি?'

'হ্যাঁ।'

'যদি প্রমাণ হয়, বোনার পাইটন সর্বস্ব খোয়াননি, তারমানে দাঁড়াবে মার্ক রোসেট তাঁকে খুন করেছে?'

'আমাদের হাতে যে-ধরনের প্রমাণ ইত্যাদি আছে, সেটা ধরে নেয়া অন্যায় হবে না,' সতর্কতার সাথে বললো রানা, বুঝতে পারছে না কোনদিকে যাচ্ছে নিক শেডি।

এতো উত্তেজিত যে গলা ভেঙে গেল নিক শেডির, 'সে-কথাই এতোক্ষণ আমি মারিকাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম। বোনার পাইটন যদি ধনী হন, তাহলে তিনি মার্কের হাতে খুন হয়েছেন, কুয়াশার সুযোগ নিয়ে জাহাজ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হয়েছে তাঁকে।'

'ঠিক কি বলতে চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'কারণটা কি মনে করেন, কেন আমাকে কেপটাউনে রেখে আসা হয়েছিল?'

'শুনেছি তুমি অসুস্থ ছিলে।'

'সেটা তো স্রেফ একটা অজুহাত। কেপটাউনে আমি রয়ে গিয়েছিলাম বোনার পাইটনের স্বার্থ দেখার জন্যে। মার্ক একটা পর্যায় পর্যন্ত ঠিকই বলেছে—সমস্ত কিছু বাজি রেখে জুয়া খেলেছিলেন বোনার পাইটন। এমন কি পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর সব ক'টা শেয়ারও তিনি বন্ধক রেখেছিলেন ওয়াকার রোসেটের কাছে। ওয়াকার রোসেট সেগুলো রাখতে দেয় তার স্ত্রীর কাছে।' ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠলো নিক শেডির কুৎসিত চেহারা। 'মায়ের কাছ থেকে শেয়ারগুলো নিয়ে বেচে দেয় মার্ক, নগদ টাকা দিয়ে সে-ও ওই একই জুয়া খেলে—র‍্যাণ্ড গোল্ডমাইনের শেয়ার কেনে।'

'তারমানে কি বোনার পাইটন ও মার্ক রোসেট, দু'জনেই ওরা ডুবেছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আমি শুনেছি, র‍্যাণ্ড গোল্ডমাইন ভুয়া একটা কোম্পানী।'

'দু'জনের একজনও ডোবেনি, তবে রোসেট পরিবার নিজেদের জন্যে ভয়ংকর একটা বিপদ ডেকে এনেছে,' বললো নিক শেডি। 'বোনার পাইটন টাকা-পয়সার ব্যাপারে খুব একটা চালাক-চতুর ছিলেন না, সত্যি কথা। নিজেও সেটা জানতেন তিনি, তাই অত্যন্ত সতর্ক থাক-

তেন। ব্যাণ্ড কোম্পানীর শেয়ার কেনার পরামর্শটা মার্কের তরফ থেকে আসায়, তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দেয়। তবু কেনেন, কারণ খবর পান মার্কও প্রচুর শেয়ার কিনেছে। শেয়ারের দাম তখন হু হু করে চড়ছিল। শেয়ার কেনার পর বাজারের ওপর নজর রাখার জন্যে আমাকে কেপ-টাউনে থেকে যেতে বলেন তিনি। আমি শেয়ারের ব্যাপার ভালো বুঝি না, তাই অত্যন্ত নামকরা একটা এজেন্সির পরামর্শ গ্রহণ করি। তারা আমাকে সময় থাকতে সব শেয়ার বিক্রি করে দেয়ার বুদ্ধি দেয়। আমি দেরি করিনি। সমস্ত শেয়ার তিনগুণ দামে বিক্রি করার পর বোনার পাইটনকে টেলিগ্রাম পাঠাই...।'

'নির্দেশমতো সমস্ত কার্গো খালাস করা হয়েছে,' বললো রানা, গোটা ব্যাপারটা বোধগম্য হতে শুরু করেছে এতোক্ষণে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালো নিক শেডি। 'আপনি জানলেন কিভাবে?'

কিভাবে জেনেছে বললো রানা।

'তারমানে বুড়ো কর্নেল জানে!' হেসে উঠলো নিক শেডি। 'আত্মা-রাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেছে তার।' রানার একটা বাহু আঁকড়ে ধরলো সে। 'বোনার পাইটন কোটিপতি ছিলেন। কাজেই তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন না।'

কি বলবে বুঝতে পারলো না রানা।

'আপনি বুঝতে পারছেন না, কি ঘটেছে?' রানাকে ঝাঁকি দিলো নিক শেডি। 'মার্ক রোসেট খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে বোনার পাইটনকে জানায়, জুয়ায় হেরে গেছেন আপনি, ধ্বংস হয়ে গেছেন। তার কথা শুনে মুচকি হাসেন বোনার পাইটন, জানান, কোম্পানীটা লালবাতি জ্বালার আগেই তিনি তাঁর সব শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন, এখন

তিনি বিপুল টাকার মালিক। শুধু তাই নয়, মার্ককে তিনি বলেন, আমার বন্ধক রাখা শেয়ারগুলো তোমরা বেআইনীভাবে খোলা বাজারে বিক্রি করে দিয়েছো, জানো না সেগুলো আমিই কিনে নিয়েছি। ফলে তোমরা ওগুলো আমাকে ফেরত দিতে পারছো না। এর অর্থ কি জানেন আপনি, মিঃ রানা?'

'না।'

'বন্ধক রাখা শেয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমার ভেতর চাইলে ফেরত দিতেই হবে, বন্ধকের সময় সেই চুক্তিই হয়েছিল,' বললো নিক শেডি। ফেরত দিতে না পারলে ওরা নিজেদের শেয়ারগুলো বোনার পাইটনের হাতে তুলে দিতে বাধ্য থাকবে—সম পরিমাণ শেয়ার। তারমানে গোলার হোয়েলিং কোম্পানীতে ওদের প্রায় কোনো স্বার্থই আর থাকবে না। ডেকে দাঁড়িয়ে সে-কথাই মার্ককে বলেন বোনার পাইটন বলেন, তুমি বা তোমার বাবা, দু'জনের কেউই কোম্পানীর কোনো জাহাজে পা রাখতে পারবে না। এরপরই তাকে ধাক্কা দিয়ে সাগরে ফেলে দেয় মার্ক।'

'এ-সব কথা তুমি তদন্ত কমিটিকে জানাওনি কেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'এখনো নিজের অধিকার বুঝে নেয়ার অবস্থায় পৌঁছোয়নি মারিকা, তাই সব কথা চেপে রাখার সিদ্ধান্ত নিই আমি,' বললো নিক শেডি। 'আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন, কাউকে কিছু বলবেন না। ছেলের হারামীপনা সম্পর্কে বুড়ো হয়তো কিছুই জানে না। শুনলাম সে নাকি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ক্যাপটেনদের জানাতে রাজি হয়নি?'

'তবে আমাকে কথা দিয়েছেন, সমস্ত তথ্য পুলিশের হাতে তুলে দেবেন।'

হো হো হা হা করে হাসতে শুরু করলো নিক শেডি। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে সে বললো, 'অপেক্ষা করুন, অপেক্ষা করুন! নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের কোনো জাহাজে চড়িয়ে কেপটাউনে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ক্যাপটেন ভেনসম আর সেক্রেটারীকে বোঝানো হবে, নিন্দাসূচক প্রচারণা কোম্পানীর জন্যে মঙ্গলজনক নয়, কাজেই মুখ বন্ধ রাখলে নিজেদের ভালো করবে তারা। কোনো সন্দেহ নেই, গোটা ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হবে। সেজন্যেই চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। আমার আস্তিনের ভাঁজে আরো একটা হাতিয়ার আছে, মিঃ রানা।'

নিক শেডি চলে যাবার পর হাতব্যাগ থেকে বের করে রানাকে একটা বড়সড় খাম দিলো মারিকা। 'দেখো।' খামটা খুলে কয়েকটা ফটো হাতে নিলো রানা। মার্ক রোসেট আর মারিকা পাইটনের ফটো। একটা ফটোতে দেখা গেল, সৈকতে রয়েছে ওরা—বিকিনি পরা মারিকা ছুটছে, তার পিছনে তাড়া করে ছুটছে মার্ক। দ্বিতীয় ফটোটা বেডরুমে তোলা। বিছানার কিনারায়, দেয়ালের দিকে সরে যাবার চেষ্টা করছে মারিকা, পরনে মিনিস্কার্ট, তার নগ্ন দুই উরু ধরে নিজের দিকে টানছে মার্ক। রঙিন ফটো, মারিকার কোমল চেহারায় আড়ষ্ট হাসি। শেষ ফটোয় দেখা যাচ্ছে, একটা সোফার ওপর মারিকাকে শুইয়ে দিয়েছে মার্ক, বুক দিয়ে তার বুকে চাপ দিচ্ছে, চেষ্টা করছে চুমো খাবার—জিভ বের করে তাকে ভেঙাচ্ছে মারিকা।

উল্টোপিঠের লেখাগুলোও পড়লো রানা, তারপর মুখ তুললো। 'তেমন আপত্তিকর ছবি বলা যায় না, ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে অবশ্যই যথেষ্ট নয়। এগুলো প্রকাশ করে দেয়ার ভয় দেখিয়েছিল মার্ক তোমাকে?'

হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করলো মারিকা, বললো, 'এটা পড়ো, মার্কের লেখা।'

ছোট্ট একটা চিরকুট, মার্ক লিখেছে, 'তোমার জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। দেরিতে হলেও বুঝেছি, প্রেমের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি চলে না। তোমাকে আপন করে পাওয়া আমার জীবনের একটা সাধনা, সে সাধনা থেকে কখনোই আমি বিচ্যুত হবো না। অপেক্ষা করবো কবে তোমার দয়া হয়। ইতি, তোমার একান্ত অনুগত, মার্ক।'

'আমার ভয় করছে, রানা,' ফিসফিস করে বললো মারিকা। 'এ মার্ককে আমি চিনি না। এতোটা নত আর নরম হতে পারে সে, ভাবাই যায় না।'

মারিকার মতো রানাও বিপদের আশংকা করছে। কিন্তু মেয়েটা ভয় পাবে ভেবে প্রসঙ্গটা চেপে গেল। জিজ্ঞেস করলো, 'কি সিদ্ধান্ত নিয়েছো, প্যাক আইসে ঢোকার সময় তুমি কি ফ্যাক্টরি শিপেই থাকবে?'

'নিক বলছে, সেটা উচিত হবে না। তুমি কি বলো, রানা?'

'আমারও তাই মনে হয়।'

আধ ঘণ্টা পর স্যুটকেস হাতে ডেকে বেরিয়ে এলো রানা। বাতাসের গতি বেড়েছে, হিংস্র জানোয়ারের সাদা দাঁতের মতো লাগলো ঠাণ্ডা পানির গায়ে ফেনাগুলো। গ্যাঙওয়ের মাথায় ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল নিক শেডি। 'জানেন তো, সমস্ত ঝামেলা দূরে ঠেলে দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে?' ওকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো সে।

'তোমার কথা জানি, আর কার কথা বলছো?'

'মারিকা,' বললো নিক শেডি। 'ওই দেখুন না!'

গ্যাঙওয়ের শেষ মাথায় তিনটে বোট রয়েছে, একটা এইমাত্র রওনা হয়ে গেল। সেটার স্টার্নে বসে রয়েছে মারিকা। তার পাশেই আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল স্যাভিককে।

'স্যাভিকের ক্যাচারে থাকছে মারিকা?' বিস্মিত হলো রানা, মনও একটু খারাপ হয়ে গেল।

'বুঝতে পারছেন না, মারিকা এখন বিরাট ধনী। পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর চাবি এখন মারিকার হাতে। এ-কথা জানার পর একজন লোককে খুন করেছে মার্ক, ভেবেছেন দ্বিতীয় খুন করতে তার হাত কাঁপবে? আমিই ওকে বলেছি···।'

'কাজটা ভালোই করেছে মারিকা,' মনে মনে নিক শেডির বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করলো রানা। 'তবে ওর উচিত ছিলো আমাদের সাথে থাকা।'

বোটে চড়ে রওনা হলো ওরা। সামনে লিবার্টি-ক্রোর। মাথা থেকে অন্যান্য চিন্তা ধীরে ধীরে মুছে গেল রানার। প্যাক আইসে ঢোকা মানে বিপদের ঝুঁকি নেয়া। একটা জাহাজের কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে ওকে। হারপুন গান ছুঁড়ে তিমি শিকার করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে প্রকৃতির সাথে। একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করলো ও। এ-ধরনের রোমাঞ্চের প্রতি জন্মগত দুর্বলতা রয়েছে ওর।

জাহাজে ওঠার পর ওকে অভ্যর্থনা জানালো ডাফ পিটারসেন। 'আপনি হুমা-য় ট্রেনিং পেয়েছেন শুনে বিরাট একটা স্বস্তিবোধ করছি, মিঃ রানা। আমি জানি আপনার হাতে আমার জাহাজ ভালো থাকবে।'

'ধন্যবাদ।'

'আমার মেয়ে, এরিকা,' নামটা শুনে ঘুরে দাঁড়ালো বিশাল একটা শরীর, এতোক্ষণ তাকে দেখেও মেয়ে বলে চিনতে পারেনি রানা। মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই, বুক আর নিতম্বের দিকটা অসম্ভব চওড়া, এই তিনটে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করলে এরিকা পিটারসেনকে মেয়ে বলে মনে হবে না। চর্বির একটা ডিপো বলা যায় তাকে, নাকটা এতো চ্যাপ্টা যে প্রায় না থাকারই মতো। 'সুন্দরী, তাই না?'

ঘুসি তুলে বাপের দিকে ছুটে এলো এরিকা। রানার পিছনে লুকালো ডাফ পিটারসেন। এ-থেকেই বাপ-মেয়ের মধুর সম্পর্কটা আঁচ করতে পারলো রানা। করমর্দন করার সময় এরিকার হাত দুটো লোহার মতো শক্ত লাগলো। 'আপনাকে নিক শেডির কেবিনে থাকতে হবে, মিঃ রানা, স্যার।'

'আমার আপত্তি নেই,' বললো রানা, 'শেডি যদি তার হুইস্কির শেয়ার দেয়।'

সহাস্যে হাতের বাক্স দুটো দেখালো নিক শেডি। 'এগুলোর একেক-টায় বারোটা বোতল আছে, দু'জনে খেয়েও শেষ করতে পারবো না।'

'চলুন, ক্যাপটেন,' রানাকে বললো এরিকা। 'আপনাকে জাহাজটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি।' ক্রুদের সাথে রানার পরিচয় করিয়ে দিলো সে।

জাহাজটা সরু, ঘণ্টায় সাড়ে তেরো নট ছুটতে পারে। লিবার্টি-থি-র চেয়ে আকার-আয়তনে বেশ অনেকটা ছোটো। বো-র কাছে একটা প্ল্যাটফর্মের ওপর রয়েছে ভয়ংকরদর্শন হারপুন গান। গান প্ল্যাটফর্মের সাথে ব্রিজের যোগাযোগ রক্ষা করছে একটা ক্যাটওয়াক। চেইন লকার-এর সামনে একটা হোল্ড রয়েছে, তাতে এক জোড়া পাঁচশো ফ্যাদাম কয়েল। এগুলো হোয়েল লাইন, ডেকের উইঞ্চের

সাথে সংযুক্ত। হোল্ডের সামনে এঞ্জিন রুম। তারপর ক্রুদের কোয়ার্টার। ব্রিজের কাছাকাছি ক্যাপটেনের কেবিন, তার নিচে গ্যালি আর মেসরুম।

ব্রিজে ফিরে আসার পর রানা দেখলো, বিদায় নেয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে ডাফ পিটারসেন। রানার পিঠ চাপড়ে শুভেচ্ছা জানালো সে। 'আমার মেয়েটাকেও আপনার হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি,' রসিকতা করে বললো সদ্য পদোন্নতি পাওয়া ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের ম্যানেজার। 'একটা ব্যাপারে আমি সব সময় নির্ভয়ে থাকি, কোনো পুরুষের দ্বারা আমার মেয়ের কোনো ক্ষতি হবার আশংকা নেই—এতোই সুন্দরী ও।'

এবার ঘুসি তুলে ছুটে এলো না, তবে জিভের ডগা বের করে বাপকে ভেঙচে দিলো এরিকা। 'বুঝলেন ক্যাপটেন, নিজেকে লোকটা কেউকেটা মনে করছে। বোনার পাইটনের নখের যোগ্যও নয়, অথচ হয়ে বসেছে কোকুনের ম্যানেজার। কাজ দেখাতে না পারলে চাকরি নট হয়ে যাবে, মনে থাকে যেন। আবার বেশি কাজ দেখাতে গেলে শরীর বেঁকে বসবে। সাবধান।'

'দেখেছেন, ক্যাপটেন?' সহাস্যে বললো ডাফ পিটারসেন, গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে যাচ্ছে সে। 'কুৎসিত বলে ওকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না, অথচ আমাকে কি রকম ভালোবাসে ও!'

বোটে গিয়ে চড়লো ডাফ পিটারসেন। রানার পাশ থেকে বিড়বিড় করে এরিকা বললো, 'এই প্রথম বিচ্ছিন্ন হলাম আমরা। অ্যান্টার্কটিকায় যতোবার এসেছি, সব সময় একই জাহাজে ছিলাম আমরা।'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই,' বললো নিক শেডি। 'তোমার বাপের বদলে আরেকজন আছে এখানে।'

আরো অনেক পরে বুঝতে পারবে রানা, কার কথা বোঝাতে চেয়েছে নিক শেডি।

ও জিজ্ঞেস করলো, 'এ-পর্যন্ত ক'টা তিমি মারা পড়েছে ?'

'মাত্র বাইশটা,' ম্লান গলায় বললো এরিকা।

'চিন্তার কিছু নেই, আমরা সংখ্যাটা বাড়িয়ে নেবো,' আশ্বাস দেয়ার সুরে বললো রানা।

একটা ঝাঁকি খেলো ও, প্রকাণ্ড হাত দিয়ে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়েছে এরিকা। পিঠ চাপড়াবার এই স্বভাবটা সম্ভবত বাপের কাছ থেকে পেয়েছে সে। নিজেকে সাবধান করে দিলো রানা, সতর্ক থাকতে হবে। আচমকা এ-ধরনের ঝাঁকি খেলে হার্টের বারোটা বাজবে।

ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, লিবার্টি-থ্রি থেকে একটা বোট এসে ভিড়লো জাহাজের গায়ে। একজন মাত্র আরোহী নামলো বোট থেকে। গ্যাঙওয়ে বেয়ে উঠে আসছে ওয়েজনার, লিবার্টি-থ্রি-র চীফ এঞ্জিনিয়ার। লোকটাকে চেনে রানা, তাই ওকে ডেকে নিয়েছে লিবার্টি-ফোর-এ।

সাড়ে আটটার দিকে বার কয়েক ঘন ঘন ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের সাইরেন বাজলো। জাহাজটার পিছনে টগবগ করে ফুটতে শুরু করলো পানি। রানা নির্দেশ দিলো, 'হাফ অ্যাহেড !'

সবগুলো ক্যাচার, লিবার্টি-ফোর সহ, মাদার শিপ কোকুনের পিছনে দীর্ঘ এক লাইনে রওনা হয়ে গেল।

সেদিন রাত এগারোটায় মুক্ত হলো আকাশ। সূর্যকে দেখা গেল প্রায় দক্ষিণে, হলুদ আগুনের শিখা নিয়ে গোল একটা বল, নিচের কিনারা দিগন্তরেখা ছুঁই ছুঁই করছে। স্টারবোর্ড সাইডে টাওয়ার আকৃতির একটা আইসবার্গ, গায়ে রোদ মেখে আগুন ছড়াচ্ছে প্রকাণ্ড

একটা হীরের মতো। জাহাজ বহরের আশপাশ দিয়ে ভেসে যা বরফের ছোটো-বড় টুকরো, বেশিরভাগই ডুবে আছে পানির তলা ওদের সামনে আলগা প্যাক আইস বিস্তৃত হয়ে আছে সীমাহীন, নিচু লালচে প্রান্তরের মতো, মিশেছে গিয়ে সরাসরি সূর্যের গায়ে মাতানো সুন্দর, রোমাঞ্চকর একটা দৃশ্য।

'এতো সুন্দর দৃশ্য আগে কখনো দেখেছেন, ক্যাপটেন?' উ জনায় রানার একটা বাহু আঁকড়ে ধরলো এরিকা পিটারসেন। রা আর নিক শেডির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'আমরা দক্ষি যাচ্ছি, আপনি খুশি, স্যার?'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালো রানা। কিন্তু ওর মনোযোগ নিক শে ওপর। প্যাক আইসের দিকে তাকিয়ে আছে সে-ও, তবে সৌন্দর্য উপভোগ করছে না। তার কুৎসিত চেহারায় ধূর্ত, নিষ্ঠুর, নি হাসি লেপ্টে থাকতে দেখলো রানা। বরফের রাজ্য অন্য কোনো বহন করছে তার জন্যে। স্থির দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, লম্বা গলা সামনের দিকে বাড়ানো, এক হাতে শক্ত করে ধরে আছে ক্যানভা উইণ্ডব্রেকার। তার এই ভাবসাব ভালো লাগলো না রানার, লোক অশুভ কি যেন একটা চিন্তা করছে। মনে পড়ে গেল, নিক শেডি বোনা পাইটনের অবৈধ সন্তান। মারিকা তাকে জানিয়েছে, শেডি আর পাই টন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলো। জারজ সন্তান হলেও, বাপের প্রতি নিক শেডির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিলো প্রচুর। বাপের হত্যাকাণ্ড মেনে নিতে পারছে না সে। হয়তো প্রতিশোধ নেয়ার প্ল্যান-পরিকল্পনা করছে মনে মনে। নিজেকে সতর্ক করে দিলো রানা। একটা অপরাধ ঘটেছে, তার ব্যবস্থা আইন অনুসারে হবে। ওর উপস্থিতিতে দ্বিতীয় কোনো অপরাধ ঘটতে দেবে না ও। 'শেডি!' কঠিন সুরে ডাকলো

রানা। একটা ঝাকি খেয়ে সংবিৎ ফিরলো নিক শেডির। 'তোমার রিপোর্টটায় কেন তুমি বলেছো প্যাক আইসের ভেতর দিয়ে ওয়েডেল সাগরে যেতে হবে আমাদের ?'

কয়েক সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো নিক শেডি, তারপর তার ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটলো। 'আমি চেয়েছি ওয়াকার দক্ষিণে যাক, সেজন্যে।'

'কেন ?'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকালো নিক শেডি। 'কেন ? ঈশ্বর বলতে পারবে কেন। আমি শুধু চেয়েছি লোকটা দক্ষিণে যাক, সভ্যতা থেকে অনেক দূরে।'

'কিন্তু কেন, কারণটা কি ?'

উইণ্ডব্রেকার ছেড়ে দিয়ে রানার একটা বাহু খামচে ধরলো শেডি, ব্যথা পেলো রানা। 'কারণ তাকে যদি যথেষ্ট দূরে সরিয়ে আনা যায় ···না, থাক!' রানাকে ছেড়ে ঘুরলো সে, হন হন করে বেরিয়ে গেল ব্রিজ থেকে।

'নিককে আপনার বোধহয় খানিকটা অদ্ভুত লাগছে, ক্যাপটেন ?' এরিকার হাসিটা অবাস্তব লাগলো রানার কানে। 'বেচারা—ওর জীবনটা মোটেও সহজ-সরল নয়। বোনার পাইটন ছিলেন ওর আদর্শপুরুষ।'

'আর তুমি, এরিকা ? বোনার পাইটন সম্পর্কে তুমি কি মনে করো ?'

'তাঁকে হারিয়ে কোম্পানীর বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে, যে ক্ষতি কোনোদিন পূরণ হবার নয়। তাঁর মতো মানুষ হয় না, স্যার।'

ব্রিজে এসে ওয়েজনার জানালো, একটা উইঞ্চ মেশিন ঠিকমতো কাজ করছে না, ফলে নিক শেডিকে নিয়ে আলাপটা থেমে গেল।

মাঝরাতের দিকে, সূর্য তখন দক্ষিণ দিগন্তরেখা থেকে অনেক ওপরে

উঠে এসেছে, প্যাক আইসে প্রবেশ করলো ওরা। প্রায় এক মা- চওড়া একটা পানিপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকলো লিবার্টি-ফোর, গতি- নট। দু'পাশে চকচকে বরফ, মাঝখানের পানি প্রায় কালোই বলা চ- ওদের পোর্ট কোয়ার্টার-এর দিকে বড় একটা আইসবার্গ রয়েছে, ম- দিকটা সমতল। ওটা বাদে চারদিক থেকে প্যাক আইস ঘিরে রে- ওদেরকে। সূর্য আরো ওপরে ওঠার পর বরফের রাজ্য থেকে উ- হলো সমস্ত রঙ, চোখ-ধাঁধানো সাদা উজ্জ্বলতা পীড়াদায়ক হ- উঠলো। গাঢ় রঙের চশমা পরেও স্বস্তিবোধ করলো না রানা।

বরফের ব্যাপারটা ভীতিকর কিছু নয়। জাহাজের সমস্ত রুটিন ক- কর্ম ঠিকমতোই সারা গেল। পানিপথটা মাঝে মধ্যে এতো চও- হলো যেন খোলা সাগরে রয়েছে ওরা। আবার কখনো বা সরু হ- হতে দীর্ঘ হাইওয়ের আকৃতি পেলো, আইসবার্গগুলোর ভেতর দি- এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। তারপর হঠাৎ সেটা, কানা গলির মতো প্যাক আইসের কিনারায় নিশ্চিহ্ন হলো, সামনে আর যাবার প- নেই। শুরু হলো ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের ভোজবাজি দেখানোর পালা। প্যাক আইস ভেঙে পথ তৈরি করলো ওটা, দু'দিকে শত সহস্র কণা- মতো বিস্ফোরিত হলো বরফের টুকরো আর কণা। অবশেষে নতুন একটা পানিপথে ঢুকলো ওরা।

মাঝে মধ্যে দু'একটা তিমির দেখা পাওয়া গেল। ওগুলোও দক্ষিণ দিকে চলেছে। এক ঝাঁক কিলার হোয়েল যাবার পথে থেমে ভাসমান বরফে আশ্রয় নেয়া সীল মাছের বংশ ধ্বংস করছে।

চারদিনের দিন সকালে বরফে প্রতিফলিত দক্ষিণের আকাশ অত্যন্ত কালো আর ভীতিকর দেখালো। নিচের দিকেও প্রচুর মেঘ দেখে রানার ধারণা হলো, ঝড় উঠবে। লিবার্টি-ফোর-এর তথ্যভাণ্ডার

এরিকা মাথা নেড়ে বললো, 'আরে না, মেঘ দেখলেন কোথায় আপনি। ওটা তো খোলা সাগর। বরফের সাদা চোখে লাগলে ওটাকে সব সময় কালোই দেখায়।' কথাটা যে সত্যি একটু পরই তা প্রমাণ হলো। পানিপথটা ধীরে ধীরে চওড়া হতে শুরু করলো। ভাসমান বরফের স্তরগুলোর সংখ্যা কমে এলো, ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। আজ জানুয়ারীর তেইশ তারিখ সকালে ৬৬.০১ দক্ষিণ, ৩৫.৬২ পশ্চিমে রয়েছে ওরা, খোলা সাগরে, পিছনে ফেলে এসেছে সাদা বরফের চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বলতা।

প্রায় সাথে সাথেই লিবার্টি-ওয়ান আর লিবার্টি-থ্রি বহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধূমকেতুর মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। মাস্তুলের মাথার কাছাকাছি উঠতে বলা হলো লিবার্টি-ফোর-এর লুকআউটকে, তার ওই আস্তানার নাম দেয়া হয়েছে কাকের বাসা। মাত্র কয়েক মিনিট পরই তার চিৎকার ভেসে এলো, 'তিমি! তিমি!'

'কোন্‌দিকে?' বিস্ফোরিত হলো এরিকার কণ্ঠ।

'স্টারবোর্ড সাইডে!'

প্রায় তখুনি সেটাকে দেখতে পেলো ওরা। জাহাজ স্টারবোর্ডের দিকে ঘোরাতে বলে, 'ইমার্জেন্সি ফুল অ্যাহেড,' অর্ডার দিলো রানা। শুরু হলো ওদের প্রথম ধাওয়া।

পানির তলায় ডুব দিয়েছে তিমি। সবার চোখ সামনে, সাগরের পিঠ তন্নতন্ন করে খুঁজছে, অপেক্ষা করছে নাক দিয়ে পানি ছাড়ার জন্যে আবার কখন মাথাচাড়া দেবে সেটা। 'শিকার করার আগে ক্লান্ত করতে হবে তিমিকে,' বললো এরিকা। 'ওটার ওপর বারবার চড়াও হবো আমরা!' উত্তেজনায় চর্বি-থলথলে প্রকাণ্ড মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে তার।

হুইলের দায়িত্ব নিলো রানা, গানারের ভূমিকায় এরিকা। একা এই প্রথম একটা তিমি মারতে যাচ্ছে মেয়েটা, প্রথমবার সফল হতে পারাটা তার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আবার চিৎকার শোনা গেল লুকআউটের, আবার ফুল স্পীড তুললো রানা। দুই কেব্‌ল্‌ দূরে পানির ওপর মাথা তুলেছে তিমি। চোখের পলকে তার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো জাহাজ, ওটার পিচ্ছিল কালো পিঠ বাঁকা হয়ে গেল পানি ছাড়ার সময়।

চিৎকার করলো এরিকা, 'স্টপ!' এঞ্জিনের শব্দ থামলো, মন্থরবেগে ভেসে চললো জাহাজ। পরের বার পোর্ট বীম-এর দিকে মাথা তুললো তিমি, অনেকটা দূরে। জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার পিছু নিলো ওরা।

এক এক করে পাঁচবার তিমিটার ওপর দিয়ে জাহাজ চালালো রানা। প্রতিবার আগেরবারের চেয়ে কাছাকাছি পানিতে মাথাচাড়া দিলো তিমি। মাথা তোলার সাথে সাথে জাহাজটাকে একেবারে কাছে দেখতে পাচ্ছে ওটা। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে মাথা তুলতে পারলেও, পানি ছাড়ার সময় পাচ্ছে না; আবার ডুব দিয়ে সরে যেতে হচ্ছে জাহাজের পথ থেকে। 'যথেষ্ট হয়েছে,' চিৎকার করলো এরিকা। 'এবার ওটাকে আমরা ঘায়েল করতে পারি!' ব্রিজের দরজা হ্যাঁচকা টানে খুলে ক্যাটওয়াক ধরে ছুটলো গান প্ল্যাটফর্মের দিকে। ওখান থেকে রানাকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিলো সংকেতের সাহায্যে, মহড়া দিয়ে নিয়েছে আগেই।

ধীরগতিতে এগোচ্ছে লিবার্টি-ফোর, পোর্ট-এর দিকে ঘুরছে। গান-এর সরু বাট শক্ত করে ধরে অপেক্ষায় আছে এরিকা। হাফ স্পীড, সংকেত দিলো সে। রানা দেখলো, সরাসরি ওদের সামনে পানির

খলয় মাথা তুললো তিমি, পঞ্চাশ ফুট দূরেও নয়। এঞ্জিনরুম টেলিগ্রাফে একটা ঝাঁকি দিলো ও। লাফ দিলো ক্যাচার, ছুটলো। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ালো এরিকা, হারপুন গান ঘোরালো। তিমির গায়ে চড়াও হতে যাচ্ছে জাহাজ। উঁচু বো-র আড়ালে অদৃশ্য হলো সেটা, তিমি আর জাহাজের সাথে ধাক্কা লাগবে বুঝতে পেরে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো রানার শরীর। হঠাৎ ঝলসে উঠলো আগুনের শিখা, সেই সাথে বিস্ফোরণের শব্দ। রানা দেখলো নিচের দিকে পানিতে উড়ে গেল হারপুনটা, পিছু পিছু এঁকেবেঁকে ছুটলো ফোররানার। আরেকটা বিস্ফোরণ হলো, আগেরটার চেয়ে ভোঁতা, সেই সাথে লাফ দিলো একটা ঝর্ণা, আর তারপরই উইঞ্চ ড্রামগুলো তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো, বো-র ফেয়ারলিড হয়ে সগর্জনে বেরিয়ে যাচ্ছে দু'ইঞ্চি হোয়েল লাইন।

হাঁপাতে হাঁপাতে ব্রিজে ফিরে এলো এরিকা। 'ভালোভাবে ছুঁড়তে পারিনি, বাইরের দিকে বিস্ফোরিত হয়েছে হারপুনটা। লাগানো উচিত ছিলো শিরদাঁড়ায়। গতি কমান, প্লিজ।'

'ওই দেখা যায়!' লুকআউট চিৎকার করলো কাকের বাসা থেকে। লাইন এখনো সগর্জনে ছুটে চলেছে। এরইমধ্যে ডেঞ্জার মার্ক-এ নেমে এসেছে রক। লাইনের দ্বিতীয় গিঁটটাকে বেরিয়ে যেতে দেখলো রানা। একটা গিঁট মানে একশো বিশ ফ্যাদম। সব মিলিয়ে মোট চারটে লেন্থ, তিনটে গিঁট। রক-এর ভেতর দিয়ে তিন নম্বর গিঁট বেরিয়ে যাচ্ছে, এই সময় আধ মাইল সামনে পানির ওপর তিমিটাকে মাথা তুলতে দেখলো ওরা।

দু'হাতে উইণ্ডব্রেকার আঁকড়ে ধরেছে এরিকা। ফেয়ারলিড-এর ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেল শেষ গিঁটটা। ফুল স্পীড চাইলো রানা,

পরমুহূর্তে দেখতে পেলো ব্রক-টা মাস্ট বেয়ে উঠতে শুরু করেছে।

'জিতেছি।' রানার কানে বোমা ফাটালো এরিকা। 'আমরা জিতেছি!' উইঞ্চের দায়িত্বে রয়েছে ওয়েজনার, ব্রেক কষছে সে; এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠলো ব্রেক ড্রামের তীক্ষ্ণ আওয়াজ। তার-পর হঠাৎ ঢিল পড়লো লাইনে। জাহাজ থামাবার নির্দেশ দিলো রানা। লাইন ধরে টানতে শুরু করলো ওয়েজনার। শ্লথগতিতে ভেসে চলেছে ক্যাচার, লাইন আগের মতোই শিথিল।

তারপর হঠাৎ আবার টান পড়লো। এবারের টানটা এতো জোরালো যে ছ'ইঞ্চি লাইন সরু হতে হতে আধ ইঞ্চিতে দাঁড়ালো। লাইনটা যেন বেহালার তার। রানার মনে হলো, ছিঁড়ে যাবে। ব্রক ইতিমধ্যে নেমে এসেছে, গোটা জাহাজকে টেনে নিয়ে চলেছে তিমিটা ঘণ্টায় ছ'নট গতিতে। ধীরে ধীরে উইঞ্চ ঘুরিয়ে লাইন ছাড়ছে ওয়েজ-নার। এই অবস্থা সম্ভবত এক মিনিট ধরে চললো, কিংবা হয়তো ত্রিশ সেকেণ্ড। মনে হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে। মুক্তি পাবার সর্বশেষ প্রচেষ্টা তিমির। আবার ঢিল পড়তেই উইঞ্চ ঘুরিয়ে লাইন টেনে নিলো ওয়েজনার। তিমিটা এখনো তার বিশাল লেজ দিয়ে পানিতে ঝাপটা মারছে। ধীরে ধীরে সেটার কাছে চলে এলো জাহাজ। এক ছুটে আবার গান প্ল্যাটফর্মে চলে গেল এরিকা, আরেকটা হারপুন গাঁথলো তিমির গায়ে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্তের মোটা একটা ধারা, তারপর প্রকাণ্ড দানবটা নিশ্চল হয়ে গেল, জাহাজের পাশে স্থির হয়ে আছে যেন একটা আধ-ডোবা সাবমেরিন।

দম ফেলারও ফুরসত পাওয়া গেল না, আবার কাকের বাসা থেকে চিৎকার করলো লুকআউট, 'তিমি! তিমি!' সূর্য ডোবে না, তিমি-রও কোনো শেষ নেই, কাজেই বিশ্রাম বা ঘুম হারাম হয়ে গেল

খবার। বোনার পাইটনের মৃত্যুরহস্য, মারিকার বিষাদ ভরা দৃষ্টি, মার্ক রোসেটের অপরাধ, এ-সব বহুদূর অতীতের কথা বলে মনে হলো রানার, কোনোটা নিয়েই চিন্তাভাবনা করবার অবকাশ নেই। কাকের বাসা থেকে অনবরত আওয়াজ আসছে, 'তিমি! তিমি!' হারপুন গানের ঘন ঘন বিস্ফোরণে কানে তালা লেগে গেল। তিন কি চারটে তিমি মারার পর আর/টি-র সাহায্যে টোইং ভেসেল বা বয়া বোটকে ডাকা হলো, তারা তিমিগুলোকে টেনে নিয়ে গেল ফ্যাক্টরি শিপের দিকে, ইতোমধ্যে আবার ওরা নতুন শিকার দেখতে পেয়ে সেটাকে ধাওয়া শুরু করেছে। এইভাবে চললো দিনের পর দিন। ওদের চারপাশে, আবহাওয়া খারাপ থাক বা ভালো, অন্যান্য ক্যাচারগুলোও উন্মত্ত ব্যস্ততার সাথে ঠিক তাই করে যাচ্ছে। ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনে ওরা ফিরলো শুধু যখন ফুয়েল, সাপ্লাই আর নতুন হারপুন দরকার হলো। মাঝে মধ্যে রানা ভাবলো বটে সাভিকের ক্যাচারে কেমন আছে মারিকা, তবে কোনোবারই ভাবনাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। ক্লান্তি, ব্যস্ততা, অনিদ্রা এবং উত্তেজনায় মারিকার চেহারা পর্যন্ত ওর মনের পর্দায় ঝাপসা হয়ে গেছে, যেন বহু বছর আগে একবার মেয়েটার সাথে দেখা হয়েছিল ওর।

তারপর আর/টি থেকে ভেসে আসা ঘোষণাটা শুনলো রানা। কর্নেল ওয়াকার রোসেট তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। আর্থিক সংকটে পড়ে বোনার পাইটন আত্মহত্যা করেছেন।

হঠাৎ যেন ঝপ্ করে মাটিতে পা পড়লো রানার। হত্যাকাণ্ডের মতো গুরুতর একটা অপরাধকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে! কিন্তু কর্নেল ওয়াকারের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে ওকে বাধা দিলো নিক শেডি। সে বললো, 'তর্কটা ক্যাপটেনরা সবাই শুনতে

পাবে। কাজ ফেলে ফ্যাক্টরি শিপকে ঘিরে ধরবে ওরা। তাতে ক্ষতি হবে মারিকার, কারণ পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর বেশিরভাগ শেয়ারের সে-ই এখন মালিক। ওয়াকোর ব্যাটা যা করছে করুক, সময় মতো আমাদের দায়িত্ব আমরা পালন করবো।'

রানা নিজেও আরেকটা কথা ভাবলো। কর্নেল ওকে কথা দিয়েছেন, বন্দরে পৌঁছে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পুলিশের হাতে তুলে দেবেন তিনি। ক্যাচারগুলোর ক্যাপটেনদের তিনি জানিয়েছেন বটে যে বোনার পাইটন আত্মহত্যা করেছেন, তারমানে এই নয় যে রানাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করবেন না। চারপাশে প্রচুর তিমি, এই মুহূর্তে তিনি টনসবার্গের লোকদের উত্তেজিত করতে চাইবেন না, এটাই স্বাভাবিক। তদন্ত কমিটির নামে মিথ্যে রিপোর্ট প্রকাশ করে তিনি শুধু হয়তো মৌসুমটাকে সফল করতে চাইছেন।

দু'হপ্তায় পঞ্চাশটা তিমি মারলো ওরা। অনেকদিন অভ্যেস নেই, তাই এটা-সেটা এরিকার কাছে শিখতে হলো রানাকে, তারপর সে-ও নিপুণ গানার হয়ে উঠলো, এগারোটা তিমি মারা পড়লো ওর হাতে। এই পক্ষকালের শেষ দিকে একটা ঘটনা ঘটলো, ফলে রানার মনে আবার সমস্ত গুরুত্ব নিয়ে ফিরে এলো বোনার পাইটন মৃত্যুরহস্য। সেদিনটা খুব ভালো গেছে ওদের, চারটে তিমি মারার পর রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছে, যেন একটা টোইং ভেসেল পাঠিয়ে শিকারগুলো নিয়ে যাওয়া হয়। ওদের ডাকে সাড়া দিলো লিবার্টি-থ্রি।

সাগরের যে অংশে তিমি খুঁজছিল ওরা, লিবার্টি-থ্রির পথ থেকে একেবারে কাছে। কোর্স বদলে সরাসরি ওদের দিকে ছুটে এলো লিবার্টি-থ্রি, চোদ্দ নট গতিতে। বড় একটা বৃত্ত রচনা করে লিবার্টি-ফোর-এর প্রায় পাশে এসে থামলো সেটা। ব্রিজে মার্ক রোসেটকে

দেখা গেল, মুখে লাউড-হেইলার তুলে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সে, ওদের জাহাজে আসার জন্যে অনুমতি চায়।

রানা কিছু বলার আগেই হন্তদন্ত হয়ে ব্রিজে উঠলো নিক শেডি। তার গোটা মুখ অসংখ্য কেঁচোর মতো মোচড় খাচ্ছে, হাঁপাচ্ছে যেন একজন ম্যারাথন দৌড়বিদ। 'খবরদার, ও যেন আমাদের জাহাজে পা ফেলতে না পারে!' চোখ পাকিয়ে গর্জে উঠলো সে।

'কেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'কেন?' রানার বাহু ধরে ঝাঁকি দিলো নিক শেডি। 'জিজ্ঞেস করছেন কেন?' তার গলা রাগে কাঁপছে। 'ওকে আমি খুন করবো, তাই। বিশ্বাস করুন, ওকে সামনে পেলে নিজেকে আমি সামলে রাখতে পারবো না। কুত্তাটা স্রেফ খুন হয়ে যাবে আমার হাতে।'

লোকটার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো রানা। তার হিংস্র ভাবটুকু এতোই নগ্ন যে সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করলো ও। নিক শেডি যে বাড়িয়ে বলছে না, এটুকুও পরিষ্কার বুঝতে পারলো। 'ঠিক আছে,' নরম সুরে বললো রানা, মেগাফোনটা মুখের সামনে তুললো। 'শোনো, মার্ক। তোমার আসার দরকার নেই। আমি আসছি তোমার জাহাজে।'

নয়

দুটো জাহাজের মাঝখানে ব্যবধান বিশ ফুটের মতো। হাত নেড়ে মার্ক জানালো, রানার কথা শুনতে পেয়েছে সে। এঞ্জিন বন্ধ করে পানিতে একটা বোট নামানোর নির্দেশ দিলো রানা।

রানার জন্যে একটা মই নামিয়ে দিলো ওরা, সেটা বেয়ে লিবার্টি-থ্রিতে উঠলো ও। মইয়ের মাথায় ওকে অভ্যর্থনা জানালো মার্ক। নিজেই প্রথমে হাত বাড়িয়ে দিলো, ভদ্র হাসির সাথে হ্যাণ্ডশেক করার পর ওর পিঠে একটা হাত রেখে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো সরাসরি তার কেবিনে। ওর ব্যক্তিগত কুশলাদি জানতে চাইলো সে, জিজ্ঞেস করলো শিকার কেমন চলছে। এতো বিনয় এবং খাতির কেন? মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠলো রানা।

কেবিনে ঢোকার পর রানাকে দামী হুইস্কি অফার করলো মার্ক। মৃদু হেসে মাথা নাড়লো রানা। 'আমি আমি গানার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।'

'ও, আচ্ছা,' বলে ঢক ঢক করে নিজের গ্লাসটা খালি করলো মার্ক। সেটা আবার ভরার সময় চোখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলো, 'জানতে

জানো না, কেন তোমার সাথে দেখা করতে চেয়েছি আমি ?'

'তোমার জন্যে জরুরী কোনো ব্যাপার, সন্দেহ করছি,' বললো রানা। লক্ষ্য করলো বোতল ধরা হাতটা একটু কাঁপছে। 'আমাদের জিনিসগুলো নিয়ে চলে যাওয়ার কথা তোমার।'

এবার ধীরে ধীরে গ্লাসে চুমুক দিলো মার্ক, লালচে তরল হুইস্কির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে যেন ভূত-ভবিষ্যৎ দেখতে চাইছে। হঠাৎ চোখ তুলে সামনের দিকে ঝুঁকলো সে, বললো, 'তোমার ধারণা, পাইটনকে আমি খুন করেছি, তাই না ?' রানা কিছু বলছে না দেখে আবার জিজ্ঞেস করলো সে 'কি, সত্যি না ?' প্রচণ্ড রাগের সাথে।

এ-প্রসঙ্গে আমার কোনো বক্তব্য নেই,' বললো রানা। 'অন্তত তোমাকে বলার মতো কোনো বক্তব্য নেই। আমি একটা তদন্ত কমিটির তরফ থেকে এভিডেন্স রেকর্ড করেছি মাত্র। এরপর কি করা হবে না হবে সেটা পুলিশের ব্যাপার।'

'ঝগড়া যদি একটা হয়েই থাকে, তো কি হলো ?' গলা চড়ালো মার্ক। 'হাতাহাতি, মারামারি হয় না ? ঘুসি খেয়ে এর আগে কখনো কেউ জাহাজ থেকে পড়ে যায়নি ? এতে কি প্রমাণ হয়, আমি খুনী ?'

কি বলবে ভেবে পেলো না রানা। এক অর্থে নিজের অপরাধ স্বীকার করছে মার্ক ব্লোসেট। রানা অনুভব করলো, লিবার্টি-থ্রিতে আসা উচিত হয়নি ওর। 'সেটা বিবেচনা করবে কোর্ট।'

বাক্সের ওপর হঠাৎ সিধে হয়ে বসলো মার্ক, মাথাটা একদিকে কাত করে তীর্যকদৃষ্টিতে তাকালো রানার দিকে। হাত দুটো ঘন ঘন মুঠো পাকাচ্ছে। 'মারিকার কথা ভুলে যেয়ো না, রানা।'

'এর সাথে মারিকার কি সম্পর্ক ?'

'সে বোনার পাইটনের মেয়ে এবং আমার স্ত্রী হতে যাচ্ছে,' আড়ষ্ট

হাসি দেখা গেল মার্কের ঠোঁটে, তারপর অকস্মাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'ওকে তুমি ভালোবাসো, তাই না ?'

বিস্ময়ের একটা ধাক্কা অনুভব করলো রানা। অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটা অন্যান্য সমস্ত বিষয়কে দূরে ঠেলে দিলো। উচ্চারিত হবার সাথে সাথে প্রচণ্ড ঝাঁকির সাথে উপলব্ধি করলো রানা, প্রশ্নটা ওর মনেও লুকিয়ে ছিলো। মারিকা পাইটনকে ভালোবাসে সে ? সে কি মেয়েটার প্রেমে পড়েছে ?

পিছনের দেয়ালে হেলান দিলো মার্ক, ঢিল পড়লো পেশীতে। তার চেহারায় বিজয়ীর একটা ভাব ফুটে উঠলো। 'তুমি নিশ্চয়ই চাইবে না, ব্রিটিশ কাগজগুলোয় মারিকার কেলেংকারী নিয়ে লেখালেখি হোক ? তুমি জানো, ইংরেজ পাঠকরা দুশ্চরিত্রা নারীর অশ্লীল কাহিনী শুনতে ভারি পছন্দ করে ? আমাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলে কোর্টে মারিকার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকবো আমি। আর্জিতে বলবো, আমাকে বিয়ে করতে চাইছে না বলে আমার বিরুদ্ধে খুনের মিথ্যে অভিযোগ করেছে সে। আরো বলবো, বিয়ের এনগেজমেন্ট হবার পর বিয়ে করতে না চাওয়ার মূল কারণ মাসুদ রানা নামে এক এশিয়ান কালো আদমী। বলবো, মারিকার বক্তব্য অনুসারে এই কালা আদমী নাকি বিছানায় একটা অসুর বিশেষ। বলবো, মারিকা আমাকে বলেছে, তার বিকৃত যৌন রুচি চরিতার্থ করার জন্যে দুনিয়াতে মাত্র একজনই জন্মেছে তার নাম মাসুদ...।'

নিজেও জানে না রানা, কখন মেরে বসেছে ঘুসিটা। ইস্পাতের দেয়ালে বাড়ি খেলো মার্ক, ছিটকে বাঙ্ক থেকে পড়ে গেল কেবিনের মেঝেতে। ক্যাত্ করে তার পাঁজরে লাথি মারলো একটা। ব্যথায় নীল হয়ে গেল মার্কের চেহারা। আরো প্রলাপ বকে কিনা দেখার

জন্যে এক পা পিছিয়ে তাকে উঠে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিলো রানা। 'শখ মিটেছে?' শান্ত গলায় জানতে চাইলো ও। 'ফের যদি আমার সাথে মারিকাকে জড়িয়ে নোংরা কিছু বলো, তোমার হাত-পা গুঁড়িয়ে দেবো।'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত মুছলো মার্ক, হাতটা চোখের সামনে এনে রক্তটুকু দেখলো। ধীরে ধীরে দাঁড়ালো সে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'তুমি মারিকার প্রতি দুর্বল, ভেবেছো এটা আমি কাজে লাগাবো না?' হিসহিস করে উঠলো তার গলা, হিংস্র নেকড়ের মতো হলো চেহারাটা। 'আমার লোকজন আছে, তারা সাক্ষী দেবে—তুমি মারিকাকে লিবার্টি-থি তে রক্ষিতা হিসাবে ব্যবহার করেছো। মজার কথা কি জানো, এনগেজ-মেণ্ট হয়ে যাবার পর কোনো মেয়ে যদি বিয়ে করতে অস্বীকার করে, আমাদের দেশে তাকে খুব খারাপ চোখে দেখা হয়। আমি আইনের আশ্রয় নেবো। মারিকার সামাজিক মর্যাদা ধুলোয় লুটাবে। তবে,' ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো কিছুক্ষণ, 'তবে, এই বিপদ থেকে একমাত্র তুমিই তাকে রক্ষা করতে পারো।'

কি বলতে চায় মার্ক বুঝলো না রানা। তবে কোনো প্রশ্নও করলো না।

মার্ক নিজেই ব্যাখ্যা করলো, 'ভেবে দেখো, রানা। মারপিট করে এটার সমাধান হবে না। মন দিয়ে শোনো কথাগুলো। তদন্ত কমি-টির রিপোর্ট সম্পর্কে। মাত্র চারজন লোক জানে রিপোর্টটা রয়েছে আমার বাবার হাতে। সে খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবে, জানোই তো। যতোদিন মারা না যায়, তাকে আর ভেনসমকে আমি সামলাতে পারবো। মারিকার সাক্ষ্য আমার তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারবে

না, কারণ আমিই তার বিরুদ্ধে মামলা করবো। বাকি থাকলো এক জন—তুমি!'

'নিক শেডির কথা ভুলে যেয়ো না,' বললো রানা। সেই টেলিগ্রাম দেখার পর মার্ক নিশ্চয়ই বুঝেছে যে ব্যাপারটার সাথে নিক শেডি জড়িত।

'ও, হ্যাঁ, জারজ লোকটা,' মার্কের বলার ভঙ্গিতেই বোঝা গেল নিক শেডিকে তেমন গ্রাহ্য করে না সে। 'তাকে সামলানো আমার জন্যে কোনো সমস্যা নয়। শুধু তুমি যদি মুখ বন্ধ রাখো, গোটা ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাবে। ভেবে দেখো, রানা। বিনিময়ে কি পেতে পারো হিসেব করো।'

'উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না।'

'ঠিক আছে,' যেন রানার দেয়া শর্ত মেনে নিচ্ছে মার্ক, 'মারিকাকে তোমার হাতে তুলে দেবো আমি। ওর ওপর আমার যে দাবি আছে সেটা ফিরিয়ে নেবো।'

'তুমি অত্যন্ত নীচ, তোমার সাথে কথা বলতে রুচিতে বাধছে আমার,' বললো রানা, দরজার দিকে ঘুরলো।

লাফ দিয়ে রানার সামনে এসে পথরোধ করলো মার্ক। 'ভেবে দেখো। ওকে তুমি ভালোবাসো না? আমার প্রস্তাবটা বুঝতে পারছো কি? চিরকালের জন্যে পেতে পারো মারিকাকে। নাকি··· ঠিক আছে, ক্যাশ টাকারও ব্যবস্থা করবো। কতো চাও তুমি, কতো পেলে খুশি হও? আমার নিজের সমস্ত টাকা তোমাকে দিতে পারি··· বিশ লাখ ডলার···।'

'পথ ছাড়ো, মার্ক,' কঠিন সুরে বললো রানা। 'তোমার ভাগ্য ভালো যে আমার হাতে আজ তুমি খুন হলে না। তবে সাবধানে

থেকো, আমাকে বাদেও দু'একজন শত্রু আরো তৈরি করেছো তুমি। কেপটাউনে ফেরার আগে তারাই না তোমাকে খুন করে ফেলে।' দরজার দিকে দৃঢ় পায়ে এগোলো রানা, মার্ক বাধা দিতে যাচ্ছে দে দড়াম করে ঘুসি মারলো তার নাকের ওপর, দোরগোড়ায় ধরাশায়ী শরীরটাকে টপকে বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে।

লিবার্টি-ফোর-এ ফিরে আসতেই পিছনে লাগলো নিক শেডি। 'কেন ডেকেছিল আপনাকে? কি বললো নেড়ি কুত্তাটা?'

তাকে একরকম ধাক্কা দিয়েই নিজের কেবিনে চলে এলো রানা। অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলো। মার্ক রোসেটের সন্দেহটা কি একেবারেই ভিত্তিহীন? সে কি মারিকা পাইটনের প্রেমে পড়েনি?

অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল, কারণ ব্যাপারটা নিজের কাছে পরিষ্কার নয়। মারিকা প্রচলিত অর্থে সুন্দরী নয়, তবে তার সরল মন নাড়া দিয়েছে রানাকে। কমনীয় চেহারার নিরীহ মেয়েটা গ্রীক দেবীদের মতো যৌবন পেয়েছে শরীরে, একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। প্রচুর বিত্তের অধিকারিণী সে, রানাকে হয়তো ভালোও বাসে। কিন্তু রানা কি তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছে কখনো? বিয়ে করে সুখী হতে চাইলে মারিকা আদর্শ মেয়ে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ভালোবাসা আর বিয়ে, দুটোকে এক করে দেখার মানসিকতা কি কখনো হয়েছে ওর?

চিন্তায় বাধা পড়লো। নক হলো দরজায়। বাইরে থেকে এরিকার গলা পেলো রানা। 'স্যার, ভেতরে আসতে পারি?'

'এসো।'

ভেতরে ঢুকে কোনো প্রশ্ন না, এরিকা শুধু জানালো, 'আমরা আরো একটা তিমি দেখতে পেয়েছি। আমার ধারণা, আপনার ব্রিজে

থাকা উচিত।'

ব্যক্তিগত কোনো প্রশ্ন না করায় এরিকার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলো রানা। তার সাথে ব্রিজে চলে এলো ও। কিন্তু নিক শেডি নাছোড়বান্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। রাতে নিজের কেবিনে ফিরেছে রানা শোবে বলে, দেখলো ওর ডেস্কে বসে আছে সে। থমথম করছে চেহারা। 'মিঃ রানা,' গম্ভীর গলায় বললো সে, 'লেডি কুত্তাটা কি বলেছে আমাকে জানতে হবে।'

'বিরক্ত করো না তো। তোমার মাথাব্যথার কোনো কারণ ঘটেনি।'

'বোনার পাইটনের বিষয় মানেই আমার মাথাব্যথা,' জেদের সুরে বললো নিক শেডি। 'পাইটনের অদৃশ্য হওয়া সম্পর্কে কি বললো লেডি কুত্তা? আমি জানি, এ-প্রসঙ্গেই আপনার সাথে কথা হয়েছে তার।'

'আমি ক্লান্ত, শেডি।'

'ঠিক আছে, আপনাকে বেশিক্ষণ কষ্ট দেবো না। আপনি শুধু বলুন কি বললো সে। বোনার পাইটনের মৃত্যু সম্পর্কে কে কি ভাবছে আমার জানা দরকার। জানার অধিকারও আমার আছে। আপনি জানেন, তার সাথে আমার সম্পর্ক··· ?'

'হ্যাঁ, জানি।'

'জানেন?' হঠাৎ রেগে উঠলো নিক শেডি। 'কে বললো?'

'কর্নেল ওয়াকার।'

'ওই শয়তানের ধাড়িটা কি এ-কথাও আপনাকে বলেছে যে আমার মাকে আমার বাপের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় সে?' উত্তেজনার সাথে পায়চারি শুরু করলো নিক শেডি। 'মা···তার সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। হাজার হোক জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সে যদি কোনো অন্যায় করে থাকে, অবশ্যই ভুগতে হবে তাকে। প্রকৃতির মার বলে

একটা কথা আছে না? জানেন, বহুবার মা'র সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছি আমি। শয়তানের ধাড়িটা, ওয়াকার, আমাকে দেখা করতে দেয়নি। দূর থেকে দেখেছি তাকে, তার সম্পর্কে শুনেছিও—এমন সব কথা, শুনতে ভালো লাগে না। সে যাক···।'

লোকটার জন্যে মায়া হলো রানার। 'নিক, তুমি···।'

'আপনি, মিঃ রানা, আমার একটা মাত্র প্রশ্নের উত্তর দিন। মার্ক আপনাকে কেন ডেকেছিল?'

'না···।'

'এবার ভেবে দেখুন, বলবেন কিনা,' নাটকীয় ভঙ্গিতে পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে রানার দিকে তাক করলো নিক শেডি। 'বুঝ-তেই পারছেন, জীবনের ওপর খুব একটা দরদ নেই আমার। এটা থাকলো কি না থাকলো তাতে তেমন কিছু এসে যায় না। মার্ক আপ-নাকে ডেকেছিল, ব্যাপারটা কিভাবে ধামাচাপা দেয়া যায় তা নিয়ে আলাপ করার জন্যে, তাই না? সে আপনাকে ভয় দেখিয়েছে, লোভ দেখিয়েছে, ঠিক কিনা?'

'কি করে বুঝলে?'

'শয়তানের ধাড়ি আর তার ছেলেটাকে আমি চিনি, মিঃ রানা।' হাঁপাচ্ছে নিক শেডি। 'ওরা বিপদে পড়লে কিভাবে উদ্ধার পেতে চায় আমার জানা আছে। আমার ধারণা, মার্ক আপনাকে প্রস্তাব দিয়েছে, মারিকার ওপর থেকে নিজের দাবি তুলে নেবে সে, আপনি যাতে বিয়ে করতে পারেন ওকে, ঠিক কিনা? এখন প্রশ্ন হলো, মিঃ রানা, আপনি কি সত্যি মারিকাকে ভালোবাসেন?'

'অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো হয়ে যাচ্ছে,' সাবধান করার সুরে বললো রানা।

'দুঃখিত। ঠিক আছে, মারিকার ভাগ্য মারিকা নিজে ঠিক করবে। আমি শুধু মার্কের বোকামির কথা ভাবছি। সব কথা জানা নেই তার, জানা থাকলে মারিকাকে বিয়ে করার জন্যে জেদ ধরতো সে।'

'ঠিক কি বলতে চাও?'

'কেপটাউনে আমার দায়িত্ব ছিলো নির্দিষ্ট দিনে র‍্যাণ্ড কোম্পানীর সমস্ত শেয়ার বিক্রি করা। শুধু তাই নয়, আরো একটা দায়িত্ব ছিলো আমার ওপর। সেটা হলো, পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর যত বেশি সম্ভব শেয়ার বাজার থেকে কিনে নেয়া। লাভের টাকা দিয়ে তাই কিনেছি আমি। ফলে কোম্পানীতে এখন মারিকার শেয়ার হলো শতকরা সাতান্ন ভাগ। কথাটা এখনো ওরা জানে না। জানলে আপনার হাতে মারিকাকে ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবতো না মার্ক।' পিস্তলটা পকেটে ভরে রাখলো সে। 'ঠিক আছে। আমি শুধু পরিস্থিতিটা আঁচ করতে চেয়েছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ মারিকাকে আমি লিবার্টি- ফাইভে তুলে দিতে পেরেছি। আপনাকে বিরক্ত করলাম, সেজন্যে দুঃখিত, ক্যাপ-টেন,' বলে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বাঙ্কে বসলো রানা। নিক শেডি পাগল নয়। তবু, লোকটাকে পুরোপুরি সুস্থ বলেও মনে হয় না। বোধবুদ্ধি প্রখর, না বলতেই অনেক কথা ধরে ফেলে। হিংস্র একটা ভাবও লুকিয়ে আছে ভেতরে, মাঝে মধ্যে সেটা নগ্ন চেহারা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। দুর্ভাগা একজন লোক।

পরবর্তী কয়েক দিন নিজের কেবিন ছেড়ে বড় একটা বেরুলো না নিক শেডি। তিমি সম্পর্কে মস্ত একটা বই লিখছে সে, প্রশ্নের উত্তরে রানাকে জানালো সে। তার আচরণে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে, মদও খুব কম খেলো। সবার সাথে কথা কম বললেও, এরিকাকে দেখলেই

বকবকানি শুরু হয় তার। নিক শেভির প্রতি এরিকার প্রতিক্রিয়াও অদ্ভুত। মেয়েটা যেন মায়ের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হবার মহড়া দিচ্ছে। নিক শেভির কেবিনে তাকে খাবারদাবার পৌঁছে দিতে দেখেছে রানা। পাগলাটে লোকটার কাপড়চোপড় নিজের হাতে ধুয়ে দেয় সে, হিটারে শুকায়, ইস্ত্রি করে। রানার চোখে একদিন ধরা পড়ে গেল, শেভির ছেঁড়া শার্টটা সেলাই করছে সে। 'অবসর সময়টা না ঘুমিয়ে কি করো তুমি?' কৌতুক করার জন্যে একদিন জিজ্ঞেস করলো রানা।

রীতিমতো রেগে উঠলো এরিকা। স্পষ্ট জানিয়ে দিলো, 'ক্যাপটেন, আপনি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রশ্ন না করলে খুশি হবো।'

চেহারায় কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে রানা বললো, 'ক্যাপটেন হিসেবে আমার দায়িত্ব, জাহাজে কোনো রকম অনাচার হচ্ছে কিনা দেখা। একজন পুরুষের কেবিনে যদি কোনো মেয়ে রাত কাটায়, ক্রুদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে।'

'ওরা সবাই টনসবার্গের লোক,' ঝাঝের সাথে বললো এরিকা, 'এরিকা কেমন মেয়ে জানে।'

'অস্বীকার করছো না যে? তারমানে সত্যি তুমি শেভির কেবিনে রাত কাটাও?'

'কাটাই, কারণ মাথায় হাত বুলিয়ে না দিলে ওর ঘুম আসে না। ওর লেখা কেমন হচ্ছে তা-ও আমাকে দেখতে হয়।'

হেসে ফেললো রানা। 'বাহ্, সাংঘাতিক জোরালো যুক্তি তো!'

জানুয়ারীর ছ'তারিখে ফুয়েল নিলো ওরা। হঠাৎ করে অভাব দেখা দিয়েছে তিমির। দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে ক্যাচারগুলো তিমির খোঁজে, কোনো কোনোটা ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের কাছ থেকে দুশো মাইল দূরে সরে গেছে। লিবার্টি-ফাইভ রিপোর্ট করলো, তারা একটা

পড দেখতে পেয়েছে, একশো পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পুবে।

ফ্যাক্টরি শিপ থেকে সেদিকে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো লিবার্টি-কোরকে। সাত তারিখ সকালের দিকে কোকুনের কাছ থেকে একশো মাইল দূরে সবে এলো ওরা, রেডিওতে প্রচার করলো, একটা টোইং শিপ দরকার। সাড়া দিলো লিবার্টি-থ্রি।

আকাশের অবস্থা সুবিধের মনে হলো না রানার। মেঘগুলো কালো, খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। বাতাসের সাথে তুষার কণা রয়েছে। দৃষ্টিসীমা কমতে শুরু করলো দ্রুত। এক মাইল দূরে কি আছে দেখার উপায় থাকলো না।

দিনের বাকি সময় ধীরগতিতে উত্তর-পুব দিকে এগোলো ওরা। খুঁজছে। তুষারপাত বন্ধ হলেও, শুরু হয়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ঢেউ-গুলোর মাথা থেকেও ঝর্ণার অবিরাম ধারা ঝরছে জাহাজের ওপর। আশপাশে তিমি যদি থাকেও, দেখতে পাবার উপায় নেই। কাকের বাসা থেকে খানিক পরপরই 'বরফ! বরফ!' চিৎকার ভেসে আসছে লুকআউটের। মাঝে মধ্যে আইসবার্গ বলেও চিৎকার করছে সে। এরিকার সাথে পরামর্শ করে বো-র কাছে একজন লোককে পাহারায় রাখলো রানা। বড় কোনো বরফের স্তর দেখতে পেলে সমাধান করবে সে।

এরপর অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেল বাতাস বইতে শুরু করায়। জাহাজ এতো বেশি দুলছে যে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়লো। এরিকা ভয় করলো, ক্যাটওয়াকটা না ভেঙে যায়।

কাকের বাসা থেকে ভয়ার্ত আর্তনাদ ভেসে এলো, 'আইসবার্গ!'

বৃষ্টির ভেতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো ওরা। অপেক্ষার মুহূর্ত-গুলো রুদ্ধশ্বাসে কেটে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ সামনে দেখা গেল

আকাশছোঁয়া বরফের পাঁচিল। রানার নির্দেশ শুনতে পাবার আগেই হুইল ঘোরাতে শুরু করেছে হেলমসম্যান। ঘুরে গেল ক্যাচার, বরফের পাঁচিলের সাথে একই সমান্তরাল রেখা ধরে এগোলো ওরা, পাঁচিলটা দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলো। 'এখানে আমাদের আশ্রয় পেতে হবে!' রানার কানে চিৎকার করলো এরিকা।

আইসবার্গটা বিরাট। ওটার পাশ দিয়ে প্রায় দু'মাইল এগোবার পর একদিকের প্রান্ত চোখে পড়লো। কয়েক মিনিট পর উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘুরে গেল ক্যাচারের বো, আগের চেয়ে শান্ত পানিতে চলে এলো। 'স্টপ!' নির্দেশ দিলো রানা। ঝড় আর সাগরের গর্জনে এঞ্জিনের আওয়াজ আগেও শোনা যাচ্ছিলো না, সেটা বন্ধ হবার পর জাহাজের কাঁপুনি খানিকটা কমলো শুধু। প্রায় নিঃশব্দে ভেসে চললো লিবার্টি-ফোর। পোর্ট সাইডে কোনোরকমে দেখা যায় আইসবার্গটা। প্রকাণ্ড ঢেউগুলো একের পর এক ছুটে এসে জাহাজটাকে অবলীলায় তুলে নিচ্ছে মাথার ওপর, পরমুহূর্তে ঢেউয়ের ঢাল্ গা বেয়ে তীরবেগে নামছে ওরা। আইসবার্গের পিছনে আশ্রয় পাওয়ার পর ঝড়-ভীতি দূর হয়েছে মন থেকে। তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে সবাই সচেতন। আইসবার্গের আরেক দিকে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে, পাহাড়ের মতো উঁচু ঢেউ একের পর এক আঘাত করছে বরফ পাঁচিলে, ভেঙে পড়ার মুহূর্তে বোমা ফাটার আওয়াজ করছে।

'বিপদের ভয় এখনো আছে,' রানাকে জানালো এরিকা। 'আইসবার্গের মাথার দিকটা যদি ভারি হয়, নিচে ঢেউয়ের ধাক্কায় ধসে পড়তে পারে...।' কথাটা শেষ করলো না সে।

আইসবার্গের মাথা যদি ধসে পড়ে, পানিতে একটা আলোড়ন উঠবে। লিবার্টি-ফোর তো দূরের কথা, আশপাশে যদি কোনো

এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের মতো প্রকাণ্ড জলযানও থাকে, এক নিমেষে ডুবে যাবে সেটা।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে, এক ঘণ্টা পর, এস. ও. এস.-টা রিসিভ করলো ওরা। মড়ার মতো নিজের বাঙ্কে পড়েছিল রানা, পিঠে দমাদম কিল মেরে ওকে জাগালো এরিকা। চোখ মেললো রানা, হঠাৎ বুঝতে পারলো না কোথায় রয়েছে। 'জলদি, স্যার! জলদি!' এরিকার চেহারা সাদা হয়ে গেছে। 'এস. ও. এস. পাঠিয়েছে ওরা!'

ঝট করে বাঙ্কে উঠে বসলো রানা। 'কে? কারা?'

'লিবার্টি-ফাইভ।'

'মাই গড!' পায়ে বুট গলাতে শুরু করলো রানা। 'পজিশন জানিয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমরাই সবচেয়ে কাছে...।'

'চার্ট! ওটা নিয়ে ওয়ায়েরলেস রুমে এসো, কুইক! আমি যাচ্ছি। কি হয়েছে লিবার্টি-ফাইভের?'

'রাডার নষ্ট হয়ে গেছে...সম্ভবত প্রপেলারও,' কেবিন থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল এরিকা।

গায়ে অয়েলস্কিন চড়িয়ে মই বেয়ে পিছলে নেমে এলো রানা আফটার ডেকে। মারিকার কথা ভাবছে ও। রাডার আর প্রপেলার নষ্ট হয়ে থাকলে লিবার্টি-ফাইভ ঝড়ের দয়ার ওপর টিকে আছে। সেকেণ্ড মেট হাভাল-এর কেবিনে ঢুকে রানা দেখলো, রেডিওর ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে সে। 'ফ্যাক্টরি শিপ থেকে বলা হয়েছে উত্তর আর পুবে যে-ক'টা জাহাজ আছে, সবগুলোকে যার যার রেডিওর সামনে স্ট্যাণ্ডবাই থাকতে হবে,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললো সে। 'এস. ও. এস. শুনেছে এরিকা, ডিউটিতে থাকার সময়।' তার বাঙ্কের ওপর

ঘড়িটার দিকে তাকালো রানা, একটা বেজে পাঁচ মিনিট।

বিস্ফোরিত হলো দরজা, ভেতরে ঢুকলো এরিকা, পিছনে নিক শেডি। 'ওদের পজিশন বের করেছি আমি,' হাভালের বাঙ্কের ওপর চার্টের ভাঁজ খুলে বললো এরিকা। '৬৬.২৫ দক্ষিণ, ৩৩.৪৮ পশ্চিম। আর, আমরা এখানে,' চার্টের গায়ে আঙুল রাখলো সে। 'চল্লিশ মাইলের মধ্যে।'

'কোকুনকে আমাদের পজিশন জানানো হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'জ্বী-হ্যাঁ। এদিকের সবগুলো জাহাজের পজিশন জানা আছে ফ্যাক্টরি শিপের।'

দরজার দিকে ঘুরলো রানা, জরুরী মুহূর্তে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে কখনোই বিলম্ব হয় না ওর। 'হাভাল। আবার যখন ফ্যাক্টরি শিপ যোগাযোগ করবে, বলবে আমরা লিবার্টি-ফাইভের সাহায্যে যাচ্ছি।'

'জ্বী,' মাথা ঝাঁকালো হাভাল, 'অনারেবল ক্যাপটেন।'

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা, পিছু ডাকলো হাভাল। ঘড়ঘড় শুরু করেছে রেডিও, তারপরই একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। কিছুই বুঝলো না রানা, ভাষাটা নরওয়ের। তবে লক্ষ্য করলো, তিন-জনই ওরা শিউরে উঠলো।

'কি হয়েছে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইলো রানা। 'কি বলা হলো মেসেজে?'

রেডিও থেকে তখনো মেসেজ আসছে। রানা কথা বলায় বিরক্ত হয়ে তার সামনে একটা হাত ঝাপটালো নিক শেডি। তিনজনই ওরা গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে। সবশেষে দ্রুত তিনবার হুইসেলের শব্দ ভেসে এলো। তারপর বন্ধ হয়ে গেল রেডিওর যান্ত্রিক শব্দগুঞ্জন।

'কি ঘটেছে?' আবার জিজ্ঞেস করলো রানা।

'লিবার্টি-ফাইভ বরফে আটকা পড়েছে, স্যার,' রুদ্ধশ্বাসে বললো এরিকা। 'ওরা ভয় করছে, জাহাজটা বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না।'

'ওদের জানাও, আমরা আসছি।' বাক থেকে ছোঁ দিয়ে চার্টটা তুলে নিলো রানা। 'রেডিও ছেড়ে কোথাও তুমি যাবে না, হাভাল।' দরজা খুলে তীরবেগে বেরিয়ে এলো ও, ব্রিজে ঢুকে নির্দেশ দিলো, 'হাফ অ্যাহেড। স্টিয়ার নর্থ-ইস্ট।' মইয়ের মাথা থেকে প্রায় ডাইভ দিয়ে নেমে এলো নিজের কেবিনে, অংক কষে কোর্সটা নির্ধারণ করলো ব্যস্ততার সাথে। ব্রিজে আবার ফিরে এসে নির্দেশ দিলো, 'উত্তর '৫৫ পুব।' বোর দিকে একজন লোককে পাহারায় রাখলো ও। ইতোমধ্যে ব্রিজে ফিরে এসেছে এরিকা। কি যেন বললো সে, ভালো করে শুনতে পেলো না রানা। আইসবার্গের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে ওরা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উন্মুক্ত সাগরে। ঝড়ের তীব্র ধাক্কায় একপাশে কাত হয়ে গেল ক্যাচার।

মৃত্যু মনে হলো হঠাৎ ওদের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। বাতাসের দিকে মুখ করে বৃষ্টির ভেতর দিয়ে দূরে তাকাবার চেষ্টা করলো রানা। আর কিছু না, বারবার শুধু মারিকার ছবি ভেসে উঠলো চোখের সামনে। আর কল্পনায় দেখতে পেলো, একটা বরফ পাঁচিলের গায়ে মাথা ঠুকছে লিবার্টি-ফাইভ। দাঁতে দাঁত চাপলো রানা। হাফ স্পীডের বেশি নির্দেশ দিতে পারছে না ও। এই ঝড়ের ভেতর ফুল স্পীড তুললে লিবার্টি-ফাইভকে উদ্ধার করা তো দূরের কথা, নিজেরাও বাঁচবে না ওরা।

দশ

'বরফ ! বরফ !' কাকের বাসা থেকে চিৎকার ভেসে এলো। ক্যাটওয়াকের শেষ প্রান্ত থেকে লুকআউট স্টারবোর্ড-এর দিকে ইঙ্গিত করলো। বন বন করে হুইল ঘোরালো হেলমসম্যান। বরফ স্তরের সমতল মেঝে ভেসে গেল পাশ দিয়ে। আফটার-ডেক ধরে বাঁদরের মতো কসরত করতে করতে ছুটে এলো মেসবয়, খানিক আগে টাঙানো লাইফ-লাইন ধরে প্রায় ঝুলে পড়লো সে। ব্রিজে এসে রিপোর্ট করলো, লিবার্টি-ফাইভ এখনো পানির ওপর ভেসে আছে, তবে ছুটো। বরফ স্তরের মাঝখানে আটকা পড়ার বিপদ দেখা দিয়েছে।

খানিক পর উদয় হলো নিক শেভি। 'এখনও টিকে আছে ওরা,' রানার কানে চিৎকার করলো সে। 'ফার্স্ট মেট বিসমার্কের সাথে কথা বললাম। বরফে আটকা পড়লেও, এখুনি ডুবে যাবার ভয়টা কেটে গেছে। ভেনসনের সাথেও কথা হলো। আপনার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে: জানালো সে। আমরাই সবচেয়ে কাছের জাহাজ। লিবার্টি-থ্রিকে তার বর্তমান পজিশনে স্ট্যাণ্ড বাই থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু নির্দেশটা পেয়েছে বলে পাল্টা কোনো বার্তা পাঠায়নি ওরা।'

'তোমার কি মনে হয়, ওরাও কোনো বিপদে পড়লো নাকি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

জবাব না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো নিক শেডি।

'বরফ! বরফ!' আবার দিক পরিবর্তন। আরেকটা বরফ স্তর। নিক শেডির শার্টের আস্তিন ধরে টান দিলো এরিকা। 'নিক, তোমার কি মনে হয়, সময়মতো ওদের কাছে পৌঁছুতে পারবো আমরা?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেও, গলাটা কোনোরকমে শুনতে পেলো রানা।

'পারবো, পারতেই হবে!' চোখ পাকিয়ে বললো নিক শেডি। কিন্তু রানা আশাবাদী হতে পারছে না। ব্যাপারটা নির্ভর করছে লিনার্টি-ফাইভ আর ফোর-এর মাঝখানে বরফ স্তরের সংখ্যা কতো তার ওপর।

'বরফ! বরফ!' লুকআউটের চিৎকার ক্ষীণ আর্তনাদের মতো শোনালো।

গতি কমিয়ে নির্দেশ দিলো রানা, 'স্লো অ্যাহেড!' হঠাৎ করে ওদের চারপাশে শুধু বরফ আর বরফ। তীব্র এক ঝাঁকি খেলো জাহাজ কঠিন বরফের সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষে কর্কশ আওয়াজ হলো। কিছু না, একটা বরফ স্তরের সাথে শুধু একটু ঘষা খেয়েছে ক্যাচার। নিষ্ফল আক্রোশে হাত দুটো বারবার মুঠি পাকালো রানা। এঞ্জিন বন্ধ করার নির্দেশ দিলো ও। ভারি, নিশ্ছিদ্র পর্দার মতো বৃষ্টি পড়ছে। আপন-গতিতে ভেসে চলেছে জাহাজ, চারদিকে ভাসমান বরফ। তবে সাগর আগের চেয়ে শান্ত।

রানা কি ভাবছে বুঝতে পেরে এরিকা বললো, 'হ্যাঁ, প্রচুর বরফ থাকায় সাগর বাড়াবাড়ি করতে পারছে না।'

বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। এঞ্জিন বন্ধ করার পর আধ ঘণ্টা

পেরিয়ে গেছে। মাঝে মধ্যেই ক্যাচারের গায়ে ঘষা খাচ্ছে কঠিন বরফ। তবে ঝড় দুর্বল হয়ে পড়ছে। বৃষ্টিও বোধহয় কমের দিকে, দৃষ্টিসীমা আগের চেয়ে বিস্তৃত হয়েছে। ওরা দেখলো, ছোটো আকারের অসংখ্য বরফ স্তরের মাঝখানে আটকা পড়েছে ওরা।

ধীরে ধীরে কমে এলো বাতাসের গতি। তবে পিছন দিকের আকাশে আবার নতুন করে কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে, আরেকটা ঝড়ের প্রস্তুতি চলছে ওখানে। সামনে বরফের সাদা উজ্জ্বলতা বাড়তে বাড়তে চোখ ধাঁধিয়ে যাবার অবস্থা হলো। বরফ স্তরে আড্ডা দিচ্ছে এগপা-রার পেঙ্গুইন, জ্ঞান-তাপসের ভঙ্গিতে মাথা একদিকে কাত করে ওদের-কে দেখলো তারা।

বরফের সাদা উজ্জ্বলতার গায়ে অসংখ্য কালো, গভীর রেখা। সব-চেয়ে সুবিধেজনক পানিপথটা খুঁজে বের করা দরকার। সরু একটাকে পছন্দ হলো রানার, উত্তর-পুবে লম্বা চওড়া একটা পানিপথের সাথে মিলিত হয়েছে সেটা। বো সামান্য ঘুরিয়ে সেদিকে রওনা হলো লিবার্টি-ফোর। ওদেরকে ঘিরে থাকা সমতল বরফের রাজ্য শত-সহস্র চিড় ধরা সীমাহীন সচল প্রান্তরের মতো, যেন একটা ভূমিকম্পের প্রভাবে বিরতিহীন আলোড়িত হয়ে চলেছে, এতো উজ্জ্বল যে বেশি-ক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। দূরে স্থির হয়ে আছে প্রকাণ্ড আইসবার্গ, পাহাড়ের মতো উঁচু। আরেকটা, আকারে কিছুটা ছোটো, ওদের পিছনে কালো মেঘের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে। ওটাকে দেখে হুবহু একটা পালতোলা জাহাজের মতো লাগলো।

এখন আর ব্রিজ থেকে নেমে যাবার সাহস পাচ্ছে না রানা। এরিকা আর নিক শেডি সারাক্ষণ হাভালের কেবিনে থাকছে, রেডিওর মেসেজ যা আসছে তারাই খানিক পরপর জানিয়ে যাচ্ছে ওকে। লিবার্টি-

ফাইভ রিপোর্ট করেছে, প্রপেলার শ্যাফট-এ ফাটল দেখা দিয়েছে, আর রাডার-টা প্রায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ওটাকে সরিয়ে আরেকটা রাডার ফিট করার চেষ্টা করছে তারা। ঝড় থেমে যাওয়ায় এই মুহূর্তে বিধ্বস্ত হবার ভয় নেই। একটা চওড়া পানিপথ সম্পর্কে রিপোর্ট করলো তারা, দক্ষিণ-পশ্চিমে লম্বা, ওদের পজিশন থেকে আধ মাইল দূরে।

'আমরা যদি ওটায় পৌঁছুতে পারি,' আপন মনে বললো রানা, 'আর ফিরে গিয়ে যদি গল্পটা রাডার মাকে শোনাই, নির্ঘাৎ মীরপুর মাজারে ছুটবে সে।'

ওদের পানিপথটা ক্রমশ সরু হয়ে যাচ্ছে দেখে চেহারা কালো হয়ে গেল নিক শেডির, ঘন ঘন লাফাচ্ছে কণ্ঠার হাড়। তবে মাইল-খানেক এগোবার পর আবার চওড়া হলো পানির বিস্তার, সামনে অসংখ্য টুকরো বরফের ছড়াছড়ি। হেলম্‌সম্যানকে সরিয়ে দিয়ে হুইলের দায়িত্ব নিজে নিলো রানা। চারদিকে শুধু বরফের ভাসমান স্তর, সামনের পানিপথটা দেখা যাচ্ছে না।

তারপর আবার পানির বিস্তৃতি আকারে ছোটো হতে শুরু করলো। খানিক পরপর এঞ্জিন বন্ধ রাখতে বাধ্য হলো রানা। তবে ভাগ্য ভালো যে বরফের কিনারাগুলো মসৃণ, জাহাজের সাথে ধাক্কা লাগলেও কোনো ক্ষতি হলো না।

তারপর চওড়া পানিপথটা দেখা গেল ব্রিজ থেকে। যদিও জাহাজ আর পানিপথের মাঝখানে একটা জমাট বরফের প্রাচীর রয়েছে। প্রাচীরের গা ঘেঁষে এগোলো জাহাজ, রানার আশা একটা গলিপথ পেয়ে যেতে পারে। পাওয়া গেল, কিন্তু সেটা ধরে খানিক দূর যাবার পর সামনে কঠিন বরফের বাধা দেখতে পেলো ওরা। কানাগলি; ঢোকা যায়

কিন্তু বেরোবার পথ নেই। অথচ মাত্র দু'শো গজ দূরে ওদের কাঙ্ক্ষিত পানিপথটা দেখা যাচ্ছে। বিপদ দেখা দিলো পিছন থেকেও। ঢোকার সময় সরু গলিপথটায় বরফ ছিলো না, কিন্তু ঢোকার পর দু'পাশের বরফ মাঝখানের ব্যবধান কমিয়ে গলিপথটাকে বন্ধ করে দিয়েছে। অর্থাৎ ফিরে যাবার আর কোনো রাস্তা নেই।

'গুঁতো মারুন,' পরামর্শ দিলো নিক শেডি। সামনের বরফ পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'খুব একটা চওড়া নয়। সংঘর্ষের মুহূর্তে, ফর গডস সেক, এঞ্জিন বন্ধ করে দেবেন।'

'জাহাজের সবাইকে বলে দাও,' নির্দেশ দিলো রানা। 'ডেকের ওপর শুয়ে পড়তে হবে।' মই বেয়ে তরতর করে নেমে গেল নিক শেডি। পাঁচিলটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করলো রানা। দেড় কি দু'ফুট পুরু হবে ওটা। কিনারা সামান্য একটু মাথা তুলে আছে পানির ওপর। ক্যাচারের বো কতোটা শক্ত কে জানে। তবে, গুঁতো মেরে পাঁচিল ভাঙার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। লিবার্টি-ফাইভ অচল অবস্থায় বরফে আটকা পড়েছে, মানুষগুলোকে উদ্ধার করার জন্যে বরফ গলার অপেক্ষায় থাকা অমানবিক সিদ্ধান্ত হবে।

সবাইকে সাবধান করে ব্রিজে ফিরে এলো নিক শেডি। টেলিগ্রাফের [redacted]মে এঞ্জিনরুমকে ইমার্জেন্সি ফুল অ্যাহেড-এর নির্দেশ দিলো [redacted]।

[redacted] লাভ করে ছুটলো জাহাজ। হুইলটাকে আলিঙ্গন করলো [redacted]ফের অবিচ্ছিন্ন পাঁচিলটা ছুটে কাছে চলে আসছে। একে-[redacted]মুহূর্তে এঞ্জিন বন্ধ করার নির্দেশ দিলো রানা। কয়েকটা [redacted]। তারপর সংঘর্ষ। অকস্মাৎ স্থির হয়ে গেল জাহাজ।

হুইলটা যেন ছিটকে এসে ধাক্কা দিলো রানার বুকে, ফুসফুস খালি করে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস। সামনের দিকে ঝুঁকলো রিক; ওদের সামনে যেন রাইফেল গর্জে উঠলো, পরমুহূর্তে ইস্পাতের সাথে বরফের ঘষা খাওয়ার শব্দে বাকি সব আওয়াজ চাপা পড়ে গেল।

একনাগাড়ে বিশ-পঁচিশবার ঝাঁকি খেলো লিবার্টি ফোর, তারপর দিব্যি হেলেদুলে বরফমুক্ত পানিতে বেরিয়ে এলো। 'স্লো অ্যাহেড,' নির্দেশ দিলো রানা। মই বেয়ে এরিকা ব্রিজে উঠে এলো যেন একটা দমকা বাতাস। রানা সাবধান হবার আগেই, ওর পিঠে প্রচণ্ড এক চাপড় মারলো সে। 'ওয়েল ডান!'

'বাবারে!' ককিয়ে উঠলো রানা।

'বরফ! বরফ!' আরেকটা অর্ধ-জলমগ্ন বরফস্তর।

খানিক পর, এরিকা নেমে গেছে ব্রিজ থেকে, নিক শেডি বিড়বিড় করে উঠলো, 'ভাবছি রোসেটের মতলবটা কি!'

'তারমানে?'

'স্ট্যাণ্ডবাই-এর অর্ডারটার উত্তরে সাড়া দেয়নি সে, মনে আছে?'

'তারা হয়তো নির্দেশটা শুনতে পায়নি,' বললো রানা। 'রেডিও হয়তো কাজ করছিল না।'

'হয়তো।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো নিক শেডি, তারপর বললো, 'মিঃ রানা। আপনি কি উপলব্ধি করেন, তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার লোক শুধু আমি আর আপনি?'

'আসল কথাটা কি বলতে চাও বলে ফেলো।'

'কি জানি। কেমন যেন একটা অনুভূতি হচ্ছে আমার। আমরা আইস প্যাকে ঢুকতে যাচ্ছি, একশো মাইলের মধ্যে লিবার্টি-থ্রি বাদে সচল কোনো জাহাজ নেই।'

'তাতে কি ?' রানা ধারণা করলো, অ্যান্টার্কটিকার নির্জনতা প্রভাব ফেলছে নিক শেডির ওপর, মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে সে।

'আমাকে হয়তো আপনি পাগল ভাবছেন,' বললো নিক শেডি, 'কিন্তু কেন যেন বার বার শুধু একটা কথাই ফিরে আসছে মনে। মার্ক রোসেট যদি এক ঢিলে আপনাকে আর আমাকে সরিয়ে দিতে পারে, ইলেকট্রিক চেয়ারে বসার ভয়টা দূর হবে তার।'

'কেন, আর সবার কথা ভুলে যাচ্ছো ? মারিকা, ভেনসম, সাভিক ছাড়াও আরো লোক আছে না ?'

'ওদেরকে সে গুরুত্ব দেয় না, তা দিলে আপনার সাথে দর কষতো না।' ব্রিজের ওপর পায়চারি শুরু করলো নিক শেডি। 'ভেনসমের মুখ বন্ধ করা কঠিন কিছু না। চেয়ারম্যানের ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সে তার এতো সুন্দর ক্যারিয়ার কেন নষ্ট করতে যাবে ? এ-ধরনের লোকেরা বিশ্বাস করে পানিতে বাস করতে হলে কুমীরের সাথে লাগতে নেই। আর মারিকার সাক্ষী কোনো গুরুত্ব বহন করে না।'

'সাভিক ?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আমার ধারণা, কিছু একটা জানে সে।'

'পরিষ্কার কিছুই সাভিক জানে না। আপনারা জেরা করার পর তার সাথে আমার কথা হয়েছে।'

'তাহলে এতো পরিষ্কার করে কিভাবে বর্ণনা দিলো ঘটনাটার ? ডেকে বোনার পাইটনের সাথে ঠিকই দেখা হয়েছিল মার্কের। ঠিক যা ঘটেছে, তাই বলেছে সে। এমনকি বোনার পাইটনের মুখে সিগার ছিলো, তা-ও বলতে ভুল করেনি। বানানো গল্প হলে এভাবে মিলে যেতো না।'

'বানায়নি,' বললো নিক শেডি। 'বোনার পাইটনকে শেষবার

জীবিত একা শুধু মার্ক দেখেনি, সাভিকও দেখেছে। পাইটনের [illegible] ডেকে ছিলো সে। বারোটার ঠিক পরপরই তাঁকে রেখে চলে আসে দু'জনেরই ধারণা হয় কুয়াশা সরে যাবে, তাই লিবার্টি-ফাইভে ফিরে বলে একটা লোট রেডি করার জন্যে চলে আসে সাভিক। পনেরো মিনিট পর সরে যায় কুয়াশা।'

গম্ভীর হলো রানা। 'কথাটা তদন্ত কমিটিকে জানায়নি কেন সে?'

'তার বক্তব্য নিরপেক্ষ নয় বলে ধরে নেয়া হবে, তাই। ঘটনা সাভিক ঘটতে দেখেনি। কি ঘটেছে আন্দাজ করেছে মাত্র। [illegible] অদৃশ্য হবার আগের কয়েকটা মুহূর্ত বোনার পাইটন কোথায় ছিলো তা জানতো সে। আপনি যদি মার্ককে বলতেন যে ঘটনার বর্ণনা সাভিকের কাছ থেকে পেয়েছেন, বোনার পাইটনের সাথে তার তর্কের কথা স্বীকারই করতো না সে।'

'হুম।'

'আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবছি,' নিক শেডি বললো। 'আমরা যদি লিবার্টি-ফাইভকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হই, কি ঘটবে আন্দাজ করতে পারেন?'

'হ্যাঁ,' বললো রানা, এই ভয়টা নিজেও করছে ও। 'কোকুন তখন লিবার্টি-থ্রিকে চেষ্টা করে দেখতে বলবে।'

'আর তখন যদি মার্ক জানায়, পরিস্থিতির দরুন তারা এগোতে পারছে না, ওদেরকে হয়তো কোনোদিনই আর উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। আপনি ভেবেছেন দু'জন সাক্ষীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার এই সুযোগ ছাড়বে সে?'

'মার্ক রোসেটকে তুমি জাত খুনী বলে ধরে নিচ্ছো কেন?'

'তাকে আমি চিনি, আমাকে তার সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলতে

পারেন।' নিক শেডির তিক্ত হাসিটুকু কর্কশ শোনালো। 'বাপ আলাদা হলেও, আমরা একই মায়ের সন্তান, তবে মাতৃস্নেহ একা শুধু সে পেয়েছে—আমি পাইনি, সেটা বোধহয় আমার সৌভাগ্য।'

'কেন, একথা বলছো কেন?'

'মায়ের হাতে গড়া ওটা একটা শয়তানের বাচ্চা,' বললো নিক শেডি। 'ছোটোবেলা থেকে দেদার পয়সা পেয়েছে হাতে। কখনো কোনো জিনিসের জন্যে কষ্ট করতে হয়নি তাকে। বোট, পার্টি, গাড়ি, মেয়ে আর টাকা, চাহিবামাত্র মা জননী এই সব মহার্ঘ্য বস্তু তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। শুধু একটা জিনিস পায়নি মার্ক, সেটা দান করার ক্ষমতা এমনকি তার মায়েরও ছিলো না বা নেই।'

'কি সেটা?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ক্ষমতা। পাওয়ার সম্ভাবনা সব সময়ই ছিলো, কিন্তু বুড়োও মরে না, মা তার হাতে সর্বময় ক্ষমতাও তুলে দিতে পারে না। কর্নেল ওয়াকার রোসেট নিজেই ক্ষমতালোভী, শরীরে যতোদিন কুলিয়েছে ছেলেকে ভাগ বসাতে দেয়নি। ফলে, দা গ্রেট সাইকোলজিস্ট নিক শেডির বিশ্বাস, প্রকাণ্ড একটা হীনমন্যতাবোধে ভুগছে মার্ক রোসেট। তার ভেতর নৈতিকতার বালাই নেই, নিও-নাৎসীদের দলে ভিড়ে অসহায় যুবতী মেয়েদের ওপর ক্ষমতা ফলিয়েছে, কিন্তু সত্যিকার ক্ষমতার অভাবে হতাশা তার ভেতর বারুদের মতো অপেক্ষায় আছে বিস্ফোরণের। সব মিলিয়ে, মার্ক রোসেট এখন একটা বিপজ্জনক বোমা।' হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলো সে। 'অবশ্য, এ-সব আমার ধারণা মাত্র। ভুলে যান।' মইয়ের দিকে এগোলো সে, ঘাড় ফিরিয়ে শেষ একবার তাকালো রানার দিকে। 'তবে, যতোটা পারা যায় স্পীড বাড়ান।' ব্রিজ থেকে নেমে গেল।

নিক শেভি বিপদের যে ভয় করছে সেটা অমূলক নয়, ভাবলো রানা। ওদের পিছন দিকে কোথাও রয়েছে লিবার্টি-থ্রি। রানার মুখ বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়ে মার্ক আসলে স্বীকার করে ফেলেছে, বেনার পাইটনকে সে-ই খুন করেছে। একজন খুনী তার অপরাধ চাপা দেয়ার জন্যে আরো খুন করতে পারে।

আবার বৃষ্টি শুরু হওয়ায় মার্কের কথা আপাতত ভুলে গেল রানা। দৃষ্টিসীমা আবার দ্রুত কমে এলো কয়েক শো গজ দূরে কি আছে বোঝার উপায় থাকলো না। বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে স্পীড না কমানোর সিদ্ধান্ত নিলো রানা।

লিবার্টি-ফাইভের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করছে ওরা। ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজটার দু'মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বিশাল একটা আইসবার্গ রয়েছে, মাথাটা সমতল, শুধু দক্ষিণ কোণে বরফের একটা চূড়া খাড়া হয়ে আছে। ওটাই ওদের চিহ্ন।

ন'টার খানিক পর লিবার্টি-ফাইভের কাছাকাছি পজিশনে ওরা পৌঁচেছে বলে ধারণা করলো রানা। আজ জানুয়ারী মাসের আট তারিখ, সকাল। দৃষ্টিসীমা নগণ্য। আইসবার্গটাকে দেখতে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই বুঝতে পেরে জাহাজ থামিয়ে আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ার অপেক্ষায় থাকার সিদ্ধান্ত নিলো রানা। এই মুহূর্তে খোলা পানিতে রয়েছে লিবার্টি-ফোর, আশপাশে পানির ওপর কোথাও বরফ দেখা যাচ্ছে না। যদিও বাতাসের গতি বাড়ছে, সাগরে ঢেউও দুর্দান্ত। পানির নিচে ডুবে থাকা বরফের সাথে বরফের সংঘর্ষে ভোঁতা শব্দ হচ্ছে বিরতিহীন। সেটাকে ছাপিয়ে আরো একটা গম্ভীর আওয়াজ শুনতে পেলো ওরা। এরিকা জানালো, নিরেট প্যাক আইসের কোথাও একটা প্রেশার রিজ তৈরি হচ্ছে।

সময় কাটতে চায় না। ওরা যেন অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করছে। দেখতে না পেলেও, রানার মনে হলো ওরা একটা ফাঁদে আটকা পড়েছে। ক্রুদের মানসিক অবস্থা ভালো নয়। অজানা আশংকায় ভুগছে সবাই। নিজেকে অভয় ও আশ্বাস-দানের চেষ্টা করলো রানা, মারিকা কাছাকাছি কোথাও আছে, তাকে উদ্ধার করতে এসেছে ও।

তারপর ব্রিজে উঠে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে এরিকা জানালো, 'লিবার্টি-ফাইভের রেডিও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। একটা মেসেজের মাঝখানে।'

অ্যান্টার্কটিকার সর্বগ্রাসী নির্জনতা যেন আরো এক পা এগিয়ে এলো। 'মেসেজটা কি ছিলো?'

'বরফ এখন অত্যন্ত পুরু আর কঠিন। আমরা বোধহয়···। ব্যস, এইটুকু। তারপর একটা চিৎকার মতো শুনতে পেলাম। সেই সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমার ভয় হচ্ছে···।'

'হাভাল···?'

'সে বারবার ডাকছে।'

'থামতে নিষেধ করো।'

মই বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেল এরিকা। খানিক পর ব্রিজে এলো নিক শেডি। 'ডাকা হচ্ছে, কিন্তু কোনো সাড়া নেই।'

কানে কামান দাগার শব্দ নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চাইছে রানা। আইস প্যাকে কি ঘটছে, ওগুলো কিসের শব্দ, জানা নেই ওর। শুধু জানা আছে, লিবার্টি-ফাইভ বরফে আটকা পড়ে ডুবে যাচ্ছে, মারা যাচ্ছে অসহায় কিছু লোক, তাদের মধ্যে মারিকাও আছে।

'কিছু একটা করুন, মিঃ রানা। ওদের বাঁচান। এঞ্জিন স্টার্ট দিন।'

টেলিগ্রাফের দিকে হাত বাড়িয়েও হাতটা টেনে নিলো রানা। নিঃ-

শব্দে মাথা নাড়লো ও। 'আমাকে সবার কথা ভাবতে হবে, নিক। সামনে কি আছে না দেখে অন্ধের মতো আমি জাহাজ চালাতে পারবো না। ভিজিবিলিটি ইমপ্রুভ করুক।'

প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলো নিক শেডি, অস্থির-তার সাথে পায়চারি শুরু করলো সে। তার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা স্নেহ ও দরদ অনুভব করলো রানা। একটা পা ছোটো, ফলে হাঁটার সময় তার কোমর অদ্ভুতভাবে খানিকটা মোচড় খায়, দেখে মনে হয় লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে সে। লোকটা সৎ আর সরলমনা, একমাত্র বোনের অমঙ্গল আশংকায় পাগলপারা হয়ে আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা। কোনো কোনো মানুষের ভাগ্য কেন যে এতো খারাপ হয়!

দশটার দিকে আবহাওয়ার একটু উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হলো। বৃষ্টি কমলো পীড়াদায়ক অলসভঙ্গিতে। সেই সাথে খুব ধীরে ধীরে প্রসারিত হলো দৃষ্টিসীমা। ভোর-রাতের মতো আলোও ফুটলো। ভেজা চোখ নিয়ে ব্রিজে উঠে এলো এরিকা। 'কোনো সাড়া নেই ওদের।'

কিছু বললো না রানা। সে-ও জানে: ওরা যদি পৌঁছুতেও পারে, উদ্ধার করার মতো কাউকে হয়তো পাওয়া যাবে না।

আরো খানিক পর বৃষ্টি থামার সাথে সাথে চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল। সামনে একটা পানিপথ দেখতে পেলো ওরা, প্যাক আইসের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে, কালো পানিতে ভাসছে বরফের স্তর। দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্ত থেকে মেঘ সরে যাওয়ার সাথে সাথে পারদের মতো ঝলঝলে সূর্য উঠলো আকাশে। রোদ পড়ায় আইসবার্গটাকে পরিষ্কার দেখতে ও চিনতে পারলো

ওরা। মাথার দিকটা সমতল, শুধু দক্ষিণ প্রান্ত উঁচু হয়ে আছে বর্শার-ডগা আকৃতি নিয়ে।

আবার সচল হলো জাহাজ। বো ঘুরিয়ে রওনা হয়েছে মাত্র, দপ্ করে নিভে গেল সূর্যটা। আকাশে কালি লেপে দিয়ে উঠে আসছে পশ্চিম থেকে বিশাল মেঘ। 'আবার বৃষ্টি আসবে, তুষারও পড়তে পারে,' বিড়বিড় করে বললো এরিকা।

চোখে বিনোকিউলার তুলে উত্তর-পুব দিকটায় তাকালো রানা। বরফ নিরেট ইস্পাতের মতো কঠিন, কোথাও কোনো ফাঁক বা ফাটল নেই—আইসবার্গটার চাপে বরফের বিচ্ছিন্ন স্তরগুলো জোড়া লেগে গেছে। তারপর হঠাৎ জিনিসটা দেখতে পেলো রানা। সাদা বিস্তৃতির ওপর কালো একটা দাগ। ওপরের দিকটা ক্যাচার আকৃতির বলেই মনে হলো। বার কয়েক সাইরেন বাজালো রানা। মাস্তুল আর চিমনি নিচের দিকে কাত হয়ে আছে। ভালো করে দেখার জন্যে কাকের বাসা থেকে লুকআউটকে নেমে আসতে বললো রানা, তার জায়গায় নিজে উঠলো।

মাস্তুলের মাথা থেকে পরিষ্কারই দেখতে পেলো ও। খুব বেশি হলে এক মাইল দূরে ওটা। দুটো বরফ স্তরের মাঝখানে আটকা পড়েছে, স্তর দুটো আইসবার্গের চাপে সরে আসছে ক্যাচারটাকে পিষে ফেলার জন্যে। বরফের ওপর খুদে মূর্তিগুলোকে নড়াচড়া করতেও দেখলো রানা, রসদ ইত্যাদি জাহাজ থেকে নামাচ্ছে। চওড়া পানিপথ, যেটায় ওরা রয়েছে, আর জাহাজের মাঝখানটায় চোখ বুলালো ও। সংক্ষিপ্ত পথে গেলে দূরত্ব আধমাইলের মতো। বেশ কয়েকটা সরু পানিপথ ক্যাচারটার দিকে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। গায়ে হঠাৎ বৃষ্টির ফোঁটা পড়ায় আকাশের দিকে মুখ তুললো রানা। গোটা আকাশই ঢাকা

পড়ে গেছে মেঘে। এবার উত্তর-পুব দিক থেকেও এগিয়ে আসছে ঝড়। বাতাস যেন বরফের ওপর এনে ফেলবে মেঘগুলোকে।

ক্রুরা ডেকে বেরিয়ে এসেছে। রেলিঙে ভর দিয়ে লিবার্টি-ফাইভের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। শুধু একজন বাদে। নিক শেডি।

মাস্তুল থেকে রানা নামতেই ওর একটা বাহু খামচে ধরলো সে। 'ওটা কি? পানিপথ ধরে ওটা কি আসছে?' প্রচণ্ড উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে নিক শেডি। লিবার্টি-ফাইভের দিকে নয়, হাতটা লম্বা করলো আরেক দিকে, ওদের বো বরাবর সোজা।

ঝম ঝম করে বৃষ্টি শুরু হলো।

তাকে পিছু নিয়ে এক ছুটে ব্রিজে ফিরে এলো রানা। আবার বোর দিকে সোজা হাত লম্বা করলো নিক শেডি। সেদিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো রানা, বললো, 'কই, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ভুল দেখেছো তুমি, ওদিক থেকে কোনো জাহাজ আসার প্রশ্নই ওঠে না।'

চেহারা দেখে মনে হলো তর্ক করবে নিক শেডি, তবে কিছু না বলে ইতস্তত করতে লাগলো। খানিক পর বিড়বিড় করে শুধু বললো, 'মনে হলো যেন পরিষ্কারই দেখলাম, ঠিক যেন একটা ক্যাচার।'

'আলোছায়ার কারসাজি,' মন্তব্য করলো রানা।

ইতস্তত ভাবটা তবু যায় না নিক শেডির। 'হ্যাঁ, তাও হতে পারে। কিন্তু··· ।'

লিবার্টি-ফোর ঘন ঘন সাইরেন বাজিয়ে এগিয়ে চলেছে। পানি-পথের উত্তর-কিনারা ঘেঁষে জাহাজ চালাচ্ছে রানা। কিনারায় একটা ফাঁক দেখতে পেয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভেতরে ঢুকে পড়লো ও, ভাসমান বরফ স্তরগুলোকে এড়িয়ে। ওদের সামনে কামান দাগার

রানা-১৭৫

আওয়াজ তুলে আইসবার্গের দিকে প্রেশার রিজ তৈরি হচ্ছে। প্রতি ত্রিশ সেকেণ্ড অন্তর একবার করে সাইরেন বাজালো রানা; আশা, সম্ভব হলে জবাব দেবে লিবার্টি-ফাইভ।

ভাসমান আলগা বরফগুলোর আরো গভীরে ঢুকে পড়েছে লিবার্টি-ফোর। কান পেতে আছে ওরা, কিন্তু তুমুল বর্ষণের ঝম ঝম আর বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজই শুধু শোনা গেল, খানিক পরপর কড় কড় করে বজ্রপাতের মতো তীক্ষ্ণ শব্দ হলো বিস্ফোরিত বরফের।

সামনে গায়ে গা ঠেকিয়ে ভাসছে আলগা বরফের টুকরো, এগোবার পথ নেই। এঞ্জিন বন্ধ করার নির্দেশ দিলো রানা। একের পর এক ছুটে এসে ঢেউগুলো আঘাত করছে ক্যাচারের গায়ে—পানির ঢেউ নয়, বরফের। প্রতিটি সংঘর্ষের সাথে থরথর করে কাঁপছে লিবার্টি-ফোর। মনে মনে প্রমাদ গুণলো রানা। ক্রুদের মুখ শুকিয়ে গেছে, দু'-একজনের চোখে আতংকের সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পেলো ও। ওর নিজেরও শুকিয়ে গেছে গলা, বুক। লিবার্টি-ফাইভকে উদ্ধার করতে আসাটা বোধহয় বোকামি হয়ে গেছে। আবহাওয়া আর সাগরের যে অবস্থা, প্রাণ নিয়ে ফেরার কথা ভাবা যায় না। লিবার্টি-ফাইভের জন্যে এখন আর কিছু করবারও নেই ওদের। করণীয় একটাই, সাইরেন বাজানো। ত্রিশ সেকেণ্ড পরপর বেজে চলেছে সেটা, থামার পর কান পাতার পালা। সাড়া পাওয়া তো দূরের কথা, সাইরেনের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরতও এলো না। শব্দটাকে বাতাস যেন ছোঁ দিয়ে আকাশের দিকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ভোর-রাতের আধো অন্ধকার এখন অনেকটা সবুজাভ হয়ে উঠেছে। এ যেন জ্যান্ত কবর হয়েছে ওদের। ফ্লাইং ডাচম্যান এবং অন্যান্য কিংবদন্তীর কথা মনে পড়ে গেল রানার। মনে হলো, চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে ওরা।

ঠিক এই অবস্থায়, স্বভাবমতো, আবার রানার একটা বাহু খামচে ধরলো নিক শেডি। তার অপর হাতটা পোর্ট কোয়ার্টারের দিকে প্রসারিত। তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো লোকটা। সেদিকে তাকিয়ে দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে ঝাপসা একটা আকৃতি দেখলো রানা। পর-মুহূর্তে হারিয়ে গেল আবার। চোখ রগড়ালো রানা, ভাবলো নিশ্চয়ই ভুল দেখেছে। কিন্তু এক মুহূর্ত পর আবার দেখতে পেলো। জাহাজ। একটা জাহাজ। শুধু চিমনি নয়, ঝাপসা একটা বো-ও দেখতে পেলো। ওটা যেন একটা ভৌতিক জলযান, একবার দেখা যায়, পরমুহূর্তে বৃষ্টির ভারি পর্দার ভেতর গায়েব।

'ওটা কি লিবার্টি-ফাইভ?' রানার কানে চিৎকার করলো নিক শেডি।

মাথা নাড়লো রানা, আবার হারিয়ে ফেলেছে সেটাকে। তবে জানে, লিবার্টি-ফাইভ নয়। জাহাজটা ক্যাচারের তুলনায় আকারে অনেক বড়, কোর্সও সাদা উজ্জ্বলতা অর্থাৎ প্যাক আইসের দিকে, ওদেরই মতো। দেখে অনেকটা যুদ্ধজাহাজের মতো লেগেছে রানার। নিজের অজান্তেই ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো। কি ওটা? কারা আসছে? জাহাজটাকে যেখানে দেখা গেছে, সেদিকে একটা পরিষ্কার পানিপথ চলে গেছে, লক্ষ্য করলো রানা। সিদ্ধান্ত নিলো, খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার। 'স্লো স্পীড অ্যাহেড,' নির্দেশ দিলো ও।

পানিপথে ঢোকার সময় একনাগাড়ে সাইরেন বাজালো রানা। হঠাৎ বো-র কাছ থেকে আর্তনাদ করে উঠলো লুকআউট। 'ফুল অ্যাহেড!' নির্দেশ দিলো এরিকা, গলার রগগুলো ফুলে উঠলো তার, চোখ বিস্ফারিত। বৃষ্টির আকস্মিক বিরতি ওদের চোখের সামনে থেকে যেন একটা নিশ্ছিদ্র পর্দা সরিয়ে দিলো। ভোজবাজির মতো সামনে

উদয় হলো একটা জাহাজের ধারালো বো, সরাসরি ওদের দিকে ছুটে আসছে।

করার কিছুই নেই, তবু অপেক্ষার মুহূর্তটিকে অনন্তকাল বলে মনে হলো। সাইরেনের কর্ড ধরে প্রায় ঝুলে পড়লো রানা। ফল হলো উল্টো, আরো বেড়ে গেল জাহাজটার গতি। সেটার এঞ্জিনের গুঞ্জন পরিষ্কার শুনতে পেলো রানা। চিৎকার করে কি যেন বললো নিক শেডি, লাফ দিয়ে পড়লো ক্যাটওয়াকে। ক্যাটওয়াক ধরে গান প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটছে সে, কি বলেছে এতোক্ষণে বুঝতে পারলো রানা। মাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করেছে নিক শেডি—মার্ক!

পরমুহূর্তে জাহাজটাকে চিনতে পারলো রানা। ওটা একটা করভেট, ক্যাচারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখন রানা জাহাজটার কালো গায়ে সাদা হরফগুলোও পড়তে পারছে—লিবার্টি থ্রি।

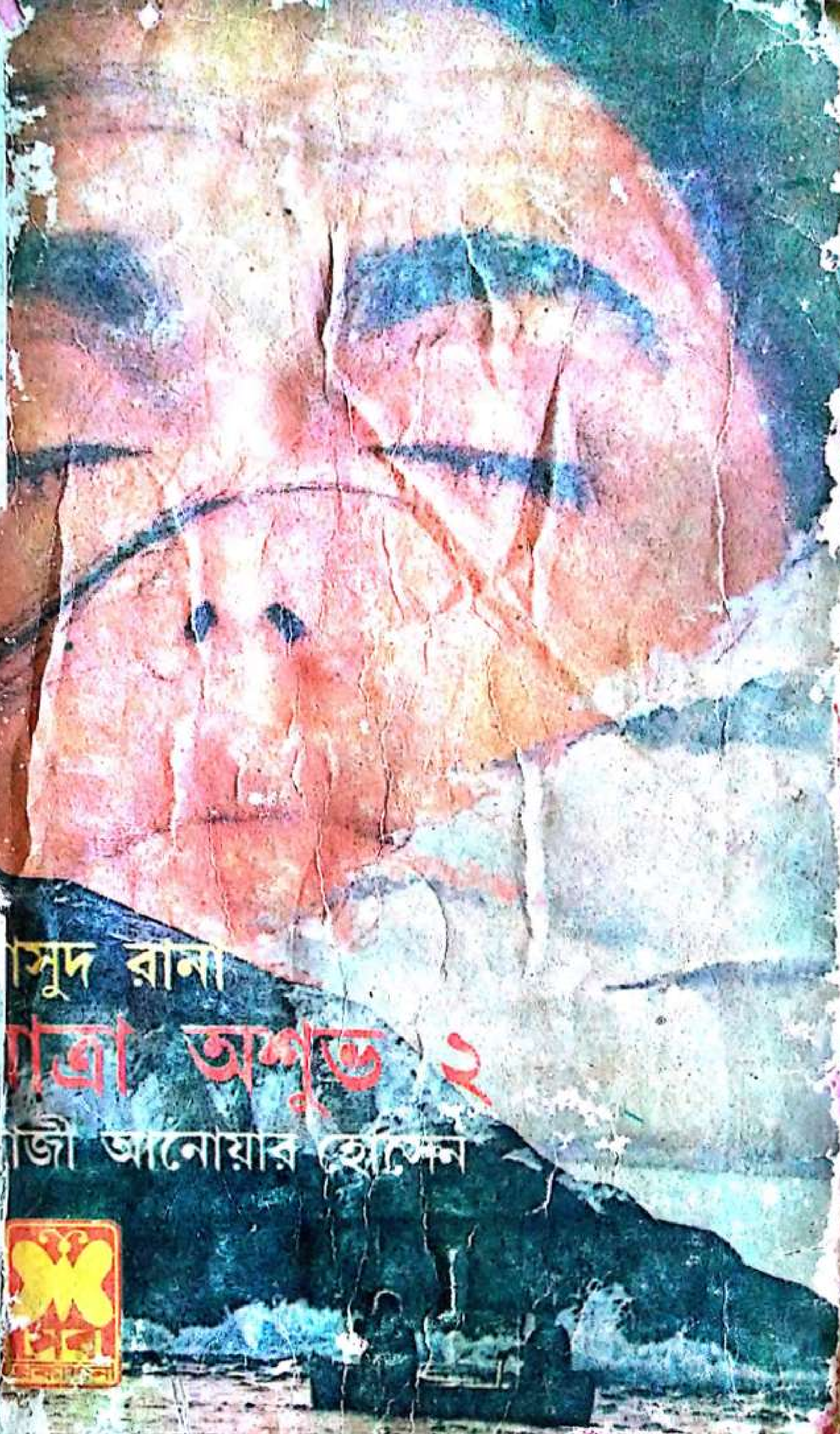
'অল হ্যাণ্ডস অন ডেক,' ভয়াবহ বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে অস্বাভাবিক শান্ত ও দৃঢ়তার পরিচয় দিলো রানা। 'স্টপ এঞ্জিন!' এরপর রানা এঞ্জিনরুম থেকে সবাইকে ডেকে উঠে আসার নির্দেশ দিলো। চট করে একবার প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালো ও।

ছুটে আসা জাহাজটার দিকে হারপুন ঘোরাচ্ছে নিক শেডি।

করভেটের ব্রিজে মাত্র একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে কালো মেঘ, আঁকা ছবির মতো লাগছে মূর্তিটাকে। ভিজে অয়েলস্কিন চকচক করছে গায়ে। হাত দুটো জড়িয়ে ধরে আছে হুইলটাকে। তার গোটা শরীর হুইলের ওপর ঝুঁকে আছে, যেন একজন ঘোড়সওয়ার তার ঘোড়াটাকে লাফ দেয়াতে যাচ্ছে। ভুল দেখেনি নিক শেডি, লোকটা সত্যিই মার্ক রোসেট।

পরমুহূর্তে একসাথে সব কিছু ঘটতে শুরু করলো।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)



সুদ রানা
াত্রা অশুভ ২
াজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা-১৭১

যাত্রা অশুভ-২

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

জাহাজ ছেড়ে বরফে নামতে বাধ্য হলো ওরা।
কে উদ্ধার করবে এখন ওদের?
কে উদ্ধার করবে মারিকা পাইটনকে?
ভাবছেন, ফ্যাক্টরি শিপ কোকুন?
তার নিজেরই কি অবস্থা জানেন আপনি?

ভয়ঙ্কর বৈরী প্রকৃতির নিষ্ঠুর নগ্ন চেহারা দেখে নিল এবার মাসুদ রানা।
দেখলো মানুষের নীচতা, শঠতা, ভীরুতা; দেখলো সাহস, সততা; দেখলো মহত্ত্ব।

রানার বুক লক্ষ্য করে রাইফেল তুললো মার্ক রোসেট।
তারপর?

বাইশ টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০
শো-রূম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

পূর্বাভাষ

দিশেহারা এক যুবতী, মারিকা পাইটন, রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখায় এলো সাহায্যের আশায়। তার বাবা পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের ম্যানেজার, কোকুন এই মুহূর্তে অ্যান্টার্কটিকায় রয়েছে। মারিকার ধারণা, কোম্পানীর চেয়ারম্যান কর্নেল ওয়াকার রোসেটের ছেলে মার্ক রোসেট তার এবং তার বাবার বিরুদ্ধে ভয়ংকর কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মার্ক তাকে জোর করে বিয়ে করতে চায়, ব্ল্যাক-মেইল করার ভয় দেখাচ্ছে। বাবার নিরাপত্তার কথা ভেবেও উদ্বিগ্ন সে। তার বাবার সাথে ফ্যাক্টরি শিপে মার্ক রোসেটও আছে।

প্রথমে ব্যস্ততার দরুন মারিকাকে হতাশ করলেও, শেষ পর্যন্ত ঘটনা-চক্রে অ্যান্টার্কটিকার পথে রওনা হতে হলো রানাকে। কেপটাউনের পথে প্লেনে থাকার সময় পাইটন ও রোসেট পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে জানতে পারলো ও।

ওয়াকার রোসেট আর বোনার পাইটন পুরনো বন্ধু। কোম্পানীর বেশিরভাগ শেয়ার রোসেট পরিবারের হলেও, মোটা একটা শেয়ারের মালিক পাইটন পরিবারও বটে। মার্ক রোসেট আর মারিকা পাইটন পরস্পরকে ভালোবাসতো, ওদের বিয়ের কথাবার্তাও পাকা হয়ে গেছে, কিন্তু মার্কের চারিত্রিক অধঃপতন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর বেঁকে বসেছে মারিকা, মার্ককে সে বিয়ে করবে না। এ-কারণে বাপ-ছেলে দু'জনেই খুব খেপে আছে মেয়েটার ওপর। এই সময় কোকুন থেকে খবর এলো, ম্যানেজার বোনার পাইটন জাহাজ থেকে নিখোঁজ হয়েছেন।

ফ্যাক্টরি শিপে পৌঁছে জানা গেল, ক্রু আর অফিসারদের মধ্যে দুটো

দল আছে। টনসবার্গ আর স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোকজন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। টনসবার্গের লোকেরা পাইটন পরিবারের ভক্ত। একে চলতি মৌসুমে তিমির অভাব, তার ওপর টনসবার্গের লোকজন ধর্মঘট শুরু করলো।—তাদের দাবি, বোনার পাইটনের মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। তাদের দাবি ন্যায্য বলে সমর্থন করলো রানা। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠছে দেখে তদন্ত কমিটি গঠনে রাজি হলেন কর্নেল ওয়াকার রোসেট। কমিটির চেয়ারম্যান করা হলো রানাকে।

প্রথমে সাক্ষী-সাবুদ যা পাওয়া গেল, মার্ক রোসেটকে নিরপরাধ বলেই মনে হলো। সে জানালো, ঘটনার দিন রাতে বোনার পাইটনের সাথে তার দেখাই হয়নি।

কিন্তু পরে জানা গেল মিথ্যে বলেছে মার্ক। তবে বোনার পাইটনকে ধাক্কা মেরে জাহাজ থেকে ফেলে দেয়ার অভিযোগ অস্বীকার করলো সে। জানালো, অতি লোভের বশে ভুয়া একটা স্বর্ণখনির শেয়ার কিনে সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেছিলেন বোনার পাইটন, তাই তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

তদন্ত কমিটির সবাই একমত হলো, ব্যাপারটা পুলিশ কেস। রিপোর্টটা কর্নেল ওয়াকার রোসেটকে দিলো রানা, তিনি ওকে প্রতিশ্রুতি দিলেন কেপটাউনে ফেরামাত্র সেটা পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হবে। টনসবার্গের-লোকদের সন্তুষ্ট করার জন্যে কোকুনের অ্যাকটিং ম্যানেজারের পদ থেকে মার্ককে সরিয়ে দিলেন তিনি, টনসবার্গের একজন লোককে পদোন্নতি দিলেন, মার্ককে দায়িত্ব দিলেন একটা ক্যাচারের। রানাও একটা ক্যাচারের দায়িত্ব পেলো। ডঃ নিক শেডি, তিমি বিশেষজ্ঞ, রানার সাথে একই ক্যাচারে থাকলো—ইতোমধ্যে কুৎসিত,

মদ্যপ লোকটা সম্পর্কে অনেক কথা জেনেছে রানা। নিক শেডি বোনার পাইটনের অবৈধ সন্তান, যদিও বাপকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো সে। যে মায়ের সন্তান সে, তাকে কখনো কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি তার, মহিলা এখন ওয়াকার রোসেটের স্ত্রী অর্থাৎ মার্ক রোসেটের মা। রোসেট পরিবারকে দু'চোখে দেখতে পারে না সে। তার কাছ থেকেই জানা গেল, স্বর্ণখনির শেয়ার কিনে বোনার পাইটন সর্বস্ব হারাননি, কারণ কোম্পানীটা লালবাতি জ্বালার আগেই তিনি তাঁর সব শেয়ার চড়া দামে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। মারিকার মতো তারও ধারণা, বোনার পাইটন আত্মহত্যা করতে পারেন না, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

ক্যাচারগুলো তিমি ধরার জন্যে অ্যান্টার্কটিকার কয়েক শো মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো। মারিকা পাইটন রয়েছে ক্যাপটেন সাভিকের সাথে অন্য একটা ক্যাচারে, লিবার্টি-ফাইভে। লিবার্টি থ্রিতে রয়েছে মার্ক। রানার সাথে ডঃ নিক শেডি ছাড়াও লিবার্টি-ফোরে রয়েছে এরিকা পিটারসেন, বিশালদেহী মহিলা ফার্স্ট মেট।

শুরু হলো তিমি শিকার। মাঝখানে একবার লিবার্টি থ্রি আর লিবার্টি-ফোর মিলিত হলো। রানাকে নিজের কেবিনে নিয়ে গিয়ে একটা অন্যায় প্রস্তাব দিলো মার্ক রোসেট। তদন্ত কমিটির রিপোর্টটা চেপে যেতে হবে। অনুরোধে কাজ না হওয়ায় রানা আর মারিকাকে জড়িয়ে কুৎসা রটনার ভয় দেখালো সে, তাতেও কাজ না হওয়ায় বিশ লাখ ডলার ঘুষ সাধলো। তাকে হতাশ করে নিজের জাহাজে ফিরে এলো রানা।

এরপর মার্ক কি করবে, সহজেই তা অনুমান করতে পারলো নিক শেডি। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট রয়েছে ওয়াকার রোসেটের কাছে।

তিনি অসুস্থ, যে-কোনো সময় মারা যেতে পারেন, কাজেই একমাত্র ছেলের অন্যায় আবদার তিনি সম্ভবত রক্ষা না করে পারবেন না—অর্থাৎ রিপোর্টটা তিনি পুলিশের হাতে তুলে দেবেন না। বাকি থাকলো মারিকা, নিক শেডি, ক্যাপটেন ভেনসম আর রানা। ভেনসম ভীতু লোক, মালিকপক্ষকে চটানোর সাহস তার নেই। এনগেজমেন্ট হয়ে যাবার পর মার্ককে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না মারিকা, তাই তার চরিত্রের ওপর কলংক লেপনের জন্যে মামলা ঠুকবে মার্ক, ফলে সাক্ষী হিসেবে মারিকা তেমন গুরুত্ব পাবে না। বাকি থাকলো শুধু রানা। ওকে যদি সরিয়ে দেয়া যায়, মার্ক রোসেটকে তাহলে আর ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হয় না।

ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে খবর এলো, লিবার্টি-ফাইভ বিপদে পড়েছে, সম্ভবত ডুবে যাচ্ছে জাহাজটা। মারিকার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো রানা। সিদ্ধান্ত নিলো, উদ্ধার করতে যাবে ওরা।

তুমুল বৃষ্টি, তুষার ঝড়, ভাসমান বরফের বাধা তুচ্ছ করে এগোচ্ছে লিবার্টি-ফোর। হঠাৎ একটা জাহাজ দেখা গেল। একদিকে কাত হয়ে রয়েছে, বরফের ওপর নেমে পড়েছে ক্রুরা। এই সময় আরেকটা জাহাজ, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো, বিপুলগতিতে ছুটে এলো ওদের দিকে, ধাক্কা মারার জন্যে। একেবারে শেষ মুহূর্তে জাহাজটাকে চিনতে পারলো রানা। লিবার্টি-থ্রি, ব্রিজে একা দাঁড়িয়ে আছে মার্ক রোসেট।

ইতোমধ্যে গান প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে গেছে নিক শেডি। হঠাৎ সব কিছু যেন এক সাথে ঘটতে শুরু করলো।

এক

তীরবেগে ছুটে আসছে লিবার্টি-থ্রি, স্থির দাঁড়িয়ে আছে লিবার্টি-ফোর, সংঘর্ষ একটা ঘটবেই। অকস্মাৎ কামান দাগার শব্দ নিয়ে বিস্ফোরিত হলো হারপুন গান, গান প্ল্যাটফর্ম থেকে ফায়ার করেছে ডঃ নিক শেডি। বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে ছুটলো হারপুন, বেরিয়ে গেল মার্ক রোসে-টের কাঁধের ওপর দিয়ে, পড়লো গিয়ে ব্রিজের পিছনে, সাপের মতো এঁকেবেঁকে পিছু নিলো ফোররানার। ঠিক সেই মুহূর্তে লাফ দিয়ে ব্রিজে ঢুকলো এক লোক, কাঁধের ধাক্কায় মার্ককে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বন বন করে হুইল ঘোরালো।

ঘুরতে শুরু করলো লিবার্টি-থ্রির বো। কাত হলো জাহাজ। এঞ্জিন-রুম টেলিগ্রাফ বেজে উঠলো, বাতাসের আর্তনাদ সত্ত্বেও লিবার্টি-ফোর থেকে আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেলো ওরা। তবে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বো-টা এখন আর সরাসরি রানার দিকে ধেয়ে আসছে না। ধাক্কাটা লাগবে জাহাজের পিছন দিকে, বুঝতে পারলো রানা। ওদের প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে লিবার্টি-থ্রি, মাঝখানে অল্প কয়েক গজ

ব্যবধান, প্রতি মুহূর্তে লিবার্টি-থ্রি'র বো-কে আকারে আরো বড় ধারালো বলে মনে হলো। ক্রুদের ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে অনুমান করে শিউরে উঠলো রানা. লিবার্টি-থ্রি'র গুঁতোয় লিবার্টি-ফোরের পাতলা টিনের মতো তুবড়ে-মুচড়ে ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যাবে।

এঞ্জিন রুমের ঠিক পিছনে লাগলো আঘাতটা, পোর্ট বোটটাকে গুঁড়িয়ে দিলো, থেঁতলে দিলো ডেক প্লেট। আতংকিত ক্রুরা ছিটকে বেরিয়ে এলো আফটার ডেকে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো জাহাজ, ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষে কর্কশ আওয়াজ হলো। ডেকের ওপর বস্তার মতো সশব্দে আছাড় খেলো লোকজন। ব্রিজের একধারে, কাঠের পার্টিশনের ওপর ছিটকে পড়লো রানা, হুস করে বেরিয়ে গেল ফুসফুসের সমস্ত বাতাস। সংঘর্ষের আওয়াজ থামার লক্ষণ নেই।

তারপর স্থির হয়ে গেল সব। মনে হলো কিছুই নড়ছে না। শুধু বাতাসের আর্তনাদ শোনা গেল, আর বরফ ভাঙছে যেন কামান দাগার শব্দ নিয়ে। মুখ খুলে ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছে রানা, পাঁজরে তীব্র ব্যথা অনুভব করলো। ধীরে ধীরে চারদিকের দৃশ্য স্পষ্ট হলো ওর চোখের সামনে। ব্রিজের এক কোণ থেকে অলসভঙ্গিতে দাঁড়ালো এরিকা, উদভ্রান্ত দেখালো তাকে। আফটার ডেকেও লোকজন নড়াচড়া করছে। লিবার্টি-থ্রি'র বো দাঁড়িয়ে আছে যেন লিবার্টি-ফোরের আফটার ডেকে সেঁধিয়ে যাওয়া একটা বিশাল গোঁজ-এর মতো। সংঘর্ষের ফলে ওদের চিমনি ঝুঁকে পড়েছে। এঞ্জিনরুমের বাষ্প বেরিয়ে আসছে হু-হু করে।

লিবার্টি-থ্রি'র ব্রিজে নবাগত লোকটা নড়ে উঠলো। ঘুসি বাগিয়ে তার দিকে ছুটে গেল মার্ক, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। বাতাসে ভেসে আসা তার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেলো রানা। ব্রিজ থেকে

বেরিয়ে গেল লোকটা। সেই সাথে ওদের দিকে ঘুরলো মার্ক। তার ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে, হিংস্র পশুর মতো। দাঁতে দাঁত চেপে আছে সে, চোখ দুটো বদ্ধ উন্মাদের। ঝট করে এঞ্জিনরুম টেলিগ্রাফের দিকে একটা হাত তুললো সে। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো রানার গলা থেকে, লিবার্টি-থ্রি-কে পিছন দিকে চালাতে নিষেধ করলো ও। ওর গলা শুনতে পেলো মার্ক রোসেট, উত্তরে একটা হাত তুলে টা-টা করলো সে—বিদায় জানাচ্ছে। পরমুহূর্তে বেজে উঠলো এঞ্জিনরুম টেলিগ্রাফ।

আচ্ছন্ন বোধ করলো রানা, যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে, চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না ঠাণ্ডা মাথায় এতোগুলো মানুষকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে পারে কেউ। ক্যানভাস উইণ্ডব্রেকার দু'হাতে আঁকড়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে লাগলো ও। রাগ, ঘৃণা, ভয় ও বিস্ময়, একাধারে সবগুলো অনুভূতি গ্রাস করে ফেলতে চাইলো ওকে।

জ্যান্ত হলো করভেটের এঞ্জিন। জাহাজটার পিছনে কালো পানি টগবগ করে ফুটছে, পানির রঙ বদলে বরফ-সবুজ হয়ে গেল, তারপর ধীরে ধীরে ওদের কাছ থেকে পিছাতে শুরু করলো লিবার্টি-থ্রি। ওদের জাহাজের পিছনটা ওটার সাথে নড়ে উঠলো। ইস্পাত ছেঁড়ার কর্কশ আওয়াজে রী রী করে উঠলো গা, লিবার্টি-থ্রি-র বো মুক্ত হয়ে পিছিয়ে গেল। গান প্ল্যাটফর্ম থেকে তারস্বরে চিৎকার করছে নিক শেডি, চিৎকার করছে লিবার্টি-থ্রি-কে থামানোর জন্যে। হারপুনের ফোররানার পানি থেকে উঠে এলো ঢিলে লুপ-এর আকৃতি নিয়ে, ধীরে ধীরে প্যাঁচমুক্ত হচ্ছে। সেটা টান টান হতেই করভেটের ভেতর কোথাও থেকে ভোঁতা, চাপা একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। এক কি

দু'সেকেণ্ড নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, দেখলো আণ্ডারজ-টার দিকে ঝট করে ঘাড় ফেরালো মার্ক, লিবার্টি-থি ধীরগতিতে আরো একটু পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। জাহাজটার পেট থেকে সশব্দে বাষ্প বেরুচ্ছে, কর্কশ গলায় চিৎকার করছে মার্ক। আর কিছু দেখার ধৈর্য হলো না রানার, নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেতে হবে ওকে। এক ছুটে ব্রিজ থেকে নিচে নেমে এলো ও।

পরিস্থিতি গুরুতর, পানির ওপর বেশিক্ষণ ভেসে থাকা যাবে না। আফটার বাল্কহেড-এর দরজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হু হু করে পানি ঢুকছে এঞ্জিনরুমে। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা লেগেছে ক্রুদের কোয়ার্টারে। হাস্তাল মারা গেছে, চিঁড়ে-চ্যাপ্টা শরীরটা চেনার উপায় নেই। ইস্পাতের কর্কশ কিনারা আরেক লোককে তার বাঙ্কের সাথে গেঁথে রেখেছে। জ্ঞান নেই, ওদের কারো করারও নেই কিছু। ইস্পাতের টুকরোটা পেটটাকে এ-ফোঁড় ও ফোঁড় করে আটকে আছে। আহত হয়েছে আরো দু'জন লোক—একজনের হাত ভেঙেছে, অপরজনের পাঁজর। সবচেয়ে বেশি ভয় পেলো রানা গুঁড়িয়ে যাওয়া রেডিও সেটটা দেখে। জাহাজের গর্তটা আট ফুট চওড়া, বন্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না।

ওয়েজনারকে এঞ্জিনরুমে পাঠালো রানা এঞ্জিন চালু করা যায় কিনা দেখার জন্যে। ওর নির্দেশ পেয়ে ব্রিজে একজন লোক থাকলো, এঞ্জিন চালু করা সম্ভব হলে বরফের দিকে জাহাজ চালাবে সে। এরিকাকে ডেকে নির্দেশ দিলো রানা, অবশিষ্ট বোটটা খুলে রেডি করো, রসদ ইত্যাদি জড়ো করো এক জায়গায়—জাহাজ ছেড়ে ওদেরকে হয়তো বরফে আশ্রয় নিতে হতে পারে। এরপর আবার এক ছুটে ব্রিজে ফিরে এলো রানা, মুখের সামনে মেগাফোন তুলে লিবার্টি-

থ্রি-কে ডাকলো। মাঝখানে ব্যবধান মাত্র বিশ ফুট, জাহাজটার বো সামান্য একটু ডুবেছে, এঞ্জিনরুমের হ্যাচগুলো থেকে ধোঁয়া আর বাষ্প বেরুচ্ছে।

ছুটে বো-তে এসে দাঁড়ালো এক লোক, হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে, বিস্ফারিত চোখে আতংক। 'পাশে ভিড়তে পারবে তোমরা?' তাকে জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আমাদেরকে তুলে নিতে পারবে?'

ঘন ঘন মাথা নাড়লো লোকটা। 'না, অসম্ভব! আমাদের এঞ্জিন-রুমের ক্ষতি হয়েছে। আগুন ধরে গেছে জাহাজে।'

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো রানার। এতোগুলো লোক বাঁচবে কিভাবে? ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাচারের পিছন দিকে তাকালো ও। এরই-মধ্যে সেদিকটা নেমে গেছে পানির নিচে। 'আমরা ডুবে যাবো, আর তোমরা চেয়ে চেয়ে দেখবে?' আবার চিৎকার করলো রানা। 'জাহাজ ভেড়াও, বাঁচাও আমাদের। আগুন নেভাতে আমরা তোমা-দের সাহায্য করবো।'

চেহারায় অনিশ্চিত ভাব নিয়ে ইতস্তত করছে লোকটা। ঘাড় ফিরিয়ে সে-ও পিছন দিকে তাকালো, যেন বুঝতে চায় তাদের জাহা-জের অবস্থা ওদের চেয়ে ভালো কিনা। ঠিক এই সময় আগুনের বিশাল একটা শিখা জাহাজটার ঠিক মাঝখান থেকে লাফ দিয়ে মাথা তুললো। পরমুহূর্তে সগর্জনে বিস্ফোরিত হলো বাষ্প, চোখের পলকে গোটা জাহাজ ঢাকা পড়ে গেল সাদা ধোঁয়ায়, ধারালো আর কালো বো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। সাদা বাষ্প কালচে হতে শুরু করলো, তারপর হলো ঘন কালো মেঘ। কি ঘটছে বুঝতে বাকি থাকলো না রানার। লিবার্টি-থ্রি-র ভেতরে তেলে আগুন ধরে গেছে। নিক শেডির দিকে তাকালো রানা, ওর পাশেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে

আছে সে। 'ইউ, ব্লাডি ফুল।' রানা জানে, যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর গাল দিয়ে কোনো লাভ নেই, কিন্তু ভয়ে দিশেহারা বোধ করছে ও। এতোগুলো লোকের দায়িত্ব রয়েছে ওর কাঁধে, ওদেরকে বাঁচাবে কিভাবে? শেষ ভরসা ছিলো লিবার্টি-থ্রি। মার্ক নিষেধ করলেও, লিবার্টি-থ্রি'র ক্রুরা ওদেরকে সাহায্য না করে পারতো না, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত ও।

ব্রিজের নিচ থেকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এরিকা। 'আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না, স্যার।'

রানা দেখলো, এরিকার পাশে ওয়েজনার দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চেহারাই বলে দিলো, এঞ্জিনরুমে ব্যর্থ হয়েছে সে। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলো রানা, সাথে সাথে পানিতে নামানো হলো বোটটা রসদ সহ এরিকাকে পাঠালো রানা সমতল ও যথেষ্ট লম্বা একটা বরফের আশ্রয় খুঁজে বের করার জন্যে। জাহাজে রয়ে গেল ও নিজে প্রয়োজনীয় রসদ ও ইকুইপমেন্ট বাছাই করার জন্যে। খাবারদাবার, কাপড়চোপড়, ক্যানভাস, পেট্রল, তেল, দিয়াশলাই, ইন্সট্রুমেন্ট, চার্ট, রাইফেল আর অ্যামিউনিশন জড়ো করা হলো এক জায়গায়। তাঁবুকে আর লাইটার নিজের সাথে রাখলো রানা। খাবারদাবার ভরা হলো কয়েকটা কাঠের বাক্সে। তেল নেয়া হলো দুই ড্রাম। কম্বলগুলো স্লীপিং-ব্যাগ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। সুই আর সুতোও তালিকা থেকে বাদ পড়লো না। পেরেক আর তৈজসপত্রও নিতে হলো। এরইমধ্যে আফটার ডেক প্রায় ডুবে গেছে, হাতে আর বেশি সময় নেই।

বোট ফিরতেই কিছু জিনিস তোলা হলো তাতে, লোকজনকেও উঠিয়ে দিলো রানা, নেতৃত্বে থাকলো ওয়েজনার। এরিকাকে জাহাজে

রেখে দিলো রানা, ওর ভুলে যাওয়া ছোটোখাটো কিন্তু দরকারী জিনিস-গুলো নারীসুলভ খুঁতখুঁতে মন ঠিক চিহ্নিত করতে পারলো—ঝালাই করার সরঞ্জাম, মোম, মেডিকেল সাপ্লাই, চর্বিভরা টিন, তার বাবার ব্যক্তিগত কিছু জিনিস, কয়েক বোতল ব্র্যাণ্ডি, চেয়ার থেকে ছিঁড়ে নেয়া চামড়া, বুট জুতোর অতিরিক্ত ফিতে। বোট দ্বিতীয়বার ফিরে এলে তাতে তোলা হলো ভারি জিনিস-পত্র—হিমায়িত তিমির মাংস, তেলের ড্রাম, কুণ্ডলী পাকানো তার, বাক্স ভর্তি ইস্পাতের গজাল, ময়দা, কোদাল, করাত, বন্দুক, ব্লক ও ট্যাকল, সাথে ষাট ফ্যাদম ফোর-রানার ইত্যাদি।

এতো সব মালপত্তর, জাহাজে এখনো লোক রয়েছে সাতজন, ব্যাপারটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ালো। তবে একটা জিনিসও ফেলে যেতে রাজি নয় রানা, বরফে টিকে থাকতে হলে সবগুলোই দরকার হবে। আর কোথায় কি পড়ে আছে দেখে নিয়ে পোর্ট সাইডে চলে এলো রানা, তাকালো লিবার্টি-থ্রি'র দিকে, শেষবার দেখেছে আধ ঘণ্টা আগে। কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে আছে করভেটটা, তবে এখনো দেখা যাচ্ছে বো-টা। ব্রিজের বেশিরভাগটাই আগুনে পুড়ছে, আগু-নের শিখা ছুঁই ছুঁই করছে চিমনির মাথা। জাহাজের পিছনে ভাসমান একটা বড় বরফের ওপর রসদ নামাতে ব্যস্ত দেখা গেল কিছু লোককে। জাহাজ থেকে বোটে তোলা হচ্ছে মালপত্তর। হঠাৎ ব্রিজের অক্ষত অংশে কি যেন একটা নড়ে উঠলো, ভালো করে তাকাতে গিয়ে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো রানা, লোকটা মার্ক। তাড়াতাড়ি চোখে বিনোকিউলার তুললো ও। মার্কের মুখে আগের সেই ঠোঁট বাঁকা নীরব হাসিটুকু নেই। চেহারা হয়েছে ঠিক যেন নেশাখোর, বিড়বিড় করে আপনমনে কি যেন বকছে।

খাটের আস্তিনে টান অনুভব করলো রানা। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এরিকা। 'দেখুন, স্যার, কি পেয়েছি!' এরিকার হাতে একটা পোর্টেবল রেডিও। 'খবর পাঠাতে না পারলেও, শুনতে তো পাবো! ক্যাপ্টেনের কেবিনে ছিলো।'

লিবার্টি-থ্রির দিকে তাকালো রানা। 'ওরা কি মেসেজ পাঠাতে পারবে?'

'বরকে গিয়ে জানতে পারবো। রেডিও ভালো থাকলে কোস্টগার্ডকে নিশ্চয়ই খবর দিয়েছে। দেখছেন না, ওদের রেডিও-ট্র্যান্সমিটার ব্রিজের নিচে? ওখানে এখনো আগুন লাগেনি।'

হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেলো ক্যাচার। রানাকে ধরে ভারসাম্য রক্ষা করলো এরিকা। ঝট্ করে পিছনে তাকালো রানা, ডুবতে আর বেশি সময় নেবে না লিবার্টি-ফোর। বরফে জিনিস-পত্র নামিয়ে ফিরে আসছে বোটটাও। 'জলদি!' তাগাদা দিলো রানা। 'যা পারো ছুঁড়ে ফেলো বোটে, তারপর লাফ দাও!'

রানার কথা শেষ হবার সাথে সাথে একপাশে কাত হয়ে গেল ক্যাচার। আরেকটা ঝাঁকি খেলো জাহাজ। অলস কিন্তু বিপজ্জনক ভঙ্গিতে উঁচু হতে শুরু করলো বো। রেইল টপকে টপাটপ লাফ দিলো ক্রুরা। এক নিমেষে সদ্য উঠে আসা হিম পানিতে ডুবে গেল রানার গোড়ালি। রেইলের ওপর উঠে পড়লো এরিকা, কিন্তু লাফ দিতে ইতস্তত করছে। রেডিওটা বোটে দাঁড়ানো একজন লোকের বাড়ানো হাতের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রেইল টপকালো রানা। এরিকাকে মৃদু ধাক্কা দিলো ও, কয়েক হাত নিচে বোটে লাফিয়ে পড়লো সে, তার পিছু পিছু লাফ দিলো নিজে। 'বৈঠা চালাও, জলদি!'

বলার দরকার ছিলো না, প্রাণের তাগিদে ঝপাঝপ পানিতে বৈঠার

কোপ মারলো ক্রুরা. ভারি বোটটা ধীরে ধীরে জাহাজের গা থেকে সরে আসতে শুরু করলো। সময় পাওয়া গেল না, থরথর করে কেঁপে উঠলো লিবার্টি-ফোর, ভিত থেকে ভেঙে গিয়ে টলমলে চিমনিগুলো ঝপাৎ করে পড়লো পানিতে। সবেগে প্রায় খাড়া হয়ে গেল বো জাহাজের পিছন দিকটা পানিতে তুমুল আলোড়ন তুলে ডুবে গেল। বো-র কাছে হারপুন গান লক্ষ্যহীনভাবে এদিক-ওদিক দুলছে। প্রায় কোনো শব্দ না করেই ডুবলো ওদের বাহন, সবশেষে অদৃশ্য হলো মাস্তুলের মাথা আর হারপুন গান। কয়েক সেকেণ্ড পর হিম পানি স্থির হয়ে গেল, বোঝার উপায় নেই যে কয়েক সেকেণ্ড আগে ওখানে একটা জাহাজ ছিলো।

হঠাৎ বুকটা যেন খালি হয়ে গেল রানার। মনের দিক থেকে তো বটেই, শরীরটাও কেমন দুর্বল লাগলো ওর। আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরালো ও, দেখলো ফুঁপিয়ে কাঁদছে এরিকা। চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে শান্ত, ঠাণ্ডা পানির ওপর স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সে, এই মাত্র যেখানে জাহাজটা ছিলো। রানা নিরাপদ আশ্রয় হারিয়ে শংকিত, এরিকার জন্যে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। লিবার্টি-ফোর ছিলো এরিকার বাড়িঘর। সামনের দিকে ঝুঁকলো রানা তার মাথায় হাত রাখার জন্যে, এই সময় দেখলো ছুটে এসে এরিকাকে আলিঙ্গন করলো নিক শেডি, তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলো। এবার আরো জোরে ফুঁপিয়ে উঠলো এরিকা।

চারদিকে তাকালো রানা। অতিরিক্ত ভার নিয়ে ভাসমান বরফ-টুকরোর মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলেছে বোট। একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করলো ও। অ্যান্টার্কটিকার বৈরী প্রকৃতির সাথে মরণপণ যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হবে ওদেরকে। সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার হবে, সঙ্গী-সাথীদের দুর্জয় মনোবল। সেটারই অবশ্য দুঃখজনক ঘাটতি লক্ষ্য

করলো ও। রসদের পাশে জবুথবু হয়ে বসে আছে লোকজন, রুক্ষ চেহারা। বরফে ঠাঁই নিয়েছে যারা তাদের দিকে তাকিয়েও ... বোধ করলো রানা, রসদ আগলে চুপচাপ বসে বা দাঁড়িয়ে আছে সব, এক চুল নড়ছে না কেউ। আরো সামনে আরেকটা দল রয়েছে, র‍্যা-কমভেন্টের কাছাকাছি—তারাও সবাই বিমর্ষ। চারদিকে, আরো দূরে তাকালো রানা। বরফ, বরফ আর বরফ। শুধুই সাদা উজ্জ্বলতা। বাতা-সের গতি আগের চেয়ে কমেছে, করুণ সুরে বিলাপের মতো আওয়াজ করছে কানে। আর চারদিক থেকে ভেসে আসছে বরফের সাথে বর-ফের সংঘর্ষজনিত শব্দ, বিরতিহীন, ভোঁতা, রোমহর্ষক।

বরফের কিনারা স্পর্শ করলো বোট, কাঁচ গুড়ানোর মতো শব্দ হলো। ভাসমান টুকরোটায় নামলো ওরা, ঝুরঝুরে তুষারে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল পা। বরফের মাঠটা বেশ বড়, অন্যান্য মাঠের মাঝ-খানে আটকে আছে, যদিও ঢেউয়ের সাথে দুলছে একটু একটু। ওদের খানিকটা উত্তরে একটা টুকরোর ওপর আরেকটা চড়ে বসেছে, ফলে মঞ্চের আকৃতি নিয়ে বাকিগুলোর চেয়ে উঁচু হয়ে আছে সেটা, তবে একদিকে খানিকটা ঢালু। তুষারের ওপর সাবধানে পা ফেলে সেদিকে এগোলো রানা। পা একবার পিছলাতেই হাঁটু পানিতে নেমে গেল ও, মুহূর্তের জন্যে ভয় পেলো, হয়তো ভাসমান একজোড়া বরফের মাঝ-খানে পড়েছে। আসলে ওটা একটা গর্ত, ভরাট হয়ে আছে আধ-গলা বরফ আর তুষারে। উঁচু মঞ্চটায় পৌঁছুলো ও, পরীক্ষা করে বুঝলো বরফ এখানে অত্যন্ত শক্ত, কোথাও কোনো লুকানো গর্তও নেই। ফিরে এসে নির্দেশ দিলো রানা, রসদ ও ইকুইপমেন্ট ওই মঞ্চে সরিয়ে নিতে হবে। লোকজনের মনোবল চাঙা করার জন্যে ছোট্ট একটা ভাষণ দিলো ও, সবশেষে বললো, 'কাজে বা কৌতুকে আমরা কেউ

যেন এরিকার চেয়ে পিছিয়ে না থাকি, একটা মেয়ের কাছে হেরে গেলে সভ্য সমাজে ফিরে গিয়ে লোকের কাছে মুখ দেখাবো কিভাবে?' হেসে উঠলো সবাই, এক নিমেষে বিষণ্ণ ভাবটুকু দূর হয়ে গেল।

শক্ত বরফের ওপর তারপুলিন বিছানো হলো, সেটার ওপর জড়ো করা হলো মাল-সামান। কয়েকজন লোককে তাঁবু টাঙাবার দায়িত্ব দিয়ে স্টুয়ার্ডকে কাছে ডাকলো রানা, বললো, 'তোমার ইচ্ছেটা কি, শুনি? আমাদের সবাইকে শুকিয়ে মারতে চাও? আর কিছু না পারো খানিকটা করে স্টু বানিয়ে খাওয়াতে অসুবিধে কি?' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে ঘাড় কাত করলো লোকটা।

সব মিলিয়ে ওরা চোদ্দজন, তার মধ্যে দু'জন আহত। মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি হওয়া মাত্র এরিকাকে নিয়ে কাজে হাত লাগালো রানা। প্রথমে জেফারসেনের ভাঙা হাতটা মেরামত করলো, তারপর ইলিয়টসেনের চিড় ধরা পাঁজরের হাড়। কাঠের একটা ফলক দিয়ে ভালোভাবেই বাঁধা গেল হাতটা, খানিক পরই ব্যথা কমে যাওয়ায় বুঝতে অসুবিধে হলো না জোড়া লাগানোর কাজটা নিখুঁতভাবেই সারা গেছে তবে ইলিয়টসেনের পাঁজরটা নিয়ে রানার উদ্বেগ থেকেই গেল। এক্স-রে করলে ধরা পড়তো, ওটায় শুধু চিড় ধরেনি, পুরোপুরি ভেঙে গেছে। স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধার কাজ শেষ করছে রানা, নিজের বুকের ব্যথাটা আবার অনুভব করলো ও। লিবার্টি-ফোরের ব্রিজে ছিটকে পড়ার সময় আঘাত পেয়েছে।

কাজ শেষ হতেই ওয়েজনার চিৎকার করে জানালো, একটা বোট আসছে। ক্যানভাসের আশ্রয় থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলো ওরা, দেখলো বৃষ্টি কমে আসছে, ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে লিবার্টি-থ্রির একটা বোট। চারজনের হাতে বৈঠা দেখা গেল, পিছনে হাল

য়ে বসে আছে চ্যাপ্টা নাক আর কুতকুতে চোখ নিয়ে প্রকাণ্ডদেহী এক দানব। 'কে ও?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হেলমুট, হেলমুটসেন,' বললো এরিকা। 'লিবার্টি থি্র ফার্স্ট মেট, স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোক। হোয়েলার হিসেবে ভালো, তবে শুনেছি অত্যন্ত বদমেজাজী।'

হাবভাব দেখে রানারও লোকটাকে তাঁদড় মক্কেল বলে মনে হলো। ওর পাশে এসে দাঁড়ালো নিক শেডি, বললো, 'ভাবছি, মার্কের বানানো গল্পটা কি হবে।' তার গলা একটু কেঁপে গেল।

এই প্রথম ওদের দুর্গতি সম্পর্কে কেউ কোনো মন্তব্য করলো। পরিস্থিতিটাকে মেনে নিয়ে বাঁচার তাগিদে এতো ব্যস্ত ছিলো ওরা, ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ জোটেনি। কিন্তু হেলমুটসেনের থমথমে চেহারা আর তার হেঁটে আসার দৃঢ় ভঙ্গি দেখে রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না কেন আসছে সে। সম্ভবত নিক শেডিও ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে।

'আপনি ক্যাপটেন রানা?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো হেলমুটসেন, পুব নরওয়ের বহুল প্রসিদ্ধ কোমল সুর তার গলায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। রাগে আড়ষ্ট হয়ে আছে লোকটা।

'হ্যাঁ,' শান্ত গলায় বললো রানা। 'কি চাই?'

'আমি শুধু জানতে চাই, আপনিই কি হারপুন গান ছোঁড়ার অর্ডার দিয়েছিলেন?'

তা দেয়নি রানা, তবু নিক শেডির গা বাঁচানোর জন্যে ছোট্ট করে বললো, 'হ্যাঁ।'

মুগুরসদৃশ্য, আধমণ ওজনের হাতটা তুলে রানার মুখ বরাবর ঘুসি চালালো দানবটা। কৌশলে হেরে গেল সে, আগেই বুঝতে দিয়েছে

মারবে। তৈরি ছিলো রানা, সর্বশক্তি দিয়ে তার বগলের নিচে প্রচণ্ড ঘুসি মারলো ও।

কিছুই হলো না, একচুল নড়লোও না দানব, যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকলো। ভুরু কুঁচকে উঠেছে, হাতটা আগেই স্থির হয়ে গেছে, বিরতি না নিয়ে বলে চলেছে, 'হারপুনটা আমাদের এঞ্জিন-রুমে বার্স্ট করেছে। আগুন লাগার সেটাই কারণ।' ছোটো চোখ দুটো নিক শেডির দিকে ঘুরে গেল। 'তুমি হারপুনটা ফায়ার করেছো।' সামনের দিকে একটু ঝুঁকলো সে, তারপর নিক শেডির দিকে গরিলার আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগোলো।

'এক মিনিট,' নিক শেডির জন্যে ভয় পেলো রানা, গায়ের জোরে নিজেও লোকটার সাথে পারবে না ও, নিক শেডি স্রেফ ছাতু হয়ে যাবে। তবে, রানাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিলো এরিকা, সামনা-সামনি হলো হেলমুটসেনের। 'অ্যাই, গর্দভ, কি আশা করেছিলে তোমরা?' তার চোখ দুটো জ্বলছে। 'তোমরা আমাদেরকে খুন করবে, আর আমরা হাত-পা গুটিয়ে তাই দেখবো? যাও, তোমার মার্ক গ্রাসেটের কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, সে আমাদের ধাক্কা দিলো কেন?'

দাঁড়িয়ে পড়েছে লোকটা, ঝুঁকে তাকালো এরিকার দিকে। 'ওটা অ্যাক্সিডেণ্ট ছিলো,' বললো সে, হাত তুললো এরিকাকে পথ থেকে সরানোর জন্যে।

'হেলমুটসেন,' হিস হিস করে উচ্চারণ করলো এরিকা। 'আমার গায়ে হাত দেয়ার দুর্মতি তোমার যেন না হয়। আমি কি বলছি, কান পেতে শোনো। শুনেছি তোমার শরীরের তুলনায় মগজ নাকি খুবই কম। আমার কথাগুলো বার বার আওড়ে মুখস্থ করে নিতে পারো।

ওটা কোনো দুর্ঘটনা ছিলো না। মার্ক আমাদেরকে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। ঠাণ্ডা মাথায় আমাদেরকে খুন করতে চেয়েছে সে। বোনার পাইটন হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্যে লিবার্টি-ফোরের দু'একজন লোককে তার খুন না করলেই নয়, তা না হলে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হবে যে। জানো, এর কারণ কি, আগের পজিশনে স্থির থাকার নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও কেন সে এদিকে ছুটে এসেছে?'

'কে বললো, আগের পজিশনে থাকতে বলা হয়েছে আমাদের?' জবাব চাইলো হেলমুটসেন। 'আর এ-সব কি বলছো—খুন-খারাবির কথা? ওটা তো একটা সুইসাইড কেস।'

'মার্ডার, মার্ডার কেস!' চিৎকার করলো এরিকা। 'আগের পজিশনে স্বয়ং ক্যাপটেন ভেনসম থাকতে বলেছিল তোমাদের। কেন, তোমরা রেডিও শোনো না?' লোকটা ইতস্তত করছে দেখে থামলো না এরিকা, 'তাহলে যাও, নিজেদের রেডিও অপারেটরকে জিজ্ঞেস করো।'

'এস. ও. এস. পাঠাবার পর আগুনে আহত হয়েছে সে।'

'কেউ না কেউ নিশ্চয়ই রেডিও শুনেছে।'

'কিছুক্ষণ ওটা কাজ করেনি।'

'তাই বলো। এবার তাহলে চিন্তা করে দেখো। যখন কাজ করছিল না, রেডিওর কাছে একা শুধু মার্ক ছিলো, ঠিক কিনা?'

বিস্মিত দেখালো হেলমুটসেনকে। 'হ্যাঁ, কিন্তু...।'

'আবার চালু হলো কখন রেডিও?' তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো এরিকা। 'আবার চালু হলো যখন, তখনও মার্ক একা ছিলো ওয়্যারলেস রুমে, তাই না?' হঠাৎ করে এক পা এগিয়ে হেলমুটসেনের মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। 'আমাদের যখন ধাক্কা দিলো,

মার্ক কি একা ছিলো ব্রিজে ?'

'দুর্ঘটনা ঘটার সময়…।'

'একা ছিলো কিনা, শুধু এইটুকু শুনতে চাই আমি।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে যাও, গিয়ে জিজ্ঞেস করো, হেলমসম্যানকে নিচে কেন পাঠিয়েছিল সে। ঝাল যদি ঝাড়তেই হয়, ওদিকে ফিরে গিয়ে ঝাড়ো—অনেক কারণ খুঁজে পাবে। আরেকটা কথা, এমন কিছু করো না যাতে লোকজন অসন্তুষ্ট হয়। ওরা টনসবার্গের লোক, ভুলে যেয়ো না। বরফের ওপর মন কষাকষি ভালো নয়। তুমি যদি তদন্তের ব্যবস্থা না করো, ওরা করবে।'

চেহারায় হতভম্ব ভাব নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো বিশাল লোকটা। একটা মেয়ের কাছে তর্কে হেরে গিয়ে অপমান বোধ করছে সে।

পিছন থেকে তাকে ডাকলো রানা, 'শোনো, হেলমুটসেন। তোমরা কি রেডিওটা বরফে নামিয়েছো ?'

মাথা নাড়লো লোকটা। 'আগুনে সব গেছে। তবে ভাগ্যই বলতে হবে, আমরা এস. ও. এস. পাঠাতে পেরেছি।'

'আমাদের পজিশন সহ ?'

'হ্যাঁ।'

'সাড়া পেয়েছো ?'

'হ্যাঁ।' আবার ঘুরে দাঁড়ালো হেলমুটসেন।

'আর একটা প্রশ্ন,' বললো রানা। 'মার্ক কি এখনো লিবার্টি-থ্রি-তে রয়েছে ?'

'কি করে থাকবেন, গোটা জাহাজই তো আগুনে পুড়ছে। সবাই আমরা বরফে নেমে এসেছি। ক্যাপটেন রোসেটের মন খুব খারাপ,

ওর ধারণা দুর্ঘটনার জন্যে তিনিই দায়ী।'

'আবার বলে দুর্ঘটনা!' চেঁচিয়ে উঠলো নিক শেডি। 'এতোক্ষণ ধরে তাহলে কি শুনলে তুমি? মার্ক আমাদেরকে খুন করতে চেয়েছিল! ওর কাছে নিয়ে চলো আমাকে!' যেন নেশার ঘোরে, লম্বা গলা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে হেলমুটসেনের দিকে এগোলো সে। 'আমি তো বলেইছি, তাকে আমি নিজের হাতে খুন করবো! নিয়ে চলো আমাকে, দেখি কে তাকে বাঁচায়!'

'ক্ষতি যা করার এরইমধ্যে যথেষ্ট করেছো তুমি, আমার ধারণা,' থমথমে গলায় বললো হেলমুটসেন।

'ক্ষতি? আমি করেছি? এরিকা ঠিকই ধরেছে, তুমি একটা আস্ত গর্দভ। বুঝতে পারছো না, মার্ক রোসেট, বেজন্মা কুত্তাটা আমাদের সর্বনাশ করেছে? প্রাণ নিয়ে কেউ আমরা ফিরতে পারবো না! এই বরফ আমাদের কবর হবে। তোমরা কেউ বাঁচবে না, আমরা কেউ বাঁচবো না। সান্তিক বা লিবার্টি-ফাইভের কেউও বাঁচবে না। আমাদের সবাইকে খুন করেছে সে!' উন্মাদের মতো চিৎকার করার পর থামলো নিক শেডি, চোখ জোড়া বিস্ফারিত, নাকের ফুটো ঘন ঘন চওড়া হচ্ছে, সবেগে ওঠা-নামা করছে কণ্ঠা।

'তোমার মাথার ঠিক নেই,' বললো হেলমুটসেন, নিক শেডির ভাব-ভঙ্গি দেখে ঘাবড়ে গেছে সে।

'তোমার সাথে যাচ্ছি আমি!' যেন শপথ করলো নিক শেডি। 'তোমাদের মার্ক কুত্তাটাকে কেউ আজ বাঁচাতে পারবে না।' বেজন্মা শব্দটা এবার বাদ দিলো সে।

দুটো হাত এক করে সামনে বাড়ালো হেলমুটসেন, বুকে ধাক্কা খেয়ে বরফের ওপর আছাড় খেলো নিক শেডি। নিজের পথ ধরলো

হেলমুটসেন, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো একবার। 'এ-ব্যাপারে পরে আরো কথা হবে আপনার সাথে।' বরফে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকলো নিক শেডি, কথা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু মুখ থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

বোটে গিয়ে উঠলো হেলমুটসেন, সবুজাভ পানি কেটে ক্রমশ দূরে সরে গেল সেটা। আরো সামনে আগুনের লেলিহান শিখা নাচানাচি করছে লিবার্টি-থ্রি-কে ঘিরে। সামনে ছুটে গিয়ে বরফ থেকে নিক শেডিকে তুললো এরিকা। নিক শেডির মাথাটা নিজের বিশাল বুকে চেপে ধরে কপাল থেকে ভিজে চুল সরালো।

এক মাইল দূরে লিবার্টি-থ্রি-র লোকজন এদিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

দুই

রাতে বৃষ্টি থেমে গিয়ে তুষারঝড় শুরু হলো। জাহাজের আশ্রয় না থাকায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপতে লাগলো ওরা। ক্যানভাসের তাঁবু তীব্রগতি বাতাসকে ঠেকাতে পারছে না। গরম করা খাবার মুখে তুলে ঢোক গেলার আগেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দুটো তাঁবুতেই লোকজন

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে আছে এক জায়গায়। তাঁবুর ভেতর টেম্পারেচার ফ্রিজিং পয়েন্টের অনেক নিচে। অথচ মাত্র কয়েক শো গজ দূরে লিবার্টি-থ্রিতে যে তেল পুড়ছে, পুরো এক বছর ওদেরকে গরম রাখার জন্যে তা যথেষ্ট ছিলো। রাত আটটার দিকে সবাইকে ঘুমোবার নির্দেশ দিলো রানা, কাল সকালে ওদেরকে তাজা ও কর্মঠ দেখতে চায় ও। বরফে একটা নোঙর গেঁথে কিনারায় আটকে রাখা হয়েছে বোট। দু'ঘণ্টা পরপর পালাবদল, প্রতিবার দু'জন করে পাহারায় থাকছে।

সবার শেষে শুলো রানা, ইতোমধ্যে বাতাসের তীব্রতা কমে গেছে, তবে তুষারপাত বেড়েছে আগের চেয়ে। রানা আর এরিকার মাঝখানে রয়েছে রেডিওটা, একটা সিগারেট ধরিয়ে ফুঁকছে রানা। তাঁবুর ভেতর অন্ধকার, কান পেতে ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের মেসেজ শুনছে ও। অপারেটর প্রথমে লিবার্টি-ফাইভকে ডাকছে, তারপর লিবার্টি-থ্রি, সবশেষে ওদেরকে। পাঁচমিনিট করে বিরতি। বিরতির পর আবার শুরু। এক সময় রেডিওর সুইচ অফ করে দিলো রানা, ব্যাটারী শেষ করার কোনো মানে হয় না। কম্বলের ভেতর মাথা গলিয়ে দিয়ে যতোটুকু সম্ভব উত্তাপ পেতে চাইলো ও, কিন্তু ভেজা মেঝে আর বাতাসের সাথে উড়ে আসা তুষারে বেশিক্ষণ শুকনো থাকলো না সেটা। কাছাকাছি ও দূরে বরফের সাথে বরফের সংঘর্ষে অবিরাম শব্দ হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে পিঠের নিচটা কাঁপছে। মাঝে-মধ্যে বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটলে ঝাঁকি খাচ্ছে ওরা।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বলতে পারবে না রানা, তবে ঘুম ভাঙলো একটু পরই, আর্তচিৎকার আর সংঘর্ষের জোরালো আওয়াজে। তাঁবু থেকে আলো-ছায়ায় ঢাকা অদ্ভুত এক জগতে বেরিয়ে এলো ও, অন্ধ-

কারের ভেতর সাদা তুষার পড়ছে, বাতাসের গায়ে ভর দিয়ে নড়াচড়া করছে ভৌতিক ছায়ার মতো লোকজন। চিৎকারটা আবার শুনতে পেলো রানা, হোঁচট খেতে খেতে এগোলো সেদিকে। পায়ের নিচে কাঁপছে বরফ, চারদিক থেকে সংঘর্ষের আওয়াজে কান পাতা দায়। লুকআউট কেন চিৎকার করছে, আধো অন্ধকারে কারণটা দেখতে পেলো ও। খোলা পানি, যেখানে বোটটা বেঁধে রেখেছিল ওরা, অদৃশ্য হয়ে গেছে। সরু একটা ফাঁক যা-ও বা আছে, অন্য একটা ভাসমান বরফ দ্রুত সেটা গ্রাস করে নিচ্ছে। পকেট থেকে হুইসেল বের করে বাজালো রানা, লোকজন ছুটে না আসা পর্যন্ত থামলো না। ধরাধরি করে বরফের ওপর তোলা হলো বোটটা। পা পিছলে পানিতে পড়লো একজন লোক; তলিয়েই যেতো, সময়মতো খপ করে তার পারকা ধরে ফেললো এরিকা। তারপর ওরই পা পিছলে গেল। দু'জনেই ঝপাৎ করে পড়লো পানিতে, কিন্তু এরিকা তবু লোকটাকে ছাড়লো না। অপর হাত দিয়ে রানার কব্জি ধরলো সে, দ্বিতীয় হাত দিয়ে এরিকার পাঁজর পেঁচিয়ে টানলো রানা। এক সেকেণ্ডও পানিতে ছিলো না ওরা, এরইমধ্যে রক্ত চলাচল প্রায় থেমে যাবার অবস্থা। লোকজন হুমড়ি খেয়ে পড়লো ওদের ওপর, দ্রুত ম্যাসেজ করার পর ধীরে ধীরে তাপ ফিরে এলো শরীরে।

বোটটাকে টেনে নিয়ে আসা হলো ক্যাম্পের কাছে। বরফের দুটো দ্বীপ জোড়া লাগার মুহূর্তে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো ওরা, রানা উপলব্ধি করলো বেঁচে থাকতে হলে কতোটা সতর্ক থাকতে হবে ওদেরকে। তুষারপাত বেড়েছে, জ্বলন্ত লিবার্টি-থ্রি-কে অনেক দূরে গোলাপী আভার মতো লাগলো, এই আছে এই নেই। লুকআউটদের হাতে

হুইসেল দিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলো ও। মাঝ রাতে ছুটোছুটি করায় খিদে পেয়ে গেছে। বাকি রাতটুকু ঘুম আসবে না মনে হলেও, ভিজে কম্বলের তলায় এক সময় চোখ জুড়ে ঘুম এলো।

ঘুমের মধ্যে আঁতকে উঠলো রানা বজ্রপাতের শব্দে। এক ঝটকায় কম্বল সরিয়ে উঠে বসতেই কানে ঢুকলো তীক্ষ্ণ হুইসেলের শব্দ। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো, তুষারপাত থেমেছে, বাতাসের বেগও কমের দিকে। বজ্রপাতের আওয়াজ নয়, চারদিক থেকে ওগুলো বরফের সাথে বরফের সংঘর্ষজনিত বিস্ফোরণের শব্দ। লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে কাছেই, কোনো বিরতি না দিয়ে পাগলের মতো হুইসেল বাজাচ্ছে। বরফের মেঝে সাদা তুষারের কার্পেটে ঢাকা। এখন অবশ্য তুষার পড়ছে না। তাঁবু থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসা লোকগুলোকে পরিষ্কার দেখা গেল, সাদার গায়ে কালো ছায়া। হুইসেল বাজাবার কোনো কারণই রানা দেখতে পেলো না।

হঠাৎ করে পায়ের তলায় বরফ কাঁপতে শুরু করলো, বিরতিহীন বিস্ফোরণের শব্দ তীরবেগে ছুটে এলো ওদের দিকে। হুইসেল থামিয়ে একটা হাত ওদের তাঁবুর পিছন দিকে লম্বা করলো লুকআউট। ঝট করে তাকাতেই রানা দেখলো, তুষার ঢাকা বরফের ওপর দিয়ে কালো একটা অতিকায় সরীসৃপ এঁকেবেঁকে একদিক থেকে আরেকদিকে ছুটে যাচ্ছে। বুঝতে এক সেকেণ্ড দেরি হলো রানার, ওটা সরীসৃপ নয়, একটা ফাটল। ফাটলটা চওড়া হলো, তারপর চোখের নিমেষে জোড়া লেগে গেল বিকট শব্দ করে, যেন একটা হাঙরের চোয়াল বন্ধ হলো। আরো একটা শব্দের সাথে কেঁপে উঠলো বরফ, আবার সৃষ্টি হলো ফাটলটা। এবার সেটা রয়েই গেল, বরফের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটলো আরেকদিকে।

যাতে আর বিশ্রাম হলো না ওদের। বোটটা ফাটলের একদিকে, ওদের ক্যাম্প আরেকদিকে। ফাটলটা আরো চওড়া হবার কয়েক সেকেণ্ড আগেই এ-পারে নিয়ে আসা হলো বোট। তারপর ফাটলের ভেতর সাগর দেখা গেল। এক সময় নদীর মতো চওড়া হলো সেটা, কিনারায় সবুজাভ বরফ। কিনারা থেকে তাঁবু আর রসদ সব সরিয়ে মাঝখানে আনা হলো। ভাসমান বরফটা ইতিমধ্যে আকারে ছোটো হয়ে গেছে, চারদিক থেকে হামলা হচ্ছে ওটার ওপর। সদ্য টাঙানো তাঁবুতে বসে ঠাণ্ডায় হি হি করতে লাগলো ওরা, সবাইকে চা বানিয়ে খাওয়ালো এরিকা, চায়ের সাথে ব্র্যাণ্ডি মেশানোর নির্দেশ দিলো রানা।

হঠাৎ করে এরিকা বললো, 'কে জানে লিবার্টি-থ্রি'র লোকজন রাতটা কেমন কাটাচ্ছে।'

'লিবার্টি-ফাইভকে নিয়ে চিন্তিত আমি,' বললো রানা। মারিকার কথা মুহূর্তের জন্যেও ভোলেনি ও।

রানার কব্জি ধরে মৃদু চাপ দিলো এরিকা। 'আমি বুঝি, ক্যাপটেন।' একটু পর আবার সে বললো, 'লিবার্টি-থ্রি'র লোকজন প্রায় সবাই টনসবার্গের, ওদের আমি চিনি। যা ঘটেছে আমি জানি, তাতে ওদের কোনো হাত ছিলো না।'

'জানার বিষয় হলো,' বললো নিক শেভি, 'নতুন কি মতলব ভাঁজছে মার্ক।'

'লিবার্টি-থ্রি'র লোকজন এতোক্ষণে আসল কথাটা জেনে ফেলেছে,' বললো রানা। 'মার্ক আর আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস পাবে বলে মনে হয় না। হয় তাকে এখানে প্রকৃতির মার খেয়ে মরতে হবে, নয়তো খুনের অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।'

'তা মার্কও জানে, সেজন্যেই সে আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠবে,' বললো নিক শেডি। 'ভেবে দেখুন না, সে যদি একা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে, আর আমরা সবাই যদি মারা যাই, তার উদ্দেশ্য পূরণ হয় না?'

'আংশিক হয়,' বললো রানা। 'তারপরেও কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ তার হাতে আসবে না।'

'কিন্তু সে-কথা এখনো মার্ক জানে না,' অন্ধকারে বিড়বিড় করে বললো নিক শেডি। 'ভাগ্যিস মারিকার সাথে বিয়েটা হয়ে যায়নি। তা যদি হতো, একা ফিরে যেতে পারলে উত্তরাধিকারসূত্রে কোম্পানীর মালিক বনে যেতো কুত্তাটা।'

'কিন্তু একা তার ফিরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না,' বললো রানা। 'হারপুন গান ছুঁড়ে সে-রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছো তুমি।'

বরফের গর্জন আর ঝাঁকি ধীরে ধীরে কমে এলো। বোধহয় সকালের দিকেই একেবারে শান্ত হয়ে গেল হিমরাজ্য, ভোর পাঁচটার দিকে তাঁবু থেকে বেরিয়ে কোথাও কিছু নড়তে দেখলো না রানা। স্বচ্ছ বাতাস, নতুন ঝরা সাদা তুষার এতো উজ্জ্বল যে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আকাশের কোথাও কোনো মেঘ নেই। সূর্য বিশাল একটা ব্যাপার, মাঝখানটা সোনালি, সেটাকে ঘিরে আলোর প্রকাণ্ড একটা বৃত্ত তৈরি হয়েছে। বৃত্তের একটা অংশে ঘন আর গাঢ় হয়ে জমাট বেঁধেছে আলো, নকল একটা সূর্যের মতো সোনালি কিরণ রাঙিয়ে তুলেছে গোটা আকাশ। ওদের চারদিকে সব ধরনের বরফে আলাদা রঙ ফুটেছে। দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ দেখা গেল, অসংখ্য পানিপথ থেকে ওঠা বাষ্প ওগুলো। সব মিলিয়ে দৃশ্যটা এতো সুন্দর যে দম বন্ধ হয়ে আসে, কার প্রতি যেন কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে আসে মাথা। মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, প্রকৃতির রূপ

দেখে পাগল হওয়া ওর চিরকেলে স্বভাব।

খানিক পর লিবার্টি-থ্রি র ওপর নজর পড়লো ওর। আগুন নিভে গেছে, শুধু পাতলা ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী দেখা গেল, এঁকেবেঁকে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে, কলুষিত করছে নির্মল পরিবেশটাকে। জাহাজটার মাস্তুল, চিমনি, ব্রিজ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে, পোড়া দাগ গায়ে নিয়ে রয়ে গেছে শুধু খোলটা। করভেটের ক্রুরা হাঁটাচলা করছে বরফের ওপর, টানা-হ্যাঁচড়া করে রসদ সরাচ্ছে। বরফের রাজ্যে কাল রাতের আলোড়ন ওদেরকেও অস্থির করে রেখেছিল।

ওদের নিজেদের অবস্থা রাতে আরো খারাপ হতে পারতো। ফাটলটা আবার উন্মুক্ত হবার পর বন্ধ হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে ওদের দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে সরু পানিপথ দেখা যাচ্ছে, দুই ক্যাম্পের মাঝখানে একটা বাধা। তবে উত্তর-পুব দিকে চেহারা দেখে মনে হলো বরফ অত্যন্ত কঠিন—উঁচু-নিচু, ভাঙাচোরা সাদা প্রান্তর, তুষারে ঢাকা, মাঝে মধ্যে দু'একটা পাহাড় মাথা তুলে আছে। কাঁপা কাঁপা দিগন্তরেখা ঝাপসা, প্রতি মুহূর্তে সচল, যেন পানির ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে রানা। বহুদূরে, দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে, বড় আকারের কয়েকটা আইস-বার্গ দেখতে পেলো ও, তবে দৃশ্যপট দ্রুত বদলে যাওয়ায় সেগুলো ঘন ঘন আকৃতি পাল্টাচ্ছে।

সব মিলিয়ে মোটামুটি নিরাপদই মনে হলো নিজেদের। তবে ফাঁক-ফোকর সবই ভর্তি করে দিয়েছে তুষার, কোথায় গর্ত চেনার উপায় নেই। আরেকটা উদ্বেগ হলো, পুব দিকের সচল বরফ। ভোঁতা ও অস্পষ্ট একটা আওয়াজও ভেসে আসছে ওদিক থেকে।

রানার প্রথম দায়িত্ব হলো লিবার্টি-ফাইভের সাথে যোগাযোগ করা। হ্যাচার থেকে নিজের ও বাবার স্কি-গুলো নামাতে ভুল করেনি

এরিকা। ব্রেকফাস্টের পর হোলস্টাডকে নির্বাচন করলো রানা, ক্রুদের মধ্যে সে-ই স্কি-তে সবচেয়ে ভালো। একটা হারপুন ফোররানার দিয়ে নিজেদেরকে বাঁধলো ওরা, তারপর রওনা হয়ে গেল বড়সড় একটা বরফের পাহাড় লক্ষ্য করে, আধ মাইল দূরে ওদের উত্তরে খাড়া হয়ে রয়েছে সেটা।

নিজেদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে নেয়ায় অনেকগুলো বিপদ থেকে রক্ষা পেলো ওরা। তুষারে ঢাকা গর্তের ভেতর তিনবার পড়লো রানা, প্রতিবার হোলস্টাড টেনে তুললো ওকে। রশি না থাকলে সাগরে তলিয়ে যেতো ও।

পঁচিশ ফুটের মতো উঁচু পাহাড়টা। ওটার মাথা থেকে লিবার্টি-ফাইভকে কালো ফোঁটার মতো দেখতে পেলো ওরা। তুষারের সাদা উজ্জ্বলতায় ধাঁধানো চোখে বিনোকিউলার তুলেও পরিষ্কার দেখা গেল না জাহাজটাকে। ঝাপসা যে-টুকু দেখা গেল, মনে হলো কাত হয়ে আছে সেটা, একদিকে নিরেটদর্শন অতিকায় বরফ, আরেকদিকে অসংখ্য আলগা বরফের সমষ্টি, মাঝখানে চ্যাপ্টা হয়ে আছে লিবার্টি ফাইভ। খুদে মূর্তিগুলোকে বরফের ওপর চলাফেরা করতে দেখা গেল। আইস-বার্গের কিনারার উঁচু একটা কালো স্তূপ দেখে রানা ধারণা করলো জাহাজ থেকে উদ্ধার করা রসদ ওগুলো। বরফের পাহাড় আর লিবার্টি-ফাইভের মাঝখানে পুরো এক মাইল জুড়েই প্রেশার রিজ ও কালো ফাটল রয়েছে। প্রথমে মনে হলো আলোছায়ার কারসাজি, কিন্তু কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রানা বুঝতে পারলো লিবার্টি-ফাইভের সামনে এবড়োখেবড়ো সাদা প্রান্তর অলসভঙ্গিতে মোচড় খাচ্ছে। তারপরই অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেলো ও। বরফের প্রকাণ্ড টুকরো, একেকটা একতালা বাড়ির চেয়ে ছোটো নয় আকারে, ভাসমান বরফের

সংঘর্ষে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠলো, স্থির বাতাসে ভেসে এলো গুরু-গম্ভীর আওয়াজ। আরো সামনে, অতিকায় সমতল পিঠ আইসবার্গের দিকে, মাথাচাড়া দিলো লম্বা একটা প্রেশার রিজ।

এরিকার কাছ থেকে ধার করা আয়নাটা পকেট থেকে বের করলো রানা, সেটায় সূর্যের আলো ধরে জাহাজের গায়ে ফেলার চেষ্টা করলো। লিবার্টি-ফাইভের গায়ে আলোটা পড়লো কিনা বোঝা গেল না। বরফের ওপর যারা হাঁটাচলা করছে তাদের আচরণেও কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। হতাশ হয়ে আয়নাটা পকেটে ভরে রাখতে যাচ্ছে রানা, এই সময় পাল্টা আলোর ঝলক লাগলো ওর চোখে। আলোটা এতোই নিস্তেজ, সংকেতের কোনো অর্থই করা গেল না। দু'পক্ষ থেকেই মেসেজ বিনিময়ের চেষ্টা চললো, কিন্তু সফল হওয়া গেল না। হাল ছেড়ে দিয়ে সামনের বরফ প্রান্তরের ওপর নজর বুলালো রানা। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করার পরও ঠিক বুঝতে পারলো না, দূরত্বটুকু পেরোনো সম্ভব কিনা। জানতে হলে ওদিকে এগিয়ে দেখতে হবে।

ফিরতি পথে সময় আরো বেশি লাগলো। ক্যাম্পের কাছাকাছি আসতেই দেখা হলো এরিকার সাথে, অস্থির দেখালো তাকে। 'স্যার বরফের চাপ বাড়ছে।' রুদ্ধশ্বাসে বললো সে। 'দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে কয়েকটা আইসবার্গ এগিয়ে আসছে। আমার একদম ভালো লাগছে না।'

ক্যাম্পের পাশে পৌঁছে দাঁড়ালো রানা, পুব থেকে ভেসে আসা বিস্ফোরণ আর সংঘর্ষের আওয়াজ শুনলো কান খাড়া করে। আগের চেয়ে জোরালোই লাগলো। পায়ের তলায় বরফ কাঁপছে, কোনো বিরতি ছাড়াই। মাঝে মধ্যে কামানের গর্জনকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে সিগন্যাল পিস্তলের মতো তীক্ষ্ণ আওয়াজ, সেদিকে তাকালেই দেখ

গেল প্যাক আইস কেটে দু'ভাগ হয়ে গেছে। রানার একটা হাত খামচে ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অপর হাতটা তুললো এরিকা। দিগন্ত-রেখা জুড়ে সাদা বাষ্প মেঘ হয়ে আছে। নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই দমকা বাতাস লাগা ধোঁয়ার মতো প্রতি মুহূর্তে এলোমেলো ভেসে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে পানিপথগুলোর ওপর মোটা স্তরের আকৃতি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, তারপর বিকশিত হচ্ছে আণবিক বিস্ফোরণের মতো। একবার হুবহু বরফের তৈরি উল্টো করা দুর্গ বলে মনে হলো। 'আইস-বার্গ,' বললো এরিকা। 'আজ সকালেই দেখেছি। এখন অনেক কাছে চলে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার পুব দিকের গর্জন শোনার জন্যে কান পাতলো রানা। 'হ্যাঁ, লক্ষণ ভালো নয়।'

'ওদিকে একটা ঝড় বইছে,' বললো এরিকা। 'বরফগুলোকে আমাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বাতাস। তবে,' বলে একটা ঢোক গিললো সে, 'তবে, পুব দিক থেকেও একটা চাপ আছে।'

'দুটো যদি এক হয়?'

ক্ষীণ, ঠোঁট কাঁপা হাসি নিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো এরিকা। 'বিপদ হবে। বরফের আরো শক্ত আশ্রয় দরকার আমাদের।'

ছোটো পাহাড়টার দিকে তাকালো রানা, ওটার ওপর দাঁড়িয়ে লিবার্টি-ফাইভকে সংকেত পাঠানোর চেষ্টা করেছিল ও। ভাসমান পাহাড়, যথেষ্ট চওড়া, অত্যন্ত কঠিন বলেও মনে হয়। কিন্তু তারপরই রানার মনে পড়ে গেল, বরফের বড় বড় টুকরোগুলো কিভাবে লাফ দিয়েছিল সমতল আইসবার্গের দিকে। অসহায় বোধ করলো ও; উপলব্ধি করলো, প্রকৃতির অসীম শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে কোনো লাভ নেই। 'কোকুনের কোনো খবর পেলে?'

'হ্যাঁ। লিবার্টি-থ্রি এস. ও. এস. পেয়ে লিবার্টি-ওয়ানকে পাঠিয়েছে ওরা। কারসেন, ওটার ক্যাপটেন, লিবার্টি-থ্রির দেয়া পজিশনের কাছ থেকে বিশ মাইল দূরে কয়েকটা আইসবার্গ দেখতে পেয়েছে বলে রিপোর্ট করেছে।'

'বিশ মাইল!' দক্ষিণ-পশ্চিমে তাকালো রানা। যতোদূর দৃষ্টি যায় কোথাও খোলা সাগর নেই। সরু পানিপথ থাকলেও থাকতে পারে, ওরা দেখতে পাচ্ছে না। তবে বিধ্বস্ত লিবার্টি-থ্রির চারপাশে ভাসমান বরফের মাঠগুলো পরস্পরের সাথে সেঁটে আছে, সেই দিগন্তরেখা পর্যন্ত কোথাও কোনো ছেদ নজরে পড়ে না। বরফের এই কঠিন প্রান্তর ভেঙে এগোনো একটা করভেটের পক্ষে সম্ভব নয়। 'টোইং ভেসেল পাঠিয়ে কোনো লাভ নেই,' বললো রানা। 'রেডিও থাকলে কোকুনকে পরামর্শ দেয়া যেতো।'

'স্যার,' আবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো এরিকা, 'এর বেশি আমরা কিছু আশাও করতে পারি না। যাই ঘটুক না কেন, কোকুনকে ওরা বিপদের মধ্যে ফেলবে না।'

'কেন?'

'কোকুনের দামটা চিন্তা করুন। চিন্তা করুন তিনটে ক্যাচারের তুলনায় কতো বেশি লোক রয়েছে ওতে। টোইং বোট বা একটা ট্যাংকারেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাদের।'

'করভেট যদি পথ করে নিতে না পারে, ট্যাংকারও পারবে না,' বললো রানা। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো ও, নিজের চেষ্টায় বাঁচতে হবে ওদেরকে। 'উঁচু ওই বরফে ক্যাম্প সরিয়ে নেবো আমরা। জিনিসপত্র যা আছে, সমান দু'ভাগে ভাগ করো। আজ আমরা এক ভাগ সরাবো।'

প্যাকিং কেস দিয়ে একজোড়া স্লেজ বানালো ওরা। দু'জন পাহারাদারের ব্যবস্থা করা হলো—একজন বিশ্রাম নেয়ার সাথে সাথে নজর রাখবে ক্যাম্পের ওপর, অপরজন বরফের পাহাড় অভিমুখে রওনা হবে। দ্বিতীয় দায়িত্বটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রানা, স্লেজের সাহায্যে নিরাপদ পথ তৈরি করলো, রসদ-পত্র নিয়ে ওর পিছু নিলো কিছু লোক। নরম তুলতুলে তুষারে মাঝে মধ্যেই ডুবে গেল স্লেজ, লোকগুলো পিছিয়ে পড়ায় টেনে-হিঁচড়ে একার চেষ্টায় সেটাকে আবার তুলতে হলো রানারই। বাহু আর পিঠ ব্যথায় টন টন করতে লাগলো, কনকনে ঠাণ্ডায় ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে ও, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফোটার সাথে সাথে সেগুলো বরফকুচি হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্যে পৌঁছুতে তিন ঘণ্টা লাগলো ওদের। আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে ফিরতি পথে যাত্রা। এবার সময় লাগলো দেড় ঘণ্টা, ক্যাম্প থেকে এগিয়ে এসে প্রথম পাহারাদার এরিকা, মিলিত হলো ওদের সাথে। বিপজ্জনক বরফের ওপর দিয়ে বেপরোয়া ভঙ্গিতে তীরবেগে স্লেজ চালিয়ে এলো সে, চেহারায় উত্তেজনা। ব্রেক কষে ওদের সামনে থামলো এক রাশ তুষার ছড়িয়ে। চিৎকার করে বললো, 'কোকুন নিজেই আসছে!' চিৎকার করে বললো।

'বরফে ঢুকছে কোকুন?'

মাথা নাড়লো এরিকা। 'তা বলতে পারি না। আপনি রওনা হবার পরপরই ক্যাপটেন কারসেন রেডিওতে আসে। বরফে আটকা পড়ে সামনে এগোবার কোনো পথ দেখতে পাচ্ছে না। ক্যাপটেন ভেনসন ফ্যাক্টরি শিপ থেকে নির্দেশ দেন, আবার চেষ্টা করো। কিন্তু কাজ হয়নি। এরপর কর্নেল ওয়াকার কথা বলেন কারসেনের সাথে। কারসেনকে ধমক দিয়ে তিনি বলেন, পথ একটা তাকে খুঁজে পেতেই হবে। এক

ঘণ্টা পর নিজের ব্যর্থতার কথা জানায় কারসেন। আইসপ্যাক নিশ্ছিদ্র নিরেট। বিভিন্ন পানিপথ দিয়ে এগোবার চেষ্টা করেছে সে, দশ মাইল জায়গা জুড়ে, কোনো লাভ হয়নি। এরপর কর্নেল বললেন, কোকুনকে নিয়ে তিনি নিজেই আসছেন। কোকুন সম্ভবত বরফ ভেঙে এগোবার চেষ্টা করবে, কি বলেন?' এরিকার চেহারায় অনিশ্চিত ভাব।

'তুমিই না বলেছিলে ফ্যাক্টরি শিপ কোনো বিপদের ঝুঁকি নেবে না।'

দু'সেকেণ্ড ইতস্তত করলো এরিকা। 'হ্যাঁ, সাধারণ নিয়ম সে-কথাই বলে।'

'আর কি বলেছেন কর্নেল ওয়াকার?' রানার চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি।

দ্রুত মুখ তুলে রানার দিকে তাকালো এরিকা। 'কর্নেল না, কারসেন। সে বলছে, এক সারিতে অনেকগুলো আইসবার্গ রয়েছে। পাঁচ কি ছ'টা। কয়েকটা অসম্ভব বড়।' একটা ঢোক গিললো সে। 'সবগুলোই নাকি প্যাকে ঢুকছে। প্রকাণ্ড চওড়া একটা লাইন ধরে প্রেশার রিজ তৈরি হচ্ছে। অনেকগুলো আইসবার্গের চাপ খেয়ে প্যাক আইস আরো কঠিন হয়ে উঠছে।'

'আমরা কি এই আইসবার্গগুলোই আজ সকালে দেখেছিলাম?'

মাথা ঝাঁকালো এরিকা। 'ক্যাম্পে ফিরে বাক্সের ওপর দাঁড়ালে দেখতে পাবেন। বরফের আওয়াজ আগের চেয়ে কাছে সরে এসেছে।'

কথা না বলে তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে ফিরে এলো রানা। ভুল বলেনি এরিকা। আইসবার্গগুলো সত্যি আরো কাছে সরে এসেছে। কাঠের বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকটা পরিষ্কার দেখতে পেলো ও। দীর্ঘ

লাইনে সাতটা গুণলো—এবার আর বাষ্পের ভেতর আবছা বা শুধু প্রতিফলন নয়, সরাসরি আইসবার্গগুলোকে দেখতে পেলো। এক লাইনে পালতোলা জাহাজের একটা বহরের মতো লাগলো ওগুলোকে।

'আমার ধারণা, কোথাও খুব বড় একটা ঝড় চলছে,' বিড়বিড় করে রানার পাশ থেকে বললো এরিকা। 'বরফের ওপর চাপ বাড়ছে। মাঠ, পাহাড় আর ভেসে থাকা টুকরোগুলো প্রতি মুহূর্তে এক হয়ে জমাট বাঁধছে।'

'বুঝলাম,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো রানা। 'কিন্তু এ-ব্যাপারে আমাদের করার কিছু নেই।' মাল-পত্রের দ্বিতীয় চালানটা দিয়ে বরফের পাহাড়ে তাকে পাঠিয়ে দিলো ও।

তাঁবুতে কাত হয়ে সিগারেট ফোঁকা আর রেডিও শোনা ছাড়া করার সত্যি কিছু নেই। ক্রুরা সবাই উত্তেজিত, মনে আশার অন্ত নেই। সারাক্ষণ বকবক করছে তারা, গলা ছেড়ে হাসছে। কোকুন লিবার্টি-ওয়ানকে নির্দেশ দিলো নিজের জায়গায় স্থির থাকো, আমরা বরফে ঢুকতে যাচ্ছি। ক্রুরা উল্লাসে ফেটে পড়লো, যেন এরইমধ্যে উদ্ধার পেয়ে গেছে তারা। কোত্থেকে কে জানে এক বোতল হুইস্কি বেরিয়ে এলো, সবার আগে ক্যাপটেনকে সাধা হলো চুমুক দেয়ার জন্যে। শান্তভঙ্গিতে হাত নেড়ে প্রত্যাখ্যান করলো রানা। তাসও বেরুলো, শুরু হয়ে গেল ব্রিজ। কারো মনে কোনো উদ্বেগ নেই, সবাই যেন ট্রেন আসার অপেক্ষায় সমবেত হয়েছে প্ল্যাটফর্মে। একা শুধু রানা উদ্বিগ্ন, ভাবছে কোকুনকে বরফে নিয়ে আসার ঝুঁকিটা কেন নিলেন কর্নেল ওয়াকার।

আগের দিন ওরা যে-ধরনের বরফের ভেতর দিয়ে এসেছে, সেটা

ভেঙে ভেতরে ঢোকা কোকুনের পক্ষে কঠিন কিছু নয়। ওটার বাইশ হাজার টন ওজন আর রিএনফোর্সড বো বারো ফুট পুরু বরফ ভেঙে পথ করে নিতে পারে। পরিস্থিতি যদি আজও কালকের মতো হয়, ওদের কাছে অনায়াসে পৌঁছুতে পারবে কোকুন। কিন্তু তাবুর মুখে যেখানে রানা কাত হয়ে আছে সেখান থেকে লিবার্টি-থ্রির পোড়া খোল আর দিগন্তরেখায় আইসবার্গগুলোকে দেখতে পাচ্ছে ও, অনুভব করছে পাঁজরের নিচে বরফের কাঁপন। শিরদাঁড়ায় শিরশিরে একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ পেলো ও। পুবদিক থেকে ঝড়ের কবলে পড়া আগল। বরফের আর্তনাদও শুনতে পাচ্ছে। এ-সব ব্যাপার কিছুই জানা নেই কর্নেলের। রেডিও থাকলে তাঁকে সতর্ক করা যেতো। তবে, অন্তত আইসবার্গগুলো তিনি দেখতে পাচ্ছেন বলে মনে হয়। ওগুলোর পাশ ঘেঁষে অথবা ওগুলোর ভেতর দিয়েই আসতে হবে কোকুনকে। বিপদের মাত্রা হিসেব করার জন্যে ওদের চেয়ে ভালো পজিশনে আছেন তিনি। চারশো লোক রয়েছে কোকুনে, কেন তিনি এতোগুলো লোককে বিপদের মধ্যে ফেলতে যাচ্ছেন? জাহাজটার কথাও তো ভাবতে হবে তাঁকে। কারণটা কি একমাত্র সন্তান মার্ক রোসেট? নাকি তাঁর সিদ্ধান্তের পিছনে বোনার পাইটনের মৃত্যুরহস্যেরও কোনো ভূমিকা আছে? কিংবা, জানেন মারা যাবেন, তাই স্রেফ বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন?

ছবিটা কল্পনা করার চেষ্টা করলো রানা। বড় কেবিনটায় চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছেন, সিদ্ধান্ত নেবেন। ভদ্রলোক হৃদয়হীন পাষাণ তো বটেনই, দুনিয়ার বাকি সব সফল ব্যবসায়ীর মতোই। তাঁর চিন্তা-চেতনায় আর-সব লোকের জীবনমরণের প্রশ্ন গুরুত্ব পাবার কথা নয়। টাকার মায়া, হ্যাঁ, সেটা তাঁর থাকার কথা—তবে শরীরের যে অবস্থা তাতে টাকা এখন আর তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার

নয়। টাকা দিয়ে তিনি এখন আর জীবনের অতিরিক্ত একটা মুহূর্ত কিনতে পারবেন না। খই ছড়ানোর মতো করে দু'হাতে টাকা ওড়াবার সামর্থ্য তাঁর আছে। সংগ্রামী জীবনের শুরু থেকেই সব রকম বাধাকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে এসেছেন, প্রকৃতিও তাঁর পুরনো একটা শত্রু। তিনি যদি এখন বরফের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, বিনা দ্বিধায় কোম্পানির বিশ্বস্ত কর্মীবাহিনীকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারেন, ঝুঁকি নিতে পারেন ফ্যাক্টরি শিপ হারাবার। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা মনে পড়লো রানার। এমন কি হতে পারে, কর্নেল ওয়াকার জানেন, পোলার হোয়েলিং কোম্পানির মালিক এখন আর তিনি বা তাঁর ছেলে নয়, বেশিরভাগ শেয়ারের মালিক পাইটন পরিবার? সেজন্যেই কি, জেনেশুনে, কোকুনকে এতো বড় একটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলছেন?

তিন

রাত আটটার খানিক পর কোকুনের অপারেটর ওদেরকে ডাকলো, প্রথমে নরওয়ের ভাষায়, তারপর ইংরেজিতে। একটানা আধ ঘণ্টা ডাকার পর কিছুক্ষণ বিরতি। এরপর ফিরে এসে একটা মেসেজ দিলো। 'একুশ ঘণ্টায় ধোঁয়া ছাড়ছি আমরা। আবার বলছি, একুশ ঘণ্টায় আমরা ধোঁয়া ছাড়বো। ধোঁয়াটা দেখামাত্র যে-কোনো উপায়ে সম্ভব সংকেত পাঠাও তোমরা। কোকুন টু ক্যাচারস, লিবার্টি···।' একই মেসেজ পুনরাবৃত্তি হতে থাকলো। তেলের একটা ড্রামে ট্র্যাপ ফিট করেছে রানা, তা থেকে কাপড়ের একটা বস্তায় তেল পড়ছে। বাক্সের ওপর বাক্স দাঁড় করিয়ে দশ ফুট উঁচু একটা মঞ্চ তৈরি করা হলো, ন'টার খানিক আগে তার ওপর তুলে দেয়া হলো তরুণ এক লুকআউটকে। সবাই ওরা দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছে। তাঁবুর ভেতর একজনও টিকতে পারেনি, রেডিওটা বগলদাবা করে বেরিয়ে এসেছে রানাও।

ন'টার সময় কোকুনের অপারেটর আরেকটা মেসেজ প্রচার করলো। 'আমরা এখন ধোঁয়া তৈরি করছি। আইসবার্গের একটা লাইন থেকে

তিন মাইল পুবে রয়েছি আমরা, উত্তর থেকে গুণলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আইসবার্গের ভেতর দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছি আমরা। যদি পারো সংকেত দাও।'

সবার দৃষ্টি লুকআউটের ওপর স্থির। দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তরেখার কাছাকাছি থেকে আলো ছড়াচ্ছে সূর্য, চোখ কুঁচকে দূরে কিছু দেখা যায় কিনা লক্ষ্য করছে লুকআউট। চোখ পিটপিট করলো সে, বার কয়েক হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়ালো। তারপর হঠাৎ আড়ষ্ট হলো শরীরটা, লম্বা করলো হাত। 'ওই!' আনন্দে নাচানাচি শুরু করলো ক্রুরা। বজ্রপাতের শব্দ তুলে কেঁপে উঠলো পায়ের নিচে বরফ, আশপাশের কোনো একটা বরফের মাঠে ফাটল ধরেছে। সখেদে ভাবলো রানা, লিবার্টি-থ্রির আগুন না নিভলে কি ভালোই না হতো।

তেলে ভেজা কাপড়ে আগুন ধরাবার নির্দেশ দিলো রানা। লোকটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাবার আগেই হাত নেড়ে নিষেধ করলো তাকে—ঘন ঘন মাথা নাড়ার সাথে চোখ রগড়াচ্ছে লুকআউট। নাচ বন্ধ হয়ে গেল ক্রুদের। লুকআউটের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই, চোখ কুঁচকে বিহ্বলদৃষ্টিতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে সে। আবার সে হাত তুলে একটা দিক দেখালো, এবার আরো দক্ষিণে। তার পাশে উঠে পড়লো রানা, দু'জনের ভারে দুলতে লাগলো কাঠের বাক্সগুলো। দক্ষিণে ধোঁয়া আছে সত্যি, তবে সেটা অত্যন্ত কাছাকাছি, ভুল বা অন্য দিকেও বটে। রানার তাকিয়ে থাকার সময়ই কালো মোটা আঁকাবাঁকা দাগটা চওড়া হয়ে গেল। সূর্যকিরণে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় সেদিকে কোনো আইসবার্গ দেখা গেল না। 'ওগুলো বোধহয় ফ্রস্ট-স্মোক,' বললো রানা। ক্রুরা সবাই হতভম্ব হয়ে গেল, তাকিয়ে আছে পশ্চিম দিকে। হঠাৎ করে যেন ওদের আত্মাকে স্পর্শ করেছে মৃত্যুর

হিমশীতল হাত। চোখ কুঁচকে কোকুনের সম্ভাব্য অবস্থানের দিকে তাকালো রানা। কিন্তু পরিষ্কার কিছু দেখতে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। গোটা পরিবেশ আর আবহাওয়া বিরতিহীনভাবে প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে।

বরফের ভোঁতা গর্জন আর চাপা গোঙানি আগের চেয়ে আরো কাছে সরে এসেছে, বাক্স থেকে নামার পর পায়ের নিচে বরফের কাঁপন অনুভব করলো রানা। কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো, দেখা গেল এক মাইল দূরেও নয়, লিবার্টি-থ্রি কে ছাড়িয়ে খানিক সামনে, ভাসমান বরফের একটা মাঠ কিনারায় ভর দিয়ে খাড়া হলো, স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো এক মুহূর্ত, তারপর ঢলে পড়লো সাগরে। বড় একটা ফাটল তৈরি হচ্ছে। পানির ছোট্ট একটা বিস্তৃতি দেখতে পেলো ওরা। চারদিকের সাদা বরফের মাঝখানে কালো মোটা একটা রেখার মতো লাগলো। বাতাস ধীরে ধীরে নিশ্ছিদ্র নিরেট আর কালচে হয়ে উঠলো। ফ্রস্ট-স্মোক ছড়িয়ে পড়লো কুয়াশার মতো, সব কিছু ঢেকে দিচ্ছে, আড়াল করছে সূর্যকে। চারদিক থেকে অদৃশ্য হলো আলো আর তার আভা, বরফ থেকে গায়েব হলো সমস্ত রঙ। ক্রুদের সান্ত্বনা দেয়ার ছলে রানা বোঝাবার চেষ্টা করলো, আগুন জ্বেলে সংকেত দেয়ার তুলনায় ফ্রস্ট-স্মোক মার্কার হিসেবে অনেক ভালো, যদিও হঠাৎ করে ডুনিয়াটা সাদা আর অসহ্য ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় ভয়ের একটা শিরশিরে অনুভূতি ওর নিজেরই শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এলো। ক্রুরা অনভিজ্ঞ নয়, ফলে কেউই স্বস্তিবোধ করলো না। উদ্ধারের সম্ভাবনা আর তাদের মাঝখানে ঝুলে আছে কালো ওই পর্দাটা। স্টুয়ার্ডকে ডেকে কফি বানাবার নির্দেশ দিলো রানা। ব্রিজ খেলায় ফিরে গেল চারজন ক্রু। ছু'জন লোককে পাহারায় রেখে রেডিওটা নিয়ে নিজের

তাঁবুতে ফিরে এলো রানা।

বরফের কাঁপনটা উদ্বিগ্ন করে তুললো ওকে, পুব থেকে এভাবে যদি ধাক্কা খেতে থাকে, বরফের মাঠটা আর বেশিক্ষণ অটুট থাকবে বলে মনে হয় না। ফাঁদে পড়া অসহায় প্রাণীর মতো লাগলো নিজেকে। এমনকি তরল আগুনের মতো গরম কফি খেয়েও তলপেট মোচড়ানো ভয়ের অনুভূতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না।

'আমরা ফ্রস্ট-স্মোক দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কোনো সংকেত পাচ্ছি না। যেভাবে পারো সংকেত দাও। বরফ এদিকে অত্যন্ত পুরু আর কঠিন হয়ে উঠছে। আর কতোক্ষণ আমরা এগোতে পারবো বলতে পারছি না।' একটানা আধ ঘণ্টা ধরে ওদেরকে সংকেত দেয়ার জন্যে তাগাদা দিলো কোকুন। অপারেটরের বদলে ডাফ পিটারসেন নিজে এলো ইথারে, সরাসরি সে তার মেয়ে এরিকাকে উদ্দেশ্য করে কথা বললো, চেষ্টা করলো ওদের সবাইকে সাহস আর উৎসাহ যোগাতে। তবে, কর্নেল ওয়াকার রোসেট তাঁর ছেলের সাথে যোগাযোগ করার কোনো চেষ্টা করলেন না। এরপর মেসেজগুলো আগের চেয়েও জরুরী ভঙ্গিতে প্রচার করা হলো। অবশেষে কোকুনের রেডিও অপারেটর জানালো, 'আমরা অত্যন্ত ধীরগতিতে এগোতে পারছি। আমাদের পিছনে আইসবার্গগুলো বরফ পিষে এগিয়ে আসছে। শিগগির সংকেত না পেলে তোমাদের কাছে পৌঁছুনোর চেষ্টা বাদ দিতে হতে পারে।' এর আগের মেসেজগুলো নরওয়ে ও ইংরেজি ভাষায় প্রচার করা হয়েছিল, এটা প্রচার করা হলো শুধু ইংরেজিতে। সম্ভবত ক্রুদের হতাশ করতে না চাওয়ার ইচ্ছে থেকে। যদিও, যারা ইংরেজি জানে না তারাও মেসেজটার সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারলো, যারা বোঝে তাদের মুখভাব লক্ষ্য করে।

হঠাৎ একজন লুকআউট চিৎকার করে উঠলো। লাফ দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো রানা। 'স্কি নিয়ে কে যেন আসছে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো লোকটা।

'ম্যানেজার পিটারসেন?' বুকভরা আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'না। লিবার্টি-থ্রি থেকে।' কালো ফ্রস্ট-স্মোকের দিকে হাত তুললো লুকআউট।

সেদিকে তাকিয়ে বরফের সাদা, ঠাণ্ডা আকৃতি ছাড়া কিছুই দেখলো না রানা। তারপর কালো একটা রেখার কাঁপন ধরা পড়লো চোখে, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হলো সেটা। কয়েক সেকেণ্ড পর আবার দেখা গেল, একশো গজ দূরেও নয়। ওটা যে একটা মনুষ্যমূর্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বরফ আর তুষারে ঢাকা পড়ে আছে লোকটা। একটা স্কি স্টিক নেড়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সে, চিৎকার করে কি যেন বলতে চাইলো। বরফে ঘন ঘন স্টিক ঠেকিয়ে দ্রুত কাছে চলে আসছে।

কাকে আশা করবে বুঝতে পারলো না রানা—লোকটা হেলমুটসেনও হতে পারে, মার্কি হওয়াও বিচিত্র নয়। তাঁবুতে ফিরে গিয়ে রাই-ফেলটা আনবে কিনা একবার ভাবলো ও। খোলা বরফের মাঠে নিজে-কে অসহায় আর নগ্ন লাগলো। তবু, ভয় পেয়েছে স্বীকার করতে রাজি হলো না ওর মন। কাজেই স্থির দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকলো ও, জানে না একজন উন্মাদ নাকি শুধু একজন বদরাগী লোকের সাথে দেখা হতে যাচ্ছে ওর। লোকটা কাছে চলে আসতে রানা লক্ষ্য কর-লো, হেলমুটসেনের তুলনায় বেশ খানিকটা বেঁটে সে। তারপর তাকে চিনতে পারলো ওরা।

'স্যালুট, ক্যাপটেন!' রানার সামনে স্কি থামিয়ে করমর্দনের জন্যে

হাতটা বাড়িয়ে দিলো জাপানী ফটোগ্রাফার কাইসু ওকোমো। তার সদাহাস্যময় চওড়া মুখে রাজ্যের বিরক্তি, নাকি সুরে বললো, 'আমার আপনাকে দেখতে পেয়ে কি যে আনন্দ লাগছে। নরক সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই, মিঃ রানা।'

'কেন? অসুবিধেটা কি?'

'অসুবিধে?' স্টিক ধরা হাতটা এতো দ্রুত আর ঘন ঘন নাড়ায় কাইসু ওকোমো যে আহত হবার ভয়ে এক পা পিছিয়ে আসতে হলো রানাকে। 'আপনি জিজ্ঞেস করছেন অসুবিধেটা কি?' বিস্ময় এবং উত্তেজনায় কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে থাকলো লোকটা। 'আরে, ওখানে শৃংখলা বলতে কিছু আছে? মার্ক রোসেটের কোনো কথাই কেউ শুনছে না, মেট হেলমুটসেন বা ডানকানকেও মানতে রাজি নয় তারা। প্রথমে মার্ক রোসেট ভয়ানক রাগ দেখায়, চড়ও মারে একজনকে। ব্যস, তারপর থেকে সবাই বেঁকে বসেছে, সরে গিয়ে আলাদা ক্যাম্প করেছে তারা। বুঝে দেখলাম, বিপদ গুরুতর, তাই কেটে পড়লাম—কি বলেন, ভালো করিনি?'

'ওদের সাথে রসদ ইত্যাদি আছে?'

'তা আছে। উফ্, বরফের ওপর দিয়ে কিভাবে যে এসেছি! উঠুন, বাক্সের ওপর উঠুন, দেখাই আপনাকে...।' রানার হাত ধরে টান দিলো সে।

'থাক, এখন ওসব...।'

রানার কথা শুনলো না কাইসু ওকোমো, বাক্সের ওপর দাঁড় করালো ওকে। 'দেখুন! ক্যাম্পটা ওই যে, কেমন? প্রথমে সব ঠিকই ছিলো, তারপর হঠাৎ করে দেখি বরফ নেই, দাঁড়িয়ে আছি কোমর সমান পানিতে। দেখতেই পাচ্ছেন, সাংঘাতিক ভিজে গেছি আমি। তারপর

যা-ও বা আবার বরফ পেলাম, ও মা, খানিক পরপর একটা করে গর্ত —একবার ডুবি, একবার জাগি, একবার ডুবি, একবার··· ।'

তাকে থামিয়ে দিলো রানা। বাধা পেয়ে ভারি ক্ষুণ্ণ হলো কাইশু ওকোমো। মুখ হাঁড়ি করে ফেললো সে। রানা বললো, 'আপনি বোকার মতো ঝুঁকি নিয়েছেন। একা আসা উচিত হয়নি আপনার।'

'তারমানে কি আপনি বলতে চান, আমি একটা অসাধ্যসাধন করেছি?' নিজের কৃতিত্বে স্তম্ভিত হয়ে পড়লো লোকটা।

'প্রায় তাই,' বললো রানা। 'শুধু অভিজ্ঞ পোলার এক্সপ্লোরার-রা এ-ধরনের বরফের ওপর দিয়ে আসা-যাওয়া করেছেন, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে—আপনার মতো ঝামেলা এড়াবার জন্যে নয়।'

'আর সব খবর কি বলুন,' জানতে চাইলো জাপানী ফটোগ্রাফার। 'আপনাদের রেডিও আছে তো? ওদের,' হাত তুলে লিবার্টি-থ্রির দিকটা দেখালো সে, 'নেই।'

'পোর্টেবল একটা আছে,' বললো রানা, 'শুনতে পারি, পাঠাতে পারি না।'

'তাহলে কি ঘটছে আপনারা জানেন, তাই না?'

'কোকুন নিজেই বরফে ঢুকে আমাদেরকে সংকেত দিতে বলছে।'

'বাহ! চমৎকার!' আনন্দে এক পাক নেচে নিলো কাইশু ওকোমো। 'তাহলে আর চিন্তা কি! এখন তাহলে গোসল করে শুকনো কাপড় পরা যেতে পারে, কি বলেন? ঘণ্টাখানেক ঘুমানো দরকার।' ফ্রস্ট-স্মোক থাকায় কিভাবে সংকেত দেয়া সম্ভব সে-চিন্তাটা তার মাথায় এলো না। লোকটার নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারার ক্ষমতা দেখে একটু ঈর্ষাই বোধ করলো রানা।

এরিকা আর তার দল সম্পর্কে চিন্তা হচ্ছে ওর। পাঁচ ঘণ্টা হলো

গেছে ওরা। আরো আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর নিজের স্কি-টা
করলো ও। মেজ-চিহ্নিত পথ ধরে রওনা হবার পর একশো
এগোয়নি, লুকআউট চিৎকার করে জানালো, ওরা আসছে।
একটা সাদা পাহাড়ে চড়লো রানা, সূর্যহীন সাদা ও ঠাণ্ডা প্রান্তরে
কালো একটা রেখাকে সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসতে
দেখলো। খানিক পর রানাকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়লো এরিক।

খবর শুনে গম্ভীর হলো সে, বললো, 'বরফের মতিগতি খুবই খারাপ
স্যার। লিবার্টি-ফাইভের কাছে অবস্থা ভয়ংকর। সমতল মাথা কি
আইসবার্গটা ওদের আরো কাছে চলে এসেছে। কোন্‌টার কথা বলছি
বুঝতে পারছেন তো? চাপ খেয়ে যেটার বরফ লাফ দিয়ে শূন্যে উঠতে
দেখেছেন। ফেরার পথে জার্নিটা কি রকম ছিলো, এখন চিন্তা করতে
ভয় করছে। আমাদের চারদিকে মোচড় খেতে শুরু করেছে বরফ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ফাটল তৈরি হওয়ার ঘটনাটা বর্ণনা করলো রানা,
যেটা থেকে ফ্রস্ট-স্মোক বেরুচ্ছে।

'তবে, আগের চেয়ে ঠাণ্ডা বেড়েছে,' বললো এরিকা। 'ফাটলের
ভেতর সাগর সম্ভবত জমাট বেঁধে যাবে। তখন হয়তো কোকুনকে
আমরা দেখতে পাবো, সংকেত পাঠানোও সম্ভব হবে।'

ক্যাম্পে ফিরে তাঁবুতে ঢোকার আগে স্তূপ করা মালপত্তরের দিকে
একবার তাকালো রানা। সারাদিন ধরে স্থানান্তর করার পরও আকারে
সেটা তেমন ছোটো হয়নি। সম্ভবত চারভাগের এক ভাগ সরানো
গেছে। নতুন শ্রোতা হিসেবে এরিকাকে পেয়ে আক্ষরিক অর্থেই তাকে
প্রায় সারাক্ষণ দখল করে রাখলো কাইস্থ ওকোমো, দুপুরের পুরোটা
খাবার সময় তার পলায়ন কাহিনী শুনতে হলো সবাইকে, এরিকা
বাদে বাকি সবাইকে চতুর্থবারের মতো। খাওয়া শেষ করে সিগারেট

ধরিয়েছে রানা, তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এলো লুকআউটের।

ফ্রস্ট-স্মোক বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছ হালকা পর্দা ছাড়া দেখার মতো কিছু পেলো না ওরা। একটু পর তা-ও থাকলো না। সীমাহীন সাদা জগৎটা রঙ ফিরে পেলো আবার। দক্ষিণে সূর্যটা একবারে নিচের দিকে রয়েছে, আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে সোনালি কিরণ। গোটা দৃশ্য এতো কোমল আর চকচকে যে বিশ্বাসই করা যায় না হাত বাড়ালে স্পর্শ করা যাবে না। সবার চোখ অবশ্য স্থির হয়ে আছে লুকআউটের ওপর, বাক্সগুলোর মাথায় দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে আছে সে। খানিক পর মাথা নাড়লো লোকটা। 'কোথায় কোকুন!' নিচে দাঁড়ানো রানার দিকে তাকালো সে। 'তবে আইসবার্গগুলো আরো কাছে সরে এসেছে, ক্যাপটেন।'

তার পাশে উঠলো রানা। চোখ কুঁচকে দু'জনেই তাকালো পশ্চিম দিকে। কিন্তু কিছুই দেখলো না, এমন কি এক বিন্দু ফ্রস্ট-স্মোকও নেই যে ফ্যাক্টরি শিপ বলে সন্দেহ করবে। এই সময় তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে রানাকে নেমে আসতে বললো স্টুয়ার্ট, চেহারা থমথম করছে। 'ক্যাপটেন, রেডিও শুনে যান। মেসেজ।'

তাঁবুতে ঢুকে রেডিওর সামনে ঝুঁকলো রানা।

'...মেসেজটা ইংরেজিতে পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। ধোঁয়া তৈরি বন্ধ করে দিয়েছি আমরা। তোমরা যদি সংকেত দেয়ার ব্যবস্থা করে থাকো, আয়োজনটা বাদ দাও। নিজেদের জিনিস-পত্র নষ্ট করো না আমরা এখানে সাময়িকভাবে আটকা পড়েছি, বরফ এদিকে অসম্ভব পুরু। ২২'৩০ ঘণ্টায় আবার মেসেজ দেবো।'

রানার মুখে তরজমা শোনার পর স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। কয়েক সেকেণ্ড একচুল নড়লো না কেউ। তারপর এক লোক বললো, 'কোকুন

আটকা পড়া মানে পরিস্থিতি সাংঘাতিক খারাপ। মাথা একদিকে কাত করে কান পাতলো সে, প্রেশার রিজের গর্জন শুনছে। বাকি সবাইও কান পাতলো। ভাবটা যেন, হঠাৎ করে ওরা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে শব্দই ওদেরকে মৃত্যুর আগাম বার্তা পৌছে দেবে।

এরপর কাইস্থ ওকোমো নিস্তব্ধতা ভাঙলো। 'ঠিক বুঝলাম না। কোকুন কিভাবে আটকা পড়ে। প্রকাণ্ড একটা জাহাজ, বরফও তেমন কঠিন নয়। কালই তো আমরা ভেতর দিয়ে এসেছি। যতোদূর জানি, বরফ পুরু হয় শুধু আইসবার্গের ক্ষেত্রে। ওগুলোকে এড়িয়ে, ওগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে নিলেই তো পারে। আপনি কি বলেন, ক্যাপটেন রানা? অসুবিধেটা কি?'

'আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন?' চিন্তায় বাধা পড়ায় প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো রানা। প্রাণ রক্ষার কোনো আশা দেখতে না পেয়ে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে ওর।

সাড়ে দশটায় কোকুনের অপারেটর ঘোষণা করলো, এখনো তারা আটকা পড়ে আছে, এখন থেকে আধ ঘন্টা পরপর পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করবে। দু'জন লোককে পাহারায় রেখে বাকি সবাইকে শুয়ে পড়তে বললো রানা, তবে জানে ঘুম আজ রাতে কারো চোখেই আসবে না। রিপোর্ট প্রচারের সময় রেডিওর আওয়াজ বাড়িয়ে দিলো ও, বরফের শব্দ সত্ত্বেও যাতে দ্বিতীয় তাঁবুর লোকজন শুনতে পায়। প্রতিবার একই মেসেজ পুনরাবৃত্তি করা হলো—রিপোর্ট করার কিছু নেই। তাঁবুর ভেতর অস্থিরতা টের পেলো রানা। শুধু রেডিওর দুঃসংবাদ নয়, পুব থেকে ভেসে আসা বরফ নড়াচড়ার বজ্রপাততুল্য গর্জন বাড়ছে তো বাড়ছেই। পিঠের নিচে কাঁপছে বরফ, মাঝে-মধ্যে এতো জোরে যে ঠাণ্ডা মেঝেতে ঝাঁকি খেলো শরীর। ওরা যেন ভূমিকম্পের

মধ্যে বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করছে। ক্লান্ত, তাই খানিক পরপরই চোখ ভেঙে ঘুম আসছে রানার, তারপর ঝাঁকি খেয়ে আঁতকে উঠে ছুটে যাচ্ছে তন্দ্রা। শীত আতংক ছড়িয়ে দিলো শরীরে। ভোঁতা হয়ে আসছে অনুভূতি, হাত-পায়ে অবশ ভাব। কখনো এক ঘণ্টা পর, কখনো আধ ঘণ্টা পর রেডিও অন করলো রানা। অপারেটরের গলাটা শুনতে পাওয়াও আশ্চর্য স্বস্তিকর। বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ মিথ্যে একটা নিরাপত্তাবোধ এনে দিলো রানার মনে। লোকটার গলা অদ্ভুত রকম শান্ত আর স্বাভাবিক। বারবার মারিকার কথা মনে পড়লো রানার। ওর ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা থেকে অনেক আগেই উপলব্ধি করেছে ও, অত্যাচার বলো, শোষণ বলো আর দুর্ভাগ্য বলো, সরল ভালো মানুষরাই এ-সবের সহজ শিকার। রানার ব্যক্তিগত একটি দর্শন—যে-কোনো রকম দুর্বলতা অক্ষমনীয় অপরাধ। এমন কি দুর্বল নই, এই ভান করতে পারাটাও দুর্বোধ্য এই বিশ্ব-সংসারে এক ধরনের রক্ষাকবচ হিসেবে অবদান রাখতে পারে। মুশকিল হলো, মারিকার মতো মেয়েরা ভান করতেও জানে না। এদের প্রতি এমনকি প্রকৃতিও সদয় নয়। সেজন্যেই মেয়েটার জন্যে চিন্তিত ও। আর কোনো দিন দেখা হবে কিনা কে জানে। কে বাঁচে, কে মরে, এখন আর জোর করে কিছু বলার উপায় নেই।

কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল ও, ঘুম ভাঙলো এরিকার ধাক্কায়। 'রেডিওর কিছু একটা হয়েছে,' ফিসফিস করে, রানার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে বললো সে। 'তিনটের বেশি বাজে, কিন্তু কিছু শুনছি না।'

উঠে ...স টিউনিং নব ঘোরালো রানা। অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেল, কিন্তু ওদের আর/টি ওয়েভলেংথ থেকে কিছুই বেরুলো না, সুইচ বদলে পরবর্তী ওয়েভব্যাণ্ডে ধরলো রানা, তীরবর্তী একটা স্টেশন থেকে

মিউজিক ভেসে এলো। 'রেডিও ঠিকই আছে,' বললো ও। 'তুমি টিউনিং নব ঘোরাওনি তো?'

'না। তিনটের খানিক আগে আমি শুধু অন করেছি। কোনো শব্দ পাইনি। আমার ধারণা,' এরিকার গলা সামান্য কেঁপে গেল, 'ওরা আর ব্রডকাস্ট করছে না।'

'তা হতে পারে না,' বললো রানা। 'ওরা জানে, ওদের ব্রডকাস্ট ব্যাকুল হয়ে শুনবো আমরা। দেখি সাড়ে তিনটের সময় কি হয়।'

হাতঘড়ি দেখলো রানা। তিনটে বেজে দশ। সিগারেট ধরিয়ে বসে থাকলো। প্রতিটি মিনিট যেন এক যুগ সময় নিয়ে পেরুচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে প্রেশার রিজের বিকট শব্দ, কাছ থেকে শোনা গেল পায়চারিরত টহলদারদের জুতোর আওয়াজ। রানার মনে নানা অশুভ চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। অপারেটর এতো ব্যস্ত যে ব্রডকাস্ট করার সময় পায়নি? উঁহু, অসম্ভব! যদি বেঁচে থাকে, যদি রেডিও ভালো থাকে, মেসেজ পাঠাতে অবশ্যই তারা ভুল করবে না। তার-মানে কিছু একটা ঘটেছে। আবার হাতঘড়ি দেখলো রানা। তিনটে বেজে চোদ্দ মিনিট। এরিকার দিকে তাকালো ও। পাশ ফিরে শুয়ে আছে, নিঃশ্বাস ফেলছে নিয়মিত।

হঠাৎ রানার মনে পড়লো। প্রতি ঘন্টায় দু'বার, রেডিও সাইলেন্স-এর নির্দিষ্ট একটা মেয়াদ আছে, তিন মিনিট করে। প্রতি ঘন্টার পনেরো থেকে আঠারো মিনিট আর পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশ মিনিট, দুনিয়ার প্রতিটি জাহাজের প্রতিটি অপারেটর পাঁচশো কিলো-সাইকেল-এ 'ওয়াচ' ওয়েভ ধরবে ইমার্জেন্সি কল শোনার জন্যে। অধৈর্য হবার কোনো কারণ নেই, নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলো রানা। তাড়াতাড়ি সামনে ঝুঁকে সুইচ অন করলো রেডিওর, টিউন

করলো ওয়াচ ওয়েভে। সেকেণ্ডের কাঁটা ঘোরা শেষ করলো। যান্ত্রিক শব্দ গুঞ্জন ভেসে এলো স্পীকার থেকে। ব্যস, আর কিছু না। পরম স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করলো ও। শুধু শুধু ভয় পাচ্ছিলো বলে তিরস্কার করলো নিজেকে। ঠিক তখনই, এতো অস্পষ্ট যে শব্দগুলো আলাদাভবে বোঝা যায় না, সেটা থেকে ঘড় ঘড় করে বেরিয়ে এলো অপারেটরের গলা।

প্রায় শুয়ে পড়লো রানা, কান ঠেকালো রেডিওতে। কোকুনের নাম দু'বার পুনরাবৃত্তি করা হলো। দু'আঙুলে টিউনিং নব ধরে ঘোরালো ও। ওয়েভলেংথ পেতেই তাঁবুর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো অপারেটরের জোরালো গলা। '৬৬'২১ দক্ষিণ, ৩৪'০৬ পশ্চিমে রয়েছি আমরা। ফ্যাক্টরি শিপ কোকুন সমস্ত জাহাজকে ডাকছি। এস. ও. এস.। এস. ও. এস.। তোমরা কেউ আমাদের ডাক শুনতে পাচ্ছো? বরফে অচল হয়ে পড়েছি আমরা, বরফ আমাদের গেঁথে ফেলেছে। আমাদের পজিশন—৬৬'২১ দক্ষিণ, ৩৪'০৬ পশ্চিম। ফ্যাক্টরি শিপ কোকুন সমস্ত জাহাজকে ডাকছি। এস. ও. এস.। এস. ও. এস.…'

এভাবে চললো, বিরতিহীন। অপারেটরের গলা সব সময় একই রকম, কোনো উত্থান-পতন নেই, নেই আবেগ বা অস্থিরতা। এক-ঘেয়ে হলেও, রানার মগজে যেন হাতুড়ির বাড়ি মারতে লাগলো শব্দ-গুলো। কিছুই দেখছে না ও, বসে আছে পাথরের একটা মূর্তি, এমন-কি প্রচণ্ড শীতও ওকে স্পর্শ করতে পারছে না। অপারেটরের গলা ছাড়া আর কিছু শুনতেও পাচ্ছে না।

তাঁবুর ভেতর ওর চারপাশে নড়াচড়া করছে লোকজন। আস্তে করে ওর কাঁধে মাথা নামিয়ে অস্ফুটে ফুঁপিয়ে উঠলো এরিকা। সে তার বাবার কথা ভাবছে। কেউ কথা বলছে না, না তাকিয়েও রানা জানে

ঘুম ভেঙে গেছে সবার। এরিকার পিঠে একটা হাত রাখলো ও, সান্ত্বনা দেয়ার আর কোনো ভাষা ওর জানা নেই। কখনো নরওয়ের ভাষায় কখনো ইংরেজিতে এস. ও. এস. প্রচার করলো অপারেটর। প্রতিবার একই মেসেজ। তারপর নতুন একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো ওরা। 'সাদার্ন উইও কোকুনকে ডাকছি। সাদার্ন উইও কোকুনকে ডাকছি। আমরা তোমাদের সাহায্যে রওনা হয়েছি। এই মুহূর্তে আমাদের পজিশন—৬৬° দক্ষিণ, ৪৪° পশ্চিম। ২০'০০ ঘণ্টায় তোমাদের কাছে আমাদের পৌঁছুনোর কথা। তোমাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাও।' এরপর অপারেটর একটা আর/টি ওয়েভ-লেংথ দিলো।

রেডিও টিউনিং করার পর ক্যাপটেন জোনাস ভেনসমের গলা শুনতে পেলো রানা। সাদার্ন উইওকে বিস্তারিত রিপোর্ট দিলো সে। 'কাল ১৭'০০ ঘণ্টায় এক জোড়া আইসবার্গের ভেতর দিয়ে চওড়া একটা পানিপথে ঢুকে পড়ি আমরা, যাচ্ছিলাম বরফে আটকা পড়া আমাদের তিনটে ক্যাচারের সাহায্যে। প্রায় ১৯'০০ ঘণ্টায় পানিপথের শেষ সীমায় পৌঁছাই, তারপর বরফে ঢুকি—বরফ তখন আলগা প্যাক-এর আকারে ছিলো, তেমন পুরুও ছিলো না। ২১'৪৫ ঘণ্টায় অত্যন্ত কঠিন আর পুরু প্যাকে আটকা পড়ি আমরা। এরপর চেষ্টা করি পিছানোর, কিন্তু যে-দুটো আইসবার্গকে ছাড়িয়ে এসেছিলাম সেগুলো প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে ইতিমধ্যে নিরেট করে তুলেছে প্যাক আইস, বন্ধ করে দিয়েছে আমাদের পিছু হটার পথ। দেখেশুনে বুঝতে পারছি, এদিকে পুবঘেঁষা একটা শক্তিশালী স্রোত আছে, ফলে বরফের ওপর চড়াও হচ্ছে বরফ, স্রোতের সাথে সরে আসছে আইসবার্গগুলোও। তবে আরো পুবদিকে একটা ঝড় বরফগুলোকে পশ্চিম

দিকে ঠেলছে। আমরা এই দুই শক্তির মাঝখানে ধরা পড়েছি। প্যাক আইসে পৌঁছে তোমরা এক লাইনে অনেকগুলো আইসবার্গ দেখতে পাবে। এই লাইন ছাড়িয়ে এগোবার চেষ্টা করো না। আমি আবার বলছি, আইসবার্গের লাইন ছাড়িয়ে সামনে এগোবার কোনো চেষ্টা তোমরা করো না। কি ঘটে সব তোমাদের জানাবো।'

'সাদার্ন উইণ্ড কোকুনকে বলছি। সতর্ক করার জন্যে ধন্যবাদ। যতোটুকু সম্ভব সব আমরা করবো।'

'এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য!' ফিসফিস করলো এরিকা।

কি বলবে, চুপ করে থাকলো রানা। দুর্বল আর অসহায় লাগছে বিশেষ করে এই কারণে যে, একা নয় ও। একার বিপদ হলে বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে লড়তো, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে বিবেকের কামড় খাবার ভয় থাকতো না। সমস্যা হলো, ক্যাপটেন হিসেবে সবাই ওর কাছ থেকে নির্ভুল সিদ্ধান্ত আশা করছে, মুখে কিছু না বললেও। ওর নিজেরও একটা দায়িত্ববোধ অস্থির করে রেখেছে ওকে, লোকগুলোকে বাঁচার রাস্তা দেখাতে হবে।

হঠাৎ ওর চিন্তায় বাধা পড়লো কাইসু ওকোমো কথা বলে ওঠায়, 'ক্যাপটেন!' তাঁবুর অন্ধকার কোণ থেকে তার গলা কাঁপছে। 'আপনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, ঠিক কিনা? আমরা জানি, আগেও অ্যান্টার্কটিকায় আসার অভিজ্ঞতা আছে আপনার। বরফে আটকা পড়লে কিভাবে উদ্ধার পেতে হয় আপনার জানা আছে, ঠিক কিনা?'

ক্রুরা সবাই ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালো, চোখে নগ্ন প্রত্যাশা।

মৃদু হাসলো রানা, অভয় দিয়ে বললো, 'আমার অভিজ্ঞতা যদি

কাজে লাগে, চিন্তার কিছু নেই—বহাল তবিয়তে ফিরে যেতে পারবেন সবাই।' কিন্তু মনে মনে জানে, ওর অভিজ্ঞতা খুব একটা বেশি কিছু নয়, সেটা কাজে লাগানোর সম্ভাবনা আরো কম। তবু মিথ্যে আশ্বাস দিতে পারায় নিজের ওপর খুশিই হলো ও। লক্ষ্য করলো, পেশী শিথিল হয়ে পড়ায় নড়েচড়ে বসলো ক্রুরা, চোখে আশার আলো।

কিন্তু উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে গিয়ে মুষড়ে পড়লো রানা। সম্বল বলতে ওদের একটা বোট আছে। উঁচু-নিচু বরফ প্রান্তরের ওপর দিয়ে বিশ কি তিরিশ মাইল ওটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া কিভাবে সম্ভব, খানিক পরপর যেখানে লুকানো গর্ত আছে?

কাইসু ওকোমো সন্তুষ্টচিত্তে হাসলো। 'বড় ভরসা পেলাম, ক্যাপটেন রানা। ভালো কিছু ফটো তুলেছি, ওগুলোর একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে তো। তাছাড়া, মেক্সিকোয় যেতে হবে একটা খনির ছবি তোলার জন্যে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরা দরকার আমার। সাধারণ একজন ফটোগ্রাফারের মতো কোথাও বেশিদিন আটকা থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নামকরা ফটোগ্রাফার, অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, সবাই আমাকে দিয়ে ছবি তোলাতে চায়। তো ফেরার আয়োজন একটু তাড়াতাড়ি করলে হয় না, মিঃ রানা? কোকুন যে আমাদের সাহায্য করতে আসছে না, তা তো জানাই গেছে। কি করা দরকার নির্দেশ দিন না ক্রুদের...'

'আপনি চুপ করুন তো!' ধমক দিলো রানা।

রানার হাত ধরে মৃদু চাপ দিলো এরিকা। ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছে সে।

রেফ্রিজারেটর শিপ ডলফিন আর ট্যাংকার পালাডিন ইথারে এলো। জাহাজ দুটোকে কোকুনের দিকে আসার নির্দেশ দেয়া হলো, তবে

দুয়ে অপেক্ষা করতে হবে, বরফে ঢোকা নিষেধ।

সারারাত ধরে রিপোর্ট প্রচার করলো কোকুন, নিজের জাহাজ বহর আর সাদার্ন উইণ্ডের উদ্দেশ্যে। নতুন কোনো খবর নেই। তারপর সকাল ছ'টার দিকে জানানো হলো, ফ্যাক্টরি শিপকে ঘুরিয়ে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট চওড়া একটা ফাঁক ডিনামাইট ফাটিয়ে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তাঁবুর ভেতর আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। সবাই আবার আশার আলো দেখতে পেলো, উদ্ধার পাবার উপায় একটা হতে পারে। সাগরের দিকে মুখ করতে পারলে, বরফ ভেঙে বেরিয়ে আসা কোকুনের পক্ষে সম্ভব। ব্রেকফাস্টের সময় হাসিখুশি দেখালো সবাইকে। কিন্তু সাড়ে আটটার খানিক পর নতুন খবর শুনে ওদের শেষ আশাটাও ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। এতোক্ষণে প্যাক আইসের ওপর হামলা শুরু করেছে আইসবার্গগুলো, প্যাক আইসে বিশাল সব প্রেশার রিজ তৈরি হচ্ছে। বেরুবার রাস্তা বন্ধ। চোখ-ধাঁধানো সাদা উজ্জলতায় কোকুনকে ওরা দেখতে না পেলেও, আইসবার্গগুলো দেখা গেল। বাক্সের ওপর দাঁড়ানোরও দরকার হলো না। অনেক কাছে সরে এসেছে ওগুলো, তাঁবুর ভেতর থেকেই দেখা যাচ্ছে।

ন'টার খানিক পর রেডিওতে স্বয়ং কর্নেল ওয়াকার রোসেট এলেন। ডলফিনকে নির্দেশ দিলেন তিনি। ফুয়েল নিয়ে সব ক'টা ক্যাচার আর টোইং ভেসেলকে সাউথ জর্জিয়ায় ফিরে যেতে হবে, নেতৃত্ব দেবে ডলফিন। পরিস্থিতির গুরুত্ব এবার হাড়ে হাড়ে টের পেলো ওরা। এ-ধরনের নির্দেশ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের অফিসাররা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, চলতি মৌসুমে তিমি শিকারের কোনো সুযোগ নেই।

এরপর একের পর এক শুধু দুঃসংবাদ আসতে লাগলো। দশটার

দিকে কোকুন রিপোর্ট করলো, বরফের চাপে জাহাজের ক্ষতি হয়েছে, তবে পাম্পগুলো এখনো সরিয়ে রাখতে পারছে পানিকে। কিন্তু এক ঘণ্টা পর ফ্যাক্টরি শিপের গোটা স্টারবোর্ড সাইড বরফের অবিরাম আঘাতে তুবড়ে গেল। সাড়ে এগারোটার সময় জাহাজের কয়েক জায়গায় ফাটল দেখা দিলো, রসদ আর ইকুইপমেন্ট নামাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো ক্রুরা। পাম্পের সাহায্যে বরফে তেল ফেলা শুরু হয়েছে, পরে আগুন ধরিয়ে পোড়ানো হবে, গাইডিং বীকন হিসেবে।

এতোক্ষণে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো রানা। এরিকাকে একপাশে ডেকে নিলো ও, বললো, 'আর দেরি করা যায় না। বরফের পাহাড়ে বাকি মালপত্তর সরানো দরকার। আইসবার্গ আর প্যাক আইসের মাঝখানে পড়লে সব হারাতে হতে পারে।'

রানার সাথে একমত হলো এরিকা। রানার নির্দেশ শুনে মুখে কেউ কিছু না বললেও, ক্রুদের চোখেমুখে অনিচ্ছা আর আপত্তি লক্ষ্য করলো ওরা। কোকুনের দুঃসংবাদ শুনতে শুনতে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে লোকগুলো।

একটা দল গঠন করা হলো, নেতৃত্ব দেবে রানা। স্লেজে মালপত্র তোলার সময় পুব দিকের আকাশ বদলে গেল। ঝাপসা আলোর বদলে ফুটে উঠলো সাদা উজ্জ্বলতা। সূর্যের চারদিকে ঘুরপাক খেতে শুরু করলো কালো মেঘ, দ্রুত ঘন হতে থাকলো। ওদের চারপাশে জগৎটা কালো, সাদা আর ঠাণ্ডা। তারপর মৃদু শব্দে শুরু হলো তুষার-পাত। তুষারের সাথে এলো বাতাস। প্রথমদিকে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের মতো লাগলো গায়ে। খানিক পরই দমকা বাতাসে ছিটকে পড়ার অবস্থা দাঁড়ালো। তিন মিনিট পর স্থির হয়ে গেল বাতাস। তুষার-পাত বাড়লো, সাদা পর্দার মতো, ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। তারপর

রানা-১৭১

শুরু হলো ঝড়। জিনিস-পত্র কোনো রকমে সামলে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুতে ঢুকতে বাধ্য হলো ওরা।

রোদ ঝলমলে সকালটা ঘনঘোর কালো আর সগর্জন কেয়ামতের রূপ নিলো। তারপুলিনের প্রান্তগুলোয় নতুন করে গজাল গেঁথে রশি বাঁধতে হলো। তাঁবুর বাইরে বাতাসের কাতর গোঙানি স্নায়ুর ওপর নির্যাতন হয়ে দাঁড়ালো। বরফের জগৎটাকে ঢেকে ফেলেছে কালো ছায়া আর সাদা তুষার। কম্বলের নিচে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা ছাড়া কারো কিছু করার থাকলো না। চুপচাপ বসে সিগারেট ফুঁকে সময় কাটছে। ভুলেও কেউ মুখ খুলছে না। একমাত্র গলা পাওয়া যাচ্ছে কোকুন থেকে অপারেটরের। ঝড় শুরু হওয়ায় তারা তাদের রসদ নামাতে পারছে না, আন্দাজ করতে পারছে না বিপদের মাত্রা।

বুঝতে অসুবিধে হয় না, উপস্থিত সবাই অবধারিত একমাত্র পরিণতি উপলব্ধি করতে পারছে। তাঁবুর ভেতর অন্ধকার যেন মৃত্যুরই প্রতি-নিধিত্ব করছে; বন্ধ চোখ খুললেই ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুক। এতোকিছুর পরও বিস্ময়ের বড় আঘাতটা বাকি ছিলো। দুটো বেজে সতেরো মিনিট তখন। সাদার্ণ উইণ্ডের সাথে কথা বলছে ক্যাপটেন জোনাস ভেনসম। সাদার্ণ উইণ্ড ইতোমধ্যে পালাডিন ও বাকি ক্যাচারগুলোকে চাক্ষুষ করেছে। কথা বলার সময় কেঁপে গেল ভেনসমের গলা, 'ফ্যাক্টরি শিপ কয়েক জায়গায় ভেঙে গেছে। পাম্পের সাহায্যে পানি ফেলে কুলানো যাচ্ছে না। কোকুন ডুবছে। জাহাজ ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছি আমি সবাইকে।'

১৫৫৩ ঘণ্টায় কোকুনের অপারেটর ঘোষণা করলো, 'ক্রুরা সবাই নিরাপদে বরফে নেমেছে। সাথে পরিমাণ মতো রসদ। অত্যন্ত নিচু হয়ে গেছে ফ্যাক্টরি শিপ। ঝড়ের কারণে আমাদের ক্যাম্প মোটেও

নিরাপদ নয়, বরফের নাড়চড়া হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সরাসরি আইস-বার্গগুলোর পথে রয়েছি আমরা, ঝড়ের পশ্চিম ঘেঁষা ধাক্কা যদি শিগ-গির নিস্তেজ না হয় আমাদের পজিশন বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। ক্যাপ-টেন ভেনসম জাহাজ ত্যাগ করছেন, আমিও রেডিও ইকুইপমেন্ট বরফে নামাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। বরফে ইকুইপমেন্ট অ্যাডজাস্ট করার সাথে সাথে আবার মেসেজ পাঠাবো।'

ক্যাক্টরি শিপ কোকুন থেকে পাওয়া ওটাই সর্বশেষ মেসেজ। তাঁবুর ভেতর আধো-অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলো ওরা, রেডিওর যান্ত্রিক গুঞ্জন ঝড়ের শব্দকে ছাপিয়ে অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোকুনের বেঁচে যাওয়া ক্রু বা অফিসারদের কাছ থেকে আর কোনো মেসেজ এলো না।

সন্ধ্যা ছ'টার দিকে সাদার্ন উইণ্ড কোকুনকে ডাকতে শুরু করলো। অপারেটরের একঘেয়ে সুর পীড়াদায়ক হয়ে উঠলো স্নায়ুর ওপর। পাঁচ মিনিট ধরে ডাকলো, এক মিনিট বিরতি দিয়ে আবার শুরু করলো। কোকুনের কোনো সাড়া নেই। যেন মৃত একটা আত্মাকে অকারণে ডাকা হচ্ছে। তাঁবুর ভেতর কেউ কারো দিকে তাকাতেও ভয় পাচ্ছে, পাছে মনের ভাব অন্যে টের পেয়ে যায়। কি ঘটতে পারে, কল্পনা করার চেষ্টা করছে সবাই। তারপর ঝড়ের গতিবেগ আর গর্জন বেড়ে যাওয়ায় চিন্তাতেও বাধা পড়লো। তাঁবুর ভেতর এতোগুলো লোক, তবু সবাই আতংকজনকভাবে একা, উদ্ধার পাবার কোনো আশা নেই কারো, সবাই নিজেদের ক্ষুদ্রত্ব ও অসহায়ত্ব উপলব্ধি করতে পারছে।

চার

ঝড়ের কবলে পড়া একটা ভাসমান বরফে ঘুম ভাঙা, তারপর উপলব্ধি করা যে চোদ্দজন লোক আর একটা মেয়ের জীবনরক্ষার দায়িত্ব রয়েছে তোমার কাঁধে, মোটেও সুখকর কোনো অভিজ্ঞতা নয়। রানা শুধু জানে, লোকগুলোকে বাঁচাতে হবে ওর, কিন্তু আচ্ছন্ন একটা ভাব এমনভাবে গ্রাস করে রেখেছে ওকে যে ঘটে-যাওয়া সর্বনাশটার প্রকৃত তাৎপর্য এই মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারলো না ও। তাঁবুর কালো ধোঁয়ার ভেতর নিঃসাড় পড়ে থাকলো, কান পেতে ঝড়ের মাতম শুনছে, পিঠের নিচে কাঁপন অনুভব করে হিসেব পাবার চেষ্টা করছে মূল চাপ-কেন্দ্র থেকে কতোটা দূরে রয়েছে ওরা। এই সময় ধীরে ধীরে বিপদ সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করলো মন। কোকুন নেই। বাইরে থেকে সাহায্য পাবার নেই কোনো আশা। প্যাক আইস ভেঙে এগিয়ে আসছে এক লাইনে অনেকগুলো আইসবার্গ, ওদেরই দিকে। ভাগ্য ভালো যে রাতে ওদের ভাসমান বরফের মাঠটা ভেঙে যায়নি। হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে ঝড় আর তুষারঝঞ্ঝার ভেতর দাঁড়ালো রানা। কালো ঝড়ের গায়ে পাহারাদার দু'জনকে সাদা

ভূতের মতো দেখালো।

ওদের একজনের সাহায্য নিয়ে গরম চা বানালো রানা, ক্রুদের পরিবেশন করলো নিজের হাতে। তাদের মধ্যে থেকে কথা বললো মাত্র একজন, ওয়েজনার। 'এই হোটেলে চা-ও পাওয়া যায় আমার জানা ছিলো না। দাম নিশ্চয়ই খুব বেশি?'

'চা ফ্রি,' বললো রানা। 'সেই সাথে ঝড়-তুফান।'

'চায়ের জন্যে ধন্যবাদ, ক্যাপটেন। শুধু চায়ের জন্যে।'

কম্বলের ভেতর নড়ে উঠলো ডঃ নিক শেডি। 'আবহাওয়ার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে না?'

'না, ভাই, তিনি পরম করুণাময়, তাকে ব্যঙ্গ করতে পারি না। বরং হাঁটু গেড়ে আসুন আমরা সবাই তাঁর কাছে পথনির্দেশ ভিক্ষা চাই।'

'আমি তার ইয়ে করি।' খেঁকিয়ে উঠলো নিক শেডি, দুর্ভাগার জন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করে মাথা নিচু করলো রানা।

একা শুধু নিক শেডির নয়, মেজাজ সবারই তিরিক্ষি হয়ে আছে, আর সময়ও কাটছে গা-জ্বালানো ঢিমে তালে। ব্রিজ খেলার উপযুক্ত আলো নেই তাঁবুর ভেতর। নোটবুকটা পকেট থেকে বের করে কয়েক-টা পাতা ছিঁড়ে আগুন জ্বাললো রানা, একটা পাতায় লিখতে শুরু করলো।

'১২-ই ফেব্রুয়ারী। কোকুনকে কাল পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বেঁচে যাওয়া ক্রুদের কাছ থেকে এখনো কোনো মেসেজ আসেনি। বাইরে ঝড় বইছে, তবে তাঁবুর ভেতর আমরা সবাই নিরাপদেই আছি। উদ্ধার পাবার কোনো আশা দেখছি না। ক্রুরা সাহস আর উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। বরফের নড়াচড়া ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। ঝড় থামার সাথে সাথে কাছাকাছি একটা উঁচু বরফে সরে যাবার ইচ্ছে আছে।'

এরপর রানা ক্রুদের নাম লিখলো, কাইসু ওকোমোর নামটাও বাদ পড়লো না। সংঘর্ষে নিহত লোক দু'জনও তালিকায় থাকলো।

আধবোজা চোখে বসে আছে রানা, ভাবছে তার লেখা এই লগ শেষ পর্যন্ত কারো পড়ার সুযোগ হবে কিনা। তারপর ভাবলো, সংঘর্ষের কারণটাও উল্লেখ করা দরকার। এই সময় ওর নিচে প্রচণ্ড জোরে কেঁপে উঠলো বরফ। বাইরে থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো, সেই সাথে পিস্তল বিস্ফোরণের মতো শব্দ। তাঁবু দুলতে শুরু করলো। কিছু ধরার জন্যে হাত লম্বা করলো রানা, কাত হয়ে পড়ে গেল। তাঁবুর ভেতর মেঝের কোনো অস্তিত্ব নেই। আধো অন্ধকারে গভীর একটা ফাটল ওদের নিচে ফাঁক হতে শুরু করেছে। তাঁবুর ক্যানভাস ছিঁড়ছে ফড়ফড় শব্দে। তাঁবুর খোলা দিকে লাফ দিলো রানা, এরিকার একটা বাহু আঁকড়ে ধরে আছে। আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো কাইসু ওকোমোর গলা চিরে। অঘোরে ঘুমাচ্ছে নিক শেডি, তবে কেউ একজন তার পা আঁকড়ে ধরেছে। মুলার, ডেকবয়, ফাটলের ভেতর; কিনারা খামচে ধরে চিৎকার করছে, গোটা শরীর কম্বলে জড়ানো। হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে তুলে নিলো ওয়েজনার। নিজেদের পায়ে ইতোমধ্যে সবাই দাঁড়াতে পারলেও, আসল কাজটা এখনো বাকি—তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাওয়া। বাইরে থেকে লোকেরা ক্যানভাস টেনে ওদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে।

ক্যানভাস মুক্ত হয়ে তাকাতেই যা দেখলো রানা, আত্মা খাঁচাছাড়া হবার দশা। বরফের মাঠ ঠিক মাঝখানে দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যই বলতে হবে, ফাটলটা দ্বিতীয় তাঁবু আর রসদগুলোর নাগাল পায়নি। তবে ওদের ঘুমোবার আশ্রয়টাকে নিখুঁতভাবে দু'ভাগ করে দিয়েছে। ওদের প্রত্যেকের গায়ের তাপ বরফের গায়ে ছাঁচ তৈরি করেছে, ফাট-

লের অপর পাড়ে ওদের মাথা আর কাঁধের আকৃতি পরিষ্কার চেনা গেল, এ-পাড়ে রয়েছে নিতম্ব আর পায়ের দাগ। যদি রাতে ঘুমের মধ্যে ফাটলটা তৈরি হতো, বাঁচতো না একজনও। রানা তাকিয়ে আছে, কুৎসিত চড় মারার শব্দ নিয়ে জোড়া লেগে গেল সেটা। বেশ কয়েকবার একই ঘটনা ঘটলো—ফাঁকটা বড় হয়, চার কি পাঁচ ফুট চওড়া, তারপর আবার সশব্দে জোড়া লাগে। অবশেষে জোড়া লাগা অবস্থায় থাকলো, ভাঙাচোরা কিনারা থেকে কাঁচ গুঁড়োনোর শব্দ হচ্ছে।

সরে যাওয়া দরকার, কিন্তু আবহাওয়ার কারণে তা সম্ভব নয়। ঝুঁকি নিয়ে রওনা হয়তো হওয়া যায়, কিন্তু কোথাও পৌঁছুনোর কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া স্লেজ চিহ্নিত পথে কি ঘটছে তাও জানা নেই ওদের। প্রচণ্ড ঝড় মাথায় করে তাঁবুটা কোনো রকমে আবার খাড়া করা হলো, হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওরা। এতোক্ষণে খেয়াল করলো রানা, রেডিওটা নেই। বাইরে এসে চারদিকে খুঁজলো ও, অনেকেই ওর পিছু পিছু বেরিয়ে এলো। তুষারের ভেতর, যে-সব জায়গা উঁচু হয়ে আছে, নেড়েচেড়ে দেখা হলো। এই সময় মুলার জানালো, রেডিওটাকে ফাটলের মধ্যে পড়তে দেখেছে সে।

মুখ কালো করে তাঁবুতে ফিরে এলো রানা। এই পরিস্থিতিতে রেডিও হারানোর তাৎপর্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, শুধু উপলব্ধি করা যায়। বাইরের দুনিয়ার সাথে সর্বশেষ যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে ওরা। শুধু ক্রুরা নয়, এই প্রথম যেন পরিস্থিতির বাস্তবতা রানাও টের পেলো। উদ্ধার করার কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এই খবর এতক্ষণ নির্জীব প্রাণে শক্তি আর প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। এখন থেকে ওরা জানবে না উদ্ধারকারী জাহাজগুলো কি করছে,

ওদের দিকে আসছে নাকি ওদের উল্টোদিকে যাচ্ছে। তবে একটা ব্যাপার জানে ওরা। উদ্ধার পাবার ওদের আবেদন, প্যাস্ট্রিনি শিপ কোম্পানি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসায়, গুরুত্ব হারিয়েছে। খোলা বরফে ওদিকে কোথাও চারশো লোক মৃত্যুর সাথে যুঝছে, প্রথমে তাদেরকে উদ্ধার করার কথা ভাবা হবে।

বারো তারিখ সারাটা দিন তুষার ঝড় বইলো। ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গেল শরীরগুলো, টিনে ভরা মুড়ির মতো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কম্বলের ভেতর বসে ঠকঠক করে কাঁপলো ওরা, হৃদয় জুড়ে আতংক নিয়ে অপেক্ষা করলো আবার না-জানি কখন ফাটল ধরে বরফে। কেউ তেমন কথা বললো না, ভুলে যাওয়া তাসগুলো পড়ে থাকলো এক কোণে, যদিও ইতোমধ্যে দেখতে পাবার মতো আলো ফিরে এসেছে। পাহারার মেয়াদ আধ ঘণ্টায় কমিয়ে আনলো রানা। শীত যেন জ্যান্ত হিংস্র প্রাণী, বাইরে আধ ঘণ্টা টেকাও প্রায় অসম্ভব। একবার এক লোক একটা শব্দ শুনে দেখতে গেল বরফে ফাটল ধরছে কিনা। তাকে ফিরতে না দেখে সবাই ওরা গলা ছেড়ে ডাকাডাকি শুরু করলো, হুইসেল বাজালো একটানা। পৌনে এক ঘণ্টা পর ফিরে এলো লোকটা আধমরা হয়ে। মাত্র কয়েক গজ এগোলে তুষারের আড়ালে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায় তাঁবু, নেহাতই ভাগ্যের জোরে লোকটা ফিরে আসতে পেরেছে। এরপর রানা নির্দেশ দিলো, পাহারাদাররা পরস্পরের দৃষ্টি-সীমার ভেতর থাকবে, তাঁবুর কাছাকাছি।

পরদিন সকাল পাঁচটায় তুষারপাত বন্ধ হলো। তবে বাতাস আগের মতোই বইছে। দৃষ্টি মুক্ত হওয়ায় দৃশ্যটা সত্যি আতংককর লাগলো রানার। আইসবার্গগুলো এখন আর ছ'মাইল দূরেও নয়, ওদের ওপর চড়াও হবার জন্যে সরাসরি এদিকেই এগিয়ে আসছে, সামনে ভেসে

থাকা নিরেট বরফের মাঠগুলোকে এক সার বুলডোজারের মতো ভাঙতে ভাঙতে। মেয়ে মালপত্তর তোলার নির্দেশ দিলো। রানা বিস্কিটের টিন ভেঙে, টিনগুলো বোটের খো-তে পেরেক গেঁথে সেঁটে দেয়া হলো, বরফের চোখা কিনারা লেগে বোটের কাঠ যাতে ভেঙে না যায়। আগের সিদ্ধান্তে এখনো অটল রানা, বোটটা ওরা সাথে রাখবেই। ওটাই ওদের বাঁচার একমাত্র আশা।

প্রস্তুতি চলছে, এরিকাকে নিয়ে স্লেজ-চিহ্নিত পথটা পরখ করার জন্যে বেরিয়ে পড়লো রানা। তুষার এরই মধ্যে শক্ত হয়ে গেছে, স্কি চালাতে কোনো অসুবিধে হলো না। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে বরফের উঁচু পাহাড়ে পৌঁছে গেল ওরা, অথচ আগের দিন রানা আর হোলস্টাডের সময় লেগেছিল এক ঘণ্টারও বেশি। তবে স্কির জন্যে বরফের পথটা আদর্শ হলেও, পায়ে হেঁটে আসার সময় লোকজনের কি অবস্থা হবে বলা কঠিন। তুষারে ঢাকা পড়েছে সমস্ত ফাটল আর গর্ত, বোটের ভারে গর্তের ওপরকার তুষার যদি ধসে পড়ে তাহলেই সর্বনাশ।

ফিরে এসে ওরা দেখলো স্টুয়ার্ড ব্রেকফাস্ট নিয়ে অপেক্ষা করছে। দশটার খানিক পর রওনা হবার জন্যে তৈরি হলো ওরা। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো কাইসু ওকোমো। 'ছবি আমাকে তুলতেই হবে! ধিক্কার ক্যাম্প, ফাটল, আইসবার্গ, কোনোটাই বাদ দেয়ার নয়। ফেরার পর লোকে এ-সব ছবি দেখে বিখ্যাত ফটোগ্রাফার কাইসু ওকোমোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। বলবে, কাইসু ওকোমো আবার বাজিমাত করেছে।' এরপর ওদের ফেলে যাওয়া রসদের পাশে সবাইকে দাঁড় করিয়ে গ্রুপ ফটো তুললো সে। 'আপনারা সবাই প্রকৃতির অকুতোভয় সন্তান! সাহসী মানুষ চিরকাল আপনাদের প্রশংসা করবে!' ছবি তোলা শেষ

হতেই রানার একটা বাহু খামচে ধরে লিবার্টি-থ্রি র দিকে অপর হাতটা তুললো নিক শেডি। ভাঙাচোরা বরফের ওপর দিয়ে সচল সাপের মতো আঁকাবাঁকা একটা রেখা তৈরি করেছে তারা, সামনের একজন চেঁচিয়ে উঠতেই এদিক থেকে সবাই একযোগে হৈ-চৈ জুড়ে দিলো, মাথার ওপর তুলে হাত নাড়লো ঘন ঘন। গুণলো রানা—সতেরোটা কালো বিন্দু। বোকা ক্রুরা ধরে নিয়েছে কোক্রন থেকে উদ্ধারকারী দল আসছে। তাদের দিকে ফিরে চুপ করার নির্দেশ দিলো রানা। 'লিবার্টি থ্রি র ক্রু ওরা।' সাথে সাথে হৈ-চৈ আর হাত নাড়া থেমে গেল। তাদের চোখের জমি থেকে আশার আলো মরে যেতে দেখলো রানা। ডেকবয় মুলার কাঁদতে শুরু করলো। তার ফোঁপানোর শুকনো আওয়াজ শুনে কান্না চাপার জন্যে অনেককেই মুখ ঘুরিয়ে নিতে দেখা গেল। এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকে টেনে নিলো এরিকা। দলে এই একটাই বাচ্চা ছেলে, যদিও আর সবার মনের অবস্থারও প্রতিনিধিত্ব করছে তার এই কান্না। ঠাণ্ডায় যেন জমাট বেঁধে গেছে গোটা দল, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সচল রেখাটার দিকে।

ঠেকার কাজ চালানোর জন্যে কয়েকটা স্লেজ তৈরি করেছে তারা, সবগুলোয় রসদ ইত্যাদি স্তূপ হয়ে আছে। চোখে বিনোকিউলার তুলে দলটাকে খুঁটিয়ে দেখলো রানা। গরিলাসদৃশ্য আকৃতি চোখ এড়াতে পারে না, নেতৃত্বে রয়েছে হেলমুটসেন। মাত্র একজন লোকের সাহায্য নিয়ে একাই একটা স্লেজ টেনে আনছে সে। লিবার্টি-থ্রিতে অল্প সময় ছিলো রানা, তবু প্রায় সবাইকেই চিনতে পারলো। ওদের সাথে কোনো বোট নেই দেখে মনে মনে হতাশ হলো ও। একটা মুখ খুঁজেও পেলো না। একটা টোইং ভেসেলে লোক থাকে ষোলোজন ক্রু আর দু'জন ডেকবয়। সব মিলিয়ে রয়েছে মাত্র সতেরো জন, নবাগতদের

মধ্যে মার্ক রোসেট নেই।

ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়লো দলটা, সামনে এগিয়ে এলো একা হেলমুটসেন। তার চোখ রানার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো। 'লোকজন চাইছে,' কর্কশ সুরে বললো সে, 'আপনি তাদেরকে নেতৃত্ব দেন, ক্যাপটেন মাসুদ রানা।'

স্টোভ জ্বেলে স্টুয়ার্ডকে ওদের জন্যে গরম খাবার তৈরি করার নির্দেশ দিলো রানা। তারপর হেলমুটসেনের দিকে ফিরলো। 'মার্ক কোথায়?'

'রুসদের সাথে রয়ে গেছেন তিনি,' জবাব দিলো লোকটা, চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে ঘন ঘন এক পা থেকে আরেক পায়ে ভর দিচ্ছে।

'কেন?' হেলমুটসেন উত্তর না দেয়ায় আবার জিজ্ঞেস করলো রানা, 'কেন তাকে ফেলে এলে তোমরা?'

'লোকজন তাই চেয়েছে,' অবশেষে বললো হেলমুটসেন, রাগের সাথে।

'লোকজন চাইলো তাদের ক্যাপটেনকে ত্যাগ করতে?'

'হ্যাঁ। তিনিও ওদের সাথে আসতে রাজি হননি। ডানকান আর আমাকেও তিনি থাকতে বলেছিলেন।'

'থাকোনি কেন?'

'কারণ ক্রুরা কেউ তাঁর সাথে থাকতে রাজি হয়নি।'

'আর লোকেদের কথা শুনে তুমি তাকে একা বরফে মরার জন্যে ফেলে এলে?'

থমথমে চেহারা নিয়ে হেলমুটসেন বললো, 'তিনি আসতে না চাইলে আমরা কি করবো!'

'তুমি ফার্স্ট মেট, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ক্রুদের নেতৃত্ব এখন তুমি দিচ্ছো?'

মাথা ঝাঁকালো হেলমুটসেন।

'কেন?'

'কারণ ক্যাপটেন মার্ক রোসেটের কোনো আদেশ ক্রুরা মানতে চায়নি। তারা বলছে, ক্যাপটেনের উদ্দেশ্য খারাপ ছিলো, ওটা কোনো দুর্ঘটনা ছিলো না। ক্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ওরা সবাই টনসবার্গের লোক।'

'তুমিও কি মনে করো, মার্ক জেনেশুনে আমার বোটকে ধাক্কা দিয়েছিল?'

'না। তা তিনি করবেন না। এই বিপজ্জনক বরফের জগতে... উঁহু, না। কোনো হোয়েলারের পক্ষে এ-কাজ সম্ভব নয়। এরিকা পিটারসেন যা বলেছে তা অবশ্য সত্যি, ক্যাপটেন হেলমসম্যানকে নিচে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু পাঠিয়েছিলেন আসলে কোকা আনার জন্যে। এ-ও সত্যি যে আমাদের রেডিওর নষ্ট থাকাটা রহস্যময়। এ-সব ব্যাপার কোকুনে ফেরার পর তদন্ত করা হবে। তবে আমি মনে করি না...।'

'কোকুন নেই,' তাকে বাধা দিলো রানা।

'নেই? বুঝলাম না।'

'এদিকে আসতে গিয়ে বরফে আটকা পড়ে, তারপর ডুবে যায়।' ইতোমধ্যে নবাগতরা এগিয়ে এসে ওদের দু'জনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, হাঁ করে শুনছে রানার কথা। ভয়ে সবার মুখ ঝুলে পড়লো। 'এরিকা,' বললো রানা। 'সবাইকে কাজে লাগিয়ে দাও। আমি চাই সবগুলো স্লেজ একসাথে বাঁধা হোক, একটার পিছনে আরেকটা।' আবার হেল-

মুটসেনের দিকে ফিরলো ও। 'কখন তুমি নেতৃত্ব হাতে নাও?'

'যখন বুঝি যে ক্যাপটেন মার্কের কথা ক্রুরা শুনবে না।'

'তাহলে মার্ককে একা ফেলে আসার সিদ্ধান্তটা তোমার?'

'না, আমার সিদ্ধান্ত কেন হবে? লোকেরা তাই চেয়েছে, ক্যাপ-টেনও আসতে চাননি।'

'কিন্তু তুমি না বললে নেতৃত্ব তোমার হাতে ছিলো।'

ইতস্তত করে হেলমুটসেন বললো, 'ছিলো…।' অন্য দিকে তাকালো সে।

'তোমার সেকেণ্ড মেট কে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ডানকান।' ইঙ্গিতে খাটো, শক্ত-সমর্থ এক লোককে দেখালো দানবাকৃতি হেলমুটসেন।

তাকে কাছে ডেকে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'ইংরেজি বলতে পারো?'

'ইয়েস, স্যার, মিঃ রানা, ক্যাপটেন।'

'মার্ককে তোমরা একা ফেলে এলে কেন?'

'ক্রুরা দাবি করলো যে…।'

'গুলি মারো ক্রুদের!' গলা চড়িয়ে ধমক দিলো রানা। 'নেতৃত্বে ছিলে তোমরা অথচ কাজ করেছো ক্রুদের মর্জি মতো। তোমাদের দু'জনকেই কমাণ্ড থেকে সরিয়ে দেয়া হলো, এখন থেকে তোমরা সাধা-রণ নাবিক হিসেবে গণ্য হবে।'

রানার দিকে এক পা এগোলো হেলমুটসেন, যেন সচল একটা পাহাড়। 'এ আপনি করতে পারেন না।'

'পারি এবং করছি,' বললো রানা। 'তোমরা কেউই কমাণ্ড করার যোগ্য নও।'

হেলমুটসেনের চোখ দুটো জ্বলছে। 'আপনি জানেন না কাকে কি

বলছেন। আপনার স্পর্ধা দেখে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে। আট-বার অ্যান্টার্কটিকায় এসেছে,' নিজের বুকে আঙুল ঠুকলো সে, 'এই হেলমুটসেন। কোন্ পরিস্থিতিতে কি করতে হয় আপনার চেয়ে অনেক ভালো জানা আছে আমার।'

'জানা আছে বলছো?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রানা। 'তাহলে বোটটা ফেলে এসেছো কি মনে করে? বোট ছাড়া কিভাবে বাঁচতে চাও, বলবে?'

'কোকুন ডুবে গেছে আমি জানতাম না।' নিচের দিকে তাকিয়ে বুটের ডগা দিয়ে বরফ খুঁটছে হেলমুটসেন।

'এ-কথা একবারও তোমার মাথায় খেলেনি যে কোকুন আমাদের কাছে পৌঁছুতে ব্যর্থ হতে পারে? একজন কমাণ্ডার হিসেবে তোমার কাজ কি শুধু গা ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষায় থাকা, ধরে নেয়া উদ্ধার করার জন্যে কেউ না কেউ আসবেই। তুমি নিজে বিশ্বাস করো তোমার ক্যাপটেন নির্দোষ, তারপরও তাকে একা ফেলে এলে, জানো এর জন্যে তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগ আনা যেতে পারে? বোট না এনে তোমরা দু'জনেই প্রমাণ করেছো, এই পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা তোমাদের নেই। তোমাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো। কিছু যদি বলার থাকে, ফেরার পর তদন্ত কমিটিকে বলো।' ঘুরলো রানা, দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে এরিকার সামনে এসে দাঁড়ালো। 'সব লোককে এক জায়গায় জড়ো করো। ওদের সাথে আমি কথা বলবো।'

'কিন্তু, স্যার, এই ঠাণ্ডার মধ্যে···।'

'ঠাণ্ডায় একটু কষ্ট পাবার বদলে মৃত্যুকে যদি ঠেকানো যায়, সেটাই কি ভালো নয়? শুরুতেই ভুলটা কোথায় হয়েছে সবার জা-" দরকার,

তা না হলে একই ধরনের সংকট আবার দেখা দেবে। আরেকজন মেট দরকার আমার, লিবার্টি-ফোর থেকে। কার কথা বলবে তুমি?'

'হোলস্টাড।'

'গুড।'

লোকগুলোকে এক লাইনে দাঁড় করালো এরিকা, প্রথমে লিবার্টি-থ্রি'র ক্রুদের উদ্দেশ্যে কথা বললো রানা। ওরা যা করেছে তা বিদ্রোহ করার সমতুল্য। এরপরও যদি তারা তাদের অফিসারদের নির্দেশ বিনা দ্বিধায় পালন না করে, এই বরফের নিষ্ঠুর জগত থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। কোকুনের ভাগ্যে কি ঘটেছে বর্ণনা করার পর বললো, ওরা এখন একা। এরপর হোলস্টাডকে মেট হিসেবে বহাল করলো রানা, লিবার্টি-থ্রি'র লোকজনকে নেতৃত্ব দেবে। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলো, হেলমুটসেন আর ডানকানের পদাবনতি ঘটানো হয়েছে।

এক লোক রানাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো। লিবার্টি-থ্রি'র কক্সন সে, মার্কের বিরুদ্ধে তার নানা অভিযোগ, ভাষাটাও আপত্তিকর।

'এ-সব অভিযোগ তাকে একা ফেলে আসার পক্ষে যুক্তি হতে পারে না,' বললো রানা। 'তার কোনো অপরাধ হলে তদন্ত কমিটির সামনে বলার জন্যে অপেক্ষা করা দরকার। আইন হাতে তুলে নেয়ার অধিকার তোমাদের কারো নেই, অথচ তাকে ফেলে এসে ঠিক তাই করেছো তোমরা।' এরপর রানা বোট আর মার্ককে নিয়ে আসার জন্যে লিবার্টি-ফোর থেকে কেউ স্বেচ্ছাসেবক হতে চায় কিনা জানতে চাইলো।

রানাকে গর্বিত ও বিস্মিত করে হাত তুললো সবাই, এমনকি আহত দু'জন লোক ও ডেকবয় মুলারও। এ-থেকে প্রমাণ হয় ওর নেতৃত্বের

প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা রয়েছে সবার। লিবার্টি-থ্রির ক্রুসন চেহারায় লজ্জা আর কুণ্ঠা নিয়ে রানার সামনে দাঁড়ালো, সবিনয়ে জানতে চাইলো, তার লোকেরা স্বেচ্ছাসেবক হতে পারে কিনা।

মাথা নাড়লো রানা। 'নরক পেরিয়ে একবার তোমরা এসেছো আর্। আমার লোকেরা ক্লান্ত নয়।' লিবার্টি-থ্রির লোকজনের খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়া মাত্র সেজ নিয়ে রওনা হবার জন্যে তাগাদা দিলো রানা এরিকাকে। নতুন ক্যাম্প তৈরি করার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে তারা, তারপর বারোজন স্বেচ্ছাসেবক ফিরে আনবে বোটগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্যে। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো এরিকা। আস্তিনে টান পড়ায় ঘাড় ফেরালো রানা।

'বোট নিয়ে আসুন, মিঃ রানা,' থমথমে গলায় বললো ডঃ নিক শেডি। 'কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, মার্ককে ওখানেই থাকতে দিন।'

'তা সম্ভব নয়। কেন?'

'সে একজন খুনী,' বললো নিক শেডি। 'আপনি তা জানেন। ফিরিয়ে আনা মানে তাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেয়া। সে তার নিজের পথ খুঁজে নিক, বোট ছাড়া যদি পারে।'

মাথা নাড়লো রানা। 'আমি তা করতে পারি না।'

'মাই গড!' বললো নিক শেডি। 'বুঝতে পারছেন না, তাকে আপনি ফিরিয়ে আনলে প্রতিজ্ঞাটা রক্ষা না করে উপায় থাকবে না আমার!'

'তোমার প্রতিজ্ঞা?'

'কুত্তাটাকে খুন করা। যীশুর কিরে, আমার হাত থেকে কেউ ওকে রক্ষা করতে পারবে না। আমার বাবার খুনের বদলা আমাকে নিতেই হবে। কিন্তু কাজটা আমি ঠিক এখুনি করতে চাইছি না। দেখতেই

পাচ্ছেন…,' আড়ষ্টভঙ্গিতে ইতস্তত করলো নিক শেডি, তারপর বললো, 'এরিকা রয়েছে। কাজটা আপনি বরফের ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন? প্রকৃতির ওপর? প্লিজ, মিঃ রানা, প্লিজ। তাকে ফিরিয়ে আনলে পরিবেশটা স্রেফ নারকীয় হয়ে উঠবে। বাপের কথা ভেবে কাহিল হয়ে আছে এরিকা, তার ওপর আমি যদি মার্ককে খুন করি…।'

'খুন করবো বললেই করা যায় না, শেডি,' কঠিন সুরে বললো রানা। 'বিশেষ করে আমি যখন উপস্থিত রয়েছি। তাকে ফিরিয়ে আনা হবে, তারপর যদি আইসবার্গগুলো আমাদেরকে মেরে না ফেলে, এই বরফের ওপরই একটা সামারি কোর্ট বসবে, কোর্ট যদি সাব্যস্ত করে যে মার্ক জেনেশুনে আমাদেরকে ধাক্কা দিয়েছিল, কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে সাধারণ নাবিক করা হবে তাকে, কেপটাউনে ফেরার পর তুলে দেয়া হবে পুলিশের হাতে।'

'আপনি একটা যন্ত্রণা!' চিৎকার করে বললো নিক শেডি। 'এটা অ্যান্টার্কটিকা, এখানে সভ্য সমাজের আইন অচল। কুত্তাটা আমার বাপকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। তার দোষে তিনটে জাহাজ হারিয়েছি আমরা, বিপদে পড়েছে চার শো লোক। এতো কিছুর পরও আপনি বুঝতে পারছেন না, তার মরে যাওয়াই সবার জন্যে ভালো? তাকে ফিরিয়ে আনলে সে আমাদের সবাইকে খুন করে একা পালাবার চেষ্টা করবে। হেলমুটসেন কি বললো শুনলেন না? সে আসতে চায়নি। কেউ যদি আসতে না চায়…।'

'আসতে না চাইলে তাকে জোর করা হবে না। তাতে তুমি খুশি তো?'

কিছু বলতে গেল নিক শেডি, এরিকাকে আসতে দেখে বললো

না। 'সব রেডি, আমরা রওনা হতে পারি,' বললো এরিকা।

'ফাইন,' মাথা ঝাঁকালো রানা। 'দেখো, আমাদের কথা ভুলে যেয়ো না। দুটো বোট টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ কাজ হবে না।'

'ভুলবো না, স্যার।'

'গুডলাক, এরিকা।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' বিশাল দেহ নিয়ে রানার গায়ে সেঁটে এলো এরিকা। 'সাবধানে যাবেন, ক্যাপটেন।' রানার কাঁধে কপালটা এক-বার ঠেকালো সে। 'আপনাকে হারানো আমাদের পোষাবে না।' এরপর রানাকে হতভম্ব করে দিয়ে ওর কপালে চুমো খেলো সে।

খানিক পর স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে লিবার্টি-থ্রি অভিমুখে রওনা হয়ে গেল রানা। এরিকার কথা মন থেকে সরাতে পারলো না। সপ্রতিভ ভঙ্গিতে রানাকে চুমো খাওয়াটা তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। অ্যান্টার্কটিকায় মেয়েলি স্বভাব পরিহার করা অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেই দরকার, এটা এরিকার জানা আছে। একদল কঠিন চরিত্র পুরুষমানুষকে নেতৃত্ব দিতে হয় তার। যদিও তারমানে এই নয় যে সে তার নারী-সুলভ বৈশিষ্ট্য গোপন রাখার চেষ্টা করে। লোকজনকে পরিচালনা করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে তার, পুরুষের প্রচলিত পদ্ধতির সাথে তার কোনো মিল নেই। নিজের পেশায় এরিকার মতো সাহায্যের হাত পেলে ভারি খুশি হতো রানা।

রওনা হবার সময় হেলমুটসেন কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকলো রানার দিকে। লোকটাকে শত্রুতে পরিণত করছে কিনা চিন্তা করে একটু অস্বস্তি বোধ করলো রানা। ওর ধারণা, বিপদের সময় লোকটা ওদের সবার জন্যে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিতে পারতো।

তিনটে হারপুন ফোররানার, বোট অ্যাংকর আর ব্লক ও ট্যাকল-টা

সাথে নিলো ওরা। লিবার্টি-থ্রির স্লেজ পথটাকে সমতল করে রেখেছে, একই পথ ধরে যাওয়ায় তেমন কোনো বাধার সামনে পড়তে হলো না। পিঠে জোরালো বাতাস থাকায় আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা।

পোড়া লিবার্টি-থ্রিকে নিয়ে বরফের কাজ এখনো শেষ হয়নি। জাহাজটার পিছনে প্যাক আইস বিরতিহীন মোচড় খেয়ে চলেছে, শব্দ শুনে বোঝা গেল স্টীল প্লেটগুলো ভাঙছে।

বরফের একটা ছোটো পাহাড়ে চড়ে লিবার্টি-থ্রির সামনে, আইস-বার্গগুলোর দিকে তাকালো রানা। কাছেরটা তিন মাইল দূরেও নয়—গোঁজ-এর আকৃতি নিয়ে বরফের প্রকাণ্ড পাঁচিল প্যাক আইসে গেঁথে আছে, হঠাৎ তাকালে মনে হবে স্থির। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রানা দেখলো, সারাক্ষণ সচল রয়েছে ওটা, পাঁচিলের নিচের দিকে কঠিন প্যাক আইস ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। প্রথমেই কোকুনের বেঁচে যাওয়া ক্রুদের কথা মনে পড়লো রানার। ফ্যাক্টরি শিপ যেখানে অচল হয়ে পড়েছে, সম্ভবত সেই জায়গা দিয়েই পথ করে নিয়ে এগিয়ে এসেছে আইসবার্গগুলো।

তলপেটে ভয়ের শিরশিরে স্পর্শ নিয়ে পাহাড়টা থেকে নেমে এলো রানা। বুঝতে পারছে, ওদের বাঁচার কোনো আশা নেই। কোকুনের দুর্ভাগা ক্রুদের পরিণতি ওদেরকেও মেনে নিতে হবে। আইসবার্গগুলো আসছে মন্থরগতিতে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে এগোচ্ছে। লোকজনদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু অনুভব করলো ওর ঠোঁট আড়ষ্ট হয়ে আছে। বরফকে নিয়ে রসিকতা করারও চেষ্টা করলো একবার, বলার পর মনে হলো, ফাঁপা। লোকগুলো একযোগে হেসে উঠলে ভাবলো, মাই গড, ওদের বুকে সাহস আছে। এই সময়

মনে মনে প্রার্থনা করলো রানা, অন্তরাত্মা প্রভু, শক্তি দাও আমাকে, জোর দাও মনে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বরফের জগতে দাঁড়িয়ে মানুষের ক্ষুদ্রতা আর অসহায়ত্ব উপলব্ধি করতে পারলো ও, মনে হলো মহাশক্তির নৈকট্য এর আগে কখনো এমনভাবে অনুভব করেনি।

ক্যাম্পের সামনে চলে এলো রানা। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো মার্ক রোসেট। 'তুমি, রানা, না?' ভারি গলা, শরীরটা একটু টলছে। 'কি চাও?'

দলের লোকেরা যথেষ্ট পিছনে, এই মুহূর্তে ওরা একা। 'তোমাকে নিতে এসেছি, মার্ক,' বললো রানা। 'আমার ধারণা, কারণটা তুমি জানো।'

'আন্দাজ করছি, তুমি ধরে নিয়েছো ধাক্কাটা ইচ্ছে করেই মেরেছি আমি, তাই না?' না কামানো দাড়িতে ঢাকা মার্কের চেহারা সরু হয়ে গেছে, চোখে চকচকে দৃষ্টি, চুর হয়ে আছে মদ খেয়ে। 'বেশ, যদি মেরেই থাকি, তো কি হয়েছে? প্রমাণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। বেজন্মা শেডিটা যদি হারপুন না ছুঁড়তো…।'

'এতোক্ষণে বরফ থেকে বেরিয়ে যেতে পারতে তুমি, রিপোর্ট করতে ভেতরে ঢোকার কোনো পথ খোলা নেই, তাই তো?'

'নিজেকে খুব চালাক মনে করো তুমি, তাই না, মাসুদ রানা?' আহত পশুর মতো খেঁকিয়ে উঠলো মার্ক। 'শুনে রাখো, জিত আমারই হবে—তোমাদের সবাইকে আমি টেক্কা দেবো।'

'বরং নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নাও, মার্ক,' বললো রানা 'আমার সাথে যাচ্ছো তুমি।'

'তোমাকে আবার একটা তদন্ত কমিটি গঠনের সুযোগ দেয়ার জন্যে?' কর্কশ শব্দে হেসে উঠলো মার্ক। 'ভুলে যাও, মাসুদ রানা।

আমি এখানেই থাকছি।'

'শুধু তদন্ত কমিটি নয়, মার্ক, অ্যান্টার্কটিকা থেকে আমরা ফিরতে পারলে তোমাকে কাঠগড়াতেও দাঁড়াতে হবে। অনেকগুলো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে তোমার বিরুদ্ধে। মরে গিয়ে পার পেয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে না।'

'বরফ যা করেছে তার জন্যে আমি দায়ী নই,' টলতে টলতে বললো মার্ক। 'কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। ওটা দুর্ঘটনা ছিলো। আর ভেবো না একা থাকার সিদ্ধান্ত মরে যাবার জন্যে নিয়েছি আমি --' হঠাৎ থামলো সে, লিবার্টি-ফোরের স্বেচ্ছাসেবকদের এতোক্ষণে দেখতে পেয়েছে। তার চোখ সরু হলো। 'আমাকে তুমি এতো ভয় করো যে সঙ্গে করে বারো জন লোককে আনতে হলো?'

'তোমার জন্যে নয়, মার্ক,' শান্ত সুরে বললো রানা, 'হেলমুটসেন একটা ভুল করেছে, সেটা সংশোধন করার জন্যে ওদেরকে সাথে আনতে হয়েছে। বোটগুলো নিয়ে যাবো আমরা।'

'বোট! নিয়ে যাবে? হাত দিয়ে একবার দেখোই না, খুন করে ফেলবো!' কথা শেষ করে ঝট করে ঘুরে তাঁবুর ভেতর ঢুকলো মার্ক। কোথায় বোকামি হয়েছে বুঝতে পারলো রানা পরমুহূর্তে মার্ককে রাইফেল হাতে বেরিয়ে আসতে দেখে। বেরিয়ে এসেই চিৎকার জুড়ে দিলো সে, 'দেখি কার বাপের সাধ্য বোটে হাত দেয়। ওগুলো আমার দরকার। বোট থাকলে বেঁচে থাকার আশা আছে। নিতে এসেছো বললেই ভেবেছো দিয়ে দেবো?' বোল্ট-টা টানাটানি করছে, জমাট-বরফের সাথে আটকে গেছে সেটা।

'ঠিক আছে, গুলি করার দরকার নেই,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো রানা, পরোই স্কি স্টিক ছুটো জোরে শক্ত বরফে গেঁথে ঝাঁপিয়ে

পড়লো মার্কের ওপর, মাথা দিয়ে গুঁতো দিলো তার পেটে। বেঢপ বস্তার মতো বরফের ওপর আছাড় খেলো দু'জন, কিন্তু রানার আগে নিজের পায়ে দাঁড়ালো মার্ক, স্কি-তে পা বেধে গেছে রানার। তবে রাইফেলটা ওর হাতে চলে এসেছে, বোল্টটাও ফ্রি। মার্কের ওপর কড়া নজর রেখে ধীরে ধীরে দাঁড়ালো ও। এখানে মার্কের থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে উদ্দেশ্যটা বুঝতে ভুল হয়েছিল ওর। এতোক্ষণে নজরে পড়লো একটা বোটে এরইমধ্যে জিনিস-পত্র ঠাসা কাঠের কয়েকটা বাক্স তোলা হয়েছে। তাহলে নিক শেডির ধারণাই ঠিক। বরফের জগৎ থেকে ফেরা একমাত্র জীবিত লোক হতে চায় মার্ক রোসেট। তবে একা হওয়ার পর নার্ভাস হয়ে পড়েছিল, মদ খাওয়ার সেটাই কারণ। 'ক্রু ছাড়া কিভাবে তুমি বোট নিয়ে যেতে চাও?'

'একা কিভাবে বোট চালাতে হয়, ছোটোবেলা থেকে শিখেছি আমি,' থমথমে চেহারা নিয়ে বললো মার্ক। 'ওই আইসবার্গটা যদি ক্যাম্প এড়িয়ে যায়, যেভাবে হোক কোকুনে আমাকে পৌঁছুতে হবে।'

'গর্দভ! কি করেছো এখনো টের পাওনি। আমাদের পিছু নিয়ে বরফে ঢুকেছিল কোকুন। আটকা পড়েছিল, তারপর ডুবে গেছে।'

চেহারাটা মার্কের দেখার মতো হলো, ধীরে ধীরে খুলে গেল মুখ, ঝুলে পড়লো, তারপর চিৎকার করে বললো, 'মিথ্যে কথা বলছো তুমি!' রানা কিছু বলছে না দেখে প্রশ্ন করলো, 'তুমি জানলে কিভাবে? জাহাজের সাথে তোমাদের রেডিওটা গেছে।'

'পোর্টেবল একটা ছিলো।'

ইতোমধ্যে লোকজন পৌঁছে গেছে। তাদেরকে প্রথম বোটের দড়ি-দড়া খুলতে বললো রানা। বোল্ট খুলে নিয়ে রাইফেলটা তাঁবুর ভেতর ছুঁড়ে ফেললো ও। 'কাজে হাত দাও, মার্ক। বোটগুলো আমাদের

ক্যাম্পে নিয়ে যেতে হলে তোমার সাহায্য লাগবে।'

কিছু বললো না মার্ক, নড়লোও না। রানা যা বলেছে তার তাৎপর্য এখনো যেন উপলব্ধি করতে পারেনি সে। লোকজনকে তাদের কাজে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলো রানা। খানিক পর আস্তিনে টান অনুভব করলো ও, ঘাড় ফেরাতে দেখলো মার্ক। 'সত্যি ডুবে গেছে কোকুন?' কর্কশ সুরে জিজ্ঞেস করলো সে, ঠাণ্ডা বাতাসে তার নিঃশ্বাস বরফকুচিতে পরিণত হবার আগে হুইস্কির গন্ধ ছড়ালো।

'হ্যাঁ।'

'কেউ বাঁচেনি?'

'এখনো জানি না। জাহাজ ত্যাগ করার পর ওদের কোনো মেসেজ পাইনি।'

হঠাৎ, রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে, হেসে উঠলো মার্ক। শব্দটা কুৎসিত, খানিকটা মাতলামি, খানিকটা উন্মত্ততা। 'এখন আর উদ্ধার করার জন্যে বরফে ঢুকতে সাহস হবে না কারো। একা, আমরা একা! কি মজা!'

'ফ্যাক্টরি শিপ হারিয়ে তোমার খারাপ লাগছে না?' রাগ চেপে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'খারাপ লাগবে কেন? বীমা কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দেবে।' উল্লাসে চকচক করছে মার্কের চোখ।

লোকটাকে মেরে তক্তা বানাবার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করলো রানা। কয়েক শো লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে সে, অথচ কোনো অনুশোচনা নেই। 'তোমার বাবা ছিলেন জাহাজটায়,' মনে করিয়ে দিলো রানা।

'বাবার কথা ভেবে কেন আমি উদ্বিগ্ন হবো? তাকে আমি কোনো

রকম চিনতাম।' লোকগুলোর দিকে তাকালো সে, দড়ি দিয়ে একটা বোটকে বাঁধছে। হঠাৎ ছুটে গিয়ে রশিটা ধরলো সে। 'মারো টান, হেঁইয়ো! জোরে, গাধার দল! জোরে!' যেন তার ওপর ভূত সওয়ার হয়েছে। 'কি হলো, রানা, হাত লাগাও—এসো, এসো! হাঁ করে ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না তো!'

জমাট বরফ থেকে বোটগুলোকে ছাড়িয়ে আনতে দশ মিনিট লাগলো। কাজটা শেষ হতেই আবার থমথমে আর রগচটা ভাবটা ফিরে এলো মার্কের চেহারায়, পরিশ্রমে নেশা ছুটে গেছে। বোট দুটো নিয়ে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল ওরা। পথে মার্ক কোনো কথা বললো না।

রাত দশটার কিছু আগে ক্যাম্পে পৌঁছুলো ওরা। সবাই খুব ক্লান্ত। বগলের নিচে পাঁজরের ব্যথাটা রানাকে যেন ছুরির খোঁচা মারছে। ভাগ্যিস ওদের জন্যে একটা তাঁবু খাড়া রেখে গেছে এরিকা। খাওয়া শেষ করেই শুয়ে পড়লো সবাই। কেউ পাহারায় থাকলো না। রানা জানে, ঝড়ো বাতাসের মধ্যে দশ মিনিট দাঁড়াবার শক্তিও ওদের কারো নেই।

তিন ঘণ্টা পর ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙতেই এরিকার গলা পেলো রানা। 'শিগগির আসুন, ক্যাপটেন!' তার গলা কাঁপছে। 'আইস-বার্গ দু'মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে, ভাঙতে শুরু করেছে প্যাক।'

এতোই ক্লান্ত রানা, মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লেও যেন কিছু আসে-যায় না ওর। মিথ্যে আশা নিয়ে কষ্টকর জীবন ধারণের চেয়ে মরে যাওয়া যেন অনেক সহজ সমাধান। সাংঘাতিক দুর্বল লাগছে নিজেকে ওর, ব্যথা আর শীতে সারা শরীর টনটন করছে। পিঠের নিচে বরফ কাঁপছে বুঝতে পারলেও চোখ মেলতে ইচ্ছে হলো না

ওর। বারবার ওকে ধাক্কা দিয়ে চলেছে এরিকা। 'স্যার, ক্যাপটেন!' তারপর রানার গালে চড় কষালো সে।

চোখ মেললো রানা। দেখলো, টেনে-হিঁচড়ে ওকে তাঁবুর বাইরে বের করে নিয়ে যাচ্ছে এরিকা। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ালো ও, বিড়বিড় করে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো, দু'বার—দ্বিতীয়বার মারিকার কাছে, 'ক্ষমা করো, তোমার মতো লক্ষ্মী একটা মেয়েকে উদ্ধার করার ভাগ্য আমার হলো না···আমার নিজেরও কোনো উদ্ধার নেই।'

বাইরে বেরিয়ে এসে টলতে লাগলো রানা, বরফ ঢাকা শুভ্র হিম-রাজ্যের দিকে অবিশ্বাস ভরা চোখে তাকিয়ে থাকলো। লিবার্টি-থ্রি অদৃশ্য হয়েছে। করভেটটার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। যে পথে বোট-গুলো টেনে নিয়ে এসেছে ওরা, দীর্ঘ পথটা, পথের দু'পাশে যতোদূর দৃষ্টি যায়, বিশাল আকারের ঢেউ মাথাচাড়া দিচ্ছে, প্যাক আইস যেন তরল সাগর। কিম্ভুতকিমাকার চূড়া নিয়ে, মিনার-এর আকৃতির সাথে অনেকটা মেলে, অতিকায় একটা আইসবার্গ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে, ওটার সামনে টগবগ করে ফুটছে বরফ।

বাকি সবাইকেও টেনে-হিঁচড়ে বের করা হলো তাঁবু থেকে। 'জলদি! জলদি!' লোকজনকে ধাক্কা মারছে এরিকা, তার সাথে দশ-বারোজন লোক। ক্যাম্প ফেলে পালাতে শুরু করলো ওরা, সদ্য ঘুম ভাঙা লোকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এরিকা আর তার দল।

'দাঁড়াও!' পিছু ডাকলো রানা। 'বোটগুলো নিতে হবে।'

'না!' বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠলো এরিকার গলা। 'দেরি করলে মারা পড়বো!'

আইসবার্গের দিকে চট করে একবার তাকালো রানা। এখানে

থাকা হোক বা বরফের ছোট্ট পাহাড়ে, বাঁচার আশা অত্যন্ত ক্ষীণ। গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে যেন ফিরে পাবার চেষ্টা করলো রানা। 'যা বলছি শোনো, এরিকা,' দৃঢ়তার সাথে নির্দেশ দিলো ও, 'লোকগুলোকে এদিকে পাঠাও। বোট ছাড়া আমরা কোথাও যেতে পারি না।'

'ঠিক আছে, একটা বোট··· ।'

মাথা নাড়লো রানা। 'ছুটো জাহাজের ক্রু মিলিয়ে লোক আমরা ত্রিশজন। তিনটে বোটই লাগবে। রানার নির্ভয় হাবভাব লক্ষ্য করে ক্রুরাও যেন নতুন করে বাঁচার আশা দেখতে পেলো। কাউকে কিছু বলতে হলো না, ফিরে এসে বোটের রশি ধরলো তারা। বিশজন লোক রশি টেনে একটা বোটকে একশো গজ পর্যন্ত আনতে পারলো। ফিরে এসে দ্বিতীয় বোটটা টানতে শুরু করলো তারা। ওদের চার-পাশে বিস্ফোরিত হতে শুরু করেছে ভাসমান বরফ। ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে মেশিন-গান ফায়ারের শব্দ তুলে। অকস্মাৎ বিনা নোটিসে সদ্য তৈরি ফাটলের কিনারা থেকে ছ'বার পড়ে গেল কয়েকজন লোক, রক্ষা পেলো হাতের রশি না ছাড়ায়। একবার দ্বিতীয় বোটটাকে বিরাট একটা ফাট-লের ওপারে টেনে নিতে হলো, চওড়ায় সেটা বোটের প্রায় অর্ধেক।

তবে কাজটা ওরা শেষ করতে পারলো। দ্বিতীয় বোটটা বরফের পাহাড়ের গায়ে ঠেকতেই বাকি সব লোকজন হুড়মুড় করে নেমে এসে হাত লাগালো ঢাল বেয়ে ওটাকে ওপরে তোলার জন্যে। অস্পষ্টভাবে কয়েকটা নতুন মুখ লক্ষ্য করলো রানা, নরম একটা হাতের স্পর্শ কেন কে জানে ওকে যেন স্বর্গসুখ পাইয়ে দিলো। নরওয়ের ভাষায় কে যেন কি বলছে, কর্তৃত্বের সুরে। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর। জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

পাঁচ

জ্ঞান ফিরলো, যেন নদীর তলা থেকে ধীরে ধীরে পানির ওপর তোলা হলো রানাকে। চুপচাপ পড়ে থাকলো, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা চারপাশ থেকে ঘিরে আছে ওকে। সারা শরীর আড়ষ্ট আর অবশ। ওর প্রতিটি লোমকূপ যেন বরফ হয়ে গেছে। হঠাৎ একটা ভোঁতা আওয়াজ শোনা গেল, ধীরে ধীরে বাড়ছে, সমস্ত দিক ভরে গেল সেই বিচিত্র শব্দ, তারপর সংঘর্ষ ও বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো দুনিয়াটা। এ কি মৃত্যু? এই মৃত্যুর কথাই কি মিল্টন তাঁর কবিতায় বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন? শব্দটা বজ্রপাতের মতো নয়, কোনো প্রতিধ্বনি নেই। যখন থামে, হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে যায়। নিস্তব্ধতায় কান দুটো ভরাট হয়ে গেল। তবে একা নয় রানা। ক্ষীণ নড়াচড়া টের পাচ্ছে ও, নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে। ঘামের গন্ধও ঢুকছে নাকে।

হঠাৎ হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো রানার। ওর চারপাশে ওরা মৃত নয়। জ্যান্ত, ঘুমাচ্ছে। ধীরে ধীরে উঠে বসলো ও। যতো দুর্বলই হোক, কোথায় রয়েছে বা আশপাশে কি ঘটছে জানতে হবে ওকে। কিন্তু দাঁড়াবার সাথে সাথে হেসে ওঠার ইচ্ছেটা মরে গেল। আবার

নেতিয়ে পড়তে চাইলো ও, চোখ বুজে ঘুমাতে ইচ্ছে করলো, ইচ্ছে হলো অসুস্থ বোধ করার। না শুনলেও, বসে পড়লো রানা। তারপর তিরস্কার করলো নিজেকে। জানবে না কোথায় রয়েছো? কি ঘটছে বাইরে? হামাগুড়ি দিতে শুরু করলো, বেরিয়ে এলো তাঁবুর বাইরে। টলতে টলতে দাঁড়ালো আবার। শুকনো বমি করলো বার কয়েক।

বাতাস থেমে গেছে। সাদা বরফ থেকে ওঠা ধোঁয়াটে বাষ্প সূর্যের নাগাল পেয়ে গেছে। বরফের রাজ্য স্থির নয়, সারাক্ষণ মোচড় খাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে নিস্তব্ধতা চুরমার করে দিয়ে আবার শুরু হলো আওয়াজটা। পরবর্তী বিস্ফোরণটা ঠিক যেন অ্যাটম বোমা ফাটার মতো। মেরুদণ্ড সোজা করে শব্দের উৎস খুঁজলো রানা। বিশাল প্রাসাদের আকৃতি নিয়ে বরফের একটা অংশকে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠতে দেখলো রানা, অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হলো চোখ। বরফটা খুলে গেল ঠিক একটা ফুলের মতো; তারপর বিধ্বস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে—লক্ষ-কোটি টুকরো, প্রতিটি মুক্তোর মতো চকচকে, চোখ-ধাঁধানো দ্যুতি নিয়ে যেন একদিকের গোটা আকাশ ঢেকে দিলো। পতনের শব্দটা যেন দুনিয়ার সমাপ্তিসূচক, তবে কোনো প্রতিধ্বনি নেই। তারপর অসহ্য নিস্তব্ধতা। রানার কব্জিতে হাত পড়লো কারো। 'এখন ভালো লাগছে?'

গলা শুনে তাকালো রানা। রানার কব্জি ধরা হাতটা কাঁপছে, নিক শেডির। ভয়ে সাদা হয়ে আছে তার চেহারা। অপর হাতে ধরা ফ্লাস্কটা বাড়িয়ে দিলো রানার দিকে। 'এটায় চুমুক দিন। ব্র্যাণ্ডি। কাল ফেরার পর আপনি খুব ক্লান্ত ছিলেন।'

কি ঘটেছে মনে করার চেষ্টা করলো রানা। বরফের পাহাড়ে বোট-গুলো এনেছে ওরা। জমাট বরফের ওপর কালো আকৃতি নিয়ে এক-

পাশে পড়ে রয়েছে সেগুলো। চারটে বোট, রসদের স্তূপ, তাঁবু, স্লেজ। একটা তাঁবুর বাইরে কে যেন নরওয়ের একটা পতাকা উড়িয়েছে। আবার কেঁপে উঠলো বাতাস, গুরু-গম্ভীর কামান দাগার শব্দ ভেসে এলো। পাহাড়টার সামনে পশ্চিম দিকে বরফ প্রান্তর, ভাঁজবহুল, এবড়োখেবড়ো। আরো সামনে সেই অতিকায় আইসবার্গ, আকাশ ছুঁয়ে আছে। চূড়ার একটা শাখা স্ট্যাচু অভ লিবার্টি-র টর্চের মতো খাড়া হয়ে আছে, ঢুকে গেছে আকাশের গায়ে আঁকা রঙধনুর ভেতর। আইসবার্গের গোড়ায় বরফ নড়ছে, মোচড় খাচ্ছে, ভাঁজ হচ্ছে, টগবগ করে ফুটছে। উত্তর দিকে আরেকটা আইসবার্গ। দক্ষিণেও রয়েছে···একাধিক।

শিউরে উঠলো রানা, ফ্লাস্কটা ফিরিয়ে দিলো নিক শেডিকে। 'ধন্যবাদ। ভবিষ্যৎ বলে কিছু বোধহয় নেই, কি বলো?'

'ওদিকের ওটা, আমি হিসেব করে বের করেছি, বর্তমান গতি যদি না বদলায়, কাল দুপুরে আমাদের ক্যাম্পের ওপর চলে আসবে,' একজন বিজ্ঞানী কথা বলছে, আবেগশূন্য কণ্ঠ।

'ক্যাম্প সরানোর কোনো মানে হয় না, কি বলো?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিক শেডি বললো, 'একটা হলে কথা ছিলো···।' কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর তিক্ত সুরে আবার বললো, 'ওকে আপনি ওখানে রেখে এলেন না কেন? সমস্যাটা তাহলে থাকতোই না।'

'মার্কের কথা বলছো? হ্যাঁ, ওখানে থাকলে মারা যেতো সে। তোমাকে তো বলেছিলাম, ও আসতে না চাইলে আনবো না। বোটগুলো নিতে গেছি শুনে আমাদের সাথে চলে এলো।'

'আচ্ছা, মিঃ রানা, আমাকে বলবেন, ওর প্রতি আপনার এতো দয়া কেন?'

'দয়া কোথায় দেখলে ? যা করা উচিত বলে জানি তাই করেছি। কোথায় সে ?'

'ওদিকে,' ইঙ্গিতে একটা তাঁবু দেখালো নিক শেডি। 'হেলমুটসেন আর ডানকানের সাথে পরামর্শ করছে।' হঠাৎ আবার রানার হাতটা শক্ত করে ধরলো সে। 'কি করেছেন, বুঝতে পারছেন না ? লোকটা খুনী। একা শুধু বোনার পাইটনকে নয়, আরো অনেককে খুন করেছে সে। এখনো আমরা যারা বেঁচে আছি, সবাই মারা যাবো—ওর কারণে। আপনি, আমি, এরিকা, মারিকা—আমাদের সবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী ঐ লোকটা। ও যদি ধাকাটা না দিতো, লিবার্টি ফাইভের ক্রুদের আমরা তখনই উদ্ধার করতে পারতাম। তার বদলে সবাই আমরা বরফে আটকা পড়েছি। কোকুনের ক্রুরাও। প্রায় পাঁচশো লোককে যে খুন করেছে, তাঁকে আপনি বাঁচার সুযোগ দিলেন—কেন ?'

'মার্ককে বাঁচানোর জন্যে নয়, বোটগুলো আনতে গিয়েছিলাম,' বললো রানা।

'কি হবে বোট দিয়ে ? বোট থাক বা না থাক, কেউ আমরা বাঁচবো না। অথচ আপনি আমাকে মরার আগে খুনী হতে বাধ্য করেছেন। যে-কাজ বরফ করতে পারতো, সেটা এখন আমাকে করতে হবে। অবৈধ হতে পারি, কিন্তু বোনার পাইটনের সন্তান আমি—তার খুনের বদলা আমাকে নিতেই হবে। এবং খুব তাড়াতাড়ি নিতে হবে, কারণ কুত্তাটা তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলে আবার কি ষড়যন্ত্র করে কে জানে। যাই, ক্যাপটেন সাভিকের সাথে কথা বলি।'

'সাভিক! ক্যাপটেন সাভিক ?' ঝট্ করে ঘুরে বোটগুলোর দিকে তাকালো রানা। এতক্ষণে খেয়াল হলো ওর, যেখানে থাকার কথা

তিনটে বোট, সেখানে রয়েছে চারটে। নিক শেভিকে ধরে ঝাঁকালো ও। 'সাভিক এখানে? লিবার্টি-ফাইভের ক্রুরা আমাদের সাথে? মারিকা, মারিকা কোথায়?'

অবাক চোখে রানার দিকে তাকালো নিক শেভি। 'গুড গড! আপনার মনে নেই? আপনি তো মারিকার বাড়ানো হাতেই ঢলে পড়লেন।'

স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো রানা। বরফকে অভিশাপ দিল, অভিশাপ দিল নিজেকে, মার্ককে ফিরিয়ে আনার জন্যে। 'কোথায় সে?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলো ও।

'ওদিকে, সাভিকের তাঁবুতে।'

কয়েক সেকেণ্ড অনড় দাঁড়িয়ে থাকলো রানা। জীবনের শেষ কয়েকটা ঘণ্টা বাকি থাকতে তবু যে দু'জনের আবার দেখা হচ্ছে, এ-ও তো কম ভাগ্যের কথা নয়। ঝুঁকলো রানা, এক মুঠো তুষার নিয়ে সারা মুখে ঘষলো। এখন আর নিজেকে ওর দুর্বল লাগছে না। কোথেকে যেন একটা শক্তি পেয়ে গেছে ও— মৃত্যুকে ফাঁকি দেয়ার শক্তি, অভিশপ্ত বরফের নরক থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে লড়ার শক্তি। ধীর, দৃঢ় পায়ে তাঁবুটার দিকে এগোলো ও, নরওয়ের পতাকা যেখানে পতপত করে উড়ছে। বাইরে থেকে মারিকার নাম ধরে ডাকলো ও।

রঙধনুর সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে আছে রোদ, আবেগে ব্যাকুল রাজকন্যার মতো আলুথালু বেশে তাঁবু থেকে মারিকা বেরিয়ে আসতেই স্বর্গীয় একটা আনন্দে ভরে উঠলো রানার মন। ওর হাত ধরে, ওর মুখে ব্যাকুল দৃষ্টি রেখে, হেসে উঠলো মারিকা, মুক্তোর মতো চকচক করছে চোখ দুটো। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা, এতো খুশি যে শুধু হাসছে আর হাসছে, কথা বলার অবকাশ পেলো

না। হাত ধরাধরি করে নরম তুষার মাড়িয়ে পাহাড়ের দূর কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো ওরা, তাকালো আইসবার্গগুলো যেখানে জমাট বরফ তছনছ করে দিচ্ছে। পরস্পরের হাতে চাপ দিলো ওরা, কিন্তু এখন আর ওগুলোর আগমন মনে কোনো রকম ভীতির সঞ্চার করলো না। জীবন যেন নতুন অর্থ আর মহিমা লাভ করেছে, মৃত্যুভয় সেখানে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। পরস্পরের প্রতি ওদের আকর্ষণ বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করার শক্তি এনে দিয়েছে। রানা আর মারিকার সম্পর্কের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক। ভালোবাসি, এই কথাটা কেউ ওরা পরস্পরকে একবারও বলেনি। তবু কিছু একটা ঘটেছে ওদের মধ্যে। মানুষ যেটাকে ভালোবাসা বলে, ওদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তা না-ও হতে পারে। মারিকার প্রতি দুর্বল রানা, অসম্ভব ভালো লাগে তাকে ওর, প্রয়োজনে তার জীবন, সুখ আর নিরাপত্তার জন্যে নিজের জীবন বাজি রাখতেও দ্বিধা করবে না ও। আর মারিকা? মারিকার কাছে রানা হচ্ছে ত্রাণকর্তার প্রতীক, অভয়দাতা, সম্ভবত স্বপ্নপুরুষ। ওদের সম্পর্কটাকে সৎ, নিষ্কলুষ দুটি মনের মিলন বলা যেতে পারে; সুরুচি আর পরিমিতিবোধ এ-সম্পর্কের নিয়ন্ত্রক।

বেশিক্ষণ ওদের একা থাকা হলো না। এগিয়ে আসতে দেখা গেল হোলস্টাডকে, গম্ভীর চেহারা। 'কি ব্যাপার, হোলস্টাড, কি হয়েছে?' লোকটা খুক করে কাশতে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'সমস্যা,' বললো হোলস্টাড। 'হেলমুটসেন আর ডানকানকে নিয়ে। লোকজন ওদেরকে তাঁবুতে জায়গা দিতে চাইছে না। দু'জনেই ওরা স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোক।'

'কী বলছো! এটা কি দলাদলি করার সময়?'

'তাছাড়া, ওরা আমার নির্দেশ মানতে চাইছে না।'

'বাধা করো।'

'চেষ্টা করেছি, কিন্তু...,' কাঁধ ঝাঁকালো হোলস্টাড, তারপর বললো, '...হেলমুটসেন একটা গরিলা, ওর সাথে মারামারি করা সম্ভব নয়। মেটের পদ কেড়ে নেয়ায় সাংঘাতিক রেগে আছে সে।'

'আর ডানকান?'

'ডানকান হেলমুটসেনের কথায় ওঠ-বস করে।'

'ঠিক আছে, হেলমুটসেনকে এখানে নিয়ে এসো।'

কুৎসিত চেহারা দেখেই বোঝা গেল, ভয়ানক খেপে আছে হেলমুট-সেন। মারমুখো ভঙ্গি নিয়ে প্রায় ছুটে এলো রানার দিকে। থামলো একহাত দূরে। রানার চেয়ে আধ হাত লম্বা, 'আড়াই গুণ চওড়া। 'তুমি নাকি হোলস্টাডের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেছো?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হ্যাঁ। সে আমাকে অর্ডার করার কে?'

'তুমি শোনোনি কাল তাকে আমি মেট বানিয়েছি?'

'শুনেছি।'

'আর বোট ফেলে আসার অপরাধে মেট-এর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে তোমাকে, জানোই তো।'

'ক্যাপটেন মার্ক বলছেন, সে অধিকার আপনার নেই...।'

'জাহান্নামে যাক মার্ক।' চাবুকের মতো সপাং করে উঠলো রানার গলা। 'মার্ক একটা...।' নিজেকে সামলে নিলো ও। রাগে কাঁপছে। 'এসো, ক্যাপটেন সাভিকের সাথে কথা বলো।'

'না,' রানার বাহু ধরলো মারিকা। 'এ-সব ব্যাপারে ক্যাপটেন সাভিককে জড়িয়ো না, রানা।'

'তার দায়িত্ব, তাকে জড়াবো না কেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'সে-ই তো এখন নেতৃত্ব দেবে।'

মাথা নাড়লো মারিকা। 'না। কমাণ্ড তোমার হাতে, রানা। সান্ডিক আহত হয়েছেন, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। পা আর পাঁজর ভেঙে গেছে তাঁর। বরফ আর লিবার্টি-ফাইভের মাঝখানে পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছিলেন, অনেক কষ্টে টেনে তোলা হয়েছে তাঁকে। আমার ধারণা, আজ রাতটুকুও বোধহয়...।' গলা ধরে আসায় কথাটা শেষ করতে পারলো না সে। তারপর বললো, 'তাঁর আশা ছেড়ে দাও, রানা। নেতৃত্ব তোমাকেই দিতে হবে। কথাটা তোমাকে পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর মেজর শেয়ার হোল্ডার বলছে। কাজেই এ-ব্যাপারে কোনো সংশয় দ্বিমত বা তর্কের অবকাশ নেই। তোমাকে কমাণ্ড করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।'

হঠাৎ করে ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করলো রানা। তারমানে দায়িত্বের বোঝা এখনো ওর কাঁধে চেপে আছে। হেলমুটসেনের দিকে তাকালো ও। বললো, 'সবাই আমরা মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছি। এখন গোল-মাল পাকানোর সময় নয়।'

'গোলমাল আমি কেন পাকাবো। শুরু করেছে টনসবার্গের লোকেরা। আমি আর ডানকান স্যাণ্ডেফিওর্ডের লোক বলে ওরা আমাদের সহ্য করতে পারছে না।'

'ঠিক আছে, ওদের সাথে আমি পরে কথা বলবো,' বললো রানা। 'তার আগে একটু বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে যা করতে বলা হয় করো। এরপর আমি যেন না শুনি তোমরা নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেছো।'

কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো হেলমুটসেন, তারপর থমথমে চেহারা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

'থোয়ো,' রানার গলা থেকে বজ্রপাত হলো যেন।

ধীরে ধীরে ঘুরলো হেলমুটসেন।

'বলো— ইয়েস, স্যার।'

রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকলো হেলমুটসেন। 'ঠিক আছে, স্যার।' তুষারের ওপর থপথপ শব্দে পা ফেলে নিজেদের তাঁবুর দিকে এগোলো সে, তাঁবুর সামনে ডানকানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। নিচু গলায় আলাপ শুরু করলো, দু জনেই মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রানার দিকে, রীতিমতো হিংস্র দৃষ্টি।

মারিকার হাত ধরে টান দিলো রানা, দু'জনে মাথা নিচু করে সাভিকের তাঁবুতে ঢুকলো, তাঁবুর মুখে পর্দাটা তোলাই ছিলো। কম্বল মোড়া শরীরটার ওপর ঝুঁকে পড়লো মারিকা। কম্বলে বরফ আর রক্ত জমাট বেঁধে আছে, মারিকার কাঁধের ওপর দিয়ে রোদ পোড়া বিধ্বস্ত চেহারাটা সাভিকের বলে চিনতেই পারলো না রানা। ফিস-ফিস করে জিজ্ঞেস করলো ও, 'জ্ঞান আছে?'

'আছে। তোমাকে বোধহয় কিছু বলতে চান,' একপাশে সরে গেল মারিকা। 'বেশি কথা বলো না, উনি অত্যন্ত দুর্বল।' তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল সে।

তাঁবুর খোলা মুখের কাছে হাঁটু গেড়ে বসলো রানা, মুখ নামালো ক্যাপটেন সাভিকের কানের কাছে। 'আপনি কিছু বলবেন আমাকে?'

'রানা?' চোখ না খুলেই বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করলো ক্যাপটেন সাভিক।

'হ্যাঁ।' লোকটাকে হাঁপাতে দেখে ভয় পেয়ে গেল রানা, সারা মুখে চিটচিটে ঘাম ফুটে আছে। মারিকার ধারণা মিথ্যে নয়, রাতটা কাটে কিনা সন্দেহ।

'গন্ধটা পাচ্ছেন, আমার পা থেকে ? পচন ধরেছে, গ্যাংগ্রিন ! আর বেশি দেরি নেই !' এই ক'টা কথা বলতেই জ্ঞান যেন বেরিয়ে গেল সার্ভিকের, হাপরের মতো হাঁপাতে শুরু করলো সে। খানিক বিরতি নিয়ে দুর্বল একটা হাত তুলে রানার কাঁধে রাখলো সে। 'আপনার ওপর কঠিন বোঝা চেপেছে। বরফ থেকে সবাইকে বের করে নিয়ে যেতে হবে। আমি জানি, খুব একটা আশা নেই, তবে…,' ঠোঁট কামড়ে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করলো সে, '…তার আগে শুনি, কি করবেন বলে ভাবছেন আপনি ?'

'আমরা পিছু হটতে পারি,' বললো রানা। 'বাতাস কমে যাওয়ায় পশ্চিম থেকে আসা বরফের চাপ কমবে বলে মনে হয়। এখনই যদি রওনা দিই আমরা, আইসবার্গগুলোর আগে আগে থাকতে পারবো—হয়তো।'

ধীরে ধীরে, ক্লান্তভাবে মাথা নাড়লো সার্ভিক। 'কোনো লাভ হবে না। এই জায়গা ছেড়ে গেলে, আপনারা বাঁচবেন কিভাবে ? বোট ছাড়া ? কাল আপনি কি করেছেন, এরিকার মুখে শুনেছি আমি। বোট থাকলে বাঁচার আশা আছে, আপনার সাথে আমি একমত। একটা আইসবার্গ হলে পালিয়ে যাবার জন্যে পিছু হটার যুক্তি ছিলো, কিন্তু এক লাইনে অনেকগুলো ওরা। তাছাড়া, পিছু হটা ব্যাপারটা নেতিবাচক, ক্রুদের মনোবল বলে কিছু থাকে না।'

'আপনি অভিজ্ঞ ক্যাপটেন,' সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'আপনি কি পরামর্শ দেন ?'

ক্যাপটেনের চোখে উত্তেজনা ফুটে উঠতে দেখলো রানা। সে বললো, 'আমার ধারণা, আপনাদের উচিত সামনে এগোনো।'

হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো রানা। বলে কি লোকটা ! এক

লাইনে ছ'য়-সাতটা আইসবার্গ এগিয়ে আসছে। এই পরিস্থিতিতে সামনে এগোনো মানে স্বেচ্ছায়, সময়ের আগে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা হবে না ?

রানার কাঁধে হাতটার চাপ আরো বাড়লো। 'সারাটা সকাল এখানে শুয়ে আইসবার্গগুলোকে দেখেছি আমি,' বললো সাভিক। 'দেখুন, তাকান।' তাঁবুর খোলা মুখের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। 'দক্ষিণের বার্গটায় কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি ? চওড়া একটা কার্নিস আছে। নিচ থেকে ঢাল বেয়ে ওঠা যাবে। চোখে গ্লাস নিয়ে দেখেছি আমি। আপনাদের ক্যাম্পটা যদি ওই কার্নিসে তুলে নিয়ে যেতে পারেন...।'

'কিন্তু এ যে অসম্ভব।'

'অসম্ভব বলে কিছু নেই,' বিপদগ্রস্ত দিশেহারা লোককে রানা যা বলে, ক্যাপটেন সাভিক ঠিক সেই সুরে একই কথা বললো। 'কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। আপনি যেমন বললেন, ওদের এগিয়ে আসার গতি কমে গেছে। ফলে আগের চেয়ে অনেক শান্তভাবে প্যাক আইস ভাঙছে ওরা। আপনাদের ক্যাম্পটা ছোটো একটা আইসবার্গ, তাই না ? এটার চারপাশের সমস্ত বরফ ভেঙে যাবে, তবে এটা সম্পূর্ণ ভাঙবে বলে মনে হয় না। ভাগ্য ভালো হলে, অল্প কিছু সময়ের জন্য কার্নিসের কাছাকাছি থাকার সুযোগ হবে আপনাদের।'

'হ্যাঁ, কিন্তু...।'

'আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, সাথে করে ফোররানার আর ট্যাকল টা নিয়ে এসেছেন। আমিও কিছু ফোররানার এনেছি। আমার ধারণা, সুযোগ একটা আছে। ছোট্ট, তবে একমাত্র।' ঢলুঢুলু চোখে রানার দিকে তাকালো ক্যাপটেন। 'আপনি আমার সাথে একমত ?'

সাথে সাথে কিছু বললো না রানা। তাকালো আইসবার্গের গোড়া

যেখানে ভাঙচুর করছে ভাসমান বরফের মাঠগুলোকে। এখন এক মাইল দূরেও নয়, ঘণ্টায় সম্ভবত দু'শো গজ গতিতে সরাসরি ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। এক মাইল কি আরো বেশি দূরে, আইসবার্গ-টার দু'দিকে, ডানে ও বাঁয়ে, ঝড়ের কবলে পড়া উথালপাতাল সাগ-রের মতো আলোড়িত হচ্ছে বরফ, মাঠগুলো টুকরো টুকরো হচ্ছে, বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমান হয়ে যাচ্ছে। আলোড়নের শেষ সীমায় ভাঙচুর আর বিস্ফোরণের আধিক্য লক্ষ্য করলো রানা, কারণ-টাও বুঝতে পারলো—এক আইসবার্গের আলোড়ন আরেক আইস-বার্গের আলোড়নের সাথে মিলিত হচ্ছে ওখানে। তিন-চার তলা বাড়ির সমান এক-একটা বরফের টুকরো সবেগে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আকাশে। চার-পাশে তাকিয়ে ওদের মতো আরেকটা নিরেটদর্শন বরফের পাহাড় রানার চোখে পড়লো না। আইসবার্গটার দু'পাশের চেয়ে সামনের দিকটায় আলোড়ন কম। হ্যাঁ, ক্ষীণ একটু সম্ভাবনা আছে হয়তো, যেহেতু সরাসরি ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে ওটা। অন্তত, ধ্বংস-শক্তির উৎসমুখে চড়ে বসার ধারণাটা রানার মনে আবেদন সৃষ্টি করলো। এ-ধরনের বেপরোয়া প্রচেষ্টা মৃত্যুপথযাত্রী অভিযাত্রীদেরই মানায়। 'এটুকু বলা যায়, চেষ্টা করে দেখার মতো একটা কিছু পেলাম আমরা।'

সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে ক্যাপটেন সার্ভিকের। কথা বলার জন্যে বারবার দম নিতে হলো তাকে। 'একবার পিঠে চড়ে বসার পর, আপনার ঘোড়া হবে ও। কে জানে, বরফ ভেঙে আপনা-দের জন্যে একটা পথ তৈরি করে দিতে পারে।' চোখ বুজে হাঁপাতে লাগলো সে। বেশ কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল, লোকটা নড়ছে না দেখে ধীরে ধীরে সরে আসার চেষ্টা করলো রানা। তার বিশ্রাম দরকার।

কিন্তু একটা হাত নড়ে উঠলো। 'মার্ক কি··· ?'

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'আপনি কি তার সাথে কথা বলতে চান ?'

এক মুহূর্ত পর ক্যাপটেন বললো, 'না। সে শক্তি আমার নেই।' খক খক করে কাশলো সে। 'বুড়ো রোসেট সম্পর্কে আমার ধারণা যাই হোক, সে একটা পুরুষ বটে। তার এই ছোঁড়াটা একেবারেই নষ্ট। মার্ক একটা বিপদ, মিঃ রানা। মারিকার দিকে একটু খেয়াল রাখবেন, প্লিজ। বোনার পাইটন যে উইল করে গেছেন, আমি তার একজন সাক্ষী, সব তিনি তাঁর মেয়েকে দিয়ে গেছেন—শুধু নগদ টাকার অর্ধেক পাবে নিক শেডি। আপনি আমাকে কথা দিন, মিঃ রানা, মার্ক রোসেট যেন জীবিত ফিরতে না পারে।' তার কথা জড়িয়ে এলো, শেষের দিকে বোঝা গেল না।

ক্যাপটেন সাভিক কি চাইছে বুঝতে পারলো রানা। কিন্তু ওর পক্ষে কথা দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই নিঃশব্দে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো ও, ভেতরে পাঠালো মারিকাকে। 'উনি খুব দুর্বল, পাশে একজন থাকা দরকার।'

অতিকায় আইসবার্গটার দিকে তাকিয়ে কার্নিসটা খুঁজলো রানা। গোড়া থেকেই শুরু হয়েছে সেটা, সামান্য ঢাল হয়ে উঠে গেছে বরফের পাঁচিল বেয়ে, ঘিরে থাকা চারপাশের প্যাক থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে উঠে সমতল হয়েছে। ক্ষীণ সুযোগ সত্যিই আছে, উপলব্ধি করলো রানা। মনে মনে প্রার্থনা করলো, চোখে আঙুল দিয়ে সুযোগটা যে দেখিয়ে দিয়েছে সে যেন ওই কার্নিসে পৌঁছুনো পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

লোকজনকে এক জায়গায় জড়ো করে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করলো রানা। উৎসাহিত হয়ে উঠলো তারা। বাঁচার আশা এখনো আছে, এই বাণী

যেন মন্ত্রের মতো কাজ করলো, বিনা তাগাদায় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লো সবাই। ফোররানারগুলো পরস্পরের সাথে বাঁধা হলো। লুপ তৈরি করে পরানো হলো বোটগুলোয়। কাপড়ের তৈরি বস্তায় ভরা হলো রসদ। তবে সবাই কাজে ব্যস্ত থাকলেও, রানা লক্ষ্য করলো, দিন যতোই শেষ হয়ে আসছে, ঘাড় ফিরিয়ে আইসবার্গটার দিকে চোরা-চোখে একবার করে তাকাচ্ছে ক্রুরা, চেহারায় আতংকের ছাপ গোপন থাকলো না।

সন্ধ্যে নাগাদ শেষ হলো কাজ। খাওয়া শেষ করার পর কারো কিছু করার থাকলো না। ঘুমাতে যাবার ইচ্ছে নেই কারো, বরফের ওপর ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সবাই, চোখে সংশয় আর ভয় নিয়ে তাকিয়ে আছে আকাশ-ছোঁয়া বরফ-স্তূপের দিকে। দৃশ্যমান মৃত্যুর মতো ওদের ক্যাম্পের ওপর ঝুঁকে আছে যেন সেটা। বিস্ফোরণ আর ভাঙচুরের শব্দে কোনো বিরতি নেই। দক্ষিণ দিগন্ত-রেখার কাছ থেকে সূর্যের সোনালি আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, আকাশের আরো খানিক ওপরে নকল আরেকটা সূর্য দেখতে পেলো ওরা—বাষ্প আর মেঘের গায়ে প্রথম সূর্যের প্রতিফলন। আইসবার্গের গায়ে রোদ লাগায় পাঁচিলের একটা অংশ কাঁচের মতো স্বচ্ছ আর চক-চকে লাগলো। ছায়ার ভেতর বরফ কোথাও সবুজাভ, কোথাও নীলচে। তবে সরাসরি যেখানে রোদ পড়েছে, বরফ সেখানে মসৃণ ইস্পাতের রঙ পেয়েছে।

বেশিরভাগ সময় নিজের তাঁবুতেই থাকলো মার্ক। হেলমুটসেন আর ডানকানের সাহায্য নিয়ে তাঁবুটা নিজেই বানিয়েছে সে। ওদের তিন-জনকে একসাথে থাকতে দেয়া ঠিক হচ্ছে না, রানা জানে, তবু নতুন কোনো সংকট সৃষ্টি করতে চায়নি বলে বাধা দেয়নি। যে-ক'বার তাঁবু

থেকে বেরিয়েছে মার্ক, একা। তাকে দেখে বিষণ্ণ আর নির্লিপ্ত মনে হয়েছে, যেন আশপাশে কে আছে বা কি ঘটছে সে-সম্পর্কে সচেতন নয়। রানার ঠিক জানা নেই, ক্রুরা তার অপরাধ সম্পর্কে কতোটুকু কি জানে। লিবার্টি-ফোরের ক্রুরা নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছে যে ধাক্কাটা জেনে-শুনে মেরেছিল সে। পরিস্থিতি অন্য রকম হলে, এতোক্ষণে ওদের হাতে খুন হয়ে যেতো মার্ক। কিন্তু মৃত্যু তথা আইসবার্গের আগমন সব কিছুর ওপর প্রভাব ফেলেছে। একবারই মাত্র একটা ঘটনা ঘটলো।

ক্যাপটেন সান্ডিক ঘুমাচ্ছে দেখে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে মারিকা, তার সাথে একটা বোটের কিনারায় বসে আছে রানা। বরফ-পাহাড়ের ধারে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এরিকা আর নিক শেডি, তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে। ক্যাম্পের দিকে ফেরার জন্যে ঘুরেছে ওরা, এই সময় তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো মার্ক। তাকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লো নিক শেডি, একনিমেষে তার কুৎসিত চেহারা রাগে বীভৎস হয়ে উঠলো। এরিকার হাত ছেড়ে দিয়ে মার্কের দিকে এগোলো সে। অশ্রাব্য ভাষায় গাল পাড়ছে।

তাকে আসতে দেখলো মার্ক, সে-ও দাঁড়িয়ে পড়লো। চোখ কুঁচকে উঠলো তার, শরীর আড়ষ্ট। রানার বাহু আরো জোরে চেপে ধরলো মারিকা। মার্কের সামনে দাঁড়ানো নিক শেডিকে সরু, ভঙ্গুর কাঠির মতো লাগলো। দাঁড়িয়ে পড়লো রানা। নিক শেডির সাথে পিস্তল থাকতে পারে, সমস্ত মনোবল এক করে খুন করার শক্তি পেয়ে গিয়ে থাকতে পারে সে। তা যদি না হয়, কল্পনার চোখে রানা দেখতে পেলো, মেরে তাকে ছাতু বানিয়ে ফেলছে মার্ক। শুকনো সরু ডালের মতো নিক শেডিকে মট করে ভেঙে ফেলার শক্তি রাখে সে।

রানা দাঁড়াতেই, ওর সামনে দিয়ে ছুটে গেল এরিকা। নিক শেডির

হাত ধরে মার্কের কাছ থেকে তাকে সরিয়ে আনলো সে। নিক শেডির মুখ অসংখ্য কেঁচোর সমষ্টি যেন, কিলবিল করছে। রানার একটা হাত ধরলো মারিকা, বিড়বিড় করে বললো, 'নিজের ওপর নির্যাতন করছে নিক। ওহ্ ঈশ্বর, ওরা বেঁচে গেলে কি খুশিই না হই আমি।'

মারিকার দিকে তাকালো রানা। 'তোমার মনে হয়, সুখী হবে ওরা?'

'হ্যাঁ, হবে,' দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বললো মারিকা। 'বেচারা এরিকা —ওর মধ্যে জননীসুলভ প্রবৃত্তি কাজ করছে। নিকের ব্যাপারটা আলাদা। সে প্রেমে পড়েছে। আমার ধারণা, জীবনে এই প্রথম সুখ খুঁজে পেয়েছে নিক। একদিকে সুখ, আরেক দিকে প্রতিশোধের আগুন, নির্যাতন ভোগ করার সেটাই কারণ। বেঁচে থাকতে চায়, কিন্তু দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নয়।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো মারিকা।

'মার্ককে খুন করা তার দায়িত্ব, এ-কথা না ভাবলেই তো পারে। এখনো বেঁচে আছে, সাথে এরিকা—সময়টা উপভোগ করুক।'

কিছুক্ষণ পর মারিকা বললো, 'কাজটা তুমি ভালো করোনি, রানা।'

'কি কাজ?'

মারিকা চুপ করে থাকলো। খানিক পর আবার বললো সে, 'রানা, কার্নিসে সত্যি যদি আমরা পৌঁছুতে পারি, দেরি না করে তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে। ক্রুদের সব কথা জানার অধিকার আছে।'

রানা কিছু বললো না।

একটু পর রানার হাত ধরে মৃদু চাপ দিলো মারিকা। 'তবে এ-সব কথার এখন আর কোনো অর্থ নেই। আবার আমাদের দেখা হয়েছে, তোমার পাশে থাকতে পারছি আমি, এটুকুরই শুধু গুরুত্ব আছে।

সময় খুবই কম পাবো, জানি, তবু তোমার সান্নিধ্য যতটুকু পাই ততটুকুই লাভ। বলতে পারবো না কেন, ইচ্ছে হচ্ছে, যদি মারা যাই, তুমি যেন আমার পাশে থাকো—আমি যেন তোমার বুকে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ফেলি। একেই কি ভালোবাসা বলে, রানা? ধারণা ছিলো, মার্ককে আমি ভালোবাসতাম, কিন্তু তার বেলায় তো কখনো এরকম হয়নি আমার। ওর সাথে সাগরে গিয়ে অনেকবার বিপদে পড়েছি আমি, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবার ভয়ানক নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে নিজেকে, মনে হয়েছে আমার ভয় আর ব্যথা দূর করার জন্যে কেউ নেই পাশে।'

ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলো রানা, ওর মুখে হাত চাপা দিলো মারিকা। 'না, রানা, কিছু বলো না। আমি তোমাকে কোনো প্রশ্ন করিনি। তুমি কি ভাবছো, আমাকে নিয়ে তোমার কি অনুভূতি, এ-সব আমার কল্পনায় থাকতে দাও।'

চুপচাপ বসে থাকলো ওরা, সময় বয়ে চললো। ক্রুরা সবাই তাঁবুতে ফিরে গেছে, বাইরে ওরা একা। মাঝে মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে মারিকা, কখনো একটানা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকছে। রানাও তাই। ছেলেবেলার অনেক মজার ও হাস্যকর ঘটনা রানাকে শোনানো হয়ে গেছে মারিকার। রানা তাকে শুনিয়েছে নিজের নিঃসঙ্গতার কাহিনী। ঘরে মন টেঁকে না, কোনো বাঁধন সহ্য করতে পারে না, অন্তরের অন্তস্তল থেকে জানে, স্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই জীবনটা তার সুখের নয়। সম্ভবত সুখ কাকে বলে জানেই না সে।

মাঝরাতের দিকে পাহাড়ের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো ওরা। দু'জনের দুটো হাত এক হয়ে আছে। ডিমের খোলা আকৃতির আকাশের দক্ষিণ দিকে আরো নিচে নেমে এসেছে সূর্য। হঠাৎ রানার মনে

হলো, ওদের ওপর নজর রাখছে কেউ। সম্ভবত মারিকারও একই অনুভূতি হয়েছে, কারণ রানার সাথে সে-ও ঘাড় ফেরালো।

নিজের তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মার্ক, ওদের কাছ থেকে বিশ গজ দূরে স্থির অনড় ভঙ্গিতে। গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছে সে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাতে এমন একটা কিছু আছে রানাকে তার বাপের কথা মনে করিয়ে দিলো। চোখাচোখি হলো ওদের, বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো রানা তার চোখে কুৎসিত নগ্ন ঘৃণা উথলে উঠতে দেখে। বুভুক্ষু নেকড়ের মতো লাগলো লোকটাকে।

রানার একটা হাত আঁকড়ে ধরলো মারিকা, সে-ও মার্কের ভাব লক্ষ্য করে ভয় পেয়েছে। রানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো সে, ফিসফিস করে কাঁপা গলায় বললো, 'সাবধানে থেকো, রানা।' চট্ করে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকালো একবার। 'মার্ক অত্যন্ত বিপজ্জনক।' তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো সে, বললো, 'যাই, আমি আমার রোগীকে দেখি।' তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়লো সে।

সে-রাতে ঠাণ্ডা আরো ঘন আর গাঢ় হলো। ক্যাম্পে একটা অস্থিরতা দেখা দিলো। মৃত্যুর একটা অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি আছে। কেউ চায় না হঠাৎ করে তার হাতে ধরা পড়তে।

পরদিন সকালে আইসবার্গটা ওদের কাছে এসে পড়লো।

ছ'টার খানিক পর হামাগুড়ি দিয়ে রানার তাঁবুতে ঢুকলো মারিকা। তার চোখ দুটো অসম্ভব বড় হয়ে আছে, চেহারায় ক্লান্তি আর ভয়। 'রানা, বাইরে আসবে, প্লিজ? আমার ধারণা, তাঁকে আমরা হারিয়েছি।'

ছয়

মারিকার পিছু পিছু ক্যাপটেন সাভিকের তাঁবুতে ঢুকলো রানা। সকালের আকাশে কোনো সূর্য নেই। কালচে মেঘ জমেছে এখানে সেখানে, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে গতি পাচ্ছে বাতাস। তাঁবুর ভেতর প্রায় অন্ধকার, ক্যাপটেন সাভিকের দাড়ি ঢাকা মুখ কোনো রকমে দেখতে পেলো রানা। চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে কম্বল দিয়ে তাকে পুরোপুরি ঢেকে দিলো ও। অনেকক্ষণ হলো মারা গেছে মানুষটা, বরফ হয়ে আছে শরীর।

তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে রানা দেখলো, অন্যান্য তাঁবু থেকে অনেকেই বেরিয়ে এসেছে, তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ক্যাম্পের পরিবেশ টান টান হয়ে রয়েছে উত্তেজনায়। লোকগুলো যেন মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছে নাকে। 'কিভাবে ওঁকে কবর দেবো আমরা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো মারিকা।

'যেখানে আছে সেখানেই থাকতে দাও,' বললো রানা।

তর্ক করার জন্যে মুখ খুলতে গেল মারিকা, রানা ধমকের সুরে বললো, 'ওদেরকে দেখছো? সাভিক মারা গেছে না জেনেই আতং-

ক্ষিত হয়ে আছে সবাই।'

চোখ ঘুরিয়ে ক্যাম্পের চারদিকে তাকালো মারিকা, চোখ দুটো ভরে উঠেছে পানিতে।

'ফর গডস সেক, কেঁদো না!' চাপা গলায় বললো রানা। "ওরা বুঝে ফেলবে! বুঝতে পারছো, ওদেরকে জানানো চলবে না!'

ঠোঁট কামড়ালো মারিকা। রানার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো। 'ক্যাপটেন সাভিক আমাদের ক্ষমা করবেন না, রানা?'

'তিনি খুশি হবেন, হওয়ার যদি সুযোগ থাকে।' ঘুরে দাঁড়ালো রানা, চিৎকার করে স্টুয়ার্ডকে খাবার তৈরির নির্দেশ দিলো।

খেতে বসে ক্রুরা কেউ তেমন কথা বললো না। তবে নিজের বরাদ্দ ফেলে রাখলো না কেউ, জানে শারীরিক দুর্বলতা সময়ের আগে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। মনে মনে এ-কথাও কারো অজানা নেই যে এটাই হয়তো ওদের শেষ খাওয়া। খাওয়া শেষ করেই তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলো সবাই।

মৃত্যুদণ্ড পাওয়া কয়েদী সর্বশেষ নাস্তার পর ফাঁসির মঞ্চের দিকে যেভাবে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, ওরা সবাই সেই একই দৃষ্টিতে আইসবার্গটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। কাউকেই করার মতো কোনো কাজ দিতে পারলো না রানা। একদৃষ্টে আইসবার্গটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো তারা, কেউ কেউ মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপটেন সাভিকের তাঁবুর দিকে তাকালো।

আইসবার্গের সামনের অংশটা এখন আর ওদের কাছ থেকে তিনশো গজ দূরেও নয়। ওটার পিছনে বরফের পাঁচিল গায়ে কোথাও সবুজ কোথাও নীল কাঁচের রঙ নিয়ে, ঠাণ্ডা আর স্থির, আকাশের দিকে উঠতে উঠতে হারিয়ে গেছে মেঘের ভেতর।

ভাঙচুর আর বিস্ফোরণের শব্দ এতো জোরালো যে চিৎকার করলেও সব কথা শুনতে পাচ্ছে না ওরা। ওদের বরফের পাহাড়টা কাঁপছে। পায়ের কাছে তাকিয়ে কাঁপনটা দেখতেও পেলো রানা। বোটগুলো দুলছে, একসাথে বাঁধা কাঠের বাক্সগুলো কাত হয়ে পড়ছে এদিক ওদিক। বিপুল আলোড়নের মাঝখানে বরফের আশ্রয়টা যেন একটা দ্বীপ। ওদের চারপাশে ভাসমান বরফ চুরমার হতে শুরু করেছে। আর একটু পরই ওই তুমুল আলোড়নের মাঝখানে নামতে হবে রানাকে, চেষ্টা করতে হবে কার্নিসটার ওপর রশি আটকানোর। ভয় যেন রানার হৃৎপিণ্ডটাকে মুঠোয় ভেতর নিয়ে চাপ দিচ্ছে।

আতংক শুরু হলো আইসবার্গ আর ওদের মাঝখানে বড় একটা ভাসমান বরফ কান ফাটানো শব্দে বিস্ফোরিত হতে। টুকরোটার অর্ধেক, ওদের কাছাকাছি অংশটুকু, মাথাচাড়া দিলো, ধীরে ধীরে উল্টে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ওদের মাথার ওপর খাড়া হয়ে ঝুলছে সেটা, চল্লিশ কি পঞ্চাশ ফুট উঁচু। তারপর পতন শুরু হলো। ওটার কিনারা ওদের আশ্রয়ের সর্বশেষ কার্নিসে বিধ্বস্ত হলো। বিশ মন ওজনের মস্ত একটা টুকরো পড়লো লিবার্টি-ফাইভের এক ক্রুর ওপর। পাহাড়ের মেঝের সাথে চ্যাপ্টা হয়ে গেল শরীরটা। ওদের আশ্রয়ের কিনারা থেকে বিরাট একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে গেল দূরে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে কালো সাগরকে টগবগ করে ফুটতে দেখলো ওরা।

কেউ নড়লো না। প্রকৃতির প্রচণ্ড ও নির্মম শক্তির প্রকাশ দেখে সবাই ওরা স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো মুলারের গলা চিরে। সন্ত্রস্ত হরিণের মতো লাফ দিয়ে ঘুরলো সে, তারপর দৌড় দিলো। এক সেকেণ্ড সবাই তাকিয়ে থাকলো,

অনড়, সম্মোহিত। তারপর এক লোক পিছু নিলো তার। পরমুহূর্তে ক্রুদের অর্ধেক লোক ছুটতে শুরু করলো।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে ছুটলো রানা, লোকগুলোকে বাধা দেয়ার জন্যে। তবে ওর আগে পৌঁছে গেল হেলমুটসেন। এক লোককে ধরে ফেললো সে, এক ঘুসিতে ফেলে দিলো বরফের ওপর। এরপর মুসারকে ধরলো সে, তার মুখটা ঘুরিয়ে দিলো ধ্বংসযজ্ঞের দিকে।

আতংকিত লোকগুলো থামলো, হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে সবাই। সদ্য জবাই করা পশুর দৃষ্টি নিয়ে হেলমুটসেনের দিকে তাকালো তারা। তারপর মাথা নিচু করে ফিরে এলো তাঁবুর দিকে।

ওরা ফিরতে, এগিয়ে গিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ালো রানা। উপলব্ধি করলো, হয় এখন নয়তো কখনোই নয়। এরপর যদি দেরি করে ও, চেষ্টা করার জন্যে যে শক্তি আর সাহস দরকার হবে তা পাওয়া যাবে না। ভাঙচুরের শব্দের জন্যে কথা বলার উপায় নেই, সবাইকে জড়ো করে ইঙ্গিতে রানা জানালো, আইসবার্গে চড়তে যাচ্ছে ওরা। ওর পাশেই রয়েছে মারিকা, চিৎকার করে প্রশ্ন করলো, 'প্রথমবার কে চেষ্টা করবে?'

'আমি,' বললো রানা, 'আর হেলমুটসেন।'

ক্রুরা প্রায় সবাই বরফে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলো, সবচেয়ে বেশি সময় নিলো মার্ক। তার দিকে একবার মাত্র তাকালো রানা, দেখলো অদ্ভুত একটা আলো ফুটে আছে তার চেহারায়, চোখে কিসের যেন চকচকে উজ্জ্বলতা। ভয় আর উত্তেজনার মিশ্রণ বলে মনে হলো রানার।

রশির কুণ্ডলী তাঁবু থেকে বের করে বরফের ওপর ফেলা হলো। রশির দুটো প্রান্ত হাতে নিয়ে হেলমুটসেনকে ডাকলো রানা। চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে এগিয়ে এলো সে। রশির একটা প্রান্ত তার হাতে

ধরিয়ে দিলো রানা। ইতস্তত করতে লাগলো লোকটা, চোখ ভরা রাগ। রানার মনে হলো, প্রতিবাদ করবে সে। সম্ভবত কাপুরুষ শব্দটা শোনার ভয়ে শেষ পর্যন্ত কিছু বললো না সে, রশিটা নিজের কোমরে জড়াতে শুরু করলো। অপর প্রান্তটা নিয়ে পাহাড়ের কিনারায় চলে এলো রানা, এখান থেকে পাহাড়ের গা প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে আলোড়িত প্যাকে নেমে গেছে। এগিয়ে এসে ওকে চুমো খেলো মারিকা, সবার চোখের সামনে, সরাসরি ঠোঁটে। সে তার নিজের হাতে রানার কোমরে রশি জড়াতে শুরু করলো।

এই সময় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়া হলো তাকে। রানার কোমর থেকে হ্যাঁচকা টানে খুলে নেয়া হলো রশিটা। পাহাড়ের কিনারা থেকে পিছলে নিচের প্যাক আইসে নেমে গেল মার্ক। রশির প্রান্তটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে আছে সে, নিচ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে উন্মাদের মতো নিঃশব্দ হাসি হাসলো, দ্রুত হাতে কোমরে রশি জড়াচ্ছে। ধমকের সুরে হেলমুটসেনকে ডাকলো সে। রশিটা ধরে টানতে যাবে রানা, ওর কব্জি চেপে ধরলো নিক শেডি। 'যেতে দিন ওকে।' ওর কানে চিৎকার করলো সে। 'আপনাকে আমি সাবধান করছি, ওকে যেতে দিন।' রানা ইতস্তত করছে, দেখলো নিক শেডির চোখে কিসের যেন তৃপ্তি। তার বোধহয় বিশ্বাস, যে-ই প্যাক আইস পেরুতে চেষ্টা করুক তার কপালে নির্ঘাৎ মরণ আছে।

কুণ্ডলী থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে রশিটা। নিচের বরফে তাকালো রানা, মার্ক আর হেলমুটসেন এক সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সময় রানা লক্ষ্য করলো, মার্ক তার বুটে ক্র্যাম্পন পরে আছে। কোত্থেকে পেলো রানার জানা নেই, তবে বুঝতে পারলো প্যাক আইসে নামার সিদ্ধান্তটা তার আকস্মিক নয়, পূর্ব-পরিকল্পিত। চার-

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রুরা মার্কের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওয়েজনার আর হোলস্টাড রশি ছাড়ছে ধীরে ধীরে। উত্তেজিতভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যাচ্ছে কাইস্থ ওকোমো, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুলেছে মার্ক আর হেলমুটসেনের।

নিচে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভাঙা বরফের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে দু'জন। এদিক ওদিক কাত হচ্ছে এমন একটা ভাসমান বরফের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠলো তারা, পিছনে সরু লাইন। বরফটার সামনের অংশ প্রায় খাড়া, ঢাল বেয়ে ওঠার পর তাদের আর দেখা গেল না। এই সময় অকস্মাৎ ফেটে গেল সেটা, উচ্চতা হারালো, পাহাড়ের কিনারা থেকে ওরা দেখলো সদ্য বিচ্ছিন্ন একটা টুকরো থেকে আরেক টুকরোয় লাফ দিচ্ছে হেলমুটসেন। লম্বা হয়ে শুয়ে আছে মার্ক, বরফের বিশাল এক অংশের কিনারায় ঝুলছে তার শরীর, গোটা অংশটাই ধীরে ধীরে গুঁড়িয়ে পাউডারে পরিণত হচ্ছে। রানার মনে হলো, আহত হয়েছে সে। কিন্তু না, রশিটাকে টেনে নিজের পাশে কুণ্ডলী পাকালো সে, তারপর সমস্ত শক্তি এক করে ছোটো একটা বরফ টুকরোর দিকে লাফ দিলো, আকারে সেটা ওদের বোটের চেয়ে বড় নয়। দাঁড়িয়ে পড়লো, হেলমুটসেনের পিছু পিছু সে-ও লাফ দিয়ে এগোচ্ছে। বরফের টুকরোগুলো নড়বড়ে, আকারে ছোটো, দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই, পা ঠেকিয়ে সাথে সাথে তুলে নিতে না পারলে পানিতে পড়তে হবে।

বিশ ফুটের মতো এগিয়েছে দু'জন, সামনে পাউডারের মতো মিহি বরফ ভর্তি একটা ফাঁক দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো, পাউডারের ভেতর মাঝেমধ্যে কালো পানি উঁকি দিচ্ছে। রশিটা কুণ্ডলী পাকিয়ে লাফ

দিলো হেলমুটসেন, রানার মনে হলো ফাঁকটা পেরিয়ে যাবে সে। কিন্তু পারলো না, ঝপাৎ করে হাঁটু সমান পানিতে পড়ে গেল। ধীরে ধীরে ডুবছে সে। সামনের শক্ত কার্নিস মাত্র দু'গজ দূরে, যদিও তার জন্যে দু'মাইলের কম নয়। কালো পানিতে চিৎ হলো হেলমুটসেন, সাদা দাড়ির ভেতর তার মুখে কালো একটা গর্ত, কর্কশ গলায় কি যেন বললো সে, কিংবা ব্যথায় চিৎকার করে উঠলো। ওরা শুধু মুখ খুলতে দেখলো তাকে, বরফের ভাঙচুর আর বিস্ফোরণের আওয়াজ ছাড়া কিছুই শুনতে পেলো না।

ইতস্তত করলো মার্ক, হেলমুটসেনের দিকে তাকিয়ে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে রশিটা। হঠাৎ সে পিছিয়ে এলো, তারপর ছুটলো সামনে। রানার বাহুতে ডেবে গেল মারিকার আঙুলগুলো। এখন মার্ক সম্পর্কে যা-ই ভাবুক সে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত তার জীবনের একটা অংশ ছিলো লোকটা। লাফ দেয়ার পরিবর্তে, অপূর্ব সুন্দর ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে গোটা শরীর শূন্যে লম্বা করলো মার্ক। ডাইভিং-এর দ্রুতগতি ফাঁকটার অপর-প্রান্তের কিনারায় পৌঁছে দিলো তাকে, কিন্তু ঢাল থেকে পিছলে নেমে এলো শরীরটা। সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে সামনে বাড়ার চেষ্টা করলো সে, দু'হাতের আঙুল দিয়ে বরফ খামচাচ্ছে। শরীরটা পাউডারের ভেতর তলিয়ে গেল না, একটু একটু করে আবার শক্ত কিনারায় পৌঁছুলো সে। তারপর আঁচড়াআঁচড়ি করে উঠে পড়লো সরু একটা কার্নিসে, টেনে তুললো হেলমুটসেনকে। কার্নিসের ওপর তারা দু'জন সিধে হয়ে দাঁড়াতে পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়ানো ক্রুরা উল্লাসে ফেটে পড়লো। নতুন আশা আর প্রাণ-শক্তির প্রতীক তারা। জীবনের প্রতিনিধিত্ব করছে। উল্লসিত লোকগুলোর দিকে ফিরলো মার্ক। সাদা উজ্জ্বলতায় দিনের পর দিন তাকিয়ে থাকায় চোখের দৃষ্টি দুর্বল হয়ে

পড়েছে রানার, তার মুখভাব পরিষ্কার দেখতে পেলো না। মনে হলো, হাসছে মার্ক। অবশ্যই, হাসার তার সঙ্গত অধিকার আছে। ক্রুদের উল্লসিত হওয়ারও অধিকার রয়েছে। রানা নিজেও মনে মনে মার্কের প্রশংসা করলো, অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে সে। রানার কানে বোমা ফাটাচ্ছে নিক শেডি। 'আমাদেরকে ব্যঙ্গ করছে কুত্তাটা। সে এখন একা। এটাই সে চেয়েছিল।'

ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলো রানা, লিবার্টি-ফাইভের ফার্স্ট মেট বিসমার্ককে ডাকলো, তাগাদা দিলো টুলস আর অ্যাংকর আনার জন্যে। সেগুলো রশির সাথে বাঁধা হলো, আইসবার্গের কার্নিস থেকে রশিতে টান দিলো মার্ক আর হেলমুটসেন। পাহাড় আর আইসবার্গের মাঝখানে দু'শো গজ ব্যবধান। রানার কানে চিৎকার করলো নিক শেডি, 'কুত্তাটা আমাদের ফেলে যাবে, দেখবেন!'

'বোকার মতো কথা বলো না,' ধমক দিলো রানা। 'বোট আর রসদ ছাড়া বাঁচবে না সে।'

'আপনি তাহলে প্রথম দলের সাথে পার হোন।'

রাগের সাথে মাথা নাড়লো রানা। লোডিং প্ল্যান আগেই চূড়ান্ত করা হয়ে গেছে। একটা বোট, রসদ, তারপর বারোজন ক্রু প্রথমে যাবার কথা। পদ্ধতিটা পুনরাবৃত্তি করা হবে, যতোক্ষণ না সমস্ত মাল-সামান ও লোকজন কার্নিসে স্থানান্তর হয়। রশিটা ওপারে নিয়ে যাওয়ার কাজটা যখন মার্ক করে ফেলেছে, লিডার হিসেবে রানার দায়িত্ব সবার শেষে ক্যাম্প ত্যাগ করা।

হেলমুটসেন আর মার্ক নোঙরগুলো বরফে গাঁথার জন্যে অসুরের মতো পরিশ্রম করছে। কাজটা শেষ হতে প্রথম বোটটাকে রশির সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। আইসবার্গ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে,

ফলে প্রতি মুহূর্তে ঢিল পড়লো রশিতে, টেনে টান টান রাখতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল ক্রুরা। ফাঁকটার মাঝামাঝিতে পৌঁছে নিচের বরফের সাথে বিপজ্জনকভাবে ঘন ঘন বাড়ি খেতে শুরু করলো। বোট কার্নিসের কাছে পৌঁছুনোর ঠিক আগের মুহূর্তে বরফের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো একটা নোঙর। ভাগ্য ভালো যে দ্বিতীয় নোঙরটা ভারটুকু সহ্য করতে পারলো, কার্নিসের ওপর নিরাপদে পৌঁছে গেল বোট। তবে এই ঘটনা থেকে রানা উপলব্ধি করলো, কার্নিসের ওপর আরো লোক থাকা দরকার। স্লিং ফিরে আসতেই প্রথম দলটাকে পার হবার নির্দেশ দিলো ও। লোডিং টেবিলে স্তূপ করা রসদ পরের বার যাবে।

স্লিঙে নিজেদের জড়িয়ে নিচ্ছে ক্রুরা, রানার পাশে এসে দাঁড়ালো এরিকা। 'আপনি ওখানে থাকলে ভালো হতো, স্যার। ওদিকে যদি কোনো গোলমাল হয়, সব ভেস্তে যাবে।'

ধারণাটা পছন্দ না হলেও, সিদ্ধান্ত পাল্টে প্রথম দলের সাথেই আইসবার্গের কার্নিসে যাবার কথা ভাবলো রানা। বিসমার্ককে ডেকে পিছনে থেকে যাওয়া দলটার নেতৃত্ব দিতে বললো ও। একজন লোককে সরিয়ে তার জায়গায় বাঁধলো নিজেকে স্লিঙের সাথে। সাথে বাকি দুটো নোঙরও নিলো ওরা।

মাত্র এক প্রস্থ ঢিলে রশির সাথে ঝুলে আলোড়িত প্যাক আইস পেরোনো অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা। ফাঁকটার মাঝখানে পৌঁছুলো ওরা, রশি এতোটাই ঝুলে পড়লো যে নিচের সচল বরফের ওপর নাচানাচি শুরু করলো ওদের পা। তবু সব ঠিক ছিলো, বিপত্তি ঘটলো একটা ভাসমান বরফের ওপর দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ সেটা বিস্ফোরিত হওয়ায়। শেষ প্রান্তে ভর দিয়ে খাড়া হলো সেটা, ওদের মাথা ছাড়িয়ে

উঁচু হলো, মনে হলো রশিসহ ওদেরকে নিয়ে বিধ্বস্ত হবে। ভাগ্য ভালো যে আরেক দিকে কাত হয়ে পড়লো সেটা, সহস্র টুকরোর এক-টাও ওদের কারো গায়ে আঘাত করলো না। নিতম্বে স্লিঙের কামড় আর ব্যথা নিয়ে কার্নিসে পৌঁছে গেল দলটা।

এরপর মালপত্তর আর লোকজন পার করার কাজটা সহজ হয়ে গেল। একটার বদলে দুটো রশি থাকলো বরফের পাহাড় আর আইস-বার্গের মাঝখানে। দ্বিতীয় বোটটা নিরাপদে পৌঁছুলো, পৌঁছুলো তৃতীয় বোটটাও। লোকজনও যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পার হয়ে আসছে। এই সময় রানা লক্ষ্য করলো, রশি দুটোতে ঢিল পড়ার পরিবর্তে টান টান একটা ভাব। বরফের পাহাড়ে এই মুহূর্তে রয়েছে বিসমার্ক আর লিবার্টি-ফাইভের পাঁচজন ক্রু। দর্শনীয়, কিন্তু অবিশ্বাস্য ও মর্মান্তিক ঘটনাটা সবাই ওরা চাক্ষুষ করলো। চিৎকার করে উঠলো রানা, কিন্তু বৃথাই। বরফের পাহাড়ে যারা রয়েছে তাদের সাব-ধান হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আইসবার্গ এগোচ্ছে, তার সাথে পিছাতে শুরু করেছে পাহাড়টা। কিন্তু কারো জানা নেই এরপর কোন দিকে মোড় নেবে ঘটনা।

স্লিঙ ফেরার জন্যে অপেক্ষা করছে বিসমার্ক আর তার দল। হঠাৎ বরফের পাহাড়টা উল্টে যেতে শুরু করলো। চার কি পাঁচ সেকেণ্ড লাগলো, দ্রুতবেগে উল্টে গেল পাহাড়টা। মাথায় দাঁড়ানো লোকগুলো আতংকিত দৃষ্টিতে রানাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো, শুয়ে পড়ে বরফ আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলো তারা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ডিগবাজি খাওয়ার ভঙ্গিতে আরেকদিকে কাত হলো পাহাড়, লোকগুলোকে নিয়ে সমতল চুড়াটা অদৃশ্য হলো ওদের কাছ থেকে দূর প্রান্তে।

মারিকা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার আগেই কাঁধে হাত রেখে তাকে নিজের দিকে টানলো রানা। আড়ষ্ট শরীর থরথর করে কাঁপছে তার; এখনো ডিগবাজি খাচ্ছে বরফের পাহাড়। আবার যখন চূড়াটা ওর দেখতে পেলো, সমতল বরফ সম্পূর্ণ খালি। ছ'জন লোকের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। কয়েকবার ডিগবাজি খাওয়ার পর বিচ্ছিন্ন হলো সেটা। চারদিকের কামান দাগার শব্দকে ছাপিয়ে উঠলো বিস্ফোরণের আওয়াজটা। একটা অপরাধবোধে জর্জরিত হলো রানা, শেষ দলের সাথে থাকার কথা ছিলো ওর-ও। কাজটা যদি আরো কয়েক মিনিট আগে শুরু করা হতো, ছ'জন লোককে মরতে হতো না। তবে, সেই সাথে উপলব্ধি করলো রানা, মন খারাপ করার সময় নয় এটা। অনেক কাজ হাতে, নতুন ক্যাম্প তৈরি করতে হবে।

আইসবার্গের সরু, এবড়োখেবড়ো কার্নিস কেটে চওড়া ও মসৃণ করার জন্যে বারোজন লোককে লাগানো হলো, পথটা তৈরি হলে বোটগুলোকে টেনে যতোটা সম্ভব ওপরে তোলা হবে। রানা ঘুরতেই দেখলো, ওর দিকে এগিয়ে আসছে মার্ক। কার্নিসে পৌঁছার পর তার অস্তিত্ব খেয়াল করেনি রানা। কাছ থেকে দেখে বোঝা গেল, মার্কের চেহারা আর দৃষ্টিতে নতুন আত্মবিশ্বাসের আমদানী ঘটেছে। সম্পূর্ণ না হলেও, অনেকটাই যেন বদলে গেছে সে। চোখে নেশাখোরের দৃষ্টি অনুপস্থিত, সরাসরি এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়ালো সে, বুক টান টান করে। 'তোমার সাথে আমার কথা আছে, রানা,' বললো সে, বলার সুরে স্পষ্ট কর্তৃত্বের ভাব। গলা চড়িয়ে কথাটা বললো সে, আশপাশ থেকে অনেকেই কাজ ফেলে ওদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

'বলো।'

'ভবিষ্যতে তুমি আমার হবু-স্ত্রীর কাছে ঘেঁষবে না,' হিসহিস করে

উঠলো মার্ক।

'মারিকা তোমাকে বিয়ে করতে রাজি নয়,' বললো রানা। 'তাছাড়া, কার কাছে ঘেঁষবে বা ঘেঁষবে না সেটা মারিকার ব্যক্তিগত ব্যাপার।' চেষ্টা করলো রাগটুকু চেপে রাখতে।

'আমি তোমাকে অর্ডার করছি!' চিৎকার করলো মার্ক।

'বাঁচতে চাইলে কাজে হাত লাগাও, মার্ক,' শান্ত সুরে বললো রানা। 'আমার সাথে লাগতে এসো না, হাত-পা গুঁড়িয়ে দেবো। তুমি জানো, তা আমি পারি।'

নিঃশব্দ হাসির সাথে হঠাৎ মাথা নাড়লো মার্ক। তার চোখে কিসের যেন উত্তেজনা। 'তুমি এখানে অর্ডার করার কেউ নও, রানা।' একটু থেমে আবার বললো, 'মিঃ রানা, মিঃ মাসুদ রানা। প্লিজ, ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। সাভিক মারা যাবার পর নেতৃত্ব আমার হাতে চলে এসেছে।' ঝট করে লোকজনের দিকে ফিরলো সে, সবাই ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। 'আমার বাবার অনুপস্থিতিতে অবশ্যই আমি তার ডেপুটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবো। কমাণ্ডার হিসেবে রশিটা আমিই পার করে এনেছি। মাসুদ রানা, সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড হিসেবে, শেষ দলের সাথে আসবে, সেই নির্দেশই দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু···।' কাঁধ ঝাঁকালো মার্ক। 'কিন্তু সে আমার নির্দেশ অমান্য করেছে।' রানার দিকে ফিরলো সে। 'নতুন লোক হিসেবে, তুমি অনভিজ্ঞ, এ-ধরনের পরিস্থিতি সামলানো তোমার কর্ম নয়।' রানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ ঘুরলো সে, স্থির দাঁড়িয়ে থাকা ক্রুদের দিকে এগোলো। তার হাঁটার ভঙ্গিতে অদ্ভুত এক দৃঢ়তা।

সাত

কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো রানা। ঘটনার অসম্ভব ও আকস্মিক মোড় পরিবর্তনে স্তব্ধ হয়ে গেছে ও। ভাবলো, নিক শেডি ঠিকই বলেছিল। নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে মার্ক। বোনার পাইটনের মৃত্যু, ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে লিবার্টি-ফোরকে ধাক্কা দেয়া—সব সে ভুলে গেছে। লোকটা যে মাত্রা ছাড়িয়ে বিপজ্জনক, এটা বুঝতে না পারায় নিজেকে ধিক্কার দিলো রানা।

কর্তৃত্বের সুরে, চিৎকার করে ক্রুদের নির্দেশ দিচ্ছে মার্ক। রানা নিজের বিস্ময় ও হতভম্ব ভাবটা ক্রুদের চেহারাতেও দেখতে পেলো ও। তবে আশপাশের বৈরী প্রকৃতির ভয়াবহ রূপ আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওদেরকে। যে-কোনো লিডারকে অনুসরণ করবে তারা, নেতৃত্ব সে দিতে পারলেই হলো। এখনই সময়, তা না হলে পরিস্থিতিটা নাগালের বাইরে চলে যাবে, বুঝতে পেরে একাই সামনে এগোলো রানা, জানে কাজটা বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে। ও এগোচ্ছে, শুনতে পেলো হেলমুটসেন আর ডানকানকে মেট হিসেবে বহাল করলো মার্ক। কি যেন একটা নির্দেশ দিলো সে, কাকে যেন গ্রেফতার

করতে বললো—সম্ভবত রানাকে। লোক দু'জন ইতস্তত করছে, তাকালো রানার দিকে। ঘুরলো মার্ক।

তার চেহারায় হিংস্র মারমুখো ভাব। শান্ত দৃঢ়তার সাথে তাকে নির্দেশ দিলো রানা, 'প্যাকিং কেসটা তোলো, মার্ক। সরিয়ে আরো খানিক ওপরে রেখে এসো। দিস ইজ অ্যান অর্ডার।'

এক চুল নড়লো না মার্ক, তার ঠোঁটে ব্যঙ্গাত্মক হাসি লেগে রয়েছে। 'মানলাম না তোমার অর্ডার, দেখি কি করতে পারো তুমি আমার।'

'স্যার,' পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওয়েজনার। 'আপনি অর্ডার দিন, ওকে আমরা গ্রেফতার করি।'

একটা হাত তুলে তাকে থামালো রানা। মার্ককে বললো, 'মার্ক রোসেট, তোমার বিরুদ্ধে বোনার পাইটনকে খুনের অভিযোগ আছে। লিবার্টি ফোরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছো তুমি, যার ফলে দু'জন লোক সাথে সাথে মারা গেছে—বাকি আমরা সবাই মারা যেতে পারি। বন্দরে ফেরামাত্র তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হবে।'

মুহূর্তের জন্যে মার্কের চেহারায় উন্মত্ত একটা ভাব দেখা গেল। কিন্তু তারপরই হাসলো সে। 'কৌশল করে কোথাও তুমি পৌঁছতে পারবে না, রানা,' বললো সে। 'প্রথমে তুমি আমার হবু-স্ত্রীকে চুরি করার চেষ্টা করেছো, এখন তার মাধ্যমে চেষ্টা করছো কোম্পানীটা দখল করতে।'

'কথা না শুনলে তোমাকে আমি শুনতে বাধ্য করবো,' কঠিন সুরে বললো রানা, মার্কের দিকে এগোলো। রানাকে এগোতে দেখে শক্ত হলো মার্ক, মনে হলো লড়তে রাজি আছে সে। থয়েরি দাড়ির ভেতর তার

মুখ রক্তশূন্য লাগলো। চোখ দুটো এদিক-ওদিক দ্রুত ঘুরছে। তারপর হঠাৎ ঘুরলো সে, পিছনে নামতে শুরু করলো কার্নিসের ঢাল বেয়ে। এই পরিস্থিতিতে ধাওয়া করে কাউকে ধরা ক্রুদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে জেনেও, মার্ককে স্বেচ্ছাচারী হতে না দেয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রানা। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো ও। কয়েক ফুট নেমে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো রানা ক্রুদের কিছু বলার জন্যে, এই সময় ওকে সতর্ক করে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো নিক শেডি। ঝট্ করে মার্কের দিকে ঘুরলো রানা। খোলা একটা প্যাকিং কেস থেকে রাইফেল তুলে নিচ্ছে মার্ক।

ছুটে এলো হোলস্টাড আর ওয়েজনার, কিন্তু রানার পাশে পৌঁছেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো তারা। রাইফেল কক করে ওদের তিনজনের দিকে তুললো মার্ক। হাসছে সে। রানার পিছন দিকে একটা গুলির আওয়াজ হলো। ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেলো, নিক শেডির সাথে ধস্তাধস্তি করছে হেলমুটসেন। নিক শেডির হাত ধরে মোচড় দিলো হেলমুটসেন, মুঠো থেকে পিস্তলটা খসে পড়লো। শক্ত বরফে ঠক ঠক আওয়াজ করে কার্নিসের কিনারা থেকে অদৃশ্য হলো সেটা।

কার্নিসের ঢাল বেয়ে উঠে আসছে মার্ক, রানা সহ লিবার্টি-ফোরের বাকি দু'জন পিছু হটতে বাধ্য হলো। ভারি খুশি মার্ক। তার হাঁটার ভঙ্গি আর চোখের দৃষ্টিতে বিজয়ী বীরের উল্লাস। ক্রুদের সবাইকে রাইফেলের নলের সামনে জড়ো করলো সে। ক্রুরা কেউ ইতস্তত করলো না। তার চোখ সরু আর দৃষ্টি ঠাণ্ডা। রাইফেলটা যে ভঙ্গিতে ধরে আছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না, প্রয়োজনে ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না।

হেলমুটসেন আর ডানকানকে কাছে ডাকলো সে। অনিশ্চিত

ভঙ্গিতে ইতস্তত করলো তারা, তবে শেষ পর্যন্ত এগোলো। এরপর বাকি সব লোককে তার দলে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিলো মার্ক। নরওয়ের ভাষায় কথা বললো সে। ক্রুরা রানার দিকে তাকালো, তারপর নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করলো।

'মার্ক ওদেরকে বলছে, লিডার একজন থাকাই নিরাপদ,' রানাকে তরজমা করে শোনালো মারিকা। 'বলছে, আইন অনুসারে সে-ই ওদের লিডার, তার নির্দেশ অমান্য করা হলে মিউটিনি-র অভিযোগ আনা হবে।'

ক্রুদের উদ্দেশ্যে কথা বলার জন্যে ফিরলো রানা, কিন্তু এরিকা ওর হাত ধরে টান দিলো। রানার উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে মার্ক, কাঁধে রাইফেল ঠেকিয়ে সরাসরি ওর দিকে লক্ষ্যস্থির করছে সে।

'কিছু বলো না, রানা,' মিনতি করলো মারিকা। 'গুলি করবে ও। অস্থির হয়ো না, প্রচুর সময় পাবো আমরা।'

নিক শেডি, রানার পিছন থেকে বললো, 'ওর কাছ থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিতে হবে।'

ওরা যখন ইতস্তত করছে, এক কি দু'জন লোক ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো। আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সবাই তারা দল বদল করবে। তাদের একজন লিডার দরকার। মার্কের হাতে রাইফেল রয়েছে, রয়েছে ব্যবহার করার ব্যাকুলতা। তা সত্ত্বেও, মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো রানা। মার্ককে যদি নিরস্ত্র করতে পারে ও, হেলমুটসেন আর ডানকানকে কাবু করা কঠিন হবে না। আর, ও যদি মার্কের গুলিতে মারাও যায়, লিবার্টি-ফোরের ক্রুরা তাকে নিরস্ত্র করতে পারবে।

তিন ফুটও নামেনি রানা, সাঁৎ করে ওকে পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে

গেল এরিকা পিটারসেন। ঢাল বেয়ে তখনো নামছে লোকগুলো, তাদের সামনে পৌঁছে দু'দিকে হাত লম্বা করে বাধা দিলো সে, তীব্র ভৎর্সনার সুরে নরওয়ে ভাষায় কি যেন বলছে, মার্কের দিকে পিছন ফিরে। দাঁড়িয়ে পড়লো লোকগুলো। রানা ধারণা করলো, প্রকৃত ঘটনা ব্যাখ্যা করছে এরিকা। রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো লোকগুলো।

মার্কের দিকে তাকালো রানা। সে তার রাইফেল নামিয়ে নিয়েছে। এইটুকু বুদ্ধি এখনো তার ঘটে আছে যে এরিকাকে এখন যদি সে খুন করে, ক্রুরা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে। তবে ঢাল বেয়ে উঠে আসছে সে, রাগে টকটকে লাল হয়ে আছে মুখ। এরিকাকে সাবধান করে চিৎকার করলো রানা। কিন্তু কোনো দিকে না তাকিয়ে কথা বলে চলেছে সে। খালি হাতটার কিনারা দিয়ে তার ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড জোরে মারলো মার্ক। আর্তনাদ করে উঠে ছুটলো নিক শেডি। খপ্ করে তাকে ধরে ফেললো মারিকা, কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো সে। পাগলের মতো চিৎকার ছেড়ে মার্কের ওপর লাফিয়ে পড়লো নিক শেডি।

তৈরি ছিলো মার্ক, নিক শেডি শূন্যে থাকতেই রাইফেলটা তার পেট লক্ষ্য করে ধরে রাখলো। তলপেটে ব্যারেলের গুঁতো খেয়ে বরফের ওপর পড়ে ভাঁজ হয়ে গেল নিক শেডির শরীর। ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছিলো সে, একটা পা বাড়িয়ে তার পতন ঠেকালো মার্ক। চিৎকার করে বললো সে, 'এই কাজটা করার ইচ্ছে আমার বহুদিনের, আজ সুযোগ পেয়েছি।' রাইফেলের বাঁটটা নিক শেডির মুখ লক্ষ্য করে তুললো সে। তারপর নামিয়ে আনলো। চোখে আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়েও সেটাকে নেমে আসতে দেখলো নিক শেডি, সময় মতো সরে

যাওয়ায় কাঁধের ওপর পড়লো বাঁটটা। এরপর ঝেড়ে তার পাঁজরে কয়েকটা লাথি মারলো মার্ক। কুঁকড়ে ছোটো হয়ে গেল নিক শেডি। তার দুর্বল শরীর থেকে যন্ত্রণাকাতর একটি আওয়াজও বেরুলো না। রাইফেলটা আবার ঢালের ওপর দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের দিকে তাক করলো মার্ক, কাউকে এগোতে দেখলে গুলি করবে। নিঃশব্দে হাসছে সে।

না তাকিয়েও অনুভব করলো রানা, ওর পাশে শিউরে উঠলো মারিকা। আসল চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে মার্ক রোসেট। এই মার্ককে চেনে সে, যে লোক নাৎসীদের আদর্শে বিশ্বাস করে, অসহায় মেয়েদের ওপর যৌনঅত্যাচার চালাবার পর হাসতে হাসতে, একটু একটু করে মেরে ফেলে। নিক শেডির অজ্ঞান শরীরে মার্ক লাথি মারছে দেখে রানা উপলব্ধি করলো, কেউ ওরা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না, যদি না তার আগে মার্ককে ওরা খুন করতে পারে। নিজের ওপর প্রচণ্ড ক্রোধে কাঁপতে থাকলো রানা। কী কুক্ষণেই লিবার্টি-থ্রি র বোটগুলো আনতে গিয়েছিল ও।

আবার ক্রুদের উদ্দেশ্যে কথা বলতে শুরু করলো মার্ক।

'ক্রুদের বলছে, আমাদের যেন ত্যাগ করে তারা,' তরজমা করলো মারিকা। এক সেকেণ্ড থেমে আবার বললো সে, 'রানা, দায়িত্ব এখন তোমার কাঁধে। যেভাবে পারো, থামাও ওকে। আমরা যদি কিছু একটা না করি, ওরা আমাদের ত্যাগ করবে।'

কিন্তু রানা ভাবলো, ওর কথা ক্রুদের ওপর তেমন কোনো প্রভাব না-ও ফেলতে পারে। শত হলেও, সে একজন বহিরাগত। 'তুমি কথা বলো, মারিকা,' বললো ও। 'ওরা সবাই টনসবার্গের লোক। তোমার বাবার মৃত্যু সম্পর্কে সব কথা ব্যাখ্যা করে বলো ওদেরকে।'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে সামনে এগোলো মারিকা। কাজটা তার জন্যে কঠিন, রানা জানে। মার্ক রোসেটের সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে আছে, সাধারণ ক্রুরা এখনো কেউ জানে না। নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টেছে মারিকা। তাকে এখন বলতে হবে তার হবু স্বামী মার্ক রোসেট তারা বাবাকে খুন করেছে। কথা বলতে শুরু করলো মারিকা, বরফের গর্জন সত্ত্বেও তার কণ্ঠ স্পষ্ট শোনা গেল। কয়েক মুহূর্ত মারিকা আর মার্ক একযোগে কথা বলে গেল। রানার নামে যা-তা বলে চলেছে মার্ক। কিন্তু একটু পরই ক্রুরা মারিকার কথায় মন দিলো। ইতস্তত ভাব নিয়ে চুপ করে গেল মার্ক। অর্বাচীন বালকসুলভ গোঁয়ার্তুমির ভাব অদৃশ্য হলো তার চেহারা থেকে। অস্বস্তির সাথে একবার ক্রুদের দিকে, একবার মারিকার দিকে তাকালো সে। লোকজনের ভেতর থেকে চাপা গর্জন উঠতে শুরু করায় রাইফেলটা আরো শক্ত করে ধরলো।

তারপর হঠাৎ হুংকার ছাড়লো সে, লোকজনকে তার দলে ভেড়ার আদেশ করলো। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করলো ক্রুরা, অনেকেই দ্বিধায় ভুগছে। সবাই এক সময় চুপ হয়ে গেল। আবার আদেশ করলো মার্ক। কিন্তু কেউ নড়লো না। 'ঠিক আছে,' ইংরেজিতে চিৎকার করলো সে। 'যা ভালো বোঝো তাই করো তোমরা। রানার সাথে থাকো, তারপর দেখো কোথায় নিয়ে যায় সে তোমাদের।' রানার দিকে ফিরলো। 'ওদের নিরাপত্তার দায়িত্ব এখন তোমার ওপর, রানা।' বুটের ডগা দিয়ে কার্নিসের বরফে একটা দাগ কাটলো সে। 'তোমরা এই দাগের ওপর দিকে ক্যাম্প ফেলবে। বিদ্রোহী ক্রুদের কেউ এই দাগ পেরুলেই তাকে গুলি করা হবে। বুঝতে পারছো? তোমাদেরকে তাঁবু আর রসদ দেয়া হবে। সারাদিনে একবার, দুপুরবেলা,

রেশন সংগ্রহের জন্যে একজনকে পাঠাবে তুমি। ওকোমো।'

খাটো জাপানী ফটোগ্রাফার প্রায় চমকে উঠে শিরদাঁড়া খাড়া করলো। 'ইয়েস, মিঃ রোসেট।'

'আপনি রাঁধতে পারেন?'

'আমি? রাঁধতে?' একটা ঢোক গিললো কাইয়ে ওকোমো। 'দেখুন, আমি একজন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার, ঠেকায়-বেঠেকায় কখনো যে রান্না করিনি তা হয়তো নয়, কিন্তু…।'

'অফিসারদের কুক করা হলো আপনাকে,' ঘোষণা করলো মার্ক। 'নিচে গিয়ে হেলমুটসেনকে রিপোর্ট করুন। তোমরা বাকি সবাই কার্নিসের ওপর দিকে, দাগের ওদিকে উঠে যাও।' রাইফেল তুলে হুমকি দেয়ার ভঙ্গি করলো সে। 'যাও, যাও।'

'বোটগুলো কি হবে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

রানার মুখের ওপর বিজয়ীর হাসি ছুঁড়ে দিলো মার্ক। 'বোটগুলো আমার কাছে থাকবে, রানা। তোমার হয়ে ওগুলো রক্ষা করবো আমি।' এরপর মারিকার দিকে তাকালো সে। 'ভেবো না তোমার ওপর আমার দাবি আমি ছেড়ে দিয়েছি। তবে আপাতত তোমাকে আমি তোমার বয়ফ্রেণ্ডের সাথে থাকতে দিচ্ছি। আরো কিছু কলংকের জন্ম দাও।'

উত্তরে কিছু না বলে তার দিকে পিছন ফিরলো মারিকা। নড়ে উঠলো এরিকা, জ্ঞান ফিরে আসছে তার। ধীরে ধীরে উঠে বসলো সে। ঘাড়টা এক হাতে ডলতে ডলতে দাঁড়ালো। দু'জন লোকের সাহায্য নিয়ে নিক শেডিকে বরফ থেকে তুলে নিলো রানা। তারও জ্ঞান ফিরে আসছে। দুর্বল লোকটার ওপরের ঠোঁট ফুলে আছে, ইঞ্চি খানেক চামড়া উঠে গেছে ডান হাতের। বাকি ক্রুরা এরইমধ্যে কার্নি-

গের ওপর দিকে উঠতে শুরু করেছে, ওরা তাদের পিছু নিলো।

লোকজনদের খেপিয়ে তোলার কোনো ঝুঁকি মার্ক নিলো না। প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাবু আর রসদ হস্তান্তর করলো সে। ভালো জিনিসগুলো নিজের জন্যে রাখলো, তবে যা দিলো ওদের জন্যে তা পরিমাণে কম নয়। রানার দল এরইমধ্যে বরফের মেঝে সমতল করে নিয়েছে, কার্নিসের পিছন দিকের পাঁচিল খুঁড়ে খানিকটা অতিরিক্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করা হলো। ঝড় শুরু হলে গা-বাঁচানোর একটা উপায় করা থাকলো।

বেলা যতোই চড়লো, মারিকাকে নিয়ে ততোই উদ্বেগ বোধ করলো রানা। ওর সাথে মাত্র একবার কথা বললো সে, অভিযোগের সুরে, রাইফেলটাকে ভয় পেয়ে মার্কের বিরুদ্ধে কিছু না করা রানার বোকামি হয়ে গেছে। ঐ অবস্থায় ওর কিছুই করার ছিলো না, এ-কথা বোঝা-বার জন্যে রানা মুখ খুলতেই রাগের সাথে ঘুরে অন্যদিকে সরে গেল সে।

মারিকা আর এরিকার জন্যে আলাদা একটা তাঁবু বরাদ্দ করা হলো। সেটা খাটানো হতেই হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলো মারিকা। সেদিনের মতো সেই তাকে শেষ দেখা রানার। একবার, তাঁবুটার পাশ দিয়ে যাবার সময়, তার ফোঁপানোর আওয়াজ পেলো রানা। দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো ও, ভাবলো ভেতরে ঢুকে সান্ত্বনা দেবে কিনা। এই সময় একজনের ডাক শুনে সরে আসতে হলো ওকে। কার্নিসের ওপর তাঁবু খাটানোর কাজটা অত্যন্ত কঠিন আর পরিশ্রম সাপেক্ষ, রানার সমস্ত সময় আর মনোযোগ কেড়ে নিলো। মারিকাকে নিয়ে দুশ্চিন্তাটা মনের কোণে থাকলেও, কিছু করার উপায় থাকলো না।

রাতে, খাওয়াদাওয়া শেষে, নিজেদের তাঁবুতে নিক শেডি, হোল-ম্যান আর ওয়েজনারের সাথে কথা বলছে রানা, হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলো এরিকা। 'স্যার, কি ভাবছেন আপনি?'

'এখুনি কিছু করার কথা ভাবছি না,' বললো রানা।

'কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। একটা কিছু…'

'সময় হোক,' জবাব দিলো রানা। নিক শেডির পাশে বসলো এরিকা, রানা দেখলো দু'জন দু'জনের হাত ধরে আছে। মারিকার কথা মনে পড়লো ওর। জিজ্ঞেস করলো, 'মারিকা কেমন আছে?'

'মন খারাপ।' আধো অন্ধকারে রানার দিকে ভালো করে তাকাবার চেষ্টা করলো এরিকা। 'আপনার সাথে তাকে জড়িয়ে মার্ক অশ্লীল ইঙ্গিত দেয়ায় প্রচণ্ড রেগে আছে বেচারি। তার বিশ্বাস, ব্যাপারটা আপনার সহ্য করা বা মেনে নেয়া উচিত হয়নি। আপনি প্রতিবাদ বা কোনো বিহিত না করায় মারিকার মর্যাদাহানি ঘটেছে। এটা অবশ্য মারিকার ধারণা, আমার নয়। তবে, একটা ব্যাপারে মারিকার সাথে আমি একমত। গোটা দলের নেতৃত্ব আপনার হাতে থাকা উচিত। অর্থাৎ মার্কের বিরুদ্ধে একটা কিছু করা দরকার আপনার।'

'ওদের সাথে আমি একমত,' বললো নিক শেডি। 'মার্ক অপরাধী, তাকে আপনি বাঁচিয়েছেন, অথচ সে-ই এখন সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে!'

'বেশ, তাহলে তোমরাই বলো, মার্কের কি ব্যবস্থা করবো আমি?' মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলো রানা। 'তিনটে রাইফেলই ওর কাছে, সাথে প্রায় এক হাজার রাউণ্ড অ্যামুনিশন। রাত অন্ধকার নয় যে অতর্কিতে হামলা করে ওগুলো আমরা তার কাছ থেকে কেড়ে নেবো। তাছাড়া, ক্রুদের কথা ভাবো। অনেকদিন পর এই প্রথম নিরাপদ আশ্রয়

পেয়েছে তারা, পেটও খালি নয়, তিনটে রাইফেলের বিরুদ্ধে ঝুঁকি নিতে তারা রাজি হবে বলে মনে হয় না। রসদ কমুক, তারা বেপরোয়া হয়ে উঠুক, তখন একটা কিছু করার কথা ভাবা যাবে।'

'তখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে,' বললো এরিকা। 'পরের ঝড়ে এই আইসবার্গটা হয়তো প্যাক ভেঙে বেরিয়ে যাবে, বোট নিয়ে পালাবার সুযোগ পাবে মার্ক। একা বাঁচতে পারাটাই তার শাস্তি এড়াবার একমাত্র উপায়।' এ যেন এরিকা নয়, কথা বলছে নিক শেডি।

'রসদ দখল করার জন্যে বা অন্য কোনো কারণে এতোগুলো লোককে আমি বিপদে ফেলতে পারি না,' বললো রানা। 'এ-সব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তোমরা সবাই ঘুমোতে যাও।' কম্বলের নিচে মুখ ঢোকালো ও।

'আইসবার্গের কার্নিসের ওপর ওদের দিন বয়ে চললো। প্রতিটি দিন প্রায় একই রকম, বদল হলো শুধু বাতাসের গতি আর ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতা। রানার জন্যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে নিঃসঙ্গতার ভেতর অপেক্ষায়। ওর হাতে নেতৃত্ব থাকলেও, বিশেষ করে লিবার্টি-থ্রি ক্রুদের ওপর ওর তেমন কোনো প্রভাব নেই। লিবার্টি-ফাইভের লোকজন অবশ্য রানার প্রতি বিশ্বস্ত থাকলো, কৃতিত্বটা মারিকার। ক্রুরা সবাই জানে, পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর চেয়ারম্যান ওয়াকার রোসেট আর তার ছেলে। মালিকানায় পরিবর্তন ঘটেছে বললেও তারা কতোটুকু কি বিশ্বাস করবে বলা কঠিন। কাজেই দল ছেড়ে তাদের মার্কের সাথে যোগ দেয়ার ভয়টা সব সময়ই থাকলো। ভয়ের মাত্রাটা বাড়তে লাগলো মার্ক রেশনের পরিমাণ কমিয়ে দিতে শুরু করায়। প্রথমে কোনো রকমে বেঁচে থাকার মতো, তারপর আরো কম

রেশন বরাদ্দ করলো সে। একই খাবার, অরুচির শিকার হলো ক্রুরা। শুধু রসদ নয়, বোটগুলোও রয়েছে মার্কের কাছে। রসদ আর বোট বেঁচে থাকার আশা আর নিরাপত্তার প্রতিনিধিত্ব করছে। কাইসু ওকোমোর কাছ থেকে ক্রুরা জানতে পারলো, প্রতিপক্ষের ক্যাম্পে খাবারদাবার আর তামাক দরাজ হাতে বিলি করা হচ্ছে। লোভের বশে বা ঝোঁকের মাথায় যদি একজন লোকও দাগ পেরিয়ে ওদিকের ক্যাম্পের দিকে রওনা দেয়, যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো সবাই তাকে অনুসরণ করবে। রানার নির্দেশগুলো দিনে দিনে যতোটা না নির্দেশ, তারচেয়ে অনুরোধের পর্যায়ে নেমে এলো। ওদিকে নিজের তাঁবু থেকে ভুলেও একবার বেরুলো না মারিকা, রানার সাথে কথা বলতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে সে।

মারিকা ও নিক শেডিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়লো রানার। কাজে মন নেই নিক শেডির, কাউকে কোনো সাহায্য করলো না। সে-ও খুব কম বেরুলো তাঁবু থেকে, কুৎসিত চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ। কোত্থেকে কে জানে লম্বা আর চ্যাপ্টা একটা লোহার রড যোগাড় করেছে সে, তাঁবুতে বসে তার কাজই হলো ফাইল দিয়ে ঘষে সেটাকে ধারালো করা। তার এই আচরণ রানার স্নায়ুর ওপর যেন হাতুড়ির বাড়ি মারতে লাগলো। নিষেধ করা সত্ত্বেও ক্ষান্ত হলো না সে।

অবশেষে তাকে কড়া ধমক লাগালো রানা। 'থামবে তুমি!'

রানার দিকে একবার তাকালো নিক শেডি, পরমুহূর্তে আবার শুরু করলো নিজের কাজ। কম্বল থেকে মুখ আর হাত বের করে ছুঁচালো রডটা তার হাত থেকে কেড়ে নিলো ওয়েজনার, ফেলে দিলো তাঁবুর বাইরে। 'আমরা ঘুমোতে চাই, বুঝলেন?'

কিছু বললো না নিক শেডি, কিন্তু সেদিন গভীর রাতে ফাইল ঘষার

শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। মাথায় রক্ত চড়ে গেল ওর। খুব এক-চোট গালমন্দ করলো। চুপ করে শুনলো নিক শেডি, তারপর রানা থামতে জিজ্ঞেস করলো, 'মার্ক যদি আপনার বাপকে খুন করতো, আপনি কি করতেন?' রানা কোনো জবাব দিচ্ছে না দেখে নিচু গলায় বিড়বিড় করে তার জীবনে বোনার পাইটনের ভূমিকা আর অবদানের কথা বলতে শুরু করলো সে।

জাহাজ থেকে ফিরে প্রথমেই নিক শেডিকে বোর্ডিং হাউসে দেখতে যেতেন তিনি। অবৈধ সন্তান, কিন্তু একজন বাপ তার বৈধ সন্তানের জন্যে যা করে বোনার পাইটন নিক শেডির জন্যে তারচেয়ে কম কিছুই করেননি। হাতে কখনো নগদ পয়সা দেননি ছেলেকে, কিন্তু তার কোনো শখ-সাধ অপূর্ণ রাখেননি। আঠারো বছর বয়সে নিক শেডিকে একটা বোট কিনে দেন তিনি। একবার তিনি তাকে সাউথ জর্জিয়াতেও নিয়ে গেছেন। লেখাপড়ার ব্যাপারে তাকে উৎসাহ দিয়েছেন, খরচ চালিয়েছেন, কিছু সম্পত্তিও কিনে দিয়েছেন ইংল্যাণ্ডে। সবশেষে সে বললো, 'জানেন, তার সাথে আমার সম্পর্কটা ছিলো বন্ধুর মতো। আপনি ভেবেছেন, আমার বাপ খুন হওয়ার পর আমার কি কর্তব্য আমি জানি না? সেদিন হেলমুটসেন বাধা না দিলে ঠিকই আমি মার্ককে কুকুরের মতো গুলি করে মারতাম। হেলমুটসেন এখনো আমার কাজে একটা বাধা। যদি দেখি উপায় নেই, ওদের দু'জনকেই আমার খুন করতে হবে।'

কম্বল সরিয়ে উঠে বসলো হোলস্টাড। 'প্লিজ, আপনি এবার একটু থামবেন, ডঃ শেডি?'

কিন্তু তার কথায় কান দিলো না নিক শেডি। খুন করবো, মার্ককে খুন করবো, অনন্তকাল ধরে এই একটা কথাই ইনিয়ে বিনিয়ে বলে

চললো সে। তার একঘেয়ে কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লো রানা, ঘুম ভাঙলো ফাইলের শব্দে।

অগত্যা এরিকাকে সব কথা খুলে বললো রানা। কিন্তু এরিকা তাঁবুতে আসছে বুঝতে পেরে লোহার রডটা লুকিয়ে ফেললো নিক শেভি। 'জিনিসটা কোথায় লুকালে, নিক?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করলো এরিকা। 'দাও, বের করে দাও আমাকে।'

রডটা হাতছাড়া করার কোনো ইচ্ছে নেই, আবার এরিকার কথা অমান্য করাও নিক শেভির জন্যে অসম্ভব। দোটানায় পড়ে ঘামতে শুরু করলো সে। আরেকবার রডটা চাইলো এরিকা। ভাবাবেগে নিক শেভির চেহারা এমন হলো যেন এখুনি সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলবে। কম্বলের দিকে একবার তাকালো সে, ওখানেই রডটা লুকিয়ে রেখেছে। হাঁটু গেড়ে বসলো এরিকা, কম্বলের দিকে হাত বাড়ালো। ঝট্ করে ভেতরে হাত গলিয়ে রডটা বের করে আনলো নিক শেভি। তার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিলো এরিকা। বাচ্চা ছেলের হাত থেকে প্রিয় খেলনা কেড়ে নিলে যা হয়, কেঁদে ফেললো নিক শেভি। এরিকার হাত থেকে প্রায় ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিলো রডটা ওয়েজনার, ছুঁড়ে সেটা কার্নিস থেকে ফেলে দিলো নিচের প্যাক আইসে। কিন্তু পরদিন আরেকটা রড যোগাড় করে সেটার ওপর কাজ শুরু করলো নিক শেভি। বরফ বিস্ফোরণের গর্জন, শীত, খিদে, আর উদ্বেগে এতোই নির্জীব আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা যে ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার উৎসাহ পেলো না।

কার্নিসে আশ্রয় নেয়ার পর ক'টা দিন আবহাওয়া অনুকূল থাকায় বরফ কেটে ধাপ তৈরি করার নির্দেশ দিলো রানা। দিনে দিনে ধাপের সংখ্যা বাড়তে লাগলো, ক্রমশ আরো উঁচুতে উঠে আশপাশে নজর

রাখার সুযোগ পেলো লুকআউট। তারপর একদিন আইসবার্গের সমতল মাথায় পৌছে গেল পাহারাদার। প্যাক আইস থেকে একশো বিশ ফুট ওপরে ওটা। মিনার আকৃতির চূড়ার বাকি অংশটুকু মেঘের ভেতর হারিয়ে গেছে, শেষ প্রান্ত দেখা যায় না।

ফেব্রুয়ারীর তেইশ তারিখ দুপুরের খানিক আগে উত্তেজিত এক লুকআউটের চিৎকারে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসতে হলো রানাকে।
'ধোঁয়া, অনারেবল ক্যাপটেন!'

'কোন্ দিকে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'পশ্চিম দিকে।'

একশো সাতচল্লিশটা ধাপ বেয়ে উঠলো রানা, দেখলো সত্যি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ধোঁয়ার বিরাট একটা স্তম্ভ রয়েছে। তবে ফ্রস্ট-স্মোকও হতে পারে। যদিও রাতের বেলা, সূর্য যখন দিগন্তরেখার ঠিক নিচে নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে, ধোঁয়ার ভেতর লালচে একটু আভা দেখলো ওরা। গোটা ক্যাম্প উল্লাসে ফেটে পড়লো। সবাই নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করছে, ওদেরকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ভুলটা ধরিয়ে দেয়া অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও কঠিন কাজ। তবু, না বলা-টাও অন্যায়। 'এমন হতে পারে,' একটু ঘুরিয়ে বললো রানা, 'কোকুন তার ফেলে দেয়া তেলে আগুন ধরিয়েছে।' এ-কথা শুনেও ক্রুদের উল্লাসে ভাটা পড়লো না। কোকুন যদি আগুন জ্বেলে থাকে, নিশ্চয়ই উদ্ধারকারী জাহাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে, আর জাহাজগুলো যদি আসে তাহলে ওদেরকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

দুটো দিন মহা উল্লাসে কাটলো। তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে, ধোঁয়ার দিকে চোখ, ক্রুরা শুধু হাসাহাসি করে সময় কাটালো। তারপর আঘাত হানলো ঝড়। ঝড়টা এলো দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে,

সগর্জনে। তীব্রগতির একটানা বাতাস আইসবার্গের দেয়ালের সাথে সেঁটে ধরলো ওদেরকে। ঝড়ের সাথে, খানিক পর এলো তুষার আর বৃষ্টি। ফাঁকা কার্নিসের ওপর অসহায় পেয়ে নির্দয় শীত অকথ্য নির্যাতন চালালো ওদের ওপর। দুর্যোগের সাথে যোগ হয়েছে খিদে। মার্কের কাছ থেকে খাবার আনতে যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো, প্রতিবার ওরা আগের চেয়ে কম বরাদ্দ নিয়ে ফিরলো। উদ্ধার পাবার কথা ভুলেও আর কেউ মুখে আনলো না।

এই ঝড়ে একজন লোককে হারালো ওরা। দুই সঙ্গীর সাথে বেরিয়ে আর সে ফিরলো না। তিনজনই ওরা লিবার্টি-থ্রির লোক, পরে তাদেরকে জেরা করেও আসল ব্যাপারটা কি ঘটেছে জানতে পারলো না রানা। দু'জনই তারা স্বীকার করলো, কার্নিস বেয়ে তারা নিচে নেমেছিল মার্কের কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু রেশন চাওয়ার জন্যে। ব্যস, এর বেশি আর কিছু বললো না। রানার ধারণা হলো, দল বদল করার জন্যে মার্কের কাছে গিয়েছিল ওরা, কিন্তু মার্ক ওদেরকে গ্রহণ করেনি। ফেরার পথে তৃতীয় লোকটা সম্ভবত বাতাসের ধাক্কায় খসে পড়ে কার্নিস থেকে। সেই থেকে নিয়ম করা হলো, রসদ আনতে যারা যাবে, একটা রশির সাথে পরস্পরকে বেঁধে নেবে তারা।

ছ'টা দিন একইভাবে কাটলো। তারপর থামলো ঝড়। সেদিনই, কয়েকজন লোক রেশন কম বরাদ্দ করার জন্যে মার্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো রানার কাছে। তাদের মধ্যে নিচের ক্যাম্প থেকে ঘুরে আসা লোক দু'জনও রয়েছে। কাইসু ওকোমো তাদেরকে বলেছে, নিচের ক্যাম্পে এখনো অঢেল রসদ রয়েছে। রানা বললো, 'ঠিক আছে, আমি নিজে গিয়ে কথা বলবো মার্কের সাথে।'

রানার হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে এলো নিক শেডি, ফিসফিস

করে বললো: 'মস্ত একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, মিঃ রানা। ক্রুরা খেপেছে, আরেকটু উত্তেজিত করলে ওরাই ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলবে।'

কিন্তু রানা তা হতে দিতে পারে না। ক্রুদের উত্তেজিত করলে তারা এমনকি মার্কসহ বাকি দু'জনকে খুনও করে ফেলতে পারে। ও বললো, 'চল্লিশজনের রেশন ওরা তিনজন যদি খুব বেশি করেও খায়, শেষ করতে পারবে না।'

কোটরে ঢোকা নিক শেডির চোখ দুটো অঙ্গারের মতো জ্বলতে লাগলো। 'শুধু রসদের কথা ভাবছেন কেন? এই সুযোগে মার্কের উচিত শাস্তিটাও তো হয়ে যেতে পারে।'

রানার একই কথা, 'না।' নিক শেডিকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কার্নিসের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো ও। তুষারের স্তূপ তৈরি করে দুটো ক্যাম্পের সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে, ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল কাইসু ওকোমোকে। তাকে ডেকে রানা বললো, 'মার্কের সাথে দেখা করতে চাই।'

নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল রাখলো কাইসু ওকোমো। 'আপনার সাথে আমার কথা আছে, মিঃ রানা।'

বিরক্তি চেপে রানা বললো, 'কি কথা?' লক্ষ্য করলো, গায়ে-গতরে আগের মতোই নধর রয়েছে কাইসু ওকোমো।

'আমি চাই,' নাকি সুরে, চাপা গলায় বললো কাইসু ওকোমো। 'আপনি জানুন, মার্ক খুব ভয়ে ভয়ে আছে।'

'কেন?'

'সমস্ত কৃতিত্ব আমার, এই বিখ্যাত ফটোগ্রাফার কাইসু ওকোমোর,' বললো সে। 'সুযোগ পেলেই তাকে আমি শোনাচ্ছি, আপনাদের ক্যাম্পের ক্রুরা তার বিরুদ্ধে কি রকম অসন্তুষ্ট। বোনার পাইটনের

মৃত্যু সম্পর্কে তাকেই ওরা দায়ী বলে ভাবছে, ইত্যাদি। আরো বলেছি, সবাই বিশ্বাস করে আপনি ইচ্ছে করে লিবার্টি-ফোরকে ধাক্কা দিয়েছেন। প্রথমদিকে ধমক মেরে আমাকে চুপ করাবার চেষ্টা করতো, একবার তো ঠাস করে একটা চড়ই মেরে বসলো। কিন্তু তার এখনকার অবস্থা শুনবেন? একধারে একা বসে আছে গালে হাত দিয়ে, চেহারা দেখে মনে হবে এতিম। সুযোগ বুঝে আবার আমি মন্ত্র আওড়াতে শুরু করেছি—ক্রুরা আপনার ওপর খেপে আছে, বোনার পাইটনকে আপনি খুন করেছেন বলে ভাবছে তারা, লিবার্টি-ফোরকে ধাক্কা দেয়ায় ওরা আপনার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে। ফল হয়েছে, মার্ক ঘুমোতে পারছে না।' খিক খিক করে হাসলো সে, রূপকথা বইয়ের ধূর্ত শেয়ালের মতো লাগলো তাকে রানার।

'এ-সব কি সত্যি, ওকোমো?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'সত্যি না হলে এতো কষ্ট করে বলতে যাবো কেন আপনাকে? বিশ্বাস করুন, ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে মার্ক। তার আশা ছিলো প্যাক ভেঙে বেরিয়ে যাবে আইসবার্গটা। ঝড়টা শুরু হওয়ায় তার আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। কিন্তু এখন অন্য কথা ভাবছে। আমার ধারণা, শিগগিরই ক্যাম্প ত্যাগ করবে মার্ক। আর মাত্র পঁচিশ দিনের মতো রেশন আছে, তার ইচ্ছে নয় তাতে কেউ ভাগ বসাক।'

'যান, বলুন, আমি তার সাথে কথা বলতে চাই।'

প্রায় বজ্রাহত চেহারা নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো কাইসু ওকোমো। তার আশা ছিলো, রানা তার কাজের প্রশংসা করবে।

করাই বোধহয় উচিত ছিলো, কারণ ঢাল বেয়ে উঠে আসা মার্ককে দেখে রানা বুঝতে পারলো, তার আত্মবিশ্বাস বলে কিছু নেই। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে

শরীর। সরাসরি রানার দিকে তাকাতেও অস্বস্তি বোধ করলো সে।
'কি ?' জিজ্ঞেস করলো রানাকে, প্রশ্নের ধরনটাই বলে দেয় নিজের মানসিক দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা।

'রেশন কম দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করছে ক্রুরা।'

'করুক অভিযোগ।'

'কিন্তু তোমার ক্যাম্পে তো রেশন ব্যবস্থা চালু করোনি, যতো খুশি ভরছো পেটে।'

'ভরবোই তো, আমার দলে থাকলে ওরাও সে সুযোগ পেতো।'

'ওরা মরিয়া হয়ে উঠছে, মার্ক,' বললো রানা। 'সময় থাকতে তুমি সাবধান না হলে তোমাদের ক্যাম্পে চড়াও হবে ওরা। সেটার কি অর্থ দাঁড়াবে, তুমি জানো, তাই না ?'

জিভের ডগা বের করে শুকনো ঠোঁট ভেজালো মার্ক। 'কাউকে আসতে দেখলে গুলি করে মারবো আমি! যাও, সবাইকে জানিয়ে দাও কথাটা। আমার ক্যাম্পে চড়াও হবার স্পর্ধা কারো যেন না হয়।'

'রেশনের কি অবস্থা ? ওকোমো বলছে, আর নাকি পঁচিশ দিন চলবে ?'

'বেজন্মা ওকোমো জাহান্নামে যাক!' বিড়বিড় করলো মার্ক। 'জাপানী বাঁদরটা বেশি কথা বলে।'

'কথাটা কি সত্যি, মার্ক ?'

'হ্যাঁ। যে পরিমাণে দেয়া হচ্ছে, তাতে আর পঁচিশ দিন পেতে পারবে। জানিয়ে দাও ওদের।'

রেশনের কড়াকড়ি না থাকলে পঁচিশ দিনে চারজন লোক কি পরিমাণ খাবার হজম করতে পারবে তার একটা হিসেব করলো রানা মনে মনে। তারপর বললো, 'আমার লোকদের জন্যে তিরিশ দিনের খাবার

চাই আমি, চাই তিনটে বোটসহ রসদ আর নেভিগেটিং ইকুইপমেন্টে আমাদের সবটুকু ভাগ—সন্ধ্যার আগে।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো মার্ক, ওর গলার সুর ভয় পাইয়ে দিয়েছে তাকে। 'বেশি বাড়াবাড়ি করলে, রানা, তোমাদের রেশন আমি একেবারে বন্ধ করে দেবো।'

'আজ রাত আঠারো ঘণ্টার মধ্যে যদি ওগুলো না পাই, তোমার পরিণতির জন্যে আমি দায়ী থাকবো না,' বললো রানা। 'তোমাকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হলো।' কথা শেষ করে ঘুরলো ও, ঢাল বেয়ে উঠে এলো নিজেদের ক্যাম্পে।

কি করে এসেছে, ক্রুদের শোনালো রানা। অনেক দিন পর তাদেরকে হাসতে দেখলো ও। সময় নষ্ট না করে তখনই সবাই তুষার স্তূপ অর্থাৎ সীমানার কাছে ক্ষুধার্ত একদল নেকড়ের মতো জড়ো হলো তারা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নিজেদের ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলো মার্ক। দুপুরের খানিক পর এপার থেকে উল্লাসে ফেটে পড়লো ক্রুরা। নিচের ক্যাম্পে মার্কের দু'জন সহযোগী আর গাইসু ওকোমো রসদ বের করে এক জায়গায় জড়ো করছে। হাতে রাইফেল নিয়ে পাহারায় রয়েছে মার্ক নিজে। তুষার স্তূপ ভেঙে ফেলা হলো, ছুটে নিচের ক্যাম্পে নেমে গেল রানার দল, ওপরের ক্যাম্পে নিয়ে আসা হলো বোটসহ অন্যান্য জিনিস-পত্র। রসদ আর ইকুইপমেণ্ট পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দিলো রানা ওয়েজনার আর এরিকার ওপর। ক্রুরা একবার স্বাধীনতা পেয়ে গেলে গোগ্রাসে খেতে শুরু করবে, যতোটা না খাবে তারচেয়ে নষ্ট করবে বেশি।

মাসের শেষ দিনটা এলো এবং চলে গেল, রানার লগ-এ দিনগুলোর উল্লেখ ছাড়া আর কিছু লেখা হলো না। এরইমধ্যে রাত

অন্ধকার হতে শুরু করেছে, প্রতিটি রাতে আগের রাতের চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে থাকলো অন্ধকার। আবহাওয়া শান্ত হলেও, দশ দিনে মাত্র একবার সূর্যের মুখ দেখলো রানা। ওর হিসেবে, ৬৩°৩১ দক্ষিণ, ৩০°০৩ পশ্চিমে রয়েছে ওরা। লিবার্টি-ফোরকে ফেলে এসেছে প্রায় ১৩০ মাইল উত্তর-উত্তর পুবে। এ-থেকে স্রোতের সাথে ভেসে যাওয়ার গতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেল।

পুরোটা সময় মড চোখা করার কাজে মগ্ন থাকলো নিক কেটি, সবার চোখের আড়ালে কাজটা করে সে; ভয়, আবার না কেড়ে নিয়ে সেটাও কার্নিসের নিচে ফেলে দেয়া হয়। তাঁবুর ভেতর যখনই কেউ ঢুকলো, কম্বলের তলায় মডটা লুকিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকার ভান করলো সে, ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলো চেহারায় অপরাধী-অপরাধী হাসি নিয়ে।

মারিকাকে নিয়ে রানার উদ্বেগও দূর হলো না। কার্নিসে আসার পর থেকে ওর সাথে কথা বলেনি সে। নিজের ভেতর গুটিয়ে গেছে মেয়েটা। এরিকার মুখে রানা শুনলো, মাঝে-মধ্যে গভীর রাতে মারিকার চাপা কান্নায় ঘুম ভেঙে গেছে তার, বাবা-বাবা করে ফোঁপাতে শুনেছে সে।

তারপর একদিন এরিকা রানাকে বললো, 'স্যার, আপনার একটা কিছু করা উচিত। এভাবে গুম মেরে থাকলে মারিকা পাগল হয়ে যাবে।' সেদিন আটই মার্চ। মারিকার তাঁবুতে এলো রানা।

কম্বলে নিজেকে মুড়ে শুয়ে আছে মারিকা। রানা ডাকতে মুখ থেকে কম্বল সরালো সে। চেহারা শুকিয়ে ম্লান হয়ে গেছে, কোটরে ঢোকা চোখ দুটো বিশাল লাগলো। কোন কথা না বলে রানার দিকে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো সে, যেন চিনতে পারছে না। মাংস

ওদের ক্যাম্পে অমূল্য একটা খাবার, এরিকাকে ডেকে খানিকটা স্টু তৈরি করতে বললো রানা। তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসছে, পিছন থেকে মারিকা বিড়বিড় করে উঠলো, 'বেচারা পাইটন আমার একমাত্র বন্ধু ছিলো।'

মন খারাপ, মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলো রানা। মারিকাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা জানা নেই ওর।

সেদিনই ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল প্লেনটা।

আট

চিহ্ন দেখে বোঝা গেল, ওটা একটা আমেরিকান প্লেন। ওদের মাথা থেকে পাঁচশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেল সেটা। সংকেত দেয়ার কোনো উপকরণ নেই, তাছাড়া খাড়া বরফ-পাঁচিলের গায়ে তুষারে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে ক্যাম্প, প্লেন থেকে ওদেরকে দেখতে না পাওয়ায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আগুন ধরানোর উপযোগী কাপড় ইত্যাদি এক জায়গায় জড়ো করে ধোঁয়া তৈরি করা হলো, নতুন আশা দেখতে পেয়ে সবার মুখে আবার হাসি ফিরে এসেছে। দু'দিন পর আরো একটা প্লেন দেখতে পেলো ওরা, দূর দক্ষিণে চোখে

বিনোকিউলার থাকায় দেখতে পেলো রানা, এতো দূরে যে ওদের ধোঁয়া পাইলটের চোখে ধরা পড়বে না। ফুয়েল অমূল্য সম্পদ, তাই আগুন ধরাতে নিষেধ করলো ও।

এরপর বৃষ্টি আর তুষারপাত শুরু হলো, তারপর আর সার্চ-প্লেন চোখে পড়লো না। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে খাবার, শীত আর হতাশা চেপে বসলো ক্যাম্পের ওপর।

একদিন মাঝরাতে লুকআউটের ডাকে ঘুম ভাঙলো রানার। কাউকে কিছু না বলে নিক শেডি নিচের ক্যাম্পের দিকে নেমে গেছে। কার্নিসের বেশ খানিকটা নিচে, দুটো ক্যাম্পের মাঝখানে একা তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ওরা, পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে, হাতে চোখা করা রড। রানা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেও নড়লো না সে। লোকটা যেন নিজের চিন্তায় বিভোর। তারার ঠাণ্ডা আলোয় তার চেহারায় আত্মপীড়নের স্পষ্ট ছাপ দেখতে পেলো রানা, দ্বিধায় ভুগছে। রডটা তার হাত থেকে নিলো রানা, সে বাধা দিলো না। তার একটা হাত ধরে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো ও। সম্ভবত বেশ অনেকক্ষণ ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলো নিক শেডি, শরীরটা ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে গেছে। ফিরিয়ে আনার সময় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে। মার্কের ক্যাম্পে গিয়েও তার কোনো লাভ হতো না, কারণ নড়াচড়া দেখে রানা বুঝতে পারলো ওখানে পাহারা আছে। এরিকাকে ডেকে তার হাতে নিক শেডিকে ছেড়ে দিলো রানা।

ঝড় নেই, তাই আকাশ ঢাকা মেঘ সরছে না। একটু একটু করে দীর্ঘ হচ্ছে রাতের অন্ধকার। প্রতিদিন নিচে নামছে তাপমাত্রা। জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাপ্তির জন্যে একঘেয়ে অপেক্ষার পালা। ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে এখন আর নিচের ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে থাকে না ক্রুরা।

কাইস্থ ওকোমোর কাছ থেকে জানা গেছে, তাদের ক্যাম্পেও রেশনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। রোজই একবার অবশিষ্ট রসদ পরীক্ষা করে রানা, পরিমাণ কমে যাচ্ছে দেখে মনে মনে আতংকিত হয়। লুকআউট থেকে এখন আর প্লেন খোঁজা হয় না, সাদা উজ্জ্বলতায় ধাঁধানো চোখ নিয়ে পাহারাদাররা তাকিয়ে থাকে বরফের দিকে, যে-কোনো প্রাণীর খোঁজে, এক-আধটা পেঙ্গুইন বা সীল পেয়ে গেলে খেতে না পেয়ে মরার আশংকা সামান্য একটু হলেও কমে। আইসবার্গের নড়াচড়া ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এসেছে। চারদিকের গোটা পরিবেশ আগের তুলনায় অনেক শান্ত। এখন আর বরফ বিস্ফোরণের কোনো শব্দ শোনা যায় না। মৃত্যুর নিস্তব্ধতা যেন চেপে বসছে ওদের ওপর। প্রেশার রিজ সৃষ্টি হয় না, ফলে ওদের কার্নিসটাও আর কেঁপে ওঠে না। ওদের ফুয়েল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর ক'দিন পর গরম কিছু খেতে পাবে না ওরা। পান করার জন্যে গরম কিছু না পেলে, জীবন ওদেরকে নিঃশব্দে ছেড়ে যাবে।

উনিশে মার্চ, রানা ওর লগে লিখলো, 'রেশন আরো কমিয়ে দেয়া হয়েছে। ইলিয়টসেন মারা গেছে। ভাঙা পাঁজরটা সম্ভবত ফুসফুস ফুটো করে দিয়েছিল। কার্নিস থেকে নিচে ফেলে দেয়া হয়েছে লাশটা। ক্রুরা কেউ কাঁদেনি, কারণ সবারই চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। এমনকি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলাও একটা বিলাসিতা, কারণ সবাই তারা ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছে। শীত অত্যন্ত তীব্র। বাতাস থেমেছে, আর আইসবার্গটা প্যাকের মাঝখানে স্থির হয়ে আছে। প্যাক আইস ভেঙে খোলা সাগরে বেরিয়ে যাওয়ার আপাতত কোনো আশা নেই।'

মনে মনে একটা প্ল্যান করেছে রানা, উপলব্ধি করলো এবার সেটা কাজে লাগানো দরকার। এভাবে অপেক্ষা করার চেয়ে বাঁচার চেষ্টা

করতে গিয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। দেখা গেল, এরিকাও তাই ভাবছে। পরদিন সকালে ওর তাঁবুতে এলো সে। আধো-অন্ধকারে তাকে দেখে বিস্মিত হলো রানা। শুকিয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে মেয়েটা। তার সাথে নিক শেভিও এসেছে, মোটা কাপড়চোপড়ের ভেতর হাড্ডিসার একটা দেহ, কংকালই বলা চলে, তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো আরো রোগা হয়ে যাওয়ায় তার চেহারা থেকে কুৎসিত ভাবটুকু প্রায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে। তাকে দেখে আধুনিক শিল্পীদের আঁকা যীশুর কথা মনে পড়ে গেল রানার।

'মিঃ রানা, স্যার,' শুরু করলো এরিকা। 'আর দেরি করা যায় না, কিছু একটা আমাদের করা দরকার।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'আমারও তাই ধারণা।'

'চেষ্টা করে মরাও ভালো,' বললো এরিকা। 'আমার ইচ্ছে, বাবাকে খুঁজতে বেরোই। পরিস্থিতি এখন শান্ত। বরফের ওপর দিয়ে যাওয়া সম্ভব। কোকুন যখন ডুবেছিল, পনেরো কি বিশ মাইল দূরে ছিলো সেটা। বাবা হয়তো বেঁচে আছে। জানি না। তবে তার খোঁজে আমাকে যেতে হবে।'

'কোকুন যেখানে ডুবেছে সেখান থেকে প্রায় আড়াইশো মাইল দূরে চলে এসেছি আমরা, বোঝো-তো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'জানি। তবে তারাও সম্ভবত একই গতিতে ভেসে এসেছে, তাই না? চেষ্টা করলে, আমার ধারণা, ওদেরকে আমরা খুঁজে পাবো।'

'ভুলো না আমরা একটা আইসবার্গে রয়েছি, দিনের পর দিন একই গতিতে ভেসে এসেছি। কোকুনের ওরা যদি কেউ বেঁচেও থাকে, বিশ মাইলের চেয়ে অনেক বেশি দূরে থাকতে পারে ওরা।'

'জানি। এ-ও জানি, আমরা জানি না কোনদিকে আছে ওরা। কিন্তু

যেতে আমাকে হবেই। শরীরটা দুর্বল, সত্যি, কিন্তু দরকার আসলে উইলপাওয়ার আর স্পিরিট। দুটোরই কোনো অভাব নেই আমার। ক্যাপটেন মাসুদ রানার কাছে ফার্স্ট মেট এরিকা পিটারসেন অনুমতি চাইছে সে তার বাবাকে খুঁজতে যাবে।'

'আর নিক শেডি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

এরিকার চেহারায় কোনো ভাবাবেগ নেই। সে জানে, নিক শেডির জন্যে ব্যাপারটা হবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। দু'জনের জন্যেই ব্যাপারটা তাই, তবে প্রথমে মারা যাবে নিক শেডি, এরিকার চোখের সামনে। তবু এরিকার চোখের পাতা একটু কাঁপলো না, শুধু বললো, 'নিক আমার সাথে যাবে।'

চেহারা দেখেই বোঝা গেল, নিজেদের মধ্যে আলাপ করেছে ওরা। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে ওদের। দু'জনের চেহারাতেই অদ্ভুত একটা আলো ফুটে রয়েছে। এই মুহূর্তে নিক শেডির কুৎসিত ভাবটুকু দারুণ ভালো লাগলো রানার, তাকে রীতিমতো সুন্দর লাগলো ওর চোখে। এরিকাকে ভালোবাসে বলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে একপায়ে খাড়া সে, ব্যাকুল আনন্দের সাথে।

চুপচাপ লম্বা হয়ে শুয়ে থাকলো রানা, অনেকক্ষণ কিছু বললো না। নিজের প্ল্যানটা নিয়ে ভাবলো ও। তারপর উঠে বসলো, তাকিয়ে আছে নিক শেডির দিকে, জানে না ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে সে। 'নিক,' এই প্রথম তার প্রথম নাম ধরে ডাকলো রানা, 'তুমি শারীরিক দিক থেকে দুর্বল। তোমার ইচ্ছে শক্তি যতোই বেশি থাক, নিজেও জানো কোকুনের ক্রুরা যেখানে আছে সেখানে পৌঁছুবার আগেই মারা যাবে তুমি। ঠিক?'

দপ্ করে জ্বলে উঠলো নিক শেডি। 'আপনি চান এখানেই আমি

এরিকাকে শুভবার্ত জানাই ?'

'ভেবে দেখো। আমার একটা প্ল্যান আছে। ধরো, তাই। এরিকাকে এখানেই তুমি শেষ বিদায় জানালে। এরিকার সাথে তুমি না থাকলে দুটো আশা আছে। এরিকার পক্ষে তার বাবার কাছে পৌছানো সম্ভব হতে পারে। আমাদের সবারও আরো ক'টা দিন বেশি বেঁচে থাকার উপায় হতে পারে। সবার স্বার্থে, রাজি হবে তুমি ?'

চোখের পানি লুকাবার জন্যে অন্য দিকে ফিরলো নিক শেটি 'হ্যাঁ।'

দাঁড়ালো রানা, তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো, ওকে আঁকড়ে ধরে বেরিয়ে এলো এরিকাও, ব্যাকুলতার সাথে জানতে চাইছে, রানার প্ল্যানটা আসলে কি। রানা শুধু বললো, 'অপেক্ষা করো।' এরপর ক্রুদের সবাইকে ডেকে এক জায়গায় জড়ো করলো ও। তারা সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়ালো।

'তোমরা জানো, আর মাত্র কয়েক দিনের খাবার আছে আমাদের ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো তারা।

'এখন যে রেশন দেয়া হচ্ছে, আর সতেরো দিন খেতে পারো আমরা,' বলে গেল রানা। 'তারপর উপবাস শুরু হবে। আজ পর্যন্ত আশপাশে কোথাও আমরা কোনো প্রাণী দেখিনি। খাবার আর ফুয়েল না পেলে সবাই আমরা মারা যাবো।' স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো তারা, বোকা বোকা চেহারা নিয়ে, জানা কথা নির্মম ভাষায় শুনে হতভম্ব।

'এরিকা পিটারসেন কোকুনের পজিশনে পৌছুতে চাইছে,' বললো রানা। 'সে জানতে চায় তার বাবা বেঁচে আছে কিনা। কারো যদি

যাবার অধিকার থাকে তো তারই আছে, তাই না ?' একমত হয়ে মাথা দুলালো ক্রুরা।

এরপর নিজের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করলো রানা। ডুবে যাবার আগে ক্যাপ্টেন শিপ কোকুন বরফে তার রসদ খালাস করেছে। কোকুনে বিপুল পরিমাণে তিমির মাংস আর চর্বি ছিলো। সন্দেহ নেই সে-সবও বরফে নামানো হয়েছে। কোকুনের কোনো লোক যদি বেঁচে থাকে, তাদের সাথে মাংস আর ফুয়েলও আছে। রানার ইচ্ছে, তাদের কাছে পৌঁছুনো। পৌঁছুনোর সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ, আর তাই ওর রওনা হবার ব্যাপারে সবার সমর্থন থাকাটা জরুরী। তিনজন লোক যাবে ওরা, তাদেরকে কমপক্ষে দুটো দিন প্রচুর খেতে দিতে হবে, কারণ দুর্বল শরীর নিয়ে পাঁচ মাইলও পেরুতে পারবে না তারা। তাদের সাথে রেশনও থাকতে হবে। ফলে ক্রুদের তিন দিনের খাবার কমে যাবে। কাজেই এখন সিদ্ধান্তটা তাদের, ভেবে দেখুক সুযোগটা তারা নেবে কিনা।

নিজেদের মধ্যে ফিসফাস আলাপ শুরু করলো ক্রুরা। সামনে এক পা এগিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে এরিকা বললো, 'তোমাদের সিদ্ধান্ত যাই হোক, আমি যাবোই। তোমাদের খাবার আমার দরকার নেই।'

লোকেরা তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলো। তাদের মধ্যে থেকে, এক বুড়ো, এক সময় এরিকার বাবার জাহাজে কাজ করেছে, ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে বললো, 'তোমাকে আমরা খালি হাতে যেতে দিতে পারি না। লিবার্টি-স্কোরের ক্রুরা যতো ইচ্ছে খাবার নিয়ে যেতে দেবে।'

একযোগে মাথা ঝাঁকালো লিবার্টি-ফোরের ক্রুরা। তাদের সবার চোখে একটা আলো ফুটে উঠেছে—বাঁচার নতুন আশায় নয়, ত্যাগ

স্বীকার করতে পারার গর্বে।

এরপর সামনে বাড়লো ওয়েজনার, জিজ্ঞেস করলো, 'মিঃ রানা, স্যার, আপনি আমাদের বলবেন কি, আর কাকে সাথে নিচ্ছেন আপনি?'

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'হোলস্টাড, যদি সে রাজি থাকে।' তারপর বললো, 'সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তোমাদের আমি সাবধান করে দিয়ে বলছি, আমাদের পৌঁছুতে পারার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, বেশির-ভাগ সম্ভাবনা মাঝপথে মারা পড়বো। তবে, এটাই একমাত্র সুযোগ, পরে হয়তো সুযোগটা আর পাবো না, রেশন শেষ হবার সাথে সাথে আরো যখন দুর্বল হয়ে পড়বো।'

'আমি যাবো,' বললো হোলস্টাড।

'গুড!' মাথা ঝাঁকালো রানা, তারপর ক্রুদের সিদ্ধান্ত শোনার অপেক্ষায় থাকলো।

কেউ কিছু বললো না, তবে রানা দেখলো স্টুয়ার্ডদের একজন খাবার তৈরির কাজে লেগে গেছে। বাকি সবাই শিশুর মতো নিঃশব্দে হাসছে। গোটা পরিবেশটা উৎসবমুখর করে তুললো তারা। স্টোভের চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়ালো সবাই, এটা-সেটা পরামর্শ দিচ্ছে, নিজের বরাদ্দ থেকে আরো খাবার নিতে অনুরোধ করছে। নিঃশব্দে কাঁদছে এরিকা, ভাবাবেগে কাঁপছে সে, ভিড়ের মধ্যে ঢুকে জড়িয়ে ধরছে লোকজনকে, চুমো খাচ্ছে, কপাল ঘষছে ক্রুদের বুকে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে অস্থির। তার ধারণা, তার জন্যেই সবার এই ত্যাগ স্বীকার। রানাও ভাবতে পারলো না তার ধারণাটা পুরোপুরি সঠিক নয়। এরিকার দৃঢ় মনোবল লক্ষ্য করে ক্রুদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে নিজের মধ্যে নতুন শক্তি ও আনন্দের উৎস খুঁজে পায়নি।

পরের দু'দিন শিকারী গোরগের মতো খাওয়ানো হলো ওদেরকে। রানা অনুভব করলো, হারানো শক্তি ফিরে আসতে শুরু করেছে শরীরে। সেই সাথে হতাশ ভাবটুকু দূর হলো মন থেকে। এমনকি খানিকটা আশাও যেন দেখতে পেলো ও। শীত সহনীয় হয়ে এলো। কুঁজো মতো হয়ে গিয়েছিল হোলস্টাড, আবার লম্বা দেখালো তাকে। উল্টো একটা ব্যাপারও ঘটলো, ওরা তিনজন আগের শক্তি আর স্বাস্থ্য ফিরে পাবার সাথে সাথে বাকি সবাই আরো একটু করে নির্জীব হয়ে পড়লো, আরো শুকিয়ে গেল তাদের চেহারা। ওদের তিনজনকে যখন খাওয়ানো হয়, ক্ষুধার্ত ক্রুরা চারপাশ থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে, ভান করে তারা ব্যাপারটা উপভোগ করছে। আসলে কাউকে প্রচুর পরিমাণে খেতে দেখার মধ্যে ক্ষুধার্ত মানুষ এক ধরনের তৃপ্তি পায়। ওদের মনের অবস্থা কল্পনা করে চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চায় রানার। মুখে খাবার উঠতে চায় না যখন দেখতে পায় ক্রুরা তাদের চোখ থেকে খিদের ভাবটুকু গোপন রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

প্রথমদিন একটা ঘটনা ঘটলো, যা থেকে রানার বুঝে নেয়া উচিত ছিলো মার্কের আসল মতলবটা কি। ওদের ক্যাম্পে এসে রানার সাথে কথা বলতে চাইলো কাইসু ওকোমো। শুকিয়ে গেছে সে, কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে গেছে চওড়া শরীরটা, চেহারায় কিসের যেন ভয়। তাকে ওদের ক্যাম্পে নেয়ার জন্যে অনুনয়-বিনয় শুরু করলো সে, পারলে রানার পায়ের ওপর গড়াগড়ি খায়। 'সমস্ত খাবার খেয়ে ফেলছে ওরা,' কাঁদো-কাঁদো গলায় বললো জাপানী ফটোগ্রাফার। 'আমাকে কিছুই দিচ্ছে না, অথচ সারাদিন ওদের মুখ চলছে। এভাবে যদি খেতে থাকে, ক্যাম্পে আর কোনো খাবারই থাকবে না। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার, কিন্তু আমাকে দিয়ে রান্না করিয়ে সব খাবার কেড়ে নিয়ে খেয়ে

ফেলছে ওরা।'

'আপনি বরং মার্কের সাথে বুঝুন,' বললো রানা। 'এতো দিন তো তাদের ফ্লুক-এর ভূমিকা ভালোমতোই পালন করেছেন। তার দলে যোগ দেয়ার সময় আপনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেননি।' নিজের প্ল্যান আর ক্রুদের ভালো-মন্দ নিয়ে এতো ব্যস্ত রানা যে কাইন্নু ওকোমোর রেশন নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই, তার সাথে একটু বোধহয় কর্কশ ব্যবহারই করা হয়ে গেল। সেদিন সকালে সুন্দর ও হালকা একটা স্লেজ বানাবার কাজ শেষ করলো ওরা।

রাতে ওরা তিনজন খেতে বসলো একটা তাঁবুর ভেতর, পরিবেশন করলো মাত্র দু'জন। ক্রুরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওদের খাওয়ার সময় ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। আরও একটা দিন, সীমাহীন বরফের জগতে পা বাড়াবে ওরা খাবার ও কোকুনের ক্রুদের খোঁজে। তারা কোথায়, ওদের কারো জানা নেই। এমনকি তাদের কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা তা-ও অজানা। এগোতে হবে ওদেরকে, মাইলের পর মাইল পেরিয়ে যেতে হবে, যতোক্ষণ শক্তি থাকবে, যতোক্ষণ না অচল হয়ে পড়ে শরীর। চিন্তাটা ভীতিকর, বিশেষ করে আগে। ভীতিকর এই জন্যে যে এখন ওদের পেট খালি নয়, আশা করার শক্তি পেয়ে গেছে। ওরা তিনজনই এখন রানার তাঁবুতে থাকে, আলোচনায় কোনো বিরতি নেই, সম্ভাব্য সেরা পথটা বের করার জন্যে গবেষণা চলে।

পরদিন খুব ভোরে ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙলো রানার। প্রথমে ওর মনে হলো, ওদের বোধহয় রওনা হবার সময় হয়েছে। তারপর মনে পড়লো, আজ নয়, কাল, বাইশ তারিখে রওনা হবে ওরা। চোখ মেললো রানা, দেখলো ওর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে কাইন্নু ওকোমো।

'মিঃ রানা, ক্যাপটেন, স্যার। মিঃ রানা, ক্যাপটেন, স্যার। ওরা চলে গেছে! ওরা সবাই চলে গেছে। চলে গেছে কিন্তু আমার জন্যে কিছুই রেখে যায়নি। কিছু না। একদম কিছু না।' আতংকে কাঁপছে সে।

উঠে বসলো রানা। 'কারা চলে গেছে? কি বলছেন আপনি?'

'মার্ক,' ককিয়ে উঠলো কাইসু ওকোমো। 'মার্ক চলে গেছে, সব নিয়ে পালিয়েছে সে। মার্ক, হেলমুটসেন আর ডানকান। আমাকে একা ফেলে···বিশ্বাস না হয় আমার সাথে আসুন, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।'

হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো রানা, কার্নিসের কিনারায় দাঁড়িয়ে চোখের কাছে হাত তুলে সাদা উজ্জ্বলতা ঠেকালো, তাকালো কাইসু ওকোমোর লম্বা করা হাত বরাবর। অবিশ্বাস্য একটা সকাল। উত্তর-পুবে রক্ত-লাল সূর্য ঠিক যেন একটা কমলা। গোটা আকাশ সবুজাভ নীল। 'ওদিকে! দেখতে পাচ্ছেন?'

বরফের ওপর তিনটে বিন্দুর মতো দেখালো ওদেরকে, একটা স্লেজ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সূর্যের দিকে পিঠ, চলেছে যেদিকে কোকুনকে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। নিজেকে ধিক্কার দিলো রানা, ওরা সব খাবার সাবাড় করে ফেলছে শোনার পরও সাবধান হয়নি বলে। আইসবার্গ প্যাক আইস ভেঙে খোলা সাগরে বেরিয়ে যাবে না বুঝতে পেরে মার্কও একমাত্র উপায়টা বেছে নিয়েছে, পশ্চিম দিকে যাচ্ছে সে, কোকুনের ক্রু কিংবা উদ্ধারকারী জাহাজের সন্ধানে।

কাইসু ওকোমোর চেঁচামেচিতে জেগে উঠলো ক্যাম্প। টলতে টলতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো লোকজন। তাদের একজনকে বলতে শুনলো রানা, 'এখন বোধহয় আপনি আর যাবেন না, ক্যাপটেন। ওরা তিনজন প্রচুর খাবার নিয়ে গেছে। কেউ যদি কোকুনের কাছে

পৌঁছুতে পারে তো ওরাই পারবে। উদ্ধার পাবার বড় একটা আশা দেখতে পাচ্ছি আমি।'

নিক শেডি বললো, 'কোকুনের ক্যাম্পে মার্ক যদি পৌঁছুতেও পারে, আমাদের উদ্ধার করার জন্যে কেউ এদিকে আসবে না। মার্ক তুধু একা বাঁচার চেষ্টা করছে। ইলেকট্রিক চেয়ার থেকে বাঁচার এটাই তার একমাত্র উপায়।' রানার দিকে ফিরলো সে। 'মিঃ রানা, আপনিই আমাদের শেষ ভরসা। প্ল্যানটা বদলাবেন না, প্লিজ। কোকুনের ক্যাম্পে আপনাকে পৌঁছুতেই হবে।'

ওদেরকে মার্কের পথ ধরে এগোতে হবে। লোকটা সম্পর্কে রানার মনে কোনো ভুল ধারণা নেই। পথে কোথাও হেলমুটসেন আর ডান-কানকে ফেলে যাবে সে। নিক শেডির কথাই ঠিক, কোকুনের ক্যাম্পে পৌঁছে মার্ক জানাবে, আর কেউ বেঁচে নেই, মারা গেছে সবাই, কাজেই এদিকে কোনো উদ্ধারকারী দল আসবে না।

তিনজন ওরা সারাটা দিন তাঁবুর ভেতর কাটালো, খরচ না হওয়ায় শক্তির সঞ্চয় বাড়লো, খাওয়াদাওয়া করলো প্রচুর। সম্ভাব্য পথ, কোকুনের ক্যাম্প খুঁজে পাবার সম্ভাবনা, মার্কের সাথে যদি দেখা হয়ে যায়, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হলো। তারপর এক সময় ঝিমুনি এসে গেল ওদের,, সচেতন হলো আবার আলোচনা করার জন্যে। পেট খালি নয়, শরীর গরম, শুয়ে আছে, আইসবার্গ ঠিক যেন একটা নিরাপদ বাড়ি।

সেদিন রাতে, খাওয়াদাওয়া শেষ করেছে মাত্র ওরা, তাঁবুর পর্দা নড়ে উঠলো, বাইরে থেকে শোনা গেল মারিকার গলা, 'ভেতরে একবার আসতে পারি, রানা?'

হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলো সে, রানার হাতটা শক্ত করে ধরে

বসে থাকলো কিছুক্ষণ, তারপর ফোঁপাতে শুরু করলো। এক সময় রানার গায়ের ওপর ঢলে পড়লো সে, মুখ ঘষলো রানার বুকে, আহত পাখির মতো কাঁপছে শরীরটা। 'আমাকে ক্ষমা করো,' অনেকক্ষণ পর বিড়বিড় করে বললো সে, 'বোকার মতো সময়টা নষ্ট করলাম।' রানাকে ঠেলে শুইয়ে দিলো সে, ওর বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে থাকলো, চুমো খেলো ঘন ঘন—কপাল, গাল, ঠোঁট, চিবুক আর গলায়। তার চোখের পানিতে ভিজে গেল রানার গাল, মারিকা ওকে নিঃশ্বাস ফেলারও সময় দিচ্ছে না। তারপর এক সময় ওর পাশে, প্রায় ওর গায়ের ওপর নিজেও শুলো সে, নিঃশব্দে কাঁদছে। রানার মনে হলো, মার্ক বিদায় নেয়ার সাথে সাথে খাঁচায় বন্দী মারিকার মনটা যেন মুক্তি পেয়ে গেছে।

এক সময় মারিকা বললো, 'এখন তোমার ঘুম দরকার। কাল তোমার চলে যাওয়া আমি দেখতে পারবো না। আজ, এখনই তোমাকে আমি বিদায় জানাবো।' রানার ঠোঁটে চুমো খেলো সে, আঙুলগুলো ওর দাড়ি নিয়ে খেলছে। খানিক পর ফিসফিস করে বললো সে, 'আমার মনে হয় না আবার আমাদের দেখা হবে। যদি মারা যাই, তুমি বা আমি, কিংবা দু'জনেই, তোমার কি মনে পড়বে মারিকা নামে এক বোকা মেয়ে তোমাকে ভালোবাসতে চেয়েছিল, কিন্তু সুযোগ পায়নি?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে উঠে বসলো সে, কম্বল থেকে বেরিয়ে থাকা এরিকার মুখের দিকে তাকালো। 'গুড-বাই, এরিকা,' বললো সে। 'বাবা বেঁচে থাকলে আমিও তোমার মতো তাকে খুঁজতে বেরুতাম।' ঝুঁকে চুমো খেলো এরিকাকে। সবশেষে রানাকে আবার চুমো খেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল সে। চলে গেল মারিকা, কিন্তু তার

সোনা চোখের পানি লেগে থাকলো রানার গালে, মনে করিয়ে দিলো তাঁবুতে সে এসেছিল।

নয়

পরদিন সকাল। আলো ফুটতেই রওনা হয়ে গেল ওরা। সাথে ছ'-দিনের খাবার, সামান্য তামাক, একজোড়া স্কি, এক প্রস্থ রশি, ছোটো একটা স্টোভ আর কিছু কাপড়। সব একটা স্লেজে তোলা হলো। সকালটা আশ্চর্য অনড়, ওদের নিঃশ্বাস মাথার আশপাশে শূন্যে ঝুলে থাকলো ধোঁয়াটে খুদে মেঘের মতো। কার্নিস বেয়ে নামছে ওরা, সূর্য উঠলো, সোনালি আলোয় ঝকমকিয়ে উঠলো দুনিয়া, দিগন্তরেখা বরাবর ফুটে উঠলো কমলা রঙের একটা লম্বা ফিতে। সবাই ওদেরকে বিদায় জানাবার জন্যে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে, বেশিরভাগই কার্নিসের নিচ পর্যন্ত নামলো ওদের সাথে। অসমতল, এবড়োখেবড়ো প্যাক আইসে ওরা পা রাখতেই ছোট্ট, কর্কশ একটা আনন্দধ্বনি বেরুলো ক্রুদের সম্মিলিত কণ্ঠ থেকে। ওদের পিছু পিছু নামানো হলো স্লেজটাকে, সেটার সাথে নেমেছে ওয়েজনার, রানার একটা হাত চেপে ধরলো সে। 'গুডলাক, স্যার।'

'তিমির মাংস নিয়ে পনেরো দিনের মধ্যে ফিরবো আমরা,' লোকদের মনে সাহস যোগাবার জন্যে গলা চড়িয়ে বললো রানা, যেন আত্মবিশ্বাসের কোনো অভাব নেই ওর, যদিও স্রেফ ভান করছে। 'এই সময়ের মধ্যে যদি আমরা না ফিরি,' ফিসফিস করে বললো ও, 'তোমার সাধ্যমতো যা পারো করবে।' বেচারা ওয়েজনার, তার কাঁধে প্রায় অসম্ভব একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে রানা। লিবার্টি-ফাইভের সেকেণ্ড মেট মার্টিনসেন-এর হাতে নেতৃত্ব দিয়ে যেতে বলেছিল এরিকা, কিন্তু মার্টিনসেনকে চেনে না রানা, চেনে ওয়েজনারকে। লোকটার নিঃস্বার্থ সততার প্রতি ওর আস্থা আছে।

'আপনি ওদেরকে পাবেন, স্যার,' ওয়েজনার বললো। 'আমাদের কথা ভেবে চিন্তা করবেন না। প্যাক ভেঙে খোলা সাগরে বেরিয়েও তো যেতে পারে আইসবার্গটা।'

তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে স্লেজের রশি ধরলো রানা। নিক শেডির কাছ থেকে শেষ বিদায় নিচ্ছে এরিকা, স্লেজের সাথে সে-ও নিচে নেমে এসেছে। মার্ক তার দল নিয়ে যে পথে এগিয়েছে সেই একই পথ ধরে রওনা হয়ে গেল রানা আর হোলস্টাড। পিছন থেকে নিক শেডি বললো, 'মিঃ রানা, আপনাকে কোকুনের ক্যাম্পে পৌঁছুতেই হবে। মার্ক যদি একা পৌঁছায়...' কথাটা সে শেষ করলো না, যদিও কি বলতে চায় বুঝতে পারলো রানা। উত্তরে একটা হাত নাড়লো ও। তুষার ঢাকা বরফের ওপর দিয়ে এগোলো দু'জন, খানিক পর ওদের সাথে যোগ দিলো এরিকা।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বরফের অদ্ভুত জগৎ গ্রাস করলো ওদেরকে, চারদিকে সোনালি নিস্তব্ধতা। সমতল বলে কিছু নেই, বিশাল আকারের বরফের ঢাল আর স্তম্ভগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ করে নিলো।

ওরা, তুষার ঢাকা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে প্রতি মুহূর্তে আইসবার্গ থেকে দূরে সরে আসছে। মাঝে মধ্যে পিছন ফিরে তাকালো ওরা। আইস-বার্গের কার্নিস বেয়ে কালো মূর্তিগুলো উঠে যাচ্ছে ক্যাম্পের দিকে, সবুজ বরফের গায়ে এখনো রোদ লাগেনি, তাঁবুগুলোকেও কালো লাগলো দেখতে। একবার একটা মূর্তিকে মেয়েলি বলে মনে হলো রানার, সম্ভবত মারিকাই হবে, হাত নাড়ছে। সাড়া দিয়ে রানাও একবার হাত নাড়লো। মুখ ঘুরিয়ে পশ্চিম দিকে হাঁটা ধরলো আবার। বরফের ভাঙাচোরা বেঢপ প্রান্তরে খানিক পরই হারিয়ে গেল আইসবার্গটা।

সেদিন রাতে ক্যাম্প ফেলার পর ছোট্ট একটা বরফের পাহাড়ে চড়লো রানা, তাকালো পিছন দিকে। অস্তগামী সূর্যের আলোয় আইসবার্গ আর তার কার্নিসটা স্পষ্ট দেখতে পেলো ও। রূপকথার দুর্গ যেন, মনে হলো এতো কাছে যে ছুঁতে হলে শুধু হাত বাড়ালেই চলে। এমনকি তাঁবুগুলোও পরিষ্কার দেখতে পেলো রানা, দেখলো তাঁবুর বাইরে হাঁটাচলা করছে ক্রুরা পিঁপড়ের আকৃতি নিয়ে। তাঁবুতে ফেরার পর রানা দেখলো, ওদের জন্যে গরম স্টু তৈরি করেছে এরিকা। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লো ওরা, যে যার নিজের বুট স্লিপিং ব্যাগের ভেতর রাখলো, ভেতরে যাতে বরফ জমতে না পারে।

চারদিনে, প্রতিদিন চোদ্দ ঘণ্টা হেঁটে, প্রায় তিরিশ মাইল পেরোলো ওরা। গতি মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়, কিন্তু আবহাওয়া ভালো হওয়া সত্ত্বেও, বরফের গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে এগোনো অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ। আইসবার্গগুলো যে পথ দিয়ে গেছে, সেই পথ ধরে এগোচ্ছে ওরা। দেখে মনে হলো ভাসমান বরফের বিশাল মাঠগুলো

ভূমিকম্পের দরুন ভেঙেচুরে বেটপ স্তূপ-এর আকৃতি পেয়েছে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তুলনায় ছোটো টুকরোগুলো। তার ওপর, গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো, বরফের এই উঁচু-নিচু জগতে পুরু স্তর জমেছে তুষারের। খানিক পরপরই পথপ্রদর্শক সামনের লোকটা নতুন জীবন পেলো শুধু তার হাতে রশিটা থাকায়। পেট ভরে দু'দিন খেতে পেয়ে গায়ে যে জোর ফিরে এসেছিল, এই ক'দিনে নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। তাছাড়া, দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয়তার কারণেও শরীর দুর্বল। মার্কের স্লেজের চিহ্নিত পথ ধরে না এগোলে চার দিনে ওরা তিরিশ মাইল এগোতে পারতো কিনা সন্দেহ।

স্লেজ-চিহ্নিত পথটা ওদের মনে বিচিত্র ভাবের জন্ম দিলো। প্রথমে মার্ককে ওরা শত্রু বলে ভাবলো, বরফ ছাড়া তাকেও পরাস্ত করতে হবে। তার স্লেজের পথ ধরে এগোচ্ছিল ওরা ওদের পরিকল্পিত পথটা একই দিকে গেছে বলে, জানে নিজেদের প্ল্যান অনুসারে বা যখন খুশি সেটা ছেড়ে আরেক দিকে রওনা হতে হবে ওদের। কিন্তু প্রতিদিন যতোই এগোলো ওরা, পথটা ওদের পরম বন্ধুর মতো হয়ে উঠলো। ওদের সাথে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। মার্ক যদি দেখতে পায় ওদের, চাইলেই সে ওদেরকে খুন করতে পারে। ওদের যাতে কোকুনের ক্যাম্পে পৌঁছুনো সম্ভব না হয়, উদ্ধারকারী কোনো দলের সাথে সাক্ষাৎ যেন না ঘটে। রানা জানে, ঠিক গুলি করবে মার্ক। রানার বিশ্বাস, মার্ক এমনকি তার দুই সঙ্গীকেও ফেলে যাবে, নিজের সুযোগ ও সময়মতো। তবু তার পথটা থেকে সরে যাবার কথা কেউ মুখেও আনলো না। পায়ের নিচে জমাট তুষার আর মাথার ওপর পরিষ্কার আকাশ, পথটা বহুদূর পর্যন্ত এতো স্পষ্ট দেখা গেল যেন সদ্য তৈরি করা হয়েছে। ক্লান্তি আর দুর্বলতা যতোই চেপে ধরলো ওদেরকে, ততোই আশা আর জীবনের

একমাত্র প্রতীক হয়ে উঠলো পথটা। ওদের সামনে সেটা সীমাহীন লম্বা হয়ে আছে, অন্য কোনো মানুষের সাথে যোগাযোগ করার একমাত্র রাস্তা। অন্ধের মতো সেটাকে অনুসরণ করে যাচ্ছে ওরা, মনে বিশ্বাস, ওদের সামনে কোথাও, হয়তো পরবর্তী ঢালের ওদিকে, কিংবা সম্ভবত দিগন্তরেখার ওপাশে, এই পথটা বাইরের দুনিয়ার সাথে ওদের মিলন ঘটিয়ে দেবে।

চারদিনের দিন এরিকার চেহারায় ও আচরণে দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দিলো। গোড়ালি ফুলে ওঠায় খোঁড়াচ্ছে হোলস্টাড। পুরনো ব্যথাটা আবার ফিরে এসেছে রানার বুকে। সেদিন ওরা মাত্র মাইল দুয়েক এগোতে পারলো। তুষার গলতে শুরু করেছে, ফাঁক-ফোকরের ভেতর পা ডেবে গেল। চওড়া একটা ফাটলের ভেতর একবার প্রায় হারিয়ে ফেলছিল স্লেজটা। চারদিকে বরফের স্তম্ভ আর মিনার, মাঝখানে ক্যাম্প ফেললো ওরা। এর আগে পর্যন্ত, রানার ধারণা, মার্কের চেয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়েছে ওরা। কিন্তু রাতটা কাটলো বুক ভরা হতাশা নিয়ে। তবে ওদেরকে খানিকটা প্রেরণা যোগালো বরফের পাহাড় থেকে দেখা পশ্চিম দিগন্তরেখার কাছে কালো একটা রেখা। মনে হলো, ওটা একটা ওয়াটারস্কাই হতে পারে, সামনে খোলা সাগর থাকার লক্ষণ প্রকাশ করছে। কিন্তু কতোটা সামনে? রানার হিসেবে চল্লিশ মাইলের কম নয়। কিন্তু সবাই ওরা জানে, পাঁচ মাইল হাঁটার শক্তিও অবশিষ্ট নেই ওদের কারো।

পরদিন আরো দুর্বল হয়ে পড়লো এরিকা। রক্ত-আমাশার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। রানা আর হোলস্টাডও ডায়রিয়ার শিকার। সান গগলস না থাকায় সাদা উজ্জ্বলতা ওদের দৃষ্টি শক্তি ধীরে ধীরে শুষে নিচ্ছে। সব সময় জ্বালা করে চোখ। বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। সেদিন

শক্ত বরফ পেলো ওরা, সঞ্চিত শক্তির সবটুকু কাজে লাগিয়ে বেশ অনেক দূর এগোলো। দুপুরের দিকে ধারণা হলো, দশ কিংবা এগারো মাইল পেরিয়ে এসেছে ওরা। বরফের একটা পাহাড়ে চড়ে পুব দিকে তাকাতে সার বাঁধা আইসবার্গগুলোর শুধু চূড়া দেখতে পেলো রানা। ঝাপসা দিগন্তরেখায় লম্বা পালতোলা জাহাজের মতো লাগলো দেখতে, কখনো দেখা যায় কখনো যায় না। কম্পাস বের করে বেয়ারিং নেয়ার পর নিজেদের ফেলে আসা আইসবার্গটা চিনতে পারলো ও।

একটা বিস্কিট আর জমাট চিনির দুটো করে টুকরো খেয়ে আবার হাঁটা ধরলো ওরা। কুয়াশার চাদরে ঢাকা সূর্য ম্লান একটা থালা। বাতাস আগের চেয়ে ঠাণ্ডা, ওদের চারপাশের জগৎ রঙ হারালো। সাদা উজ্জ্বলতা ম্লান হবার সাথে সাথে চোখের জ্বালা একটু কমলো, তবে প্রাকৃতিক পরিবেশে ফুটে উঠলো অপেক্ষাকৃত বৈরী একটা ভাব। রানার ধারণা হলো, সহ্য ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ওরা। তারপর হঠাৎ ওরা উপলব্ধি করলো, কারো পক্ষেই আর এগোনো সম্ভব নয়। টলতে টলতে, আছাড় খেতে খেতে ক্যাম্প ফেলা হলো। মনে হলো, কাল সকালে কেউ ওরা দুনিয়ার আলো দেখার জন্যে বেঁচে থাকবে না।

ক্যাম্পে নেতিয়ে পড়লো ওরা, সন্ধ্যার প্রথম লগ্নে রানার মনে হলো, কাদের যেন গলা শুনলো সে। কল্পনা, দুর্বল মনের উপর অদ্ভুত সব চাতুরি করে। রাতে রানার পাশে শুয়ে বিড়বিড় করে এরিকা বললো, 'স্যার। এভাবে সম্ভব নয়। আমাকে আপনারা রেখে যান।'

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো রানা। ওর ধারণা ছিলো না, আজ সারা-দিন হাঁটার ফলে কতোটুকু মাশুল দিতে হয়েছে এরিকাকে। রাগের

সাথে মাথা নাড়লো ও। 'একসাথে থাকবো আমরা।'

রানার একটা হাত ধরলো এরিকা। 'প্লিজ!' ফিসফিস করলো সে। দুর্বল কণ্ঠ, কিন্তু সুরটা ব্যাকুল। 'আপনাদের সাথে এসে স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছি আমি। আমার বোঝা উচিত ছিলো, একজন পুরুষ-মানুষের সমান ক্ষমতা ও শক্তি আমার থাকার কথা নয়। আমাকে ফেলে রেখে এগিয়ে যাওয়া আপনার দায়িত্ব, স্যার। আমি সাথে থাকলে আপনাদেরকে দেরি করিয়ে দেবো। আইসবার্গে ফেলে আসা ওদের কথা ভাবতে হবে আপনাকে। আপনি সাহায্য নিয়ে ফিরবেন, এই আশায় পথ চেয়ে আছে ওরা। আপনিই ওদের একমাত্র ভরসা।'

'কাল সকালে কথা হবে,' বললো রানা, সরে এলো এরিকার গায়ের কাছে, ভয় পাচ্ছে, গভীর রাতে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে সে।

অনেকক্ষণ জেগে থাকলো রানা, এরিকার বলা কথাগুলো নিয়ে ভাবছে। তর্ক করলে কি হবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এরিকাকে ফেলে যাওয়াটা যে একমাত্র উপায় তা সে-ও জানে। চিন্তাটা ভয়ংকর, মেনে নিতে মন চায় না। ওদের এগিয়ে যাওয়ার ওপর অনেকগুলো মানুষের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। যার শক্তি আছে তাকে এগিয়ে যেতে হবে, যতোক্ষণ না শেষনিঃশ্বাস পড়ে।

রাতের কোনো এক সময় ঝড় উঠলো। ঘুম ভাঙার পর তাঁবুর কাপড় তুলে বাইরে একবার তাকালো রানা, তারপর তাড়াতাড়ি এরি-কার দিকে ফিরলো, তাঁবুর ভেতর সে আছে কিনা দেখার জন্যে।

ঘুমাচ্ছে এরিকা। ঝড় শুরু হওয়ায় সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিলো রানা, সকালে ওরা রওনা হতে পারবে না। একটা দিন বিশ্রাম পেলে এরিকা হয়তো তার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারবে, অন্তত আরো একদিন হাঁটার শক্তি সে পেয়েও যেতে পারে।

ঝড়টা তিন দিন ধরে বইলো, এই তিন দিনে সমস্ত খাবার খেয়ে ফেললো ওরা, বাকি থাকলো শুধু পাঁচটা বিস্কিট আর পনেরো টুকরো ব্লাউট চিনি। তাঁবুর ভেতর অন্ধকার, কখনো একটু কম, কখনো বেশি। ওদেরকে যেন জ্যান্ত কবর দেয়া হয়েছে। বেড-প্যান হিসেবে বিস্কিটের খালি একটা টিন ব্যবহার করলো ওরা। স্লিপিং ব্যাগের ভেতর পড়ে থাকলো সবাই, একদিক অসাড় না হলে পাশও ফিরলো না।

যে-রাতে তুষারপাত থামলো, শেষ সিগারেটটা ভাগাভাগি করে খেলো ওরা। সকালের ঝাপসা আলোয় লগে রানা লিখলো, 'এখন আর কোনো আশা দেখতে পাচ্ছি না। এগোনোর কোনো অর্থ নেই। ওরা দু'জনও, আমার ধারণা, ব্যাপারটা বুঝতে পারছে। এরিকাকে আমি ফেলে যাবো না। এখন আর ফেলে যাবার কোনো যুক্তি নেই।'

খুব ভোরে রওনা হলো ওরা। তিন দিন বিশ্রাম পাওয়ায় অল্প একটু শক্তি ফিরে এসেছে, সেটা সদ্ব্যবহার করার তাগাদা অনুভব করলো রানা। এই প্রথমবারের মতো ওদের সামনে স্লেজ-চিহ্নিত পথ নেই। তুষার এক ফুট গভীর। এরিকাকে স্কি-তে তুলে দেয়া হলো। তুষারের ওপরটা ঝুরঝুরে হলেও, নিচের দিকে কঠিন, বেশ হাসিখুশি মন নিয়েই রওনা হলো ওরা। বরফের প্রথম পাহাড়টা পেরিয়ে এসে খানিকটা এলোমেলো তুষার দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল, এখানে একটা ক্যাম্প ফেলা হয়েছিল। আজ সকালেই ক্যাম্পটা ত্যাগ করা হয়েছে, বোঝা গেল ক্যাম্পের সামনে নতুন তুষারে স্লেজ আর স্কির চিহ্ন দেখে। পথটা আবার ওরা খুঁজে পেলো।

'মার্ক ?' রানার পাশে থেমে জিজ্ঞেস করলো এরিকা।

মাথা ঝাঁকালো রানা। তারমানে ঝড় শুরু হওয়ার রাতে সত্যি তাহলে ওদের গলা শুনতে পেয়েছিল ও। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার।

তিন দিন ওরা মার্কের পঞ্চাশ গজের মধ্যে ছিলো, অথচ টের পায়নি। 'ওরা সম্ভবত আমাদের কাছ থেকে ঘন্টাখানেকের পথ সামনে এগিয়ে আছে,' বললো ও।

'ওদের কাছে যখন পৌঁছুবো, কি ঘটবে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকলো রানা। ওদেরকে ধরা সম্ভব কিনা সন্দেহ আছে ওর। স্লেজটা তারা তিনজন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মার্ক আর হেলমুটসেন দু'জনেই শক্তিশালী লোক।

'আমার ধারণা, ওদের পথ থেকে সরে থাকা উচিত আমাদের,' বললো এরিকা।

মাথা নাড়লো রানা। 'আমরা যেদিকে যাবো বলে ঠিক করেছি প্রায় সেদিকেই যাচ্ছে ওরা। ওদের পথ ধরে যাওয়াটা সহজও।'

হোলস্টাড আর রানা স্লেজ টানছে, স্কি নিয়ে অনায়াসে ওদের সাথে আসিতে পারছে এরিকা। দুই কি আড়াই ঘণ্টা ভালোই এগোলো ওরা। তবে দুপুরের দিকে সূর্য উঠলো, সাদা উজ্জ্বলতায় আবার ধাঁধিয়ে গেল চোখ, সেই সাথে নরম হতে শুরু করলো তুষার। তুষারের ভেতর বুট ডেবে যাওয়ায় গতি মন্থর হয়ে পড়লো। পাহাড়গুলোর ওপর থেকে ধসে পড়া তুষারও খানিক পর পর বাধা হয়ে দাঁড়ালো। মাঝে মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল তুষারে। শক্তি ফুরিয়ে এলো, হাঁপাতে শুরু করলো ওরা।

অন্ধকার নামলো আকাশ জুড়ে ঝাঁক ঝাঁক ঝলমলে তারা নিয়ে। তীব্র শীতে ঘুম এলো না। তলপেটের ব্যথায় কাতরাচ্ছে এরিকা। বরফের ঘষায় ক্ষয়ে গেছে হোলস্টাডের বুট, ফ্রস্ট-বাইটের শিকার সে, ওগুলো এখন আর ওয়াটার-টাইট নয়।

পরদিন সকাল হলো ঝড়ো বাতাস আর মেঘ নিয়ে। দেরি করে

রওনা হলো ওরা। এরিকা এতোই দুর্বল হয়ে পড়েছে প্রথমে মনে হলো আজ ওরা বেরোতে পারবে না। ভুল করে সে তার বুট জোড়া স্লিপিং ব্যাগের বাইরে রেখেছিল, শক্ত লোহা হয়ে গেছে। স্টোভ জ্বেলে গরম করার পর নরম হলো। তবে রওনা হবার পর বেশ ভালোই এগোলো ওরা। ঠাণ্ডা বাতাসে ঝুরঝুরে তুষার জমাট আর কঠিন হয়ে গেছে। ওদের সামনে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে মার্কের স্লেজ-চিহ্নিত পথ।

'শিগগিরই ওদের ক্যাম্প দেখতে পাবো আমরা, তাই না, স্যার?'

হোলস্টাডের কথাই ঠিক হলো। তুষার আর বরফের পাহাড়গুলো ক্রমশ কমতে শুরু করলো সংখ্যায়, তারপর ওদের সামনে উন্মুক্ত হলো খোলা একটা প্রান্তর, যেখানে প্যাক আইস প্রায় সমতল হবার সুযোগ পেয়েছিল। এই খাঁ খাঁ বরফ প্রান্তরে একজোড়া সরল রেখা এগিয়ে গেছে, শেষ মাথায় কালো একটা দাগ।

'ওটাই ওদের ক্যাম্প,' চিৎকার করে বললো হোলস্টাড। 'এখনো রয়েছে ওরা ওখানে। লোকজনকে নড়তে দেখছি আমি!'

চোখ কুঁচকে তাকালো রানা, পরিষ্কার একটা ছবি পাবার আশায়। চোখ দুটো ওর টকটকে লাল হয়ে আছে, দৃষ্টি ঝাপসা। কালো একটা দাগ দেখতে পেলো বটে, কিন্তু নাচানাচি করছে। এরপর কেন যে ওরা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো বলতে পারবে না রানা। মার্কের সাথে মিলিত হবার কোনো ইচ্ছে ওদের নেই। লাভ কি তাতে? তবু শুধু অন্য কোনো মানুষের সাথে সাক্ষাৎ ঘটার চিন্তাটাই চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে চললো ওদেরকে। 'আমার চোখের বারোটা বেজে গেছে, হোলস্টাড,' বললো রানা। 'ওরা কি ক্যাম্প তুলে ফেলছে?'

'বোধ হয়,' জবাব দিলো হোলস্টাড। 'কোনো তাঁবু দেখতে পাচ্ছি না।' এক মুহূর্ত পর সে আবার বললো, 'আমি কিন্তু মাত্র দু'জন লোক-

কে দেখতে পাচ্ছি।'

'দু'জন।' আবার চোখ কুঁচকে তাকালো রানা, সচল দুটো বিন্দু, ঝাপসা, নাচানাচি করলো ওর দৃষ্টিসীমার শেষ মাথায়।

'ওরা হেলমুটসেন আর ডানকান,' রুদ্ধশ্বাসে বললো হোলস্টাড।

'মার্ককে কোথাও দেখতে পাচ্ছো না?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'না, স্যার। শুধু হেলমুটসেন আর ডানকান।'

ওদের সাথে মিলিত হবার জন্যে এগিয়ে এলো তারা, চিৎকার করছে, হাত নাড়ছে। মাঝখানে ব্যবধান একশো গজের মতো, এই সময় হঠাৎ তারা স্থির হয়ে গেল। স্লেজ টেনে নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছুলো ওরা, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে। ওদের সাহায্য দরকার বুঝতে পেরেও কেউ তারা এগিয়ে এলো না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো শুধু। হেলমুটসেন চোখে পড়ার মতো রোগা হয়ে গেছে, তার পায়ে বুটও নেই। বুট ডানকানের পায়েও নেই। তার হাতে একটা ছুরি আর এক টুকরো চামড়া দেখা গেল। 'মার্ক কোথায়?' ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলো রানা, হাত থেকে খসে পড়লো স্লেজের রশি, সামনে বাড়ার ঝোঁকটা থেমে যাওয়ায় টলছে।

'মার্ক?' কোটরের গভীরে হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলো হেলমুটসেনের চোখ। 'সে চলে গেছে। আমরা ভেবেছিলাম আপনারা উদ্ধারকারী দল, আমাদের পথটা খুঁজে পেয়েছেন। আপনাদের সাথে খাবার কতোটা?'

'নেই,' বললো রানা। 'কিছু চিনি আর এক কি দুটো বিস্কিট।' স্লেজের ওপর বসে পড়লো ও। থামার পর ক্লান্তি পেয়ে বসলো ওকে, ইচ্ছে হলো শুয়ে পড়ে। হঠাৎ এতো ঘুম পেলো যে চোখ খুলে রাখা

দায়। 'মার্কের কথা কি বললে তুমি ?' জিজ্ঞেস করলো ও. হেলমুট-সেন ঠিক কি বলেছে এখন আর ভালো করে স্মরণ করতে পারছে না।

'সে চলে গেছে,' চাপা গলায় হিসহিস করে উঠলো. আক্রোশে কাঁপছে হেলমুটসেন। 'আপনার কথাই ঠিক, অনারেবল ক্যাপটেন। ভুল করেছি আমি আর ডানকান। আমাদেরকে বোকা বানিয়ে চলে গেছে মার্ক। আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখি পাল্টে গেছে ওর রূপ, স্লেজ টেনে ক্যাম্প থেকে দূরে সরে যাচ্ছে মার্ক। স্লেজের ওপর তাঁবুটাও ছিলো। চিৎকার করে ডাকলাম, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সে, হাসলো। পিছু নিলাম আমরা, কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলাম না—মার্ক আমাদের বুটগুলো নিয়ে গেছে। আমাদের রাইফেলটাও রেখে যায়নি সে। তবে ডানকানেরটা কম্বলের তলায় ছিলো, ঘুম থেকে জেগে উঠবে ভেবে সেটা নেয়নি। বেজন্মাটা খুন করে গেছে আমাদের।'

নিক শেডির কথাই ফললো, ভাবলো রানা। 'তার সাথে খাবার কি আছে ?'

'একজন লোকের তিন কি চারদিন চলে যাবে। বুঝতেই পারছেন, খুব কম।'

'সে কি দুর্বল ?'

'খুবই। তার পক্ষে একা স্লেজ টেনে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, কিন্তু তাই সে করছে।'

'ঠিক আছে,' বললো রানা। 'হোলস্টাড, ক্যাম্প ফেলো।' উত্তরটা জানা আছে ওর—স্কি। এরিকার সাথে কথা বলার জন্যে ঘাড় ফেরালো ও, কিন্তু নেই সে। ফেলে আসা পথের দিকে তাকালো রানা, কয়েক শো গজ পিছনে বরফের ওপর লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে এরিকা, নড়ছে না। ছোটার ইচ্ছে হলেও, সে শক্তি ওদের নেই।

প্রায় টলতে টলতে রওনা হলো দু'জন। মাত্র তিনশো গজ দূরত্ব, কিন্তু পেরোতে গিয়ে মনে হলো তিন মাইলের কম নয়।

বেঁচে আছে এরিকা। নাকের ফুটোর চারপাশে সদ্য জমা বরফ নিঃশ্বাস পতনের সাথে কাঁপছে। তবে জ্ঞান নেই তার। দু'জন অনেক কষ্টে দেহটাকে স্লেজের ওপর তুললো। স্লেজ টানতে শুরু করলো ওরা, রানার মনে হলো হিমালয়কে কাত করার চেষ্টা করছে। যেখানে জিনিস-পত্র রেখে এসেছে, স্লেজ নিয়ে সেখানে ফিরতে পারবে বলে বিশ্বাস হলো না। হেলমুটসেন আর ডানকান সাহায্য করতে এগিয়ে না এলে পারতোও না ওরা।

তাঁবু খাটাবার পর স্টোভ জ্বেলে খানিকটা বীফ টি তৈরি করা হলো। নিজের ক্লান্তির কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে রানা। জানে, এখন যদি সেবা-যত্নের অভাব ঘটে, এরিকাকে হারাবে ওরা। নিজের প্রাণ থাকতে সেটা ঘটতে দিতে রাজি নয় রানা। এরিকার জ্ঞান ফিরলো ধীরে ধীরে। বমির সাথে বেরিয়ে এলো সবটুকু বীফ টি। এরপর রানা তার মুখের ভেতর খানিকটা মহামূল্য ব্র্যাণ্ডি ঢাললো। কথা বলার শক্তি ফিরে পেয়ে বারবার একই শব্দ আওড়ালো এরিকা, 'এবারও স্যার, আমাকে আপনি রেখে যান। দোহাই আপনার, আমার কথা ভুলে যান। আইসবার্গে ওরা রয়েছে, ওদের কথা ভাবুন, প্লিজ!'

তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে মার্কের কাহিনী শোনালো রানা। সমস্ত রসদ নিয়ে একা চলে গেছে সে। কিন্তু রানার কথা এরিকা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। ওর একটা হাত ধরলো সে, আলগা হয়ে থাকলো আঙুলগুলো, বললো, 'আপনাদের এক-জনকে এগিয়ে যেতে হবে, স্যার।' অস্পষ্ট হয়ে এলো তার গলা। 'স্কি নিয়েএকজন অন্তত রওনা হয়ে যান। মার্ক একা যেন পৌঁছুতে

না পারে। আইসবার্গের ওপর ওরা অনেক লোক…।'

রানা বললো, 'চিন্তা করো না। কেউ একজন যাবো আমরা।'

এরপর ঘুমিয়ে পড়লো এরিকা। রানার হাত ধরে টান দিলো হোলস্টাড। 'শরীরের যতোটুকু সাধ্য, তার মনের সাধ তারচেয়ে বেশি, স্যার।'

হোলস্টাড আসলে বলতে চাইছে, এরিকা মারা যাচ্ছে। চোখের পিছন দিকে ভেজা ভেজা একটা ভাব অনুভব করলো রানা। ও জানে, বোঝা না হবার জন্যে ওদের সাথে কিভাবে নিজেকে টেনে এনেছে মেয়েটা। ক্লান্তি আর দুর্বলতা মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দিয়েছে তাকে, তারপরও ফেলে আসা অসহায় লোকগুলোর কথা ভাবছে সে। হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলো রানা। ওদের মধ্যে থেকে একজনকে মার্কের পিছু নিতে হবে। প্রথমেই হেলমুটসেনের কথা ভাবলো ও। সে-ই সবার চেয়ে শক্তিশালী। মার্কের আসল পরিচয় পেয়ে গেছে সে, কাজেই এখন তাকে বিশ্বাসও করা যায়। কিন্তু প্ল্যানটা নিয়ে আরো ভাবতে গিয়ে রানা আবিষ্কার করলো, বুটগুলো নিয়ে গিয়ে হেলমুট-সেন আর ডানকানকে আক্ষরিক অর্থেই পঙ্গু করে রেখে গেছে মার্ক। যে-ই মার্কের পিছু নিক, স্কি নিয়ে যেতে হবে তাকে, আর বুট ছাড়া স্কিতে চড়ার প্রশ্নও ওঠে না। রানার আর হোলস্টাডের পা হেলমুট-সেন বা ডানকানের চেয়ে অনেক ছোটো, বুট ধার দেয়ার প্রশ্নও ওঠে না। যেতে হবে হোলস্টাড, নয়তো রানাকে। হোলস্টাডের দুটো পা-ই ফ্রস্টবাইটের শিকার, কাজেই যেতে হবে রানাকে।

আয়োজন শুরু হলো। অল্প যে-টুকু রেশন আছে, সাথে করে নিয়ে যেতে হবে রানাকে। 'তোমার রাইফেলটা নিয়ে এসো, ডানকান,' বললো ও। 'সাথে কিছু অ্যামুনিশন।' একটা র‍্যাকস্যাক-এ জিনিস-

পত্র ভরে নিলো ও, বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে। জানে মৃত্যুর দিকে এগোতে হবে ওকে, তবু একদণ্ডও নষ্ট করতে চাইছে না। তাঁবু থেকে বেরোবার সময় রানা জানলো না এরিকা ঘুমাচ্ছে, নাকি আবার জ্ঞান হারিয়েছে। নিঃসাড় পড়ে আছে সে, চোখ বন্ধ। বেরুবার আগে তার কপালে চুমো খেলো রানা। সামান্য একটু নড়লো এরিকা। বোধহয় বুঝতে পারলো, রানা তাকে চুমো খেয়েছে। এরিকা বুঝতে পেরেছে ধরে নিয়ে মনটা খুশি হয়ে উঠলো ওর। মনে মনে ও জানে, চুমোটা দিয়ে অত্যন্ত সাহসী ও মহৎ একটা মেয়েকে সম্মান দেখিয়েছে ও।

স্কিতে চড়তে রানাকে সাহায্য করলো হোলস্টাড। ডানকানের রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো রানা। এরপর রাকস্যাকটা ওর আরেক কাঁধে ঝুলিয়ে দিলো হোলস্টাড। এই রাকস্যাকে তার জীবন-ধারণের জন্যে যা কিছু একান্ত প্রয়োজন সব আছে, স্বেচ্ছায় নিয়ে যেতে দিচ্ছে রানাকে। খানিকটা বীফ টি আর স্টোভটা ছাড়া ওদের জন্যে কিছুই রেখে যাচ্ছে না রানা, স্টোভে ফুয়েল বলতে আছে শুধু তলানিটুকু। রানার সাথে করমর্দন করলো হোলস্টাড। 'গুডলাক, অনারেবল ক্যাপটেন।' তাকে বুকে টেনে নিলো রানা। খানিক দূরে থমথমে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো হেলমুটসেন আর ডানকান। ওরা উদ্ধারকর্মী নয় এবং ওদের সাথে কোনো খাবার নেই জানার পর থেকে হতাশায় একেবারে মুষড়ে পড়েছে তারা। এমনকি মার্কের পিছু নিতে যাচ্ছে রানা, এই ব্যাপারটাও ওদেরকে নাড়া দিতে পারলো না। 'নেতৃত্ব এখন তোমার কাঁধে, হোলস্টাড,' বললো রানা। 'এরিকা পিটারসেনের ওপর খেয়াল রেখো।' স্কি নিয়ে রওনা হয়ে গেল রানা, পিছন ফিরে একবারও তাকালো না। মার্কের স্লেজ চিহ্নিত পথের ওপর দৃষ্টি। পিছন ফিরে তাকালো না, কারণ জানে যাদেরকে ফেলে

যাচ্ছে তাদেরকে আর জীবিত দেখতে পাবে না কখনো। জানে, এরিকা পিটারসেন আজ কিংবা হয়তো দু'দিন পর মারা যাবে। মারা যাবে ও নিজেও। কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য ও একেবারে কাছে জানা সত্ত্বেও প্রতিশোধ নেয়ার একটা স্পৃহা মাথাচাড়া দিচ্ছে রানার মনে।

দশ

প্রতিশোধের এই স্পৃহা মৃত্যু পথযাত্রী মাসুদ রানার মনে অদ্ভুত একটা শক্তি এনে দিলো। সেই সাথে ওকে যেন একটা উদ্দেশ্য পাইয়ে দিলো। এখন আর কোকুনের বেঁচে যাওয়া ক্রুদের ক্যাম্প খুঁজে পাবার কোনো আশা নেই মনে, কিংবা ক্যাম্পটার আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করে না। রানা বেরিয়েছে একজন লোককে খুন করার জন্যে। লোকটা ওদের সবার মৃত্যু ডেকে আনার জন্যে দায়ী। মারিকার বাবা বোনার পাইটনকে খুন করেছে সে। ওদের জাহাজটাকে ধাক্কা দিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছে। সর্বস্ব হরণ করে ফেলে গেছে দু'জন সহযোগীকে। ওর হয়ে কাজটা বরফও সারতে পারে, এই চিন্তাটাকে আমল দিলো না রানা। মার্ক রোসেটকে নিজের হাতে খুন করবে ও। এই একটা কাজ করার জন্যে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা

প্রয়োজন বলে উপলব্ধি করলো।

নিজেই অবাক হয়ে গেল রানা, স্কি নিয়ে কী স্বচ্ছন্দে আর অনা-য়াসে এগোতে পারছে এখন। বরফের মেঝে শক্ত আর মসৃণ। একটানা হিসহিস শব্দ তুলে ছুটে চললো স্কি। স্টিক ধরা হাত দুটো শুধু আড়ষ্ট হলো।

মার্ক, রানা ধারণা করলো, ওর চেয়ে তিন ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছে। দুপুরের খানিক পর সঙ্গীদের ছেড়ে এসেছে ও। স্লেজ টেনে নিয়ে যাচ্ছে এমন একজন লোকের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে এগোতে পারছে ধরে নিয়ে হিসেব করলো, বিকেল তিনটের দিকে ওর সাথে দেখা হবে মার্কের। তারপর দিনের আলো খুব কমই থাকবে হাতে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগে যদি মার্কের ক্যাম্প খুঁজে না পায় ও, তাহলে আরেকটা সকাল দেখার ভাগ্য হবে না ওর। তাঁবুর বাইরে, খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হলে নির্ঘাৎ মরণ। যদিও ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামালো না রানা। নিজের মৃত্যুর চিন্তা ছেড়ে গেছে ওকে। শুধু জানে, অবশ্য পালনীয় কর্তব্যটা রাত নামার আগেই শেষ করতে হবে ওকে।

ওর সামনে আকাশের রঙ গাঢ়, যেন নতুন একটা রাতের সূচনা ঘটতে যাচ্ছে। তবে ওর পিছনে দিগন্তরেখার কাছাকাছি মেঘপুঞ্জ অসম্ভব উজ্জ্বল আর সাদা। জগৎটা সমতল, মরুভূমির মতো, কিন্তু সাদা। যতোই এগোলো রানা, বরফ প্রান্তরের মেঝে বদলে যেতে লাগলো। মেঝের নিচে, তুষারে ঢাকা, ফাটল রয়েছে। স্কি ছাড়া এক মাইলও এগোতে পারতো না রানা। অসংখ্য গর্তের ওপর সেতু তৈরি করেছে তুষার, পেরিয়ে আসার পর শব্দ শুনে বুঝলো ধসে পড়ছে ওগুলো। এরপর খোলা গর্ত পড়লো সামনে, এতো চওড়া যে তুষার

সেতু রচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। স্লেজের দাগ এগিয়েছে গর্ত আর ফাটলগুলোকে এড়িয়ে, এঁকেবেঁকে।

বেলা দুটোর খানিক পর কয়েক হপ্তার মধ্যে এই প্রথম খোলা পানি দেখতে পেলো রানা। যেন কালো একটা লেক, লেকের বুকে ভাসছে সাদা পাথরের মতো অসংখ্য বরফের টুকরো। আগের চেয়ে দ্রুত এগোচ্ছে রানা, সঞ্চিত সর্বশেষ শক্তিটুকু কাজে লাগিয়ে। অন্ধকার নামতে খুব বেশি দেরি নেই, আর মাঝে মধ্যে খোলা পানি চোখে পড়ায় বুঝতে অসুবিধে হলো না প্যাক আইসের কিনারা থেকে খুব বেশি দূরে নেই ওরা। মার্কের কাছে চারদিনের খাবার রয়েছে। ক্ষীণ একটু আশা এখনো আছে। ক্ষীণ আশার এই আলোটুকু রানাকে যেন নতুন শক্তি এনে দিলো।

হিসেবে তেমন ভুল হয়নি রানার, কারণ তিনটের খানিক পরই ওর সামনে কালো একটা সচল বিন্দু দেখতে পেলো ও। বেশ খানিক-ক্ষণ স্লেজের পথটা কালো লেকগুলোকে এড়িয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে, চলে গেছে প্যাকে আটকে পড়া ছোটো একটা আইসবার্গের দিকে। আইসবার্গের সবুজ ঢালের গায়েই কালো বিন্দুটা। ওটার ওপর স্থির দৃষ্টি রাখা চোখের জন্যে পীড়াদায়ক, বিপজ্জনকও বটে, কারণ সামনের পথ থেকে চোখ তুললেই ভারসাম্য হারাবার অবস্থা হয়। বিন্দুটার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করলো ও, মন দিলো স্কিইং-এ।

আবার যখন চোখ তুললো রানা, বার্গটা অনেক কাছে চলে এসেছে, কিন্তু মার্কের কোনো চিহ্ন দেখলো না। সম্ভবত বার্গটাকে টপকে ওপারে চলে গেছে সে। ওর জন্যে সে কি ওত পেতে আছে কোথাও? শুয়ে আছে, যাতে রানা তাকে দেখতে না পায়? তার পথ থেকে সরে এলো রানা, ঘুরপথে বার্গটার উত্তর দিকে এগোলো। খানিক পরই

আবার তাকে দেখতে পেলো ও, বার্গটার একটা পাশ ধরে এগোচ্ছে, আধ মাইলটাক দূরে। দু'জনের মাঝখানে বরফ প্রান্তর সমতল, সাদা চাদরের মতো। শক্ত বরফে ঘন ঘন স্টিক গেঁথে গতি আরো বাড়িয়ে তুললো রানা।

বার্গের প্রায় শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে মার্ক, এই সময় রানাকে দেখতে পেলো সে। থামলো, ঠাণ্ডা বাতাসে ভর করে তার গলা ভেসে এলো। রানার উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে, স্টিক নাড়ছে। তার সঙ্গীরা যেমন ভেবেছিল, সে-ও ঠিক তাই ভাবছে, উদ্ধারকর্মীদের একজন সদস্য রানা।

রাইফেলটা স্লিঙ মুক্ত করলো রানা, কক করলো, একটা কব্জিতে স্কি স্টিকের লুপ পেঁচিয়ে নিয়ে সামনে এগোলো। চরম মুহূর্ত উপস্থিত হওয়ায় ওর হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে।

রানার এগোবার ধরনের মধ্যে এমন একটা কিছু রয়েছে, সর্তক হয়ে গেল মার্ক। চিৎকার থামলো তার, স্থির হয়ে গেল। সাদা বরফে কালো মূর্তিটা টার্গেট হিসেবে আদর্শ, তবু কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছে না রানা। দূরত্ব আরো কমিয়ে আনলো ও।

'কে তুমি?' মার্কের চিৎকার পরিষ্কার শুনতে পেলো রানা।

'রানা,' পাল্টা চিৎকার করলো ও।

এক সেকেণ্ড স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো মার্ক, তারপর ডাইভ দিলো স্লেজ আর রাইফেল লক্ষ্য করে। রাইফেল নিয়ে দাঁড়ায়নি, গুলির শব্দ হলো। স্লেজটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে মার্ক। আড়াল থেকে আরো একটা গুলি করলো সে। ঘুরলো রানা, বৃত্ত রচনা করে আরেক দিকে এগোলো, বার্গের পশ্চিম প্রান্তের আশ্রয়টুকু পেতে চায়। রানা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার আগে আরো কয়েকটা গুলি করলো

মার্ক। কিন্তু রানা একটা সচল টার্গেট, প্রতিটি বুলেট ফাঁকা জায়গা দিয়ে ছুটে গেল।

বার্গের চারদিকে কিম্ভুতকিমাকার আকৃতি নিয়ে ফুলে-ফেঁপে আছে তুষার, সেগুলোর আড়ালে থেকে বার্গের নিচের কাঁধ লক্ষ্য করে এগোলো রানা। ওখানে পৌঁছে আকাশ থেকে নেমে আসা ঝুলন্ত বরফ পাঁচিলের তলায়, পাঁচিলটা যেখানে নিচের বরফ স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়েছে, রানা দেখলো মার্কের স্লেজটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বার্গের পাশে কোথাও কোনো আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে মার্ক। সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে সামনে বাড়লো রানা। গুলির একটা শব্দ হলো, বরফ কুচিগুলো তীরের মতো আঘাত করলো রানার নাকে-মুখে। কেটে যাওয়ায় গাল থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করলো। হাত দিয়ে রক্তটুকু মুছে রাইফেল তুললো রানা। মার্ককে দেখতে পাচ্ছে ও, ফোলা-ফাঁপা একটা বরফ-স্তম্ভের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে, রাইফেলটা তৈরি। গুলি করতে যাবে রানা, এই সময় মার্কের পিছনে কি যেন নড়ে উঠতে দেখলো ও। ঘন ঘন লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে সাদা বরফের ওপর দিয়ে কালো একটা প্রকাণ্ড বল যেন ছুটে আসছে মার্কের দিকে। দেখছে রানা, ধীরে ধীরে পরিষ্কার হলো চেহারাটা। প্রকাণ্ড একটা জন্তু। কালো নয়, গায়ের রঙ তামাটে, তার সাথে খয়েরি ফোঁটা। আগেও দেখেছে রানা, চিনতে অসুবিধে হলো না। ওটা সী-লেপার্ড, কীলার হোয়েল-এর পর অ্যান্টার্কটিকার হিংস্রতম প্রাণী।

বিপদটা মার্কও প্রায় একই সময়ে টের পেলো, রাইফেলসহ ঘুরে গেল সে। গুলির তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনলো রানা। প্রকাণ্ড পশুটা থামলো না। আরো একটা গুলি করলো মার্ক। একেবারে কাছ থেকে, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ। পরমুহূর্তে মার্কের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সী-লেপার্ড।

পিছন দিকে হোঁচট খেলো মার্ক, চোখের পলক পড়ার আগেই দেখা গেল বরফে চিৎ হয়ে রয়েছে সে, সী-লেপার্ড তার বুকের ওপর।

এবড়োখেবড়ো বরফের ওপর দিয়ে যতোটা সম্ভব দ্রুত এগোলো রানা। মার্ক তার পাশের বরফে রক্তের দাগ ফেলছে। জানোয়ারটা-কেও টলমল করতে দেখলো রানা, সম্ভবত আহত হয়েছে। মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে ওটাকে লক্ষ্য করে পুরো ম্যাগাজিন শেষ করলো রানা। এরপর সামনে এগোলো। সী-লেপার্ড স্থির হয়ে আছে, পড়ে আছে মার্কের দুই পায়ের ওপর। মার্ককে কসরৎ করতে দেখলো সে, পা দুটো মুক্ত করার চেষ্টা করছে। রাইফেলটা এখনো তার এক হাতে ধরা, অপর হাতে বোল্ট ধরে টানাটানি করছে। সেটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিলো রানা। রাগে দুঃখে ফোঁপাচ্ছে মার্ক।

সী-লেপার্ডের বুক থেকে কল কল শব্দে রক্ত বেরোতে দেখলো ও। মার্কের পাঁজরের কাছে অনেকটা জায়গার মাংস অদৃশ্য হয়েছে। রানার দিকে ফিরে কিছু বলার চেষ্টা করলো সে, তারপর জ্ঞান হারালো।

নিহত সী-লেপার্ড আর ওটার নিচে আটকে পড়া আহত মার্ক—দৃশ্যটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো রানা, তারপর হঠাৎ তাৎ-পর্যটুকু উপলব্ধি করলো। মার্ক রোসেটের এখানেই সমাপ্তি, আর ওদের জন্যে নতুন আশা। এখানে রয়েছে, হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে রানা, এক হাজার পাউণ্ড তাজা মাংস আর চর্বি। এগুলো নতুন জীবন দিতে পারে এরিকাকে, আইসবার্গে আটকা পড়া ক্রুদের বাঁচতে সাহায্য করতে পারে। যেভাবেই হোক, দৃঢ় একটা জেদ জন্ম নিলো রানার বুকে, ফিরে যেতে হবে ওকে। আবার ওকে পেরোতে হবে দুর্গম বরফরাজ্য, সাথে মাংস আর চর্বির বোঝা নিয়ে।

মার্কের স্লেজটা টেনে অজ্ঞান দেহের পাশে আনলো রানা। তাঁবু

খাটানো শেষ করেই সী-লেপার্ডের তলা থেকে মার্কের পা দুটো টেনে বের করলো, তাকে তুলে দিলো মেঝে। মারা যাচ্ছে মার্ক। যতোটুকু ভালোভাবে পারা যায় ক্ষতটায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধলো ও। তারপরই হাতে ছুরি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো নিজের কাজে।

চর্বি দিয়ে খাদ্য স্টোভের আগুনে গরম হলো তাঁবুর ভেতরটা, আগুনে সেদ্ধ করা হলো মাংসের বড় কয়েকটা টুকরো। গন্ধে জিভে পানি এসে গেল রানার। মার্ক খেতে পারবে না, কোনো রকমে তার গলার ভেতর খানিকটা গরম রক্ত ঢেলে দিলো ও। মাত্র কয়েক মিনিটে এতো খেলো রানা; গত কয়েকদিনে যা খেয়েছে তারচেয়ে পরিমাণে অনেক বেশি। গরম রক্ত যেন নতুন শক্তি এনে দিলো মার্ককে, জ্ঞান ফিরে পেয়ে কাত হলো সে। একবার রানাকে জিজ্ঞেস করলো, ওর সাথে আইসবার্গ থেকে আর কে এসেছে। রানার জবাব শুনে হাসলো মার্ক, বললো, 'তারমানে সবাইকেই মরতে হচ্ছে, কেউ পার পাবে না।' এরপর আবার সম্ভবত জ্ঞান হারিয়ে ফেললো সে। ভালমত কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো রানা। ঘুম এলো না হঠাৎ করে এক সাথে অনেক বেশি খাবার খেয়ে ফেলায়। পেটে ব্যথা নিয়ে জেগে থাকলো ও। কিন্তু শরীর ক্লান্ত, ঘুম একসময় ঠিকই এলো।

দম আটকে মারা যাচ্ছে, এরকম একটা অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠলো রানা। বসলো, অক্সিজেনের অভাবে হাঁপাচ্ছে, কাশছে অনবরত। কি ঘটেছে কিছুই বুঝতে পারলো না কয়েক মুহূর্ত। তারপর দেখলো, গোটা তাঁবু ধোঁয়ায় ভরে গেছে। মার্কের দিকে ফিরলো, নেই সে। চোখে পানি, ঝাপসা দৃষ্টিতে ধরা পড়লো তাঁবুর একদিকে গোলাপী আভা। ক্রল করে বেরিয়ে এলো ও, দেখলো সী-লেপার্ডের গায়ে আগুন জ্বলছে, আগুনের একটা শিখা এরইমধ্যে প্রায় ছুঁয়ে

ফেলেছে তাঁবুর একটা দিক, সেদিকটা কালচে হয়ে গেছে। শিখা-গুলোর মাঝখানে শুয়ে আছে মার্ক, চেয়ে রয়েছে রানার দিকে, তীব্র ঘৃণা ফুটে রয়েছে ওর দু'চোখে। রক্তে ভিজে লাল হয়ে রয়েছে ব্যাণ্ডেজ। পুড়ছে আগুনে, কিন্তু পরোয়া নেই।

পা ধরে টেনে মার্কের শরীরটা সরিয়ে আনলো রানা, তুষার ছুঁড়ে সী-লেপার্ডের গা থেকে আগুন নেভালো। কি দেখে কি ঘটেছে আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না ওর। সী-লেপার্ড পুড়িয়ে নষ্ট করতে চেয়েছিল মার্ক, তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে খুন করতে চেয়েছিল রানাকে। আগুনের মাঝখানে পাওয়া গেল দু'জোড়া স্কি, আধ-পোড়া অবস্থায়।

আগুন নিভিয়ে আবার তাঁবুতে ফিরে এলো রানা। নিজের তৈরি আগুন থেকে মার্ককে টেনে বের করার সময় সে বেঁচে ছিলো, এটুকু বলতে পারবে ও, কিন্তু কত রাতে কতটা কষ্ট পেয়ে মারা গেছে বলতে পারবে না। জমাট বরফ হয়ে গেছে লাশটা। তাকে সারাটা রাত বাইরে ফেলে রাখায় মারা গেছে সে, এটাই জানে রানা, কিন্তু সেজন্যে ওর মনে কোনো অনুশোচনা বা অপরাধবোধ নেই। মার্কের লাশ দেখে সামান্যতম দুঃখও হলো না ওর।

ভাগ্য ভালো যে সময়মতো স্কিগুলো রক্ষা করতে পেরেছে ও। পুড়-লেও ব্যবহার করা যাবে। স্টোভ জ্বেলে মাংস সেদ্ধ করলো ও, খাও-য়ার পর তুষার দিয়ে ঢাকলো লাশটা। তাঁবুটা খুললো না, আবার রওনা হলো ফিরতি পথে, সাথে মার্কের স্কি, প্রচুর মাংস আর চর্বি।

পশ্চিম দিকে ছুটছে জোরালো বাতাস। রওনা হবার খানিক পরই পায়ের নিচে বরফের নড়াচড়া টের পেলো রানা। তবে পথে কোনো বিপদ ঘটলো না, দ্রুতবেগে এগোতে পারলো ও। দুপুরের খানিক পর

ক্যাম্পে ফিরে আসতে পারলো।

ফিরেই এই অভিযানের সবচেয়ে বড় আঘাতটা পেলো রানা। মারা গেছে এরিকা। রানা চলে যাবার পর তার আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। তুষারের উঁচু একটা স্তূপ দেখালো ওকে হোলস্টাড, ওটার নিচে তাকে ওরা কবর দিয়েছে। পিঠে তীব্র বাতাস নিয়ে স্তূপটার সামনে দাঁড়িয়ে অবুঝ শিশুর মতো কাঁদলো রানা। সবাই এতো শোকাহত যে এগিয়ে এসে রানাকে সান্ত্বনা দেয়ার কথা ভাবলো না কেউ। জীবনে কখনো আর কারো জন্যে এভাবে কাঁদেনি রানা, অথচ এরিকা পিটারসেন না ছিলো ওর আত্মীয় বা বান্ধবী, না ওর সাথে তার কোনো বিশেষ সম্পর্ক ছিলো। এরিকার জন্যে শক্তির উৎস প্রচুর মাংস আর চর্বি নিয়ে এসেছে রানা, কিন্তু এসে দেখে কোমলমতি সাহসী মহৎপ্রাণ মেয়েটা কবরে শুয়ে আছে। তার মৃত্যু অপ্রয়োজনীয় আর অর্থহীন মনে হলো ওর। প্রতিবার, সব সময়, কেন শুধু ভালোমানুষটিকেই চলে যেতে হয়? 'যখন তাকে আমরা কবর দিই,' রানার পাশ থেকে বিড়বিড় করে বললো হোলস্টাড, 'তাকে খুব সুখী দেখাচ্ছিল, স্যার। আমার ধারণা, এরিকা পিটারসেন তার বাবার দেখা পেয়েছে। ডাফ পিটারসেনও যদি মারা গিয়ে থাকেন, সবদিক থেকে ব্যাপারটা ভালোই হলো। এরিকা তার বাবাকে বড় বেশি ভালোবাসতো।'

আগের দিন মার্কের লেজ-চিহ্নিত পথ ধরে খুঁজতে বেরিয়ে হেল-মুটসেন আর ডানকানের বুটগুলো পেয়ে গেছে হোলস্টাড, তুষারের নিচে পুঁতে রেখেছিল মার্ক। নতুন ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হতে কাজেই কোনো বাধা নেই ওদের। ভরপেট খাবার খেয়ে সবারই ওদের পেট ব্যথা করলো, সবচেয়ে অসুস্থ বোধ করলো হোলস্টাড। বাতাস ঠেলে এগোতে হলো ওদেরকে, যতোই সামনে এগোলো ততোই পথের

চিহ্ন ঝাপসা হয়ে এলো। এবারের যাত্রাটা দুঃস্বপ্নের মতো লাগলো ওদের। পায়ের নিচে বরফ আড়মোড়া ভাঙছে, ভেঙে যাচ্ছে এখানে-সেখানে, হঠাৎ চিড় ধরছে, ফাটল তৈরি হচ্ছে চওড়া। তুষারের ঢাকনি সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসছে বিশাল গর্ত।

আইসবার্গটা না থাকলে সী-লেপার্ডটাকে কখনোই ওরা খুঁজে পেতো না। কারণ বেলা তিনটের দিকে দেখা গেল পথচিহ্ন বলে কিছু নেই, সামনে পড়ে আছে দিগন্তবিস্তৃত সমতল বরফ প্রান্তর। পশ্চিম ঘেঁষা সূর্যের ঝাপসা আলোয় আইসবার্গটাকে কালো একটা পিণ্ড দেখালো, আইসবার্গ বলে চেনাই যায় না। তবু ওটার দিকেই দল নিয়ে এগোলো রানা। এক ঘণ্টা পর দ্বিতীয় একটা তাঁবু টাঙানো হলো, স্টোভে ফুটছে সী-লেপার্ডের মাংস।

আবার শুরু হলো বরফ ভাঙচুর আর বিস্ফোরণের শব্দ। প্রতি মুহূর্তে মোচড় খাচ্ছে প্যাক আইস। আইসবার্গটাও গতি পেয়েছে। তবু সে-রাতে মড়ার মতো ঘুমালো ওরা। সকালের দিকে ঘুম ভাঙলো রানার রাইফেল বিস্ফোরণের মতো শব্দ শুনে। হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর প্রবেশপথের কাছে এলো ও, বাইরে ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখতে পেলো না। পেটে চিনচিনে ব্যথা নিয়ে আবার শুলো রানা, ঝিমুনি এসে গেল, পানির কলকল ছলছল আওয়াজ কানে নিয়ে।

তারপর যখন আবার ঘুম ভাঙলো, তাঁবুর খোলা মুখের কাছে পানি দেখে আঁতকে উঠলো রানা। ওর পা দুটো অসাড় হয়ে গেছে, স্লিপিং ব্যাগের নিচের দিকটা ইস্পাতের মতো কঠিন। ব্যাপারটা যেন বরফের ভেতর পা ঢুকিয়ে শুয়ে আছে রানা। মাথাটা তাঁবুর বাইরে বের করলো ও। গোটা দৃশ্য বদলে গেছে। তুষার ঢাকা সমতল বরফ প্রান্তরের বদলে রানা দেখতে পেলো বুকে বরফের অসংখ্য ভাসমান

টুকরো নিয়ে জলরাশির বিস্তার। ওদের চারদিকে সমস্ত বরফ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, এলোমেলো বাতাসের ধাক্কা খেয়ে পরস্পরের গায়ে গুঁতো মারছে। হাঁটু আর কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করার চেষ্টা করলো রানা, ওর নড়ে ওঠার সাথে একপাশে কাত হলো মেঝে। রানা বুঝতে পারলো, ছোটো একটা বরফের টুকরোয় পড়ে রয়েছে ও। টুকরোটার কিনারায় লাফালাফি করছে ছোটো ছোটো ঢেউ। পিছু হটে তাঁবুতে ঢুকলো রানা, বরফের কিনারা থেকে নেমে গেল পানি। আতংকে নীল হয়ে গেল রানার চেহারা, কাঁপা হাতে তাঁবুর আরেক দিকের ক্যানভাস সরালো ও।

খোলা পানির একটা চ্যানেলে ভাসছে বরফের টুকরোটা, মূল বরফ প্রান্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ ফুট দূরে সরে এসেছে জোড়া তাঁবুসহ। ঠিক কোন্ জায়গাটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তা-ও বোঝা গেল, স্লেজগুলো আর সী-লেপার্ডের ধড়টা দেখে। বিপুল পরিমাণ মাংস ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে, দৃষ্টি আর মনের জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক একটা দৃশ্য। ওদের তাঁবুতে তিন কি চার পাউণ্ড মাংস আছে। শেষ হতে কতোক্ষণ! শক্তি আর জীবনের একমাত্র যে উৎসটা ওদের ছিলো, ক্রমশ সেটা থেকে দূরে সরে আসছে ওরা।

বোকার মতো পানির দিকে তাকিয়ে আছে রানা, এই সময় হঠাৎ কি যেন একটা নড়ে উঠতে দেখে তীক্ষ্ণ হলো ওর দৃষ্টি। পানির ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে একদিক থেকে আরেকদিকে চলে যাচ্ছে। চিনতে পেরে আঁতকে উঠলো রানা। ওটা একটা কীলার হোয়েল। যেন রানার দৃষ্টি অনুভব করতে পেরে ঘুরলো সেটা, সরাসরি এগিয়ে এলো ভাসমান বরফটার দিকে। উঁচু ডরসল ফিন ওর সামনে দিয়ে চলে গেল, তারপর রানা শুনতে পেলো তাঁবুর আরেক দিকে গিয়ে নাক দিয়ে

শব্দ করছে সেটা। শব্দটা কুৎসিত, শুকরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ করার মত। অপেক্ষা করছে রানা, দম ফেলতে ভয় পাচ্ছে। বরফের টুকরোটা টল মল করে উঠলো, ওটার নিচে দিয়ে যাচ্ছে হিংস্র কীলার হোয়েল আরো শব্দ ছাড়লো সেটা। ক্যানভাস ছেড়ে দিয়ে চিৎ হলো রানা আড়ষ্ট শরীর নিয়ে অপেক্ষা করছে তিমিটা কখন ফিনের এক ধাক্কায় উল্টে দেবে ভাসমান বরফটাকে।

আওয়াজটা এখন রানার পাশে। অনড় পড়ে থাকলো ও, সঙ্গীদের জাগালো না। ঘটনাটা ঘটার আগে না জানাই ভালো। তাহলে শুধু শেষ মুহূর্তের যন্ত্রণাটুকু ভোগ করবে ওরা।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজটা যেন অনন্তকাল ধরে শুনছে রানা। বরফ-টা একবার কাত হলো, ঝাঁকি খেলো, শক্ত হলো রানার সমস্ত পেশী, অকস্মাৎ পানির ওপর ছিটকে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে, অপেক্ষায় রয়েছে হিম ঠাণ্ডা আর কীলার হোয়েলের ধারালো চোয়ালের কামড় খাবার। পানির দুলুনির সাথে বরফটাও ধীরে ধীরে দুলতে লাগলো। ধীরে ধীরে ঢিল পড়লো রানার পেশীতে। সেই সাথে নিস্তেজ হয়ে পড়লো শরীর, ঘুম পেলো।

বরফের সাথে বরফের নরম ধাক্কা লাগার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। বরফের তলাটা কিসের সাথে যেন ঘষা খাচ্ছে। প্রথম ধরে নিলো রানা, তিমিটা ফিরে এসেছে। কিন্তু বরফের সাথে বরফের শব্দ শুনে অন্য একটা সম্ভাবনার কথা ভাবলো ও। তাঁবুর কাপড় তুলে উঁকি দিলো ও, মনে আশা চ্যানেলের অপর দিকে চলে এসেছে ওরা, যেখানে মাংস আছে ওদের।

কিন্তু ভাগ্য ওদের বিপক্ষে। স্লেজ আর মাংস সিকি মাইল দূরে, মাঝখানে কালো পানি। তবে, ওদের বরফের ছোটো টুকরোটা বড়,

নিয়েটদর্শন একটা মাঠের কিনারায় ভিড়েছে। সঙ্গীদের ঘুম ভাঙালো ও, তাঁবু গুটিয়ে চলে এলো বড় মাঠের মাঝখানে। নতুন করে তাঁবু টাঙানো হলো, রান্না করা হলো অবশিষ্ট মাংসটুকু। খেতে বসে একটা বিষয় নিয়েই মাথা ঘামালো রানা, কিভাবে সী-লেপার্ডের মাংস ফেরত পাওয়া যায়।

চ্যানেল পেরিয়ে ওপারে যাওয়া অসম্ভব। বাতাস রয়েছে, প্রতি-মুহূর্তে মাঝখানের ব্যবধান বাড়ছে। বরফের এক মাঠ থেকে আরেক মাঠে যাবে, নাকি পানি আবার জমাট বাঁধার অপেক্ষায় থাকবে, সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না রানা। বরফ প্রান্তর ভেঙে টুকরো টুকরো হবার একটা অর্থ হতে পারে প্যাক আইসের কিনারায় পৌঁছুচ্ছে ওরা। কথাটা বলতে মাথা নাড়লো হেলমুটসেন, হাত তুলে পশ্চিমদিকটা দেখালো। 'বরফের সাদা উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছেন না? প্যাক আইস আরো অনেক মাইল লম্বা।' কথাটা সত্যি। ওদের পশ্চিমে কোথাও ওয়াটার-স্কাই দেখা গেল না। চোখ ধাঁধানো সাদা উজ্জ্বলতায় বরফ আর মেঘ মিলিত হয়েছে দিগন্তরেখার কাছে।

হোলস্টাডের জ্বর, প্রলাপ বকছে সে। ওকে নিয়ে কোথাও যাবার কথা ভাবা যায় না। ফেলে যাবারও প্রশ্ন ওঠে না—অন্তত রানার মনে ওঠে না। কাল সকালে সী-লেপার্ডের মাংস উদ্ধার করার একটা উপায় হতে পারে ভেবে আজকের দিনটা নড়াচড়া না করার সিদ্ধান্ত নিলো ও।

সেদিনই এক সময় রানার ঘুম ভাঙালো হোলস্টাড। তার মুখ ধব-ধবে সাদা, চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড়। জ্বরে কাঁপছে সে, তবে ঘোরটা কেটে গেছে। 'আপনাকে আপনার কর্তব্যের কথা ভুললে চলবে না, অনারেবল ক্যাপটেন। কারো জন্যে আপনার আটকা পড়া

চলে না।'

কি বলতে চায় হোলস্টাড জানে রানা। মাথা নাড়লো ও। 'তাতে কোনো লাভ নেই,' বললো ও। হোলস্টাডের কথাগুলো ওর মনে এরিকার স্মৃতি ফিরিয়ে আনলো।

'আইসবার্গে ওরা রয়েছে, ওদের কথা ভাবুন, স্যার,' ফিসফিস করে বললো হোলস্টাড। 'আমার কি হবে? এই জায়গাটা আমার খুব একটা অপছন্দ নয়। দয়া করে এখানেই আমাকে মরতে দিন, স্যার। আমাকে ফেলে আজই আপনারা রওনা হয়ে যান।'

'কে বললো তুমি মারা যাচ্ছো?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা, যদিও জানে হোলস্টাড কেন, কেউই ওরা বাঁচবে না।

পরদিন ওদের ঘুম ভাঙলো রোদ ঝলমলে সকালে। আইসবার্গটার ওপর সী-লেপার্ড যেখানে পড়ে আছে, ওদের তাঁবু থেকে তার দূরত্ব বেড়ে দু'মাইলে দাঁড়িয়েছে, মাঝখানে কালো চ্যানেল। উত্তর আর দক্ষিণ দিকে প্যাক আবার জোড়া লেগে অবিচ্ছিন্ন নিরেট চেহারা ফিরে পেয়েছে। আবার যখন তাঁবুতে ফিরে এলো রানা, দেখলো মারা গেছে হোলস্টাড। স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। হাতের আলতো স্পর্শে চোখের পাতা দুটো বন্ধ করে দিলো ও।

সঙ্গীদের ঘুম ভাঙালো রানা। বরফ খুঁড়ে কবর দেয়া হলো হোলস্টাডকে। এক অর্থে বেঁচে গেছে সে, তাকে আর কোনো সংগ্রাম করতে হবে না। 'এবার আমরা রওনা হতে পারি, তাই না?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো হেলমুটসেন। শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে লোকটা, চেহারা হয়েছে বনমানুষের মতো। সে এবং ডানকান, দু'জনেই ফ্রস্টবাইটের শিকার। মার্ক ওদের বুট চুরি করার পর বরফে খালি পায়ে

হাঁটাহাঁটি করার ফল। তবু যেতে চায় তারা।

সাথে শুধু একটা তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ আর রাইফেলটা নিলো ওরা। স্লেজ নেই, সব বয়ে নিয়ে যেতে হবে। রওনা হবার আগে খেয়ে নিলো ওরা—মাংস কাল রাতেই শেষ করেছে, খেতে হলো আধ পোড়া চর্বি। কম্পাস বের করে দিক নির্ণয় করলো রানা, তারপর বেরিয়ে পড়লো, নির্জন বরফরাজ্যে একা ফেলে যাচ্ছে হোলস্টাডকে, ঠিক যেমন এরিকাকে ফেলে এসেছে।

কেউ ওরা সবল নয়। স্কিগুলো পালা করে ব্যবহার করলো ওরা। কিন্তু খানিক পরই ওগুলো ফেলে দিতে হলো, কারণ ভারসাম্য রক্ষার শক্তি ওদের কারো মধ্যেই নেই। পেটের গোলমালে ভুগছে তিনজনই, ভুগছে যে-যার পা নিয়ে। তিনজনই এখন ওরা ফ্রস্টবাইটের শিকার। দ্রুত-অসুস্থ হয়ে পড়ছে ডানকান। আর নরওয়ের লোক দু'জন পরাজয় স্বীকার না করা পর্যন্ত হাল না ছাড়ার একটা জেদ এখনো পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করছে রানাকে।

পীড়াদায়ক, অসহ্য মন্থরগতিতে এগোচ্ছে ওরা। সামনে খোলা পানি থাকলে ঘুরপথ ধরতে হচ্ছে। তবে বরফ প্রায় সমতলই বলা যায়। দুপুর নাগাদ টেনেটুনে দু'মাইলের মতো এগোলো ওরা, ইতোমধ্যে ডানকানকে বাকি দু'জনের কাঁধে ভর দিতে হয়েছে। সাদা উজ্জ্বলতা আগুনে গরম করা সুঁচের মতো বিঁধছে রানার চোখে, এমন সব জিনিস দেখতে শুরু করলো যেগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। মাঝে মধ্যে চোখ ধাঁধানো সাদা উজ্জ্বলতার ভেতর সামনের গোটা দৃশ্য হারিয়ে যাচ্ছে। রানা জানে, এটা হলো স্নো-ব্লাইণ্ডনেস-এর শুরু।

ওদের যদি নির্দিষ্ট একটা গন্তব্য বা লক্ষ্যস্থল থাকতো, সেটা হয়তো শরীর আর প্রকৃতির সাথে এই লড়াইয়ে খানিকটা শক্তি যোগাতো

ওদেরকে। কিন্তু কোনো গন্তব্য বা লক্ষ্যস্থল নেই ওদের. আছে শুধু অস্পষ্ট একটা আশা, যার ওপর ওদের কারো একবিন্দু বিশ্বাস নেই। এগিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। বরফের ওপর শুয়ে পড়ার প্রচণ্ড একটা ইচ্ছের সাথে তুমুল লড়াই বেধে গেল রানার মনে, ইচ্ছে হলো পড়ে যেতে, শান্তিময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে। মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো, সেই সাথে কোকুনের ক্যাম্প আর তিমির মাংস খুঁজে পাবার আশা ম্লান হতে থাকলো।

সেদিন রাতে ডানকান চাইলো তাকে যেন ওরা ফেলে যায়। দুর্বল, ওদের সাথে যাবার শক্তি নেই। কিন্তু তাকে ফেলে যাবার উপায় নেই ওদের। তাঁবু তো মাত্র একটা। যদি যেতে হয়, এক সাথে যেতে হবে, মরতে হলে এক জায়গায় থেমে সবাইকে মরতে হবে। হেলমুটসেন তাকে বললো, সে একটা কাপুরুষ। ডানকানকে কাপুরুষ বলাটা তার উচিত হয়নি, তবে গাল খেয়ে ওদের সাথে থাকলো সে। পরদিন সকালে জেগে রানা লিখলো, 'আজ চোদ্দ দিন। আমরা চলেছি। তবে আজই বোধহয় আমাদের চলার শেষ দিন। আইসবার্গে যারা রয়েছে, আজ তাদের খাবার শেষ হয়ে যাবে।'

দুর্বলতার কারণে শুধু হয়তো উঠে দাঁড়াবার শক্তি অবশিষ্ট আছে ওদের, এই শরীর নিয়ে সেদিন সকালে প্রায় এক মাইল হাঁটলো ওরা। রানার চোখের অবস্থা এতো খারাপ যে ওর পক্ষে কোর্স স্থির করা অসম্ভব কঠিন হয়ে উঠলো। ওদের গলা জড়িয়ে ধরে আসছে বটে ডানকান, প্রায় অজ্ঞানই বলা যায় তাকে। মাঝে মধ্যেই, হাঁটার মধ্যে প্রলাপ বকছে সে নিজের ভাষায়। অন্তত তার চেয়ে রানা বা হেলমুটসেনের অবস্থা খানিকটা ভালো।

দুপুরের কিছুক্ষণ পর শেষবারের মতো তাঁবু টাঙালো ওরা। কাজটা

করার সময় হঠাৎ হেলমুটসেন রানার বাহু খামচে ধরে সাদা উজ্জ্বলতার দিকে একটা হাত লম্বা করলো। 'পেঙ্গুইন,' কর্কশ আওয়াজ বেরুলো তার গলা থেকে। পেঙ্গুইন? তারমানে খাবার! চোখ কুঁচকে তার দেখানো পথে তাকালো রানা। কালো কিছু বিন্দু ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। তবু রাইফেলটা তুলে নিলো ও। প্রার্থনা করলো, দু'একটা যেন পড়ে। লক্ষ্যস্থির করবে কি, রাইফেলটা এতো ভারি লাগলো যে ধরে রাখাই দায়। ব্যারেলটা স্থির করা গেল না। হেলমুটসেনকে বরফের ওপর হাঁটু গেড়ে বসতে বললো ও, তারপর তার কাঁধে রাখলো ব্যারেল। কালো বিন্দুগুলো আকৃতি পেতে শুরু করেছে রানার চোখে। মাথার ওপর ডানা তুলে হাঁটাহাঁটি করছে ওগুলো। ট্রিগারটা যেন গোঁ ধরেছে, নড়বে না। একটা চিৎকার শুনলো রানা। লক্ষ্যস্থির করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হলো। হঠাৎ কারণটা আবিষ্কার করলো ও। শুধু দুর্বলতা নয়, একটা চিৎকার ওর মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে।

তারপর হঠাৎ বুঝলো, ওগুলো পেঙ্গুইন নয়। পেঙ্গুইন কখনো তাদের মাথার ওপর ডানা ঝাপ্টায় না। চিৎকারগুলো বাস্তব, শ্রুতিভ্রম নয়। রাইফেল ফেলে দিয়ে সামনে এগোলো রানা। মূর্তিগুলো মিলিয়ে গেল, সাদা উজ্জ্বলতা সম্পূর্ণ গ্রাস করলো সেগুলোকে। ও, আচ্ছা, গোটা ব্যাপারটাই তাহলে স্বপ্ন ছিলো। বরফের গায়ে কালো বিন্দুগুলোয় কোনো পদার্থ ছিলো না, বিন্দুগুলোরই কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। মতিভ্রম ঘটেছে ওর, অবাস্তব জিনিস দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু তাহলে আমি এমন হাস্যকর ভঙ্গিতে দৌড়াচ্ছি কেন? নিজেকে জিজ্ঞেস করলো রানা। শুনতে পেলো, কর্কশ আওয়াজ বেরিয়ে আসছে ওর গলা থেকে। এরপর হোঁচট খেলো, সবেগে পড়ে গেল

বরফের ওপর। নরম তুষার, হাড়-টাড় না ভাঙার সেটাই কারণ। অদ্ভুত আরামদায়ক, পরম স্বস্তিকর একটা ক্লান্তি অনুভব করলো সারা শরীরে। কিন্তু মনে মনে জানে, ওকে উঠে দাঁড়াতে হবে। এই আরামের অনুভূতিটা মৃত্যুর লক্ষণ, কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে রাজি নয় ও। ইচ্ছেশক্তির সাহায্যে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু শরীরের শক্তি কুলিয়ে উঠতে পারলো না। না পারায়, স্বস্তিকর অনুভূতিটা আরো বাড়লো। লড়ার ইচ্ছেটা মরে যাচ্ছে! মারিকার কথা মনে পড়লো একবার, আইসবার্গের কার্নিসে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। কিন্তু ওর কিছু করার নেই, কিছুই করার নেই। ভাবলো, আমি শেষ। বিদায় পৃথিবী! অনেক দিয়েছো, অনেক পেয়েছি তোমার কাছে, আমার কোনো অভিযোগ নেই, আমি কৃতজ্ঞ। ধীরে ধীরে অচেতন হয়ে পড়লো রানা।

গায়ে উত্তাপ আর নাকে খাবারের গন্ধ নিয়ে জেগে উঠলো রানা। কেটে যাওয়া রক্তাক্ত ঠোঁটের ফাঁকে একটা চামচ ঢোকানো রয়েছে। গরম তরল পদার্থটুকু গেলার সময় পেটের ভেতর নাড়িগুলো মোচড় দিয়ে উঠলো। চোখ খুললো রানা। মণির পিছনে ব্যথা অনুভব করলো। ক্যাপটেন জোনাস ভেনসম ঝুঁকে রয়েছে ওর ওপর। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলো না ও। নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছে, মারা গেছে। তবে দ্বিতীয়বার জোর করে ওর ঠোঁটের ফাঁকে চামচ ঢোকাতে ভুলটা ভাঙলো, বেঁচে আছে ও। বুঝতে পারলো, যেভাবেই হোক কোকুনের বেঁচে যাওয়া ক্রুদের সাথে মিলিত হয়েছে ও। জোনাস ভেনসমের মুখটা ওর চোখের সামনে বারবার আসা-যাওয়া করলো। কর্কশ একটা চিঁ-চিঁ আওয়াজ শুনলো ও, ওর নিজের গলা। ভেন-

সম্বন্ধে অনেক কথা বলার আছে ওর। কিন্তু কি বলবে, কোনটা আগে বলা দরকার, খেই হারিয়ে ফেললো। জ্ঞান হারালো আবার।

পরে জানতে পেরেছে রানা, ষোলো ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও। অবশেষে যখন চোখ মেললো, ফ্যাক্টরি শিপ কোকুনের সেকেণ্ড অফিসার পেরেটকে দেখতে পেলো ও। ওদেরকে জরুরী যে কথাটা বলতে চায় ও, হঠাৎ সেটা মনে পড়লো, 'ওদের কোনো খাবার নেই!' নিজের, কিন্তু অচেনা কণ্ঠস্বর।

রানার বুকে একটা হাত রেখে ওকে শান্ত থাকতে বললো পেরেট। 'চিন্তা করবেন না, মিঃ রানা,' বললো সে। 'শান্তভাবে শুয়ে বিশ্রাম নিন। ক্যাপটেন ভেনসম, আপনি জানেন, কাল রওনা হয়ে গেছেন, নয়জন লোক নিয়ে। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করবো।'

'কিন্তু পরিস্থিতি কতোটুকু গুরুতর তা সে জানে না!' প্রায় চিৎকার করে উঠলো রানা। 'তার জানা নেই ওরা…।'

মৃদু হেসে রানার হাতে মৃদু চাপড় দিলো পেরেট, রানা যেন অবোধ শিশু। 'সব জানেন তিনি। আপনি ঘোরের মধ্যে প্রলাপ বকছিলেন। একটানা চার ঘণ্টা ধরে শুধু একটা কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে গেছেন আপনি—ওদের খাবার নেই, কেউ পৌঁছুতে না পারলে সবাই ওরা মারা যাবে। মিঃ ভেনসম রওনা হবার পরও থামানো যায়নি আপনাকে। দুটো স্লেজ আর একহপ্তা চলার মতো মাংস নিয়ে গেছেন তিনি। আপনাকে তিনি জানাতে বলেছেন, চিন্তা করবেন না, ওখানে তিনি পৌঁছুবেনই।'

'কিন্তু ফাঁকটা! সে তো ফাঁকটার কথা জানে না!' ককিয়ে উঠলো রানা। 'আধমাইল চওড়া চ্যানেল আছে, এখান থেকে মাত্র ক'মাইল পুবে…।'

'সে-কথাও আপনি আমাদের বলেছেন, বহুবার,' বললো পেরেট, রানার বাহুতে চাপ দিলো। 'এখন আপনাকে বিশ্রাম নিতে হবে, কেননা শিগগিরই আমরা রওনা হবো। প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে এনেছি।'

আইসবার্গের দিকে যাওয়ার দীর্ঘ পথটা স্মরণ করলো রানা। জানে, ওর দ্বারা এই পথ পেরোনো সম্ভব নয়। 'আমাদেরকে গাইড হিসেবে একজন লোক দাও, আর কিছু খাবার। আমরা কোকুনের ক্যাম্পে চলে যাই। তোমাদের সাথে গেলে আমরা বোঝা হয়ে দাঁড়াবো, পিছিয়ে দেবো তোমাদের।'

মাথা নাড়লো পেরেট। 'ক্যাপটেন ভেনসম কাল রাতে আপনাকে কি বলেছেন আপনি শোনেননি। কোকুনের ক্যাম্প ছেড়ে আসা হয়েছে। চর্বি আর মাংস ছিলো প্রচুর, কিন্তু আমাদের সাথে কোনো বোট ছিলো না। কাজেই যেখানে বোট আছে সেখানে পৌছুতে হবে আমাদের। স্লেজগুলোর অর্ধেক নিয়ে রোজ আমরা যাত্রা শুরু করেছি, তারপর ফিরে গেছি বাকি স্লেজগুলোর জন্যে। যখন দেখলাম আমরা দুর্বল হয়ে পড়ছি, বেশিরভাগ স্লেজ ফেলে রেখে এলাম।'

'সব মিলিয়ে কতো লোক তোমরা?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ছেচল্লিশজন, ক্যাপটেনের সাথে যারা গেছে তাদের ধরে।'

'বোটে সবার জায়গা হবে না,' বললো রানা। 'যদি ধরেও নিই ওগুলো নামাবার জন্যে খোলা পানি কখনো পাই আমরা।'

'হ্যাঁ, তাই। কিন্তু আমরা একমত হয়েছি সবাই একসাথে থাকবো। যতোক্ষণ বরফ জমাট থাকবে, ততোক্ষণ এগোবো আমরা, যতোক্ষণ বোটে রাখা মাংস শেষ না হয়। এভাবে আমরা হয়তো শীতকালটা টিকে যেতে পারি। কোনো এক সময় প্যাক আইস থেকে বেরিয়ে

যাবে আইসবার্গটা। তখন যার শক্তি-সামর্থ্য বেশি, সাউথ জর্জিয়ায় পৌঁছুবার চেষ্টা করবে সে, রিলিফ নিয়ে ফিরবে। এটাই আমাদের প্ল্যান, একমাত্র আশা।'

'ওদের সাথে কি কর্নেল রোসেটও আছেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা নাড়লো কোকুনের ফার্স্ট অফিসার। 'কর্নেল ওয়াকার রোসেট মারা গেছেন। তাঁর হার্ট, জানেনই তো। তিনি মারা গেছেন বিসমার্ক আমাদের কাছে পৌঁছুনোর একদিন পর।'

'বিসমার্ক?' হাঁ হয়ে গেল রানা। 'তুমি লিবার্টি-ফাইভের মেট, সেই বিসমার্কের কথা বলছো?'

মাথা ঝাঁকালো পেরেট। 'অনেক কষ্ট করে বহু ঘুরে আমাদের পেয়ে গেছে। সে আর তার দুই সঙ্গী আমাদের ক্যাম্পে পৌঁছায় দিন পনেরো আগে।'

'কিন্তু…অসম্ভব!'

পেরেট হাসলো। 'আপনারা ওদের পাঁচজনকে ডুবে যেতে দেখে-ছেন, এই তো? আপনাদের বরফের মাঠটা ডিগবাজি খাচ্ছিলো, তাই না? আসলে হয়েছে কি, ওরা আপনাদের চোখের আড়ালে চলে যাবার পর পানিতে পড়েনি, ছোটো একটা বরফের টুকরোয় ছিটকে পড়েছিল। অবশ্য পাঁচজনের মধ্যে বাকি দু'জন ডুবে যায়। বিসমার্ক আর তার অপর দুই সঙ্গীকে আপনারা দেখতে পাননি কারণ ডিগ-বাজিরত মাঠের পিছনে ছিলো ওরা। পরিস্থিতি শান্ত হবার পর ভাসতে ভাসতে লিবার্টি-থ্রি'র ক্যাম্পটা পেয়ে যায় ওরা। তারপর…।'

'তুমি বলতে চাইছো লিবার্টি-থ্রি'র ক্যাম্প তখনো ওখানে ছিলো?' বাধা দিলো রানা।

মাথা ঝাঁকালো পেরেট।

তাহলে মার্ক রোসেটের ধারণাটা ভুল ছিলো না। ওখানে থাকলে আইসবার্গটা তার নাগাল পেতো না। ওখানে থেকে গেলে একা পালাবার একটা সুযোগ হতো তার। 'বলে যাও,' তাগাদা দিলো রানা।

'বলার তেমন কিছু নেই। ওখানে ওরা খাবার আর আশ্রয় পায়, ফলে ঝড়টাকে সামলে নেয়। তারপর আমরা তেলে আগুন ধরিয়ে দিই, সংকেতটা দেখে রওনা হয় ওরা। আসার পথে শেষ পাঁচদিন অভুক্ত ছিলো। আধমরা, কিন্তু পৌঁছুতে পারে।'

'তোমাদের কাহিনীটা কি? কোকুন ডুবে যাবার পর কি ঘটলো?'

ফ্যাক্টরি শিপের সাথে রেডিও হারায় তারা, ফলে উদ্ধারকারী জাহাজগুলোর সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। ওদের মতো, তারাও একটা আইসবার্গে আশ্রয় নেয়। আইসবার্গটার দিকে যাবার পথে মারা যায় অনেকেই। ডাফ পিটারসেন একটা ফাটলের গভীরে তলিয়ে যান। বিসমার্কে পৌঁছলে তার কাছ থেকে তারা জানতে পারে নিজের দল নিয়ে মাসুদ রানা অপর একটা আইসবার্গের কানিসে টিকে আছে, সাথে চারটে বোট। স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে রওনা হবার জন্যে তৈরি হলেন ক্যাপটেন জোনাস ভেনসম। কিন্তু ঝড়ের মুখে পড়ে ফিরে আসতে হলো দলটাকে। গোটা দল নিয়ে দ্বিতীয়বার যাত্রা শুরু করার প্রস্তুতি চলছে, এই সময় এসে পৌঁছায় রানারা।

আবার ক্লান্তি বোধ করলো রানা। পেরেটের পিছনে অস্পষ্ট ভাবে হেলমুট বার্গারকে দেখতে পেলো ও। ঘুমিয়ে পড়ার আগে রানার চোখের সামনে একে একে এরিকা, সাভিক আর ডাফ পিটারসেনের ছবি ভেসে উঠলো। যারা ভালো, যারা যোদ্ধা, তাদেরকেই সবসময় বলি হতে হয়।

পরদিন সকালে, খুব ভোরে খাওয়াদাওয়া সেরে, একটা তাঁবু বাদ দিয়ে ক্যাম্প গুটিয়ে ফেললো পেরেট। স্লেজের প্রথম কনভয় আর নিজের সব লোকজন নিয়ে রওনা হলো আইসবার্গের উদ্দেশ্যে। তাঁবুতে থাকলো রানা, হেলমুটসেন আর ডানকান। স্লেজের কনভয়ে করে তিমির মাংস নিয়ে যাচ্ছে পেরেট। ওদেরকে সাহায্য করার জন্যে মাত্র একজন লোককে রেখে গেল সে। ওরা আরো বিশ্রাম নেবে, তারপর সময়-সুযোগ বুঝে রওনা হবে একই দিকে। কিছুই ওদেরকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না, যেতেও হবে কাছাকাছি নতুন একটা ক্যাম্পে, এরমধ্যে অবশ্য পেরেটের দল আরো দু'বার একই পথে আসা-যাওয়া করবে।

পুব দিকে যাত্রা, ফেলে আসা পথ ধরে, এগোনোর গতি অসহ্য রকম শ্লথ। প্রথম তিন দিন এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে পৌছুতে পারলো ওরা, তারবেশি সামনে এগোতে পারলো না। সেই খোলা পানি, ঠিক যেখানে ওরা বঞ্চিত হয়েছিল সী-লেপার্ডের মাংস থেকে, তার কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া গেল না। খানিকটা ঘুরপথ ধরে দক্ষিণ দিকে এগোলো ওরা, কিন্তু পানির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। বরফ সম্ভবত আবার জোড়া লেগে গেছে, কিংবা জমাট বেঁধে আবার বরফে পরিণত হয়েছে চ্যানেলটা।

ধীরে ধীরে এগোলো ওরা, পিছনেরগুলো গুটিয়ে সামনে ফেলা হয় নতুন ক্যাম্প। চলতে চলতেই প্রথম রানা আর হেলমুটসেন, তারপর ডানকানও সুস্থ-সবল হয়ে উঠলো, গোটা দলের সাথে একই দিনে একাধিক ক্যাম্প পেরিয়ে যেতে পারছে ওরাও।

ধীরে ধীরে দিগন্তরেখার ওপর মাথা তুলতে দেখলো ওরা সার বাঁধা আইসবার্গগুলোকে। ওগুলোকে দেখে বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল রানার

মন। ওগুলোর একটায় অপেক্ষা করছে পাগলাটে স্বভাবের এক অভাগা, ডঃ নিক শেডি। তাকে এরিকা পিটারসেনের মৃত্যুসংবাদ শোনাতে হবে রানার। না, দায়িত্বটা এড়িয়ে যাবে রানা। ক্যাপটেন ভেনসনকে দিয়ে বলাবে। তবু, নিক শেডি জেদ ধরবে। কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো, রানার মুখ থেকে বিস্তারিত শুনতে চাইবে সে। এরিকার প্রেম, যত্ন, আর স্নেহে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সুখী একজন মানুষ হয়ে উঠতে পারতো নিক শেডি। কি বলবে তাকে রানা? সে নিজেই এরিকার সাথে আসতে চেয়েছিল, রানা তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ক্ষান্ত করে, তার জায়গায় নিজে আসে। এরিকাকে রানার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল নিক শেডি। মানুষ মারা যায়, শেষ পর্যন্ত কেউই বাঁচে না, এই চিন্তাটাও বিষণ্ণ ভাবটুকু রানার মন থেকে দূর করতে পারলো না। একটু সান্ত্বনা শুধু এই যে মারা যাবার সময় এরিকা জানতো না তার বাবা মারা গেছেন। কিন্তু নিক শেডির সামনে রানা দাঁড়াবে কিভাবে?

এক সময় ওদের আইসবার্গের গোটা চেহারা দেখতে পেলো ওরা। ওটার পিছনে আকাশ কালো—পানির প্রতিফলন পড়েছে মেঘে, একটা ওয়াটার-স্কাই। আর কালোর গায়ে সাদা স্তম্ভের মতো খাড়া হয়ে আছে আইসবার্গটা। চোখ জ্বালা করছে, পেরেটের বিনোকিউলার নিয়ে তাকালো রানা। তাকালো যেখানে ওদের ক্যাম্পটা আছে। বা থাকার কথা।

কিন্তু কই? কোথায় গেল? কার্নিসটা আছে, এখনো অস্পষ্ট আর ঝাপসা, কিন্তু সেখানে প্রাণের কোনো লক্ষণ রানার চোখে ধরা পড়লো না। কালো বা কালচে এক-আধটা দাগও তো থাকার কথা, তাই না, ভাবলো রানা। কিন্তু কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। বোটগুলো গেল কোথায়? তাঁবু?

মারিকা আর নিক শেভিরের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো রানার।

এগারো

কিন্তু পরদিন, অর্থাৎ নয়-ই এপ্রিল দুপুরে, ওরা দেখলো বরফের ওপর দিয়ে কালো কিছু মূর্তি ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। রানা ভাবলো, গুড়, গড! ভেনসম ফিরে আসছে! কেউ তারা বেঁচে নেই! নিক শেভিরের কথা ভেবে এখন আর মন খারাপ নয় ওর। মন জুড়ে টনটনে একটা ব্যথা শুধু মারিকার জন্যে। দু'জনে ওরা ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেলো না, ভালোবাসা তো পরের কথা। শুধু বন্ধু হিসেবেও মারিকার মতো একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হওয়া ভাগ্যের কথা। এমনকি কোনো সম্পর্ক না থাকলেও, দুনিয়ার বুকে মারিকার মতো একটা ভালো মেয়ে বেঁচে আছে, তাকে রানা চেনে, এই অনুভূতিটাও অত্যন্ত আনন্দের! মূর্তিগুলোকে হাত নাড়তে দেখলো রানা, তাদের চিৎকারও শুনতে পেলো। চোখে ঝাপসা দৃষ্টি, একজনকেও চিনতে পারলো না। স্লেজের রশি ছেড়ে দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে তাদের দিকে ছুটলো ও।

সংখ্যায় ওরা বোধহয় দু'জন, প্রথমজনই জোনাস ভেনসম। এতো-ক্ষণে নিশ্চিত হলো রানা, অন্যান্যরা সবাই মারা গেছে। ভেনসম আলিঙ্গন করলো রানাকে, ওর পিঠে চাপড় মারলো, গলা ছেড়ে হাসছে। পরমুহূর্তে কে যেন ভেনসমের বুক থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিলো ওকে, আরেক বুকে আশ্রয় পেলো রানা। কার বুক, কে তাকে টেনে নিলো, প্রথমে বুঝতে পারলো না রানা। নরম বুক। কাঁপা শরীর। ফোঁপাচ্ছে মারিকা, কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে। দুটো শরীর এক হয়ে রয়েছে, দু'জনের মাঝখানে এক তিল ফাঁক রাখতে ইচ্ছুক নয় মারিকা পাইটন। রানাকে এমন শক্তভাবে জড়িয়ে রাখলো সে, যেন দ্বিতীয়বার ওকে হারাতে রাজি নয়।

মারিকার মুখের দিকে তাকাবার সুযোগ পেয়ে রানা দেখলো, মেয়েটা এখন আর রোগা বা ম্লান নয়। আবার সে তার শরীরে উথলে ওঠা যৌবন ফিরে পেয়েছে, মুখে লাবণ্যের ঢল। চোখ দুটো থেকে অঝোরে পানি গড়াচ্ছে, কিন্তু সারা মুখে লেগে রয়েছে আপেল রাঙা হাসি। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছো,' হাসি আর কান্নার মাঝে বললো সে। 'তারপর ক্যাপটেন ভেনসম এসে জানালেন, তুমি ভালো আছো। ওহ্, রানা,' রানার বুকে কপাল ঘষলো সে, 'তোমাকে ছাড়া ফিরতে চাইনি আমি। তুমি মারা গেছো জানলে আমি হেরে যেতাম!'

দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে রাখলো রানা মারিকাকে। মেয়েটা আহত পাখির মতো কাঁপছে। ঠাণ্ডা বাতাস হঠাৎ করেই যেন গরম হয়ে উঠেছে, সেই সাথে সমস্ত দুর্বলতাও এক নিমেষে কাটিয়ে উঠেছে রানা। 'বাকি সবাই?' জিজ্ঞেস করলো ও। 'ওরা সবাই ভালো তো?'

'হ্যাঁ,' বললো মারিকা। 'সবাই ভালো। শুধু নিক শেডি বাদে।'

'নিক শেডি বাদে?' নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলো রানা। 'কি বলছো তুমি?'

'তোমরা রওনা হবার দু'দিন পর,' বললো মারিকা। 'মাত্র দু'দিন পর, আইসবার্গের ওপর ঝাঁক বেঁধে হেঁটে এলো কয়েক হাজার পেঙ্গুইন। প্রথম দিন দুশোটা মারা হলো, পরদিন আরো বেশি। বলা যায় খাবারের মধ্যে গড়াগড়ি যাবার অবস্থা হলো আমাদের। সংকেত দেয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তোমরা দেখতে পেলে না। এরপর তোমাদের ফেরত আনার জন্যে একাই রওনা হয়ে গেল নিক শেডি। আমরা রাজি হইনি, তাই রাতের অন্ধকারে, কাউকে কিছু না জানিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায় সে। সকালে আমরা দেখলাম শ্লেজ চিহ্নিত পথ ধরে যাচ্ছে সে। ক্যাপটেন ভেনসমের কাছে জানলাম, তোমাদের ধরতে পারেনি সে।'

'না,' বললো রানা, ওর ঘাড় থেকে যেন বিরাট একটা বোঝা নেমে গেল। নিক শেডি আর নেই। জীবনের তিক্ততা থেকে রেহাই পেয়েছে সে। এরিকার কথা তাকে বলতে হবে না রানার।

'আমাদের পাঁচ মাইলের মধ্যে খোলা পানি আছে।'

নিক শেডির কথা ভাবছিল, মারিকা কথাটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করতে শুনতে পেলো রানা। বলে চলেছে মারিকা, 'আইসবার্গটা আমাদেরকে নিয়ে উত্তর দিকে ভেসে যাচ্ছে। প্যাক আইস ভাঙতে শুরু করেছে। এখন শুধু জোরালো বাতাস বইলেই হয়, কয়েক দিনের মধ্যে প্যাক আইস থেকে বেরিয়ে যাবে আইসবার্গ।'

ভেনসমের দিকে ফিরলো রানা। 'সত্যি?' ওর চেহারায় আশার আলো। 'প্যাক আইস ভেঙে বেরিয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা আছে আইসবার্গটার?'

'সম্ভাবনা বলছেন কেন,' জবাব দিলো ভেনসম, 'নির্ঘাৎ তাই ঘটতে যাচ্ছে। এক হপ্তার মধ্যে পানিতে বোট নামাতে পারবো আমরা।'

'কিন্তু তারপর?' জিজ্ঞেস করলো রানা, চারদিকে চোখ বুলিয়ে কোকুনের বেঁচে যাওয়া ক্রুদের দিকে তাকালো।

রানা কি ভাবছে বুঝতে পারলো ভেনসম। 'তারপর? তারপর আমরা ছড়িয়ে পড়বো। চারটে বোট রয়েছে আমাদের, সাহায্য পাবার চারটে সুযোগ। বাকিরা সবাই আইসবার্গের ক্যাম্পেই থেকে যাবে। অন্তত একটা বোট নিশ্চয়ই প্যাক আইস থেকে বেরুতে পারবে।'

ঘুরলো রানা, তাকালো আইসবার্গটার দিকে। দেখে যথেষ্ট নিরেট বলেই মনে হলো, কিন্তু প্যাক আইস আর খোলা সাগরের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাউথ আটলান্টিকের পাহাড় সমান উঁচু ঢেউ একের পর এক আঘাত করছে আইসবার্গটাকে, সেটার কার্নিসে অসহায় কিছু মানুষ ঝুলছে, দৃশ্যটা কল্পনা করতে গিয়ে শিউরে উঠলো রানা। তারপর ভাবলো, ওই খুদে বোটগুলোরই বা কি অবস্থা দাঁড়াবে? শীত চলে আসছে। শুরু হতে যাচ্ছে ঝড়ের মৌসুম। একের পর এক আসতেই থাকবে। উদ্ধারকারী জাহাজগুলো এতো দিনে নিশ্চয়ই হতাশ হয়ে বন্দরে ফিরে গেছে। বোটগুলো কারো চোখে পড়ার কথা নয়। আইসবার্গে যারা থাকবে তাদেরও উদ্ধার পাবার কোনো উপায় হবে না।

মারিকার কাঁধে হাত রেখে তাকে নিজের দিকে টানলো রানা। 'চিন্তা করো না, মারিকা—শুধু প্রার্থনা করো ভাগ্য যেন আমাদের নিয়ে আর কোনো নোংরা খেলা না খেলে।'

ঝট্ করে মুখ তুলে রানার চোখে তাকালো মারিকা, ওর চোখে কি যেন খুঁজলো, তারপর ফিসফিস করে বললো, 'তুমি এরিকার কথা ভাবছো, তাই না?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো রানা।

'এরিকার মতো মেয়ে হয় না। তবু, কি জানো, বাপকে ছাড়া সুখী হতে পারতো না মেয়েটা। এরিকার জীবনে ডাক পিটারসেনের যে ভূমিকা ছিলো কেউ তা পূরণ করতে পারতো না, নিকও না।' মাথা নত করলো সে, তারপর আবার যখন রানার দিকে তাকালো, তার চোখে বিষাদের ম্লান ছায়া দেখতে পেলো রানা। 'ঠিক যেমন আমার বাবার জায়গাটা কেউ দখল করতে পারবে না।' হাসলো সে, নির্দয় বাস্তবতা উপলব্ধি করার সময় মানুষ যেমন করুণ হাসে।

স্লেজের মুখগুলো ঘুরে গেছে, এবার ওরাও অতিকায় আইসবার্গের দিকে ঘুরে হাঁটা ধরলো। রানা আর মারিকা পরস্পরের হাত ধরে আছে। বরফ পাহাড়ের পিছনে কালো মেঘে খোলা পানির প্রতিফলন। আরো সামনে, অনেক দূরে সাউথ জর্জিয়া। ক্রুদের একজন গান গাইতে শুরু করলো। নরওয়ের একটা গান, জাহাজে থাকার সময় একবার শুনেছে রানা, বাড়ি ফেরার আনন্দ নিয়ে লেখা। এক মুহূর্ত, ক[illegible]ই সবাই তার সাথে গলা মেলালো। ভাষা বোঝে না, সুরটা ভালো করে ধরতে পারে না, তবু রানারও ইচ্ছে হলো ওদের সাথে গায়। বাড়ির কথা মনে পড়তেই আবেগে থরথর করে উঠলো বুকটা। তারপর নিজেও জানে না কখন সবার সাথে গাইতে শুরু করেছে ও।

বারো

একুশে এপ্রিল। সাউথ জর্জিয়া থেকে একটা রেডিও মেসেজ এলো, সেই সাথে দুনিয়ার খবরের কাগজে আবার শিরোনাম হলো ফ্যাক্টরি শিপ কোকুন। মেসেজটা পৌঁছুলো পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর অসলো অফিসে। তাতে বলা হলো, 'কোকুনের কয়েকজন ক্রুকে নিয়ে দুটো বোট সাউথ জর্জিয়ায় পৌঁচেছে।'

দু'ঘন্টা পর আরেকটা মেসেজ এলো, জানা গেল অ্যান্টার্কটিকার একটা আইসবার্গের ওপর আটকা পড়েছে কোকুনের বেঁচে যাওয়া বেশ কিছু ক্রু। মেসেজটা দীর্ঘ, তাতে বলা হয়েছে, 'দুটো বোট পৌঁচেছে, প্রতিটিতে ছয়জন করে লোক। কমাণ্ডার : জোনাস ভেনসম আর ভ্যান হেলমুটসেন। ক্রুদের তালিকা পরে জানানো হবে। আরও দুটো বোট এখনো পৌঁছায়নি। ওগুলোর কমাণ্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জোহান্স পেরেট আর রিকেট বিসমার্ক। সাতষট্টিজন মানুষ, তাদের সাথে মিস মারিকা পাইটনও আছেন, খোলা সাগরে ভাসমান একটা আইসবার্গে আটকা পড়েছেন। পজিশন—৬২.৫৮ দক্ষিণ, ৩০.৪৬ পশ্চিম। নিখোঁজ বোটগুলোর সন্ধানে চারটে ক্যাচারকে পাঠানো

হয়েছে। স্টেশন রিলিফ শিপ 'সী ফেয়ার' ফিরে এলেই আইসবার্গে আটকা পড়া লোকদের উদ্ধারের জন্যে পাঠানো হবে।'

বরফ ঘেরা দ্বীপ সাউথ জর্জিয়ায় শীত চলে আসছে। আর দু'দিন পর হোয়েলিং স্টেশন বন্ধ করে দিয়ে দ্বীপ ত্যাগ করা হবে। ক্যাপটেন ভেনসম মাত্র দু'দিন আগে পৌঁছুতে পেরে বেঁচে গেছেন। গোটা কাহিনীটা অবিশ্বাস্য।

ঝড়ের মুখে পড়ে প্যাক আইস থেকে বেরিয়ে এলো আইসবার্গটা দশ-ই এপ্রিল। যে কার্নিসে ওরা আশ্রয় নিয়েছে, বাতাস সরাসরি সেদিকেই আঘাত হানছে। ঢেউয়ের মাথা থেকে নিক্ষিপ্ত বরফ কুচির অবিরাম হামলা সহ্য করে কার্নিস আঁকড়ে চব্বিশ ঘন্টা টিকে থাকলো ওরা। তারপর আইসবার্গটা ঘুরে যাওয়ায় বাতাসের আঘাত থেকে বাঁচার সুযোগ হলো। এরইমধ্যে তারা প্যাকিং কেস আর ক্যানভাস তুলে যাত্রার জন্যে তৈরি করেছে বোটগুলো। এরপর তারা নতুন করে কার্নিসে ধাপ তৈরি করলো। এগারো তারিখ সকালে ঝড় থামতে বোটগুলো তারা কার্নিস থেকে পানিতে নামালো।

পাহাড় সমান উঁচু ঢেউ আর প্রায় বিরতিহীন অন্ধকারের ভেতর দ্রুতবেগে আইসবার্গের গা থেকে সরে গেল চারটে বোট। একটানা দশটা দিন তারা উত্তর অর্থাৎ সাউথ জর্জিয়ার দিকে এগোলো, পাল-গুলো সাহায্য করলো ওদেরকে।

জোনাস ভেনসম, তাঁর রিপোর্টে এই বোট জার্নি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'সাগরে আমার বত্রিশ বছর কেটেছে, এর আগে কখনো বেঁচে থাকার জন্যে এমন কষ্ট ও সংগ্রাম করতে হয়নি আমাকে। প্রতি-টি বোটে ছয়জন করে ক্রু ছিলো। ঘুমোবার কোনো জায়গা নেই। প্রতি মুহূর্তে পানি সেঁচতে হয়েছে, বোটের কিনারা থেকে খসাতে

হয়েছে বরফ। বরফ খসাতে দেরি হওয়া মানে, সবার জন্যে সলিল-সমাধি, কারণ বোট নির্ঘাৎ উল্টে যাবে। মাত্র একবার আমি সূর্যের দেখা পাই। শীত এতো প্রচণ্ড যে ক্রুরা সবাই হার্ডবোর্ড-এর মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিলো, ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে না ডললে হাত-পায়ে রক্ত চলাচল শুরু হতো না। পাঁচ দিনের দিন ফ্রস্টবাইটের শিকার হলাম আমরা। নেভিগেশনে আমি ভুল করছি, সাউথ জর্জিয়াকে পাশ কাটিয়ে যাবো, এই ভয় আমাকে পাগল করে রেখেছিল।'

বেয়াড়া একটা ঝড়ের কবলে পড়ে তারা। তারপর দশ দিনের দিন শেষ বিকেলে সাউথ জর্জিয়ার দক্ষিণ-পুব কোণটা দেখতে পায়। সকালে দ্বীপটার উত্তর প্রান্তে পৌঁছায় প্রথম বোট, হেলমুটদের বোট এক মাইল পিছনে ছিলো।

খবরের কাগজে লেখা হলো, 'মাত্র দুটো বোট নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুতে পেরেছে। বাকি ক্রুদের কপালে কি ঘটেছে তা বোধহয় কোনোদিনই আমরা জানতে পারবো না। হতে পারে তারা সাউথ জর্জিয়াকে পাশ কাটিয়ে আটলান্টিকে ঢুকে পড়েছে। হতে পারে তাদের বোট উল্টে যায়। তাদের খুঁজতে বেরিয়ে ক্যাচারগুলো রিপোর্ট করেছে, কিছুই দেখতে পায়নি তারা।

আর মাত্র কয়েক হপ্তার মধ্যে শীত এসে যাবে, আবার জমাট বাঁধবে প্যাক আইস, অচল হয়ে পড়বে আইসবার্গগুলো। প্যাক আইস পেরিয়ে নির্দিষ্ট একটা আইসবার্গে পৌঁছুনো তখন আর সম্ভব হবে না। কার্নিসে আশ্রয় নেয়া সাতষট্টিজন মানুষকে বাঁচাবার জন্যে আবার কবে গ্রীষ্মকাল আসবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সবাই জানে, ওখানে যারা আছে, গোটা একটা শীতকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। যদিও, শীত এসে পড়ার আগেই জোনাস

ভেনসম ওদেরকে উদ্ধার করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করছেন। তাঁর একমাত্র ভরসা 'সী ফেরার'।

ছোট্ট ভেসেলটা বাইশ তারিখে সাউথ জর্জিয়ায় পৌঁছুলো, দেরি না করে ফুয়েল ভরা হলো তাতে। ক্যাপটেন ভেনসম আর একজন অফিসারকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল জাহাজটা। খবরের কাগজে এই প্রথম ছাপা হলো, 'এখন জানা গেছে মাসুদ রানা নামে এক বাংলাদেশী ক্যাপটেন আইসবার্গের কার্নিসে থেকে যাওয়া সাতষট্টিজন ক্রুর নেতৃত্বে রয়েছেন।'

এরপর শুরু হলো শ্বাসরুদ্ধকর অপেক্ষার পালা। তুমুল বর্ষণ আর ঝড়ের কারণে ক্যাচারগুলো বোট ছুটোর খোঁজ বাদ দিয়ে ফিরে এলো স্টেশনে। সী ফেরার থেকেও কোনো মেসেজ এলো না। জাহাজটা আলগা প্যাক আর উত্তাল সাগরে আটকা পড়েছে। ছাব্বিশ তারিখে জাহাজের ক্যাপটেন, জেফারসেন, জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে স্টেশনে ফেরার জন্যে জেদ ধরলেন। কিন্তু জোনাস ভেনসম তাঁকে রাজি করালেন জাহাজ আর ক্রুর ওপর ঝুঁকি নিতে। অন্তত আরো কয়েক ঘন্টা ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে থাকতে চাইলেন তিনি।

সেদিনই সন্ধ্যায় সুখবরের প্রথম অংশটা পৌঁছুলো। সাউথ জর্জিয়া থেকে রেডিও মেসেজ এলো, 'সী ফেরার আইসবার্গ দেখতে পেয়েছে। প্যাক আইস বিপুল, আবহাওয়ার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।'

তারপর...আর কোনো খবর নেই। পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টা সাউথ জর্জিয়া কোনো মেসেজ দিতে পারলো না। খবরের কাগজে অ্যান্টার্কটিকার ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে লেখা হলো। সময় যতোই বয়ে চললো, কোনো মেসেজ না আসায়, সবাই প্রায় ধরে নিলো উদ্ধারের চেষ্টা বাতিল ঘোষণা করা হবে।

তারপর, আটাশ তারিখে, দুপুরের কিছুক্ষণ পর, সবাই যে খবরটার জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল, পৌঁছুলো সেটা।

'আইসবার্গে আটকা পড়া ক্রুদের উদ্ধার করা হয়েছে। সাতসত্তর জনই সুস্থ ও নিরাপদ। প্যাক আইস আর উত্তাল সাগর উদ্ধার কাজে দেরি করিয়ে দেয়। রয়টার।'

হ্যাঁ, কোকুন বিপর্যয় কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি। অবশ্য আরো খানিকটা যোগ করার আছে, বিশেষ করে এক বছর পর যখন বেলফাস্টে নতুন আরেকটা কোকুন তৈরি হতে চলেছে। আশা করা হচ্ছে আগামী মৌসুমে তৈরি হয়ে যাবে সেটা। পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর মালিকানা এখন মিস মারিকা পাইটনের হাতে চলে এসেছে। মিস মারিকা পাইটন কোম্পানীর চেয়ারম্যান। বি. বি. সি.-র সংবাদদাতার এক প্রশ্নের উত্তরে মারিকা জানিয়েছে, প্রতি বছরই অ্যান্টার্কটিকায় যেতে সে ইচ্ছুক। সে নাকি তার জীবনে এমন একটা কিছু খুঁজে পেয়েছে যার জন্যে অ্যান্টার্কটিকার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে।

পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর নতুন হেডকোয়ার্টার এখন লণ্ডনে। ওখানেই মারিকা পাইটন বসে। তার চেম্বারে ঢোকার আগে একটা হলঘর পেরোতে হয়, সেই হলঘরের দেয়ালে, দরজার ঠিক উপরে পাশাপাশি এরিকা পিটারসেন আর নিক শেভির ছবি টাঙানো আছে। ছবিগুলো বিখ্যাত জাপানী ফটোগ্রাফার কাইসু ওকোমোর তোলা। মারিকা পাইটনের চেম্বারে, তার ডেস্কের ওপর রয়েছে অচেনা এক যুবকের ফটো।

এখানে একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয়। উদ্ধার পাবার পর, সবাই যখন কেপটাউনে ফিরে এলো, আর সবাইকে হোটেলে বা যার যার নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাওয়া গেলেও, পুরো সাতটা দিন মিস মারিকা

পাইটনের কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি।

কোথায় ছিলো মারিকা এই সাত দিন? কেউ না জানলেও, রানা জানে। কারণ ওর সাথে সে-ও ছিলো নির্জন সৈকতের কিনারায়, এক পর্ণকুটিরে। দিনগুলো ওদের সারি সারি নারকেল গাছের ছায়ায় অথবা সাগরের পানিতে কেটেছে, রাত কেটেছে চন্দ্রালোকিত সৈকতে হাত ধরাধরি করে হেঁটে অথবা পাথরের ওপর পাশাপাশি বসে। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল সময়টা, সাতটা দিন যেন সাত সেকেণ্ডের বেশি স্থায়ী হলো না। দু'জনেই দীর্ঘশ্বাস ফেললো। অ্যান্টার্কটিকায় অনেকগুলো মাস ওরা কাটিয়েছে বটে, কিন্তু পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পায়নি। ঘটনাচক্রে বেশিরভাগ সময় বিচ্ছিন্ন ছিলো ওরা। ফিরে আসার পরও কারো হাতে সময় নেই। রানাকে ফিরে যেতে হবে দায়িত্ব আর কর্তব্যের ডাকে। আর মারিকাকে হাল ধরতে হবে পোলার হোয়েলিং কোম্পানীর। কয়েকটা মাস সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকতে হবে দু'জনকে। কাজেই দু'জনের মনে একটা সংশয় জাগলো, ওরা কি পরস্পরকে ভুলে যাবে?

শেষ দিনটা দু'জনেরই খুব অস্থিরতার ভেতর কাটলো। বিশেষ কথা বললো না রানা, মারিকাও চুপচাপ। তারপর প্রসঙ্গটা মারিকাই তুললো। 'একটা কিছু করা যায় না, রানা? এমন একটা কিছু, যাতে আবার আমাদের দেখা হয়? আমরা যাতে কাছে আসার সুযোগ পাই। একজন বন্ধু আরেকজন বন্ধুকে কখনো ভোলে না। আমরা সেরকম বন্ধু হতে পারি না?'

ঠিক এই কথাগুলোই বলতে চাইছিল রানা। মাথা ঝাঁকালো ও। 'কেন নয়? কেন আবার আমাদের দেখা হতে পারে না? হাতের কাজ শেষ হলে, তোমাকে আমি ফোন করতে পারি, তোমার ব্যস্ততা

করলে তুমি আমাকে চিঠি লিখতে পারো। দু'জনের সময়-সুযোগ মতো অবশ্যই দেখা হতে পারে আমাদের।'

রানার কোমর জড়িয়ে ধরে সাগরের দিকে ফিরলো মারিকা। 'কথা দিলাম, তোমাকে আমি লিখবো। তোমাকে আমি আরো ভালোভাবে জানতে চাই।'

'আমার আবার ধৈর্য কম,' চোখে দুষ্ট হাসি নিয়ে বললো রানা। 'ভবিষ্যতের প্ল্যান যেটা করলে, সেটা ঠিকই আছে—সময় পেলে, আমাকে আরো ভালোভাবে চিনে নিয়ো তুমি। কিন্তু আমি, আজ রাতেই, আমাদের কুঁড়েঘরে তোমাকে সম্পূর্ণ চিনে নিতে চাই। আপাদমস্তক, গভীরভাবে।'

থতমত খেয়ে গেল মারিকা, প্রথমে বুঝতেই পারলো না কি বলছে রানা। তারপর ফিক করে হেসে ফেললো সে। পরমুহূর্তে অনিশ্চয়তা ও জড়তা দেখা গেল তার চেহারায়। রানাকে ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে সরে গেল সে।

'কি হলো, ঘাবড়ে গেলে নাকি?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'ঠাট্টা করছি তো!'

আরো ক'সেকেণ্ড স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো মারিকা, যেন বর্তমানে নেই সে, অতীতে ফিরে গেছে। তারপর ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার চেহারা। এক পা এগিয়ে এসে আলতোভাবে রানার বুকে মাথা রাখলো মারিকা। ফিসফিস করে বললো, 'না, রানা, ঠাট্টা নয়। এ আমাদের পাওনা। কতো কষ্টে সামলে রেখেছি নিজেকে তা তুমি ভাবতেও পারবে না। আমিও জানতে চাই তোমাকে!'

শেষ